আচার্য্যের উপদেশ।

নববিধানাচার্য্য

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী।

৭৮নং অপার সার্কিউলার রোড।

১৮৩৯ শক—১৯১৭ খৃষ্টাব্দ।

 [মূল্য ১৲ টাকা।

ভূমিকা।

আচার্য্যের উপদেশ চতুর্থ খণ্ড নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ধারাবাহিক তারিখ অনুযায়ী প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া, এই খণ্ডে পূর্ব্বে পুস্তকাকারে প্রকাশিত উপদেশেরই বেশী সমাবেশ হইয়াছে। এই সমস্ত উপদেশ "আচার্য্যের উপদেশ" প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম খণ্ড এবং ষষ্ঠ খণ্ডে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছিল। এখন এক স্থানে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইল। অনেক স্থানে অনেক ভুল ছিল, অনেক বাদ পড়িয়াছিল, সে সমুদয় সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইল। ষ্টারমার্কযুক্ত উপদেশ নূতন।

কমলকুটীর,
৭ই ভাদ্র, ১৮৩৯ শক ;
২৩শে আগষ্ট, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ।

গণেশ প্রসাদ।

সূচীপত্র।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।

আচার্য্যের উপদেশ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

ভাদ্রোৎসব।

উৎসবের বিরুদ্ধে পাপাচরণ করিও না।

প্রাতঃকাল, রবিবার, ৩রা ভাদ্র, ১৭৯৪ শক;

১৮ই আগষ্ট, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

দয়াময় পরমেশ্বরের করুণা প্রকাশ্যভাবে প্রতিদিন যেমন আমাদিগের শরীর রক্ষার্থে অন্ন জল পান বিধান করিতেছে, তেমনই আধ্যাত্মিক জীবন রক্ষার্থে ধর্ম্মান্ন বিতরণ করিতেছে। আমরা এ সকল লাভ করিয়া, এ সকল উপভোগ করিয়া, কতবার তাঁহার অবাধ্য হই, কতবার তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করি। জল, বায়ু, অন্ন, সমুদয় ভৌতিক সুখের জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত; কিন্তু সেই সকল সুখের সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে আমাদিগকে উচ্চ সুখের অধিকারী করিলেন, এজন্য অবনত হৃদয়ে ব্রাহ্ম বলিয়া তাঁহার নিকটে বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য। যে পাপ করিল, অকৃতজ্ঞতা অপরাধে অপরাধী হইল, তাহাকেই ক্ষুধার

সময়ে অন্ন দিলেন, তৃষ্ণার সময়ে জল দিলেন, রোগের সময়ে ঔষধ দিলেন; সে আরও অবাধ্য হইল, আরও অকৃতজ্ঞ হইল, তাহার পাপ কৃতঘ্নতা আরও শতগুণে বৰ্দ্ধিত হইল। তিনি এই পর্য্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি আমাদিগকে অকৃতজ্ঞতা অপরাধে অপরাধী হইতে দেখিয়া নিরস্ত হইলেন না; ধৰ্ম্মবলে সকল দুঃখ দূর করিবার জন্য ধৰ্ম্ম দিলেন, পাপ কুসংস্কার অসত্যের যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সত্য-ধন অর্পণ করিলেন, শোক মোহ হইতে রক্ষা করিবার জন্য দিন দিন কত নূতন নূতন উপায় সকল আমাদিগের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিলেন; আমাদিগের অকৃতজ্ঞতা জন্য অপরাধ, অবাধ্যতা জন্য অপরাধ, আরও গুরুতর হইল।

অন্য লোকের অপেক্ষা ব্রাহ্মের অকৃতজ্ঞতা অবাধ্যতা আরও গুরুতর। ব্রাহ্মের প্রতি তিনি বিশেষ করুণা করিয়া তাহার হৃদয়ে স্বর্গের আলোক প্রকাশিত করিলেন, তাহার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া উপযুক্ত সদুত্তর প্রদান করিলেন। ইহাতে আমরা ব্রাহ্ম, আমরা শ্রেষ্ঠ, এ অভিমান করি বটে, কিন্তু আমাদিগের দোষ এত ভয়ানক হইয়াও তাহার প্রতি তত দৃষ্টি করি না। দেখ তিনি পরম ধৰ্ম্ম প্রদান করিয়া আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ করিলেন, কিন্তু সেই ধৰ্ম্ম লাভ করিয়া আমরা অকৃতজ্ঞ অবাধ্য হইলাম, আমাদিগের জঘন্যতা আরও পরিবৰ্দ্ধিত হইল। তাঁহার করুণা স্মরণ করিয়া যত আহ্লাদিত হই, আমাদিগের পাপ যন্ত্রণা তাহার সঙ্গে সঙ্গে তত বাড়িতে থাকে। এইজন্য বলি আমাদিগের অবস্থা এক দিকে যেমন শ্রেষ্ঠ, অন্য দিকে তেমনই জঘন্য। আবার কেবল যে সৰ্ব্বাপেক্ষা মহত্তর শ্রেষ্ঠতর ব্রাহ্মধর্ম্ম পাইয়াছি তাহা নহে; আমরা বৎসরে বৎসরে প্রেমময়ের

উৎসব লাভ করিতেছি। আমরা ধর্ম্মের নির্জীবভাবে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না, এজন্য দুরবস্থা বুঝিয়া কৃপা করিয়া তিনি উৎসব আনয়ন করেন। আমরা উপযুক্ত নই ; বিশেষ করুণার যোগ্য পাত্র নই, তথাপি দয়াময় কৃতার্থ করিবার জন্য, আমাদিগের সঙ্গে এমন সদয় ব্যবহার করেন।

এই সেই অল্প দিন হইল এই ব্রহ্মমন্দিরে, এই শান্তি-নিকেতনে, ১১ই মাঘের উৎসবের শান্তি আনন্দ লাভ করিলাম, আজ আবার সেই শান্তি সুখ লাভ করিবার জন্য এখানে উপস্থিত করিলেন। দেখ, অন্য লোকে যে সকল সুখ লাভ করিতেছে, সে সকল ত আমাদিগকে বিতরণ করিলেনই, তদপেক্ষা আবার ব্রাহ্ম করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সুখ দিলেন। ইহাতেও নিশ্চিন্ত না থাকিয়া উৎসব আনয়ন করিয়া অতুল আনন্দ প্রদান করিলেন। করুণা, আনন্দ, সুখ যে পরিমাণে, সেই পরিমাণে আমাদিগের দোষ অপরাধের বৃদ্ধি, এ কথার গুরুত্ব কি আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি? তিনি এত করুণা করিলেন, আমরা তাহার বিনিময়ে কি অর্পণ করিলাম? ব্রহ্মমন্দিরে বৎসরে বৎসরে সুখরত্ন লাভ করিতেছি, ইহাতে তাঁহার প্রতি কোথায় বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব, না দিন দিন কৃতঘ্ন হইয়া যাইতেছি। আমরা যতবার উত্থিত হইতেছি, ততবার আমাদিগকে পতিত হইতে হইতেছে। একবার যে ধন লাভ করিলাম, কই নিশ্চয় করিয়া কি বলিতে পারি, এই যাহা লাভ করিলাম, ইহা আর হারাইব না? সংসার শত্রু বসিয়া আছে, যাই ধন লাভ করিলাম, অমনই সে উহা হরণ করিয়া লইল, যাই অমৃত লাভ করিলাম, অমনই সে উহাকে শুষ্ক করিয়া ফেলিল।

হৃদয়ে সেই সাধুভাব সুধারসাস্বাদ থাকিতে পায় না। বারম্বার উৎসবে সুধা পান করিলাম, সকলই অস্থায়ী হইল। মনে করিলাম আর উৎসবে যাইব না, ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া বসিয়া রহিলাম, আর তাঁহার আহ্বান শুনিব না, তাঁহার গৃহে যাইব না; কিন্তু বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, পুনরায় তিনি উৎসব স্থলে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। সেখানে আসিয়া আবার সেই প্রেমমুখ দর্শন করিলাম, জীবন সুখের সাগরে ভাসিল। কত উল্লাস, কত আনন্দ! মনে হইল ভাগ্যে আসিয়াছিলাম, তাই এত আনন্দ শান্তি লাভ করিলাম, ভাই ভগিনীগণের পবিত্র প্রেমপূর্ণ মুখ দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম। পরম পিতাকে বারম্বার অপমান করিলাম, অপমানিত হইয়াও তিনি আনন্দে অভিষিক্ত করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে দীননাথের আহ্বান শ্রবণ করিলাম, তাই তিনি মন্দিরে আনয়ন করিয়া এত সুখ শান্তি দিলেন। তিনি জ্ঞানবান্, তিনি আমাদের দুর্গতি জানেন, সেই জন্যই প্রেমানন্দ বিতরণ করিবার জন্য কেশ ধারণ করিয়া এখানে আনয়ন করিলেন। কে বলিতে পারে এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাগমন করিব, সংসার আবার সকলই গ্রাস করিবে না? আবার আগামী ভাদ্র মাসের উৎসবে নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দিবেন, বারবার উত্তেজনা করিয়া উৎসবে লইয়া যাইবেন, কিন্তু সেখানে গিয়া যে সকল ধন সম্পত্তি পাইব, হয় ত তাহাও হারাইব না কে বলিল? এ সকল দেখিয়াও পিতা যখন স্বয়ং আহ্বান করেন, তখন কে এমন অসাধু, কে এমন পাষাণ হৃদয়, উৎসবে উৎসাহী হইবে না?

ঈশ্বর জ্ঞানময়, আমাদের মঙ্গল হইবে এইজন্য তিনি আমাদিগকে অদ্য এখানে তাঁহার নিকটে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন। আমাদিগের

যতদূর সাধ্য তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিলাম, কিন্তু তাঁহার দয়া কিছুতেই পরাজিত হইল না। তাঁহার দয়ার আহ্বান আজ কি এই মন্দিরে আসিয়া বুঝিতে পারিলে না? কত পুণ্য শান্তি আনন্দ বিতরণ করিতেছেন, জানিতে পারিলে না? দয়াময় পিতার নিকটে যতদিন তোমরা পড়িয়া থাকিবে, যতদিন তাঁহার চরণতলে মস্তক রাখিবে, ততদিন তিনি তোমাদিগের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করিবেন। মৃত্যুর মধ্যে নব জীবন দিবেন; নিরাশার মধ্যে আশা দেখাইবেন। তিনি প্রেম-গৃহে আনয়ন করিয়া যে সুখ শান্তি অর্পণ করিবেন, সে সকল সঞ্চয় করিয়া রাখ। যদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব উৎসবের ন্যায় সমুদয় হারাইয়া ফেলি, আমাদের অপরাধ আরও ভয়ানক হইবে। তিনি আমাদিগের জন্য এত করিতেছেন, আমরা কেন তাঁহার কথা শুনি না? উৎসবের দিন মনে মনে কত প্রতিজ্ঞা করি, সে প্রতিজ্ঞা আমরা কিছুই রক্ষা করিতে পারি না। যত উৎসব যাইতেছে আমাদিগের অপরাধ যে আরও বৃদ্ধি হইতেছে, আমরা যে তাঁহার নিকটে মিথ্যাবাদী হইতেছি। আমাদিগের মন অবিনয় দোষে দূষিত হইয়া রহিয়াছে, নিজ নিজ অহঙ্কারে আমাদিগের সর্ব্বনাশ হইল। আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক নরকে ডুবিলাম।

পিতা চারিদিক হইতে সকলকে উৎসবক্ষেত্রে আহ্বান করিয়া আনিলেন, কত উপদেশ কত শিক্ষা প্রদান করিলেন, এখান হইতে ফিরিয়া গিয়া আবার অধর্ম্ম আচরণ করিলাম। এখানে সকলকে সম্মিলিত করিয়া প্রেমসাগর, প্রেমরাজ্য, শান্তিরাজ্য দেখাইলেন। সকলে প্রেমে আনন্দে ভাসিলাম, মনে করিলাম এবার গৃহে ফিরিয়া গিয়া আর বিবাদ বিসম্বাদ করিব না, কিন্তু পরিশেষে কি হইল?

তিনি স্বর্গরাজ্য গড়িলেন, আমরা স্বহস্তে তাহা ভাঙ্গিলাম। এরূপ করিয়া আমাদের অপরাধ দিন দিন যে অখণ্ড হইয়া উঠিল। তিনি যে পরিমাণে দয়া প্রকাশ করিতেছেন, সেই পরিমাণে আমাদের দায়িত্ব, সেই পরিমাণে আমরা পাপী। তিনি আশা করিলেন, আমরা উৎসবে আসিয়া কলহ বিবাদ বিসম্বাদ সমুদয় বিস্মৃত হইয়া যাইব, সকল ভাই ভগ্নীর মুখে যে আনন্দ প্রেম লক্ষিত হইবে, তাহা স্থায়ী হইবে। তাহা ত হইল না। তিনি উৎসবের উপর উৎসব প্রেরণ করিলেন, উৎসবের বিরুদ্ধে অপরাধ আমাদিগের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমাদিগের পাপ চক্ষু পাপই থাকিয়া গেল, পাপ কলঙ্কিত মুখে প্রেমের চিহ্ন আনন্দের চিহ্ন স্থান পাইল না। আজ পিতা স্বর্গের উদ্যান প্রকাশিত করিলেন, ভক্তি পুষ্পের সুগন্ধিতে চারিদিক পূর্ণ হইল। সকলে অমৃতে অভিষিক্ত হইতে লাগিল, সর্ব্বত্র প্রেমবারি প্রবাহিত হইল। তিনি কৃপা করিয়া স্বয়ং সকলের নিকট প্রেমমুখ প্রকাশিত করিলেন। এ সকল দেখিয়াও কি আমরা প্রতিজ্ঞা করিব না, আজ প্রেমসিন্ধু যাহা বিতরণ করিলেন চিরজীবন ইহা সঞ্চয় করিয়া রাখিব, প্রাণান্তেও আর ইহা হারাইব না ?

হে ব্রাহ্ম! বলিও না আর প্রবৃত্তি নাই। যদি এমনই করিয়া চিরদিন অপরাধ বৃদ্ধি করিবে, অনুরোধ করি, ব্রহ্মমন্দির পরিত্যাগ করিয়া অপরাধের গুরুত্ব কমাইয়া লও। আজি উৎসবে আসিয়া যদি অপরাধের ভার গুরু করিবে মনে করিয়াছ, বলিতেছি উৎসবে যোগ দিবার প্রয়োজন নাই। এখানে যে স্বর্গসুখ উপভোগ করিলাম, যে স্বর্গ দেখিলাম, এখানে তাহা ফেলিয়া যাইব, আবার ৪ঠা ভাদ্র নরকে গিয়া ডুবিব, আর যেন আমাদিগের এরূপ না হয়। এত

অপরাধ করিলাম অথচ তিনি যখন পুনরায় উৎসবক্ষেত্রে সকলকে সম্মিলিত করিলেন, আজ যেন এই প্রতিজ্ঞা করি, আর উৎসবের বিরুদ্ধে পাপাচরণ করিব না। দেখ, সাধারণ ভাবে তাঁহার সমুদয় করুণা উপভোগ করিয়া অকৃতজ্ঞ হইলাম, এই প্রথম অপরাধ। ব্রাহ্মধর্ম্ম লাভ করিয়া তদ্বিরুদ্ধাচরণ করিলাম, এই দ্বিতীয় অপরাধ। উৎসবের বিরোধে, আমাদিগের তৃতীয় অপরাধ হইল। আজ ভাই ভগ্নী সকলে মিলিত হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিয়া যাই, আর এ সকল অপরাধে আমরা অপরাধী হইব না। এবার হইতে দয়াময়ের চরণে এমনই করিয়া আপনাদিগকে বাঁধিব, এমনই করিয়া ভাই ভগ্নীগণের সেবাতে নিযুক্ত হইব, এমনই সাধুভাব ধারণ করিব যে, আর ব্রাহ্মজগতে অবিশ্বাস তিষ্ঠিতে পারিবে না। পিতা এত করিলেন, আরও কত করিবেন, আমরা কিছুতেই ভাল হইতেছি না, এবার যেন আমরা অধম জীবনকে আর জঘন্য করিয়া না রাখি।

ব্রাহ্মগণ! দেখ, তোমাদের মস্তকের উপর দিয়া দয়ার স্রোত বহিতেছে, শত অপরাধ, পিতা তোমাদিগকে ক্ষমা করিলেন। এখনও যদি ব্রাহ্মজগৎ কৃতজ্ঞ হইয়া পিতার চরণে বশীভূত না হয়, এই হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। আজ এই উৎসব স্থলে বসিয়া, আইস আমরা স্থির করিয়া বলি যে বারম্বার উৎসবে ফল লাভ করিয়া রাখিতে পারিলাম না, আত্মাকে প্রতারিত করিলাম; এবার এখানে যে পুণ্য-সূর্য্য উদিত হইয়াছে, সমুদয় জীবনে আর তাহা অস্তমিত হইবে না; আজ যে উৎসাহ, প্রেম, হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছে, পুনরায় উৎসব আসিতে আসিতে উহা শুষ্ক হইয়া যাইবে না। অদ্য হইতে যদি হৃদয় প্রেমপূর্ণ না হইল, এই চক্ষু পবিত্র দর্শন না করিল, এই হৃদয়

চূর্ণ হইয়া যাউক, এই চক্ষু উৎপাটিত হইয়া যাউক। আজি এখানে যে ভাই সকলকে পাইলাম, যে ভগ্নীগণকে পাইলাম, ইহাঁদিগের সঙ্গে যেন চিরদিনের জন্য সম্মিলিত থাকি। পৃথিবীর লোকে ব্রাহ্মজগতের মহিমা মহীয়ান্ হইবে বলিয়া আশা করিয়া রহিয়াছে; তাহারা কি দেখিতেছে? ঐ ব্রাহ্মগণ উত্থিত হইল, ঐ আবার পতিত হইল, এই উৎসবে উৎসাহিত হইল, এই আবার তাহাদের মৃত্যু হইল। পৃথিবীর লোকে যাহা মনে করিতেছে, তাহা সত্য হইল। কেন আর এইরূপ বারম্বার ঈশ্বরকে অপমানিত করি। অদ্য তরা ভাদ্র এত আনন্দ এত সুখ শান্তি! অদ্যকার দিন যে প্রেম-সূর্য্য সমুদিত হইল, আবার কেন তাহা অমানিশায় আবৃত হইবে? সংসার আমাদিগের এই সকল দুর্দ্দশা দেখিয়া যে সুখে নৃত্য করিতেছে। সংসার জানে অদ্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র আনন্দ সুখ উপভোগ করিতেছে, কোথায় যাইবে, কল্যই আবার ইহাদিগকে আমার করিয়া লইব। একবার জীবন, একবার মৃত্যু, আর এ ভাবে থাকিও না। আজ এক ভাব, কল্য আর এক ভাব, আর যেন এ জীবনে দেখিতে না হয়।

ব্রাহ্মগণ! একবার চক্ষু উন্মীলিত কর। দেখ, চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী সকলই যদি চূর্ণ হইয়া যায়, তথাপি তাঁহার দয়া বিচলিত হয় না। একবার সেই দয়াতে অটল বিশ্বাস স্থাপন কর। দেখ, ইহলোকে তিনি কত ধন জন সম্পত্তি অর্পণ করিয়াছেন, সুখ বিধান করিতেছেন, আবার স্বর্গলোককে তোমাদের জন্য শান্তিধাম করিয়া রাখিয়াছেন, কত শোভায় শোভিত করিয়া রাখিয়াছেন। আইস আজি এই উৎসবে আমাদের হৃদয়ের পাপ সকলকে ধৌত করিয়া ফেলি। এমন

কি অসাধ্য পাপ আছে যাহা এখানে ধৌত হইয়া না যায়? আজ এত প্রেম শান্তি উপভোগ করিয়া, কল্য যদি আবার পাপ-সাগরে ডুবিলাম, বল তাহা হইলে সমস্ত দিনের উৎসবের ফল কি হইল? অদ্য উৎসবে যাহা লাভ করিব, পুনঃ পুনঃ বলিতেছি চিরজীবন উহা রাখিতে প্রতিজ্ঞা কর। তোমরা যদি এরূপ সঙ্কল্প কর, অবশ্য ফল লাভ করিবে। এমন দুষ্কর পাপ নাই, যাহা এখানে উন্মূলিত হইতে না পারে। আজ যদি আমাদিগের এই উৎসবের ফল স্থিরতর না হয়, জানিও এই আমাদিগের শেষ উৎসব হইল। সংসারে গিয়া পাপ-অন্ধকারে আমরা ডুবিয়া পড়িব। ১১ই মাঘের উৎসব আসিতে আসিতে, আজ এই উৎসবক্ষেত্রে যত ভাই ভগ্নীকে দেখিতেছি ইহাঁদিগের মধ্যে কত জনকে আর দেখিতে পাইব না। পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া বলিতেছি, উৎসবের বিরোধে পাপাচরণ করিও না। উৎসবের বিরোধে পাপাচরণ গুরুতর অপরাধ।

এই উৎসব পিতার অসাধারণ দয়া, ইহা হইতেই প্রেমের প্রবাহ প্রবাহিত হয়। ইহাই পুণ্য শান্তিধাম আমাদিগের নিকট প্রকাশিত করে। ইহা দ্বারাই আমরা উন্নতির পর উন্নতি লাভ করি। দেখিও এমন উৎসব যেন আমাদিগের জীবনের শেষ উৎসব না হয়। যদি আমরা এই উৎসবের ফল রাখিতে না পারি, নিশ্চয় আমাদিগের স্ত্রী পুত্র পরিবার, সমুদয় দেশের সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত হইবে। অনুরোধ করি একবার তোমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দাও, দেখিবে, ক্রমাগত উহার মধ্য দিয়া প্রেম ভক্তির প্রস্রবণ প্রবাহিত হইতে থাকিবে। দিবারাত্রি সেই অমৃত প্রস্রবণ নিকটে বসিয়া থাকিবে, তৃষ্ণা ক্ষুধা সকলই বিদূরিত হইয়া যাইবে। ক্রমাগত প্রেম ভক্তি

উথলিত হইয়া উঠিবে, সমুদয় ব্রাহ্মমণ্ডলীতে বিস্তারিত হইয়া পড়িবে; প্রেমজলে ঈশ্বরের চরণ ধৌত হইতে থাকিবে। আর আমরা এই প্রস্রবণের প্রবাহকে ধরিয়া রাখিতে পারিব না। ইহা সমুদয় প্রাচীর ভগ্ন করিয়া ফেলিবে। সাধু অসাধু পাপী সকলকেই এই প্রেমজলে অভিষিক্ত করিতে থাকিবে। সমুদয় ভাই ভগ্নীকে ঐ প্রেমজলে অভিষেক করিয়া উহার শেষ হইবে না, সমগ্র পৃথিবীতে মনুষ্যমণ্ডলীর মধ্যে উহা বিস্তারিত হইয়া পড়িবে। সমুদয় পৃথিবীর ঈশ্বরের পরিবারের পদ ধৌত করিয়া উহা নিঃশেষ হইল না, ক্রমাগত আরও প্রেমজল বহির্গত হইতে লাগিল।

এখন এ জলে কাহার চরণ ধৌত করি? সকল ভ্রাতা ভগ্নীর মধ্যে অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, কোথায় কে আমার শত্রু আছে? অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে বাহির করিলাম, সেই প্রেমজলে তাঁহার চরণ ধৌত করিলাম. শত্রুকে মিত্ররূপে আমার হৃদয়ে স্থান দিলাম। তখন বলিব, আমরা এত জানিতাম না, তরা ভাদ্র উৎসবের সময়ে আমাদিগকে উৎসবক্ষেত্রে আনিয়া পিতা এত ভিক্ষা দিবেন, এত ভিক্ষা দিয়া আমাদিগের হৃদয়ের সমুদয় দুঃখ যন্ত্রণা দূর করিবেন। ধন্য জগদীশ! ধন্য তোমার করুণা! পাপীর হৃদয়ে এমন প্রেমের উৎস উৎসারিত হইল। এইজন্য পূর্ব্বতন সাধু পুণ্যবান্ আত্মা সকল বলিয়াছেন, "জলস্রোতের নিকট রোপিত বৃক্ষ যেমন সময়ে ফল প্রসব করে, উহার পত্র যেমন কখনও শুষ্ক হয় না," সাধুজীবন সেইরূপ। যথার্থতঃ হৃদয়ে এই প্রেমের সরোবর প্রকাশিত হইলে ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হয়। প্রেমফুল ফুটিয়া সকল দিক আমোদিত করে। আইস, আমাদিগের হৃদয় মরুভূমি হইতে এই প্রেম প্রস্রবণকে প্রবাহিত

হইতে দিই। আমাদিগের হৃদয়ে এই প্রেম প্রস্রবণের অভাব, তাই ব্রহ্মের এত কৃপা আমাদিগের নিকট কার্য্যকর হয় না। দয়াময় পিতা তাঁহার গৃহে আনয়ন করিয়া প্রেমের প্রবাহ প্রমুক্ত করিয়া দিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন। এ সময়ে আমাদিগের হৃদয় হইতে প্রেম প্রবাহ উৎসারিত হইতে যেন আমরা বাধা না দিই। এই সময়ে আমাদিগের প্রেম ভক্তি সকলের প্রতি ধাবিত হউক। ব্রাহ্মরাজ্য, প্রেমের রাজ্য ভক্তির রাজ্য হয়, দয়াময় ঈশ্বর আজ আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন।

ব্রহ্মরাজ্য।

সায়ংকাল, রবিবার, ৩রা ভাদ্র, ১৭৯৪ শক;
১৮ই আগষ্ট, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

ব্রহ্মরাজ্য কি সুন্দর রাজ্য! এ রাজ্যের উপরে সংসারের কোন অধিকার নাই। এ রাজ্যে যাঁহারা বাস করেন, সংসার তাঁহাদের সুখ সৌভাগ্য হরণ করিতে পারে না। আমরা অদ্য এই পবিত্র গৃহে কোথায় বসিয়া আছি? সেই ব্রহ্মরাজ্যে বসিয়া আছি। সংসারের এখানে কোন কর্তৃত্ব নাই। দেখ সংসার আমাদিগকে ভুলাইবার জন্য কত চেষ্টা পাইল, আমাদিগকে ভুলাইতে পারিল না। আমরা এখানে সকলে এক হৃদয়, এক মন, এক চিত্ত, এক পরিবার হইয়া বসিয়া আছি। সংসার ধন মান ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি যত আকর্ষণ আছে লইয়া আসিল, কত সুমিষ্ট বচনে সম্বোধন করিল, নিকটে ডাকিয়া কত প্রিয় সম্ভাষণ করিল। সংসারের রাত্রিতে নিদ্রা নাই, সর্ব্বদা

জাগ্রত, কিরূপে আমাদিগকে মুগ্ধ করিবে এজন্য তাহার সমস্ত বিমুগ্ধকর শক্তি প্রকাশ করিল। দেথ কিছুতেই সে এথানে তাহার অধিকার বিস্তার করিতে পারিল না। একবার এই ছবিথানির উপরে দৃষ্টি কর। যাহারা বড় বড় লোক, যাহারা বড় বড় জ্ঞানী, দেথ সংসার তাহাদিগকে লইয়া কেমন ক্রীড়া করিতেছে, তাহারা তাহাদিগের জ্ঞান বুদ্ধি সকলই সংসারের চরণে বিক্রয় করিতেছে। তাহারা আপনাদিগকে বড় মনে করে, কোটী কোটী লোক তাহাদিগকে বড় বলিয়া স্বীকার করে। কেমন তাহাদিগের সামান্য বুদ্ধি, কেমন তাহাদিগের ক্ষুদ্র জ্ঞান! সংসার অনায়াসে তাহাদিগকে ভুলাইয়া পাপজালে ফেলিতেছে। আমরা এই উৎসবের উচ্চ ভূমি হইতে বিলক্ষণ দেথিতে পাইতেছি, সংসারের উচ্চ উচ্চ গৃহ কেমন জঘন্য ক্ষুদ্র কুটীর। মনুষ্য এক একটী ক্ষুদ্র পুত্তলিকার ন্যায় সংসারে বিচরণ করিতেছে, বৃহৎ বৃহৎ জন্তু পিপীলিকার ন্যায় দেথাইতেছে। সংসারে যাহা কিছু গুপ্ত ছিল, লোকের নিকটে অজ্ঞাত ছিল, এই উৎসব দূরবীক্ষণে আমরা সকলই জানিতে পাইলাম। সংসারের কেমন মোহিনী শক্তি! কত লোক বিমুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এমনই ক্ষমতা কত বড় লোক উহার পদসেবা করিতেছে। ইহাদের জ্ঞান বুদ্ধি কিছুই করিতে সমর্থ হইতেছে না।

এদিকে দেথ আমাদের ব্রহ্মরাজ্য পর্ব্বতের উচ্চ শিথরে অবস্থিত। নবীন উদ্যান, নূতন স্রোতস্বতী। এ রাজ্যে পার্থিব গোলাপ পুষ্প নাই। এথানে প্রেম-পুষ্প ভক্তি-চন্দনের অভাব নাই। উৎসাহ-বসন্ত এথানে চির-বিরাজমান। এ পুষ্প কৃত্রিম নহে, এ পুষ্পের নিকট আর সকল পুষ্পই কৃত্রিম, এ চন্দনের সৌরভের নিকট কোথায়

অন্য সৌরভ? এ উদ্যানের যিনি প্রভু, তাঁহার দ্বার প্রমুক্ত। অমূল্য রত্নে তিনি তাঁহার গৃহ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। যে সন্তান সেখানে যায়, রাশি রাশি রত্ন গ্রহণ করে, কেহই বাধা দিতে পারে না। যে ব্যক্তি এখানে বাস করে, স্বর্গের সুখ লাভ করে। এ স্থান ছাড়িয়া আর কি সংসারে যাইতে ইচ্ছা হয়? নিয়ত অভিলাষ হয় চিরদিন এখানেই বসিয়া থাকি। স্ত্রী পুত্র কন্যা স্বজন আত্মীয়গণ কোথায়? তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিবার জন্য আবার নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করিব? না। স্ত্রী পুত্র কন্যাগণ আইস, এই উচ্চ শিখরোপরি আইস, স্বজন বন্ধু বান্ধব আইস, এখানে আসিয়া সকলে সম্মিলিত হও। ইহলোকেই তোমাদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া, ঈশ্বরের উদ্যানের পবিত্র সুখ সম্ভোগ করি।

নীচে যাহা কিছু সকলই সেই উপরিস্থিত ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য। আর কি সংসার তাহার ধন মান সম্পত্তি দিয়া আমাদিগকে তাহার ক্রীতদাস করিয়া রাখিতে পারে? ধিক্ তাহাদিগকে যাহারা এখানে একবার উপবেশন করিয়া, পুনরায় সেই সংসারের জন্য লালায়িত হয়। ইচ্ছা হয়, যাহারা নিম্নে সংসারে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগের সকলকে ডাকিয়া এখানে লইয়া আসি। ইচ্ছা হয় সকলকে বলি, আর কেন তোমরা সামান্য অকিঞ্চিৎকর ধন মান প্রভুত্ব লইয়া মুগ্ধ হইয়া আছ। আইস উদ্যানে আসিয়া উপবিষ্ট হও। নিম্নে ধন মান সম্পত্তিতে নৌকা বোঝাই করিতেছ, ঐ নৌকাতে নিশ্চয় সংসার সাগরে ডুবিয়া মরিবে। ঐ দেখ ডুবিতেছে। আত্মীয় কুটুম্বস্বজনে কেহই সঙ্গী হইতেছে না। চীৎকার করিল, রোদনধ্বনি কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিল না; সকলেই বধির হইল। নিপুণ কর্ণধার সঙ্গে

নাই, এইজন্য সকলে নিজ দোষে ডুবিয়া মরিল। হায়, জলমগ্ন লোক সকল ডুবিবার সময়ে ঈশ্বরকে ডাকিবারও সময় পাইল না।

হে ভাইগণ, ভগ্নীগণ! আর কেন ডুবিয়া মরিতেছ, এখানে আইস। দেখ, এখানে কেমন আশ্চর্য্য সুন্দর নদী বহিতেছে। ইহাতে পাল তুলিয়া দাও, মরিবার ভয় নাই। চারিদিকে ভয়ানক তুফান, ঈশ্বর স্বয়ং কর্ণধার, দেখ ভয়ে কেহই কম্পিতকলেবর হয় নাই। যদি পার হইয়া অনন্তকালস্থায়ী ব্রহ্মধামে যাইবে, এখানে আইস। সংসারে পতঙ্গের ন্যায় লোভে আকৃষ্ট হইয়া কেন অগ্নিতে পুড়িয়া মরিতেছ। দেখ ওখানে কত কত বড় লোক অগ্নিতে পুড়িয়া মরিল। যদি সুখ শান্তি চাও, এই যে আমরা উদ্যানে বসিয়া আছি, এখানে আইস। এখানে সকল সুখ পাইবে, যত রত্ন গ্রহণ করিতে চাও, পিতা হৃদয়ে বসিয়া তাই দান করিবেন।

আজ ব্রহ্মমন্দিরের অপূর্ব্ব শোভা একবার অবলোকন কর। ব্রহ্মমন্দির আজি আর শোকের স্থান নাই, কাহারও মুখে শুষ্কতা লক্ষিত হইতেছে না, সকল মুখই উৎসাহ আনন্দে পূর্ণ। দেখ এই নরলোকে বাস করিয়াই ভক্তের আত্মা অন্তরে অন্তরে পিতার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। পিতার সৌন্দর্য্য সকলের মুখে প্রকাশ পাইতেছে, পিতার প্রেমমুখ ভক্ত-হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া কেমন আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিয়াছে। সংসারের যত কিছু সুন্দর বস্তু আছে, একত্রিত করিয়া আজকার এই সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মিলাইয়া দেখ, বল আমাদিগের পিতার সৌন্দর্য্য অধিক, না সংসারের সৌন্দর্য্য অধিক? তাহার ব্রাহ্মধর্ম্মে অধিকার কোথায়, যে পিতার মুখের সৌন্দর্য্য দর্শন করে না, সংসারের সুখ-সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্য তাহারা যাহারা

মাতার মুখ-সৌন্দর্য্য দর্শন করিল না, সংসার মোহে মোহিত হইয়া থাকিল।

ব্রাহ্মগণ! একবার সংসারের মুখশ্রী দেখ। দেখ, সে কেমন চাক্‌চিক্য প্রদর্শন করিতেছে। ঐ ত নিম্নে চন্দ্র সূর্য্য দর্শন করিতেছ, পিতার রাজ্যে যে চন্দ্র সূর্য্য সমুদিত, ইহার কোটী কোটী চন্দ্র সূর্য্য কি তাহার সঙ্গে তুলনা হয়? কি আশ্চর্য্য! আজ দয়াময় নাম উচ্চারণ করিয়া কত ব্যাপার দেখিলাম। দয়াময় দয়াময় বলিতে বলিতে আজ পাষাণ হইতে জল পড়িল, পাষাণ হৃদয়ের জলে চারিদিক ভাসিয়া গেল। হায়! যাহার নামের গুণ এত, না জানি তাহার নিজের গুণ বা কত! ব্রাহ্মগণ! প্রেমভরে পিতার নাম গান কর। তোমরা তোমাদের নিজ নিজ মুখের সৌন্দর্য্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইবে। কে বলে ব্রাহ্মগণের মুখে সৌন্দর্য্য নাই। দয়াময়ের নাম যাহাদিগের মুখে, তাহাদিগের মুখের সৌন্দর্য্যের নিকটে কি আর কোন সৌন্দর্য্যের তুলনা হইতে পারে?

অদ্য দয়াময়ের রাজ্যে যে উদ্যান দেখিলাম, যে পুষ্পের সৌরভ প্রকটিত হইল, উহা আর প্রকাশ করিয়া বলিতে পারা যায় না। হৃদয়-কাননে প্রেমপুষ্প প্রস্ফুটিত হইল, উৎসব-উদ্যানে কেবলই প্রেমপুষ্প, ভক্তিপুষ্প। সংসারে ভাই ভগিনীগণ ছিলেন, তাঁহাদিগকে চিনিতাম না। এখানে আসিয়া কেমনে হৃদয়ে হৃদয়ে আকৃষ্ট হইল। পিতার সম্পর্কে সকলে মিলিত হইলাম। কুতর্ক চূর্ণ হইয়া গেল, মোহজাল ছিন্ন হইল। আর কি সংসারের কুমন্ত্রণায় আমরা বিশ্বাস করিতে পারি? আর কি আমরা এই স্থানের সৌন্দর্য্য পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য সংসারে যাইতে পারি?

ইন্দ্রিয়গণের সেবায় আপনাদিগকে নিযুক্ত করিতে পারি? এই মন প্রাণ, সংসারকে প্রভু করিয়া তাহার চরণে বিক্রয় করিব, এমন মোহ আর কি আমাদিগের হইতে পারে? অন্তরে অন্তরে যে উদ্যানে বসিয়া পরম পিতার পূজা করিলাম, তাহার রমণীয় সৌন্দর্য্যের সঙ্গে পৃথিবীর কিছুরই তুলনা হয় না, সমস্ত জগৎ তাহার নিকট পরাস্ত হইয়া যায়, ইহা যদি বিশ্বাস হইল, তবে বল এমন সুন্দর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইতে কেন অভিলাষ হইবে? বল চিরদিন এই রাজ্যে বাস করিব, কখনও এই রাজ্য আর পরিত্যাগ করিব না।

ব্রাহ্মগণ! ব্রহ্মমন্দিরে অদ্য যাহা দেখিলে ইহার ছবি হৃদয়ের মধ্যে ধারণ কর। পরস্পর প্রেম ভাবে সম্মিলিত হইয়া যে আনন্দ উপভোগ করিলে, পরস্পরের মুখ দর্শন করিয়া যে উল্লাস অনুভব করিলে, এই আনন্দ চিরদিন সঞ্চয় করিয়া রাখ। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কেবল দয়াময়কে ডাক। এই যে মুখে সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইল, এই সৌন্দর্য্য চির সৌন্দর্য্য হউক, আর যেন মুখ দগ্ধ না হয়, আর যেন মুখ কুৎসিত না হয়। এই ব্রহ্মমন্দিরকে আধ্যাত্মিক স্বর্গরাজ্যের গৃহে লইয়া যাও, বাহিরের যাহা কিছু সকলই বাহিরে পড়িয়া থাকুক। অদ্য এখানে যে উদ্যান শোভা দর্শন করিলে, হৃদয়ের মধ্যে উহা চির-বিরাজ করুক। দেখিবে উহার পুষ্প সকল চির-সৌরভ বিস্তার করিবে, উদ্যানের প্রভু স্বয়ং উহা চির-প্রস্ফুটিত রাখিবেন।

ভ্রাতৃগণ, ভগ্নিগণ! অদ্যকার এই ছবি গৃহে লইয়া যাও। সেখানে মনোমন্দিরে প্রেম-সরোবরের নিকটে ইহাকে সংস্থাপন করিয়া রাখ। সেখানে পুনঃ পুনঃ এই ছবি দর্শন করিয়া বিমোহিত হও। আর

সংসার তোমাদিগের উপরে জয়ী হইতে পারিবে না। সংসার কি বুঝিবে? ব্রহ্মপ্রেমে যে মুগ্ধ হইল, সেই বুঝিল প্রেমময়ের কেমন আশ্চর্য্য আকর্ষণ। অদ্য স্তম্ভিত হৃদয়ে ব্রহ্মমন্দির পরিত্যাগ কর, গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, সর্ব্বদা এই উদ্যানের সৌন্দর্য্য অবলোকন কর। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন প্রত্যেক হৃদয়ে চির-শান্তি চির-প্রেমপুষ্প প্রস্ফুটিত হয়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম অনাদিকাল সিদ্ধ।

রবিবার, ১৪ই আশ্বিন, ১৭৯৪ শক; ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

বিশ্বাস ব্রাহ্মগণের প্রাণ। বিশ্বাসবিহীন হইলে তাঁহারা জীবনহীন হয়েন। যদি বিশ্বাসভূমিতে দণ্ডায়মান না হইলাম, তবে আমাদিগের দণ্ডায়মান হইবার স্থান কোথায়? যদি বিশ্বাস আমাদিগের আন্দোলিত হইয়া গেল, পরিবর্ত্তিত হইল, নিশ্চয় আমাদিগকে মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইতে হইবে। যখনই আমি দেখিলাম, আমি অদ্য যাহা বিশ্বাস করিতাম, কল্য তাহা পরিত্যাগ করিলাম, আমার মৃত্যুর দিন অতি নিকট। অতএব বিশ্বাস দৃঢ় না হইলে, ধর্ম্মরাজ্যে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিবেন, ইহা যেন কেহ আশা না করেন।

অতি অল্প কয়েকদিন হইল, ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে একটী ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম, এইটী প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রয়াস হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম, এত বৎসর পরে কি এই সিদ্ধান্ত হইল? অনন্ত অনাদিকাল হইতে সমাগত ঈশ্বর-বিরচিত ব্রাহ্মধর্ম্ম কোথায়, আর ক্ষুদ্র অল্পকাল হইল মনুষ্য-হস্ত-বিরচিত

হিন্দুধর্ম্ম কোথায়! পরিশেষে কি এই হইল যে ইহারা দুই এক হইয়া গেল? যে ধর্ম্ম অনাদিকাল হইতে আছে, যে ধর্ম্ম, ঈশ্বর যখন মনুষ্য প্রকৃতিকে সৃষ্টি করিলেন, তখন তন্মধ্যে নিহিত করিয়া দিলেন, সেই ধর্ম্ম কি না ভ্রমাত্মক মনুষ্যগঠিত হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে—সেই ধর্ম্ম কি না ঋগ্বেদের প্রথম সূত্র যে দিন অঙ্কুর বদ্ধ হইল, সেই দিন হইতে হইল! আর্য্যজাতি বা অমুক জাতিতে উহা বদ্ধ, পরিশেষে কি এই সিদ্ধান্ত করিব? ঈশ্বরপ্রেরিত প্রিয়তর ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান কোন ধর্ম্মের শাখা করিলে যে, ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়। ক্ষুদ্র সঙ্কুচিত অনুদার ধর্ম্ম পৃথিবী অনেক দেখিয়াছে, আর তাহাতে প্রয়োজন নাই। সময় বুঝিয়া দয়াময় পিতা আকাশের ন্যায় প্রশস্ত উদার মহান্ ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রেরণ করিলেন যে, দেশ কাল সমুদয়কে ভগ্ন করিয়া—সমুদয় পৃথিবীস্থ কি খ্রীষ্টান, কি মুসলমান, কি হিন্দু, সকলকে আপনার ক্রোড়ে স্থান প্রদান করিতে পারে। আমরা কি তাঁহার অবমাননা করিব? না অত বড় মহান্ প্রশস্ত ধর্ম্মকে দেশ বা জাতিবিশেষে বদ্ধ রাখিয়া সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিব? সমগ্র আকাশকে, সমগ্র সমুদ্রকে, কে একটী ক্ষুদ্র ঘটের মধ্যে পূরিয়া রাখিতে পারে? মহান্ ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে পূরিয়া রাখা কি তদ্রূপ প্রয়াস নয়?

আমাদিগের মধ্যে এমন কে আছেন, যিনি বলিবেন, না, আমরা পূর্ব্বতন মহর্ষিগণের নিকট কোন উপকার লাভ করি নাই। এরূপ অকৃতজ্ঞতার কথা আমাদিগের দ্বারা উচ্চারিত হইতে পারে না। আমরা তাঁহাদিগের নিকট উপকার লাভ করিয়াছি বলিয়া কৃতজ্ঞ হইব, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম আমরা তাঁহাদিগের নিকট হইতে লাভ করিয়াছি,

ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহাদিগের বিরচিত, ইহা আমরা প্রাণ থাকিতে কখনও বলিতে পারিব না। সকল কালের সকল দেশের মহদ্ব্যক্তিগণকে আমরা সাদরে গ্রহণ করিব, তাঁহাদিগের নিকট শিক্ষা লাভ করিব, কিন্তু কখনও তাঁহাদিগের হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম লাভ করিলাম, ইহা বলিব না। ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রতি সাধকের আত্মায় স্বয়ং ঈশ্বর প্রেরণ করিলেন, কোন মনুষ্য বা পুস্তক তাঁহার নিকট উহাকে আনয়ন করে নাই, ইহা কি আজ আমরা অবিশ্বাস করিব? এই বিশ্বাসই যে আমাদিগের প্রাণ। এই বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়াই যে আমরা জীবিত রহিয়াছি। যাহা আমরা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিলাম, বল তাহা কিরূপে আর অবিশ্বাস করিব।

ব্রাহ্মধর্ম্ম অনন্ত উদার মহান্। ইহা দেশ কালে, পুস্তকবিশেষে বা মনুষ্যবিশেষে আবদ্ধ নহে। হিন্দু বলিয়া খ্রীষ্টান বলিয়া মুসলমান বলিয়া ইহাতে কোন জাতীয় গৌরব নাই। ইহা সকল জাতিগত বিভিন্নতা চূর্ণ করিয়া সমুদয় পৃথিবীর মনুষ্য জাতিকে এক করিবে, সকলে ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে। যে ধর্ম্ম একদিন সমুদয় পৃথিবীকে আপনার সুশীতল ছায়াতলে আনয়ন করিবে, সমস্ত পৃথিবী যাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে, তাহাকে কি আমরা ক্ষুদ্র হিন্দুসীমার মধ্যে বদ্ধ রাখিব? জগৎ অনেক সম্প্রদায় দেখিয়াছে, আর তাহাতে ধর্ম্মসম্প্রদায় বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই। এই ধর্ম্মকে আমরা ক্ষুদ্র মনুষ্যহৃদয়ে বদ্ধ রাখিতে চাই না, ইহা সমুদয় মনুষ্যমণ্ডলীর আত্মগত সম্পত্তি। ঈশ্বর স্বয়ং আমাদিগের হৃদয়ে থাকিয়া আমাদিগকে এই ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন, তিনিই আমাদিগের গুরু, তিনিই আমাদিগের নেতা, তিনিই আমাদিগের পুস্তক, আমরা আর কোন গুরু, নেতা বা

পুস্তক স্বীকার করিতে পারি না। স্বীকার করিলে আমাদিগকে অবিশ্বাসী হইতে হয়, ঘোর সংশয়ী হইতে হয়, আমাদিগের ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়, এরূপ ভয়ানক অপরাধ যেন কখনও আমাদিগের দ্বারা সংঘটিত না হয়।

ব্রাহ্মগণ, স্বয়ং ঈশ্বর আমাদিগের ধর্ম্মের প্রাণ, তিনিই আমাদিগের গুরু ও আচার্য্য। তাঁহা হইতেই আমরা এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে লাভ করিয়াছি। এ ধর্ম্মকে দেশ কাল বা জাতিবিশেষে বদ্ধ রাখিয়া আমরা যেন আমাদিগের সর্ব্বনাশ না করি। যদি আমরা এরূপ করিতে যাই, নিশ্চয় আমরা ঘোর অবিশ্বাসের অন্ধকূপে পড়িয়া জীবন হারাইব। বিশুদ্ধ উদার মহান্—স্বয়ং ঈশ্বরের হস্ত হইতে সমাগত—ব্রাহ্মধর্ম্মকে যেন আমরা কোন মনুষ্যরচিত বলিয়া তিলার্দ্ধের জন্যও বিশ্বাস না করি। নিশ্চয় বলিতেছি, এরূপ করিলে আমাদিগের মৃত্যু হইবে, আমরা ধর্ম্মরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইব, আমাদিগের পরিত্রাণের পথ অবরুদ্ধ হইয়া যাইবে।

মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা।

মঙ্গলবার, ৪ঠা পৌষ, ১৭৯৪ শক ; ১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

আজ ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। সকলের কর্ণে এই মধুর সংবাদ প্রবেশ করিল। কিন্তু ইহার যথার্থ অর্থ, যথার্থ তাৎপর্য্য কি ? ইহার অর্থ এই যে, এ অঞ্চলে রত্নখনির আবিষ্কার হইল। দুঃখী কৃষকগণকে এখন ঈশ্বর বলিতেছেন, কর্ষণ কর, দেখিবে ইহাতে সার ধন পাইবে, যাহা ভোগ করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিবে। সেই ভূমি খনন

করিবার জন্য আজ আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি। ইহার নাম যদি ব্রহ্মমন্দির হয়, ইহার অর্থ এই নহে যে, ব্রহ্ম ইহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ব্রহ্মেতে পরিপূর্ণ। ইহাতে ব্রহ্মের আরাধনা হয় বলিয়া ব্রহ্মমন্দির হয় নাই। যদি অন্তরে প্রবেশ কর, তাহা হইলে গভীরতর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পার। এ মন্দির ব্রহ্মরূপ-রত্নে পরিপূর্ণ। ইহা তাঁহারাই বুঝিতে পারেন, যাঁহারা গোপনে সেই রত্ন ভোগ করিয়াছেন। সেই অগম্য খনিতে তাঁহারা প্রবেশ করিলেন, যাঁহারা ব্রহ্মের গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিয়াছেন। ব্রহ্মের সৌন্দর্য্য এখানে, কেন না ব্রহ্মরূপ-চন্দ্র এই ঘরকে আলোকিত করিতেছেন। ব্রাহ্মগণ, তোমাদিগকে করযোড়ে প্রার্থনা করি, তোমরা কি এ অর্থ বুঝিয়াছ? তোমরা কি জান ইহার কোন গূঢ় অর্থ আছে? তোমরা যদি যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম না করিয়া এখান হইতে চলিয়া যাও, সামান্য লোকেরাও কি তাহা করিতে পারে না? ঘর দেখিলাম, তাহাতে কি আছে? এই চারিদিকের প্রাচীর ইষ্টকাদি কি ইহার সর্ব্বস্ব, না ইহাতে কোন বস্তু আছে? অবশ্য কিছু সামগ্রী আছে, ইহা না লাভ করিলে কোন মতে শান্তি পাওয়া যায় না।

সে পাগল, যে বলে ব্রাহ্মেরা মন্দিরে কোন বস্তু পায় না। বস্তু যদি না থাকে, এ ঘর চূর্ণ হইয়া যাউক, এখনই শ্মশান বলিয়া এখান হইতে চলিয়া যাইব। শূন্য আকাশ যে এ ঘর নয়, তাহা তিনি বুঝিতে দিয়াছেন। ব্রাহ্ম, তোমরা জান ব্রহ্ম-নিকেতন কাহাকে বলে। যেখানে পিতা বাস করেন, তাহাকেই ব্রহ্ম-নিকেতন বলি। যেখানে এই ভাবে হৃদয়কে পবিত্র করিতে পার, ঈশ্বরকে দেখিতে পাও, তাহারই নাম ব্রহ্মমন্দির। বেহারের ব্রাহ্মগণ, তোমরা এইরূপ করিতে চেষ্টা কর।

আমরা ধরিতে চাই তাঁহার শ্রীচরণ, তাঁহার পদপ্রদ পরিত্রাণ। মার ক্রোড় হইতে কন্যাগণ যেমন সামগ্রী পাইয়া অঞ্চলে বাঁধিয়া আনন্দে চলিয়া যায়, আমরা তেমনই পিতার হস্ত হইতে শান্তিরস লইয়া আনন্দমনে ঘরে যাইব। এখানে যত বীজ বপন করা যায়, ততই যেন শতধারে প্রেমের জল উৎপন্ন হয়। এই ঘরে যাহা দেখি, চক্ষের রশ্মি হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া হৃদয়কে আরও আলোকিত করে। এ ঘরে যাহা শুনি সে সামান্য শুনা নহে, তাহাতে প্রাণ শীতল হয় ও আত্মার পরিত্রাণ হয়। এই যে বেহার প্রদেশে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল, ইহার অর্থ যে দেশময় রত্নে পরিপূর্ণ হইল। দীন দুঃখী এখান হইতে শূন্য হস্তে ফিরিয়া যাইতে পারে না। বেহারের শত শত লোক এখানে অমৃত পান করিয়া রত্ন বাঁধিয়া লইয়া যাইবে। আমরা যতবার এখানে আসিব সামগ্রী হস্তপূর্ণ করিয়া চলিয়া যাইব। ব্রহ্ম কৃপা করুন, যেন আমরা রিক্তহস্তে ফিরিয়া না যাই।

আমরা যদি এখানকার শান্তি-সরোবরে অবগাহন করিতে না পাই, আজ যদি শূন্য হৃদয়ে ফিরিয়া যাই, তবে ব্রহ্মমন্দির বৃথা হইল। কোন সাধু-ইচ্ছা পূর্ণ না করিয়া চলিয়া যাও, যদি এমন ক্ষমতা থাকে, লোকে বলিবে যে কেবল নামের ঘর। সেখানে যে যায়, সে কিছু না পাইয়া ফিরিয়া আসে। শূন্য সেখানকার রাজা, আকাশ সেখানকার উপাসক। কেহ কিছু দেয় না, কেহ কিছু পায় না। উপাসকগণ, এজন্য বলি, গভীর দায় তোমাদের উপরে, বিশেষ সতর্ক হও। আজ যত্ন পাইলাম, পিতাকে দেখিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ হইল, যখন এই ভাবে তাঁহাকে ধরিবে তখন কিরূপ আনন্দ হইবে জানিতে পারিবে। ঈশ্বর যদি প্রিয় সুতেরে জীবন রাখিয়া থাকেন, তিনি ইহার বিচার

করিবেন। যদি বিচারে এই হয় যে, ব্রহ্মমন্দির হইতে লোকে শূন্য মনে যাইতে পারে, তবে এ মন্দির না থাকা ছিল ভাল। দেবপ্রসাদের জন্য আমরা মিনতি করিতেছি, সেই প্রসাদ লাভ করিবার জন্য আমরা এই মন্দিরে পড়িয়া থাকিতে চাই। এই মুঙ্গের তাঁহার বিশেষ স্থান, এখানে তাঁহার চরণধূলি পড়িয়াছিল। আমার হৃদয় চিরকাল বলিবে যে, মুঙ্গেরের প্রতি আমি চিরবাধিত। আমার হৃদয়ে শান্তি কেন প্রবাহিত হইল, প্রিয় মুঙ্গের, তুমি ইহার কারণ। তোমার ক্রোড়ে যখন হৃদয় সমর্পণ করিয়াছিলাম, সেই দিন হইতে সেই জ্ঞান সেই ভক্তি উদয় হইয়াছে। আমি এখানে অনেক শান্তি পাইয়াছি; পিতা এই মুঙ্গেরে আনিয়া আমাকে যে সুখ দিয়াছেন, তাহা আমি এখন ভুলিতে পারি না। যদি এমন করিয়া চিরবাধিত থাকি, তবে নিশ্চয় সেই ব্রহ্ম-নিকেতন দর্শন করিতে পারিব। ভ্রাতৃগণ, করযোড়ে মিনতি করি এ কথা ভুলিও না। একবার লুটাইয়া এই মুঙ্গেরের ভূমিতে পড়। মুঙ্গেরের এ কথা কখনও নিরর্থক হইবে না। যখন দীনবন্ধুর ঘরে আসিয়াছি, তিনি বলুন, আমরা কখনও উঠিব না, যতক্ষণ না আমরা কিছু পাইব। আশা করিয়া ঘরে আসিলাম, যদি সে আশা পূর্ণ না হইল, তাহা হইলে আর কোন্ স্থানে যাইব যেখানে তাহা পূর্ণ হইবে? যাঁহার কাছে শান্তি, তাঁহার ঘরে আসিয়া যদি শান্তি না পাই, তবে কি শ্মশানে শান্তি পাইব? সেই জন্য বলিতেছি, দীননাথ আমাদের আশা পূর্ণ করুন।

বেহার ব্রহ্মমন্দির।

মুঙ্গের।

ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস।

বুধবার, ৫ই পৌষ, ১৭৯৪ শক; ১৮ই ডিসেম্বর, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

ব্রাহ্মদের যেরূপ বিশ্বাস করা উচিত, আমরা কি তাহা করি? ব্রাহ্ম হইলেই পরিত্রাণ হয়, ইহা কি আমরা জানিয়াছি? জানিয়া কি তাহা বিশ্বাস করিয়াছি? বিশ্বাস করিয়া কি তাহা সাধন করিয়াছি? বিশ্বাস আমাদের আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে কি ব্রাহ্মের বিশ্বাস? যে সকল কথায় উপাসনা করি তাহা কি হৃদয়ের, না মুখের? ঈশ্বরসম্বন্ধে যাহা বলি তাহা কখনই আমরা বিশ্বাস করিয়াছি বোধ হয় না। এত যে আমাদের বিঘ্ন আসিতেছে তাহার কি কোন কারণ নাই? অবশ্য কোন চক্ষে ধূলিকণা পড়িয়া আছে, নতুবা কেন এমন হইতেছে। অবিশ্বাসের ধূলি চক্ষুকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে বলিয়া, সব দেখিতে পাই না, জানিতেও পারি না। এমন কি বিশ্বাস আছে যে, দয়াময় বলিয়া ডাকিলেই হৃদয় শীতল হয়। দয়াময় প্রভু যখন বলি, তাহার অর্থ কি, জানি না। একটু যদি অবিশ্বাসের অন্ধকার ও চঞ্চলতা হয়, তাহাকে আমরা সামান্য মনে করি; কিন্তু সেই সামান্যতে আমরা মারা যাই। বিশ্বাসের মধ্যে সামান্য ত্রুটি হইলে সাবধান হইবে। যাহা জানিয়াছি, তাহা নিশ্চয়

সত্য, ইহা কয়জনের দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছে? এই সামান্য ভ্রম, মহাপাপ। ঈশ্বর যখন বলিতেছেন, "আমি তোমাদিগকে আমার ঘরে আনিয়াছি, তোমরা নিজে এখানে আইস নাই, আমি যাহা বলিতেছি তাহাই করিতে হইবে," এ কথা যখন বলিলেন, তখন যেটুকু তিনি জ্ঞান বিশ্বাস দেন তাহাতেই পরিত্রাণ হইবে। নিশ্চয় যে হইবে কে বলিল? ব্রাহ্মেরা তাহা বলেন না। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি হৃদয়ে এ বিষয়ে চাঞ্চল্য দেখিবেই দেখিবে।

যখন সকলের মনে এই বিশ্বাস আছে যে, কঠোর সাধন করিতে গেলে প্রাণ কঠোর হইয়া যাইবে, সজন উপাসনা ছাড়িয়া নির্জনে ধর্ম্ম উপভোগ করিতে হইবে; তখন নিশ্চয় দেখিবে, ধর্ম্মপথে একটু মেঘ উঠিয়াছে। মনে করি, এ পথ আমার ধর্ম্মপথ নহে। কখন মনে হয় কষ্টের পথে আমি ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারিব না, কখন না কখন বুদ্ধির হস্তে এ বিষয় সমর্পণ করিব। সেই বুদ্ধির পথে গেলে, দেখিয়া অমনই ভীত হইবে, 'অন্য পথে যাও' জীবনকে এই কথা বলিবে, ভিতরে ভিতরে আবার ভাব অস্থির থাকিবে। আত্মা এই কথা বলিতেছে, দেখ' জীবনে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় কি না। একটু সন্দেহ উপস্থিত হইলে জীবনের সামাভাব দূর হইয়া যায়। ইহা কেবল ভ্রমের ব্যাপার নহে। ঈশ্বর আমার সম্মুখে আছেন, এই কথা যদি বলি তাহা হইলে অন্তরে বিশ্বাস না থাকিলে কি তাঁহাকে অবমাননা করা হয় না? তাঁহার কথায় অবিশ্বাস করিলে কি তাঁহাকে পরিত্যাগ করা হয় না? ঈশ্বর বলেন যে, "পাপী, তুই যখন শাস্ত্রকে বিশ্বাস করিস্ না তখন তোর পরিত্রাণ নাই।" শাস্ত্রে যতদিন অবিশ্বাস, ততদিন পরিত্রাণ নাই।

বেদের ওঁ যেমন, ব্রাহ্মধর্ম্মে তেমনই ওঁ কি? ঈশ্বর যাহা বলিলেন তাহাই। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা—যদি কেহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা বলে, অমনই খড়্গহস্ত হয়। শাস্ত্র তাহারা বুকে বাঁধিয়া রাখে, শত শত তর্কতরঙ্গে আন্দোলিত হইলেও তাহারা শাস্ত্রকে পরিত্যাগ করে না। এ মতে ভ্রম থাকিতে পারে, কিন্তু সেই স্থিরতা আমাদের অনুকরণীয়। যদি তাঁহার কথার উপর অবিশ্বাস হইল, তবে আর দাঁড়াইবার পথ কোথায় রহিল? ব্রাহ্ম যদি পরিত্রাণ চান, তাহা হইলে যে পথ ধরিয়া আছেন সেই পথ ধরিয়া থাকুন। ব্রাহ্মদের মধ্যে এই দৃষ্টান্ত অতি বিরল, যিনি স্থিরভাবে সেই এক পথ ধরিয়া আছেন। আমরা এত তাঁহার কথায় অবিশ্বাসী যে, একদিন একটু কষ্ট হইলে বলি যে, তুমি কি এত সত্যের আধার যে, তোমার সব কথা বিশ্বাস করিতে হইবে? আমি বুদ্ধিবিশিষ্ট, তোমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারিব না। দুরন্ত পাপাত্মা যখন এ কথা বলিতে পারে, তখন আমাদের গতি আর কোথায়? ব্রাহ্মগণ, শাস্ত্রে বিশ্বাস কর। সমুদয় শাস্ত্রের এই মূল কথা অগ্রাহ্য করিও না।

এই মুঙ্গেরে শত শত ব্যাপার দেখিয়াছি। যদি বল সে সকলও বুদ্ধি ও আলোচনার ফল, তবে এখনই চলিয়া যাও। ঈশ্বর স্বয়ং এই সকল আশ্চর্য্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন। মন্দিরে যখন আছ তখন সকলকে সেই দয়ালের কথাগুলি লইতেই হইবে, যতদিন বাঁচিবে তাহা ধরিয়া থাকিতেই হইবে। সেই পুরাতন কথা—একবার দয়াময় নামটী বল। তুমি বলিতেছ আমি ত দয়াময় এতদিন বলিয়াছি, কৈ কিছুই ত হইল না, এই নাম ছাড়িলাম। এমন ভয়ানক কথা কে বলিতে পারে? এই নামের মাহাত্ম্য কেহ বুঝিতে পারে না—

ভক্তেরা যে নামের সুধা পান করিয়াছেন। সে কথা আমি মানিলাম না, যাহারা এ কথা বলিল, সেই অবিশ্বাসীরা এখন কোথায় চলিয়া গেল। কেবল একদিন একটী অবিশ্বাসের কথা বলিয়াছিল বলিয়া, অমনই তাহাদের কষ্টের আর সীমা রহিল না। ব্রাহ্মগণ, এরূপ বৎসরে বৎসরে আমাদের কত অনিষ্ট হইতেছে, কত ভাই ধর্ম্ম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। একটী কথা ধরিয়া থাকিলে বিপদ অসম্ভব হইবে। যদি কেবল বলিতে পার—দয়াময়। এই কথাতে আমাদের পরিত্রাণ হইবেই হইবে। কেমন করিয়া বাঁচিব? যিনি আমাদের নেতা ও পরিত্রাতা, আমরা কি না তাঁহাকে শিক্ষা দিতে গেলাম? অতএব বিশ্বাস কর, ঈশ্বরের সুমধুর নামকে বুকে বাঁধিয়া রাখ।

ব্রাহ্মগণ, আর তাঁহার কথা পরীক্ষাতে আনিও না। তোমরা পাঁচজন ক্ষুদ্র নারকী কি না তাঁহার ভুল ধরিতে যাও! আর এরূপ করিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিও না। এই সাহসেই মৃত্যু হয়। এমন সাহস হউক যে, ঈশ্বর—এ কথা বলিলে নিশ্চয় পরিত্রাণ হইবে। তোমারা ত এ কথা বল না যে, একত্র তাঁহার নাম করিলে পবিত্র প্রেমে সম্মিলিত হইবই হইব। তোমরা বল এত যখন অসদ্ভাব, কেমন করিয়া তখন পরিবার বদ্ধ হইবে? এমন কথা যদি বল, কেন তবে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলে? যদি এই নিশ্চয় করিয়াছ, তবে কেন সকলকে জ্বালাতন করিতে আসিয়াছ? প্রভু আমাদিগকে এই পাপ হইতে রক্ষা করুন। আর যেন তাঁহার কথাতে অবিশ্বাস না করি। তিনি যাহা বলেন ঠিক কথা। তিনি যদি প্রাণদণ্ড করেন তথাপি ছাড়িব না। যদি অন্ধকারে লইয়া যান, বলিব ইহার মধ্যে কোটী সূর্য্য লুক্কায়িত আছে। অতএব পিতার কথায় বিশ্বাস কর।

এই মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস কর, এবং বিশ্বাস করিয়া তাঁহার প্রেম এই দেবমন্দিরে অন্বেষণ কর।

ঈশ্বরাবির্ভাব।

রবিবার, ৯ই পৌষ, ১৭৯৪ শক ; ২২শে ডিসেম্বর, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

ঈশ্বর সকল স্থানে অবস্থান করিতেছেন, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন, এ কথার ভাব সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু ঈশ্বরের আবির্ভাব কি প্রকার এবং সেই আবির্ভাব অনুভব করিলে শুদ্ধ বর্ত্তমানতা স্বীকারের সহিত উহার কতদূর ভিন্নতা, এ তত্ত্ব কেবল গূঢ়তত্ত্বদর্শীর নিকট প্রতীত হয়। ব্রাহ্মসমাজের যিনি ঈশ্বর, তিনি আমাদের নিকটে কি ভাবে প্রকাশিত হন, তাঁহার লক্ষণ কি, সকলের নিকটেই বা তাঁহার প্রকাশ কি প্রকার, ধর্ম্মজিজ্ঞাসু, পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষী প্রতি ব্যক্তির নিকট তাহা প্রচার করা আবশ্যক। তিনি প্রকৃত আনন্দ দান করেন, সকল চেষ্টা সফল করেন, বিবিধ অভাব পূরণ করেন, এ কথা বলিয়া আর হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। সত্তা স্বীকার করিলাম, কিন্তু সত্তার মধুপানে বঞ্চিত হইলাম, ধর্ম্মবুদ্ধির উপরে জ্ঞানের উপরে ঈশ্বরকে রাখিয়া উপাসনা করিলাম, কিন্তু প্রেমরস পান করিতে পারিলাম না।

ঈশ্বর আবির্ভাবের নিগূঢ় অর্থ কি? ঈশ্বর হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন, সমুদয় হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হইল, তিনি স্বয়ং ভক্তকে পুণ্য শান্তি বিতরণ করিলেন, ভক্তের হৃদয়ের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হইল। ঈশ্বর যেরূপ সেইরূপই থাকিলেন, তাঁহাতে কোন পরিবর্ত্তন হইল

না। শত বর্ষ, সহস্র বর্ষ অতীত হইয়া গেল, তিনি যে প্রেমস্বরূপ, পবিত্রস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, সেইরূপই অবস্থান করিলেন। পাপী যখন ঈশ্বরকে উদ্যতবজ্রধারিরূপে দর্শন করিল, উহা কি তৎপ্রতি ঈশ্বরের ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া? তিনি যেরূপ সেইরূপই রহিয়াছেন, পাপী নিজের হৃদয়ের ভাব অনুসারে তাঁহাকে সেইরূপ দেখিল। হৃদয় পাপ হইতে নিবৃত্ত হউক, ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুলিত হউক, তাহার হৃদয় আর তাঁহাকে সেরূপ দর্শন করিবে না। ঈশ্বরের স্বভাব, স্থিতি ও অবস্থার পরিবর্ত্তন করা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ। আমি যে ভাব লইয়া ঈশ্বরের নিকট যাই, সেই ভাবে তাঁহাকে দর্শন করি। ব্যাকুল হৃদয়ে উপাসনা করিতে গেলাম, দয়াময় বলিয়া ডাকিলাম, হৃদয় পূর্ণ হইল, সমুদয় মধুময় হইল, ধর্ম্মমধু প্রেমমধু পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। পাপ প্রলোভনে হৃদয় মুগ্ধ হইল, পাপবিষে চিত্ত অস্থির হইল—কোথায় ঈশ্বর! কোথায় ঈশ্বরের প্রেম! হৃদয় শুষ্ক মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিতে লাগিল, একটুও সরসতা নাই, একটুও জল নাই, চতুর্দ্দিক শুষ্ক নীরস দর্শন করিতে লাগিলাম। ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে ডাকিলাম, দেখা দাও, দেখা দাও বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম; পুনরায় সরসতা আসিয়া উপস্থিত হইল, শুষ্ক মরুভূমি ফলফুলে পরিণত হইল। কর্ম্মক্ষেত্রে গেলাম, কর্ম্মের আড়ম্বরে ঈশ্বরকে ভুলিয়া গেলাম, হৃদয় শূন্য হইল, প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল সায়ংকালের উপাসনা শূন্য ভাব ধারণ করিল। সেই ঈশ্বরের পবিত্র প্রেমপূর্ণ সত্তা যেমন তেমনই রহিল, যাহা কিছু পরিবর্ত্তন তাহা আমাতেই হইল। চাঞ্চল্য কোথায়? আমার বিশ্বাসে, আমার মনে। আমি প্রকৃত মনে প্রকৃত বিশ্বাসে উপাসনা করিতে বসিলাম, পাঁচ মিনিট যাইতে না যাইতে ঈশ্বরের

সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। আবার যখন আমরা কল্পনাকে লইয়া উপাসনা করিতে গেলাম, পাঁচ ঘণ্টা বসিয়া উপাসনা করিতেছি, কোথায় আমি, কোথায় ঈশ্বর! এস্থলে ঈশ্বর আপনি ঠিক পূর্ব্বের মত আছেন, কেবল আমিই ঠিক নাই।

দেখ, একদিনের মধ্যে আমাতে কত পরিবর্ত্তন হয়। প্রাতঃকালে পিতার প্রেমমুখ নিরীক্ষণ করিলাম, শান্তি সুখ লাভ করিলাম, উপাসনা সফল হইল। মধ্যাহ্নে বিষয় ব্যাপারে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইল, উপাসনা করিতে বসিলাম, পিতা পিতা বলিয়া ডাকিলাম, কোন উত্তর পাইলাম না। সেই উপাসনা, সেই সঙ্গীত, সেই সমুদয় আয়োজনের অনুষ্ঠান করিলাম, কিন্তু পিতার দেখা পাইলাম না। হৃদয় কোথায় প্রেমে সরস ও পূর্ণ হইবে, না শুষ্কতা আসিয়া অধিকার করিল, মন কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইল না। কথা আমা হইতে উত্থিত হইয়া আমাতেই বিলীন হইল। সন্ধ্যার সময় উপাসনা করিতে বসিলাম, আরও হৃদয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। দীর্ঘ উপাসনা করিলাম, কোন ফলই হইল না। বলিলাম, নাথ, অদ্য প্রেমসূর্য্য কেন মেঘে আবৃত হইল, বিপদের অন্ধকারে কেন চারিদিক আচ্ছন্ন করিল, কেন আজ আনন্দ সমীরণ হৃদয়কে আলিঙ্গন করে না? পিতা এ কথার কি কোন উত্তর দিলেন না? তিনি কি কথা কহিলেন না? পাপী কি কিছু শুনিল না? অবশ্য তিনি কথা বলিলেন, দৈববাণী হইল। ইহা কি আকাশ হইতে উত্থিত হইল? ইহা কি শব্দযোগে প্রকাশ পাইল? না, কিন্তু তাঁহার বাণী চতুর্দ্দিক হইতে সমাগত হইল। পিতা যে সংবাদ প্রেরণ করিলেন, সমুদয় জগৎ তাহা বহন করিল। সেই পাপীর নিকটে জগৎ আর পূর্ব্ববৎ থাকিল না। প্রত্যেক বৃক্ষ,

প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক নক্ষত্র, তাহার হৃদয়ের অবস্থা প্রকাশ করিল। পিতা শব্দে কথা বলিলেন না, অথচ তাহার হৃদয়ের দুর্দ্দশা সর্ব্বত্র দেখাইয়া দিলেন। এখানে পিতা যেমন তেমনই থাকিয়া, পাপীর হৃদয়ের অবস্থা প্রদর্শন করিলেন।

ভক্ত যেমন ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করেন, তেমনই আবার তিনি তাঁহার প্রেমমুখচ্ছবি দর্শন করেন। কোথায় দেখেন? ঈশ্বরের কি রূপ আছে? রূপ নাই, অথচ তাঁহার অরূপ রূপ-সৌন্দর্য্য ভক্ত অবলোকন করেন। প্রত্যেক নর নারীর মুখশ্রীতে প্রত্যেক পদার্থে রূপচ্ছবি নিকটে প্রকাশ পায়। এ রূপ আধ্যাত্মিক রূপ, কোন রূপের সঙ্গে ইহার তুলনা হয় না। মুখ নাই, অথচ তিনি কথা বলেন, জড় নন, অথচ চৈতন্যরূপ তাঁহার সত্তা আছে। হস্ত নাই, অথচ তিনি প্রতিদিন আহার প্রদান করেন। পরিচ্ছদ চাই, পরিচ্ছদ দেন; ঔষধ চাই, ঔষধ দেন। স্বয়ং অপরিবর্ত্তনীয় হইয়াও সাধুতা অসাধুতা অনুসারে দণ্ড পুরস্কার প্রদান করেন।

ঈশ্বর সাধুকে পুরস্কার, অসাধুকে দণ্ড দেন। ইহাতে কি তাঁহার প্রেমের কোন পরিবর্ত্তন হয়? কে বলে তাঁহাতে পরিবর্ত্তন হয়? দাম্ভিক অবিশ্বাসী নাস্তিক তাঁহার বিরুদ্ধে কত কথা বলে, কত পাপাচরণ করে; ঈশ্বর কি উদ্যত বজ্রে তাহাদিগকে বিনাশ করেন? কে বলিবে, এই সকল পাপাচারীকে বজ্রাঘাতে বিনাশ করিলে অবিচার হয়? কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কি বজ্রাঘাতে তাহাদিগকে বিনাশ করেন? কখনই না, তিনি সেই ঘোর পাপাচারীর প্রতিও প্রেমের ব্যবহার করিলেন। কুমতি নাস্তিক বলিল, কৈ ঈশ্বর কোথায়? পাপাচরণ করিলে কি হয়? কেহ কেহ বলিলেন, ঐ

দেখ, মহামারী দুর্ভিক্ষ ভূকম্পাদিতে শত শত লোকের প্রাণ বিনাশ হইল, ঈশ্বর এই সকলের মধ্য দিয়া পাপীর উপরে ক্রোধ প্রকাশ করিলেন, তাহাদিগকে এক সময়ে চূর্ণ করিলেন, ইহা যাঁহারা বলিলেন, তাঁহাদিগের উহা ভ্রম। ঈশ্বর কখনও ক্রোধ প্রকাশ করেন না। ঈশ্বরের কখনও ক্রোধ নাই। কে বলে ঈশ্বর অধার্ম্মিকগণের উপরে এইরূপে ক্রোধ প্রকাশ করেন? দেখ পাপী অধর্ম্মাচরণ করিয়া ধন সঞ্চয় করিল, সুখে কাল কাটাইতে লাগিল। কৈ ঈশ্বর ত সেই পাপী এবং তাহার সন্তান সন্ততিগণকে বজ্রপাতে দগ্ধ করিলেন না। পাপী বিনষ্ট হইবার উপযুক্ত কার্য্য করিল। আশ্চর্য্য তাঁহার প্রেম! তিনি তাহাকে ও তাহার পুত্র পৌত্র প্রভৃতিকে বিনাশ করিলেন না, সুখ সমৃদ্ধিতে রক্ষা করিলেন। অল্পবিশ্বাসী অবিশ্বাসীরা বলিল এই ত তোমাদের রাজা! কৈ তাঁহার শাসন কোথায়? তোমরা ধর্ম্মরাজ্যের স্পর্দ্ধা করিয়া থাক, এই ত তোমাদের ধর্ম্মরাজ্য! এ সকল কুবুদ্ধি-বিনিঃসৃত যুক্তি। ভক্ত ইহা কখনও বলিবেন না। তিনি জানেন, ইহার গূঢ় ভাব ও গূঢ় অর্থ আছে, তিনি দেখিতেছেন ঈশ্বর পাপীকে প্রেম দ্বারা বশীভূত করিয়া তাঁহার চরণতলে আনয়ন করিলেন। এ সকলের দ্বারা তিনি ইহাই প্রকাশ করিতেছেন।

ঈশ্বরের ভাব সাধক ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারেন না। সাধক ঈশ্বরকে ডাকিলেন, স্বর্গের সুখ হৃদয়ে প্রকাশ পাইল। একই সময়ে শত সাধক ডাকিলেন, একই ঈশ্বর কাহারও নিকট প্রেমপূর্ণরূপে, কাহারও নিকট শুভ্ররূপে প্রতীত হইলেন। ঈশ্বর এক, ভাব ভিন্ন হইল। সরল ভক্তকে তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন, প্রেমদৃষ্টিতে তাঁহাকে কৃতার্থ করিলেন। কপটী কপটভাবে তাঁহার নিকটে গমন করিল,

শূন্য-হৃদয়ে ফিরিয়া আসিল। তিনি ইহাতে কি বলিলেন? "রে কপটী! তোর কপটহৃদয়ের প্রার্থনা কখন গ্রাহ্য হইবে না।" এ কথা কোন ভাষা বা কোন শব্দ নহে; অথচ ভক্ত তাহা শ্রবণ করিলেন। ভক্তের উপদেষ্টা কোথায়? তাঁহার আত্মার মধ্যে। ঈশ্বর ভক্তের প্রাণের প্রাণ হইয়া অবস্থান করিতেছেন, উপাসনার সময়ে উপাসনা কর বলিয়া আদেশ করিতেছেন, প্রার্থনার সময়ে প্রার্থনা কর বলিয়া আদেশ করিতেছেন, কার্য্যের সময় কার্য্য কর বলিয়া আদেশ করিতেছেন। দেখ, এই মন্দিরে উপাসনার সময়ে তিন শত চারি শত লোক একত্র উপাসনা করিল; কিন্তু এক এক জন এক এক ভাব লইয়া গৃহে গমন করিল। কেহ বলিল আর ব্রহ্মমন্দিরে যাইতে অভিলাষ নাই। সে স্থান নিতান্ত কঠোর, কিছুই সরসতা নাই, আর সেখানে যাইব না। আর একজন যাই গৃহে প্রবেশ করিলেন, অমনই ঈশ্বরের আবির্ভাবে গৃহ পূর্ণ দেখিলেন, ঈশ্বরের অরূপ-রূপ-মাধুরী দেখিয়া বিমোহিত হইলেন। প্রেমময়ের নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রেমের ভাব লইয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন, আর ঘরে থাকিতে পারেন না। পুনরায় মন্দিরে যাইবার দিন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মগণের মধ্যে এরূপ ভিন্নতার কারণ কি? তিনি তোমার প্রার্থনা শুনিলেন, তিনি আমার প্রার্থনা শুনিলেন না। তিনি কি তোমার প্রতি প্রসন্ন, আমার প্রতি অপ্রসন্ন? ইহা কখনই নহে। এক চন্দ্র সর্ব্বত্র উদিত হইল, সর্ব্বত্র জ্যোৎস্না বর্ষণ করিল। চন্দ্র তোমার কাছে এক, আমার কাছে এক, ইহা নহে; কিন্তু তুমি এক ভাবে তাহাকে দেখিলে, আমি আর এক ভাবে দেখিলাম। সুতরাং আমার কাছে তাহার এক ভাব, তোমার কাছে আর এক

ভাব। এক প্রার্থনা, সহস্র প্রকারে তাহার উত্তর। তিনি নানা পরীক্ষায় ফেলিয়া সন্তানকে শিক্ষা দিতেছেন। ভক্তের নিকটে কত সময়ে কত প্রকারে তাঁহার যে আবির্ভাব, তাহা কে বলিয়া শেষ করিতে পারে? (এই উপদেশ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে হয়)।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

ত্রয়শ্চত্বারিংশ মাঘোৎসব।

"আমি আছি।"

প্রাতঃকাল, বুধবার, ১০ই মাঘ, ১৭৯৪ শক;
২২শে জানুয়ারি, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

যখন আমরা প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি, যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজে নূতন দীক্ষিত হই, তখন জগতের গুরু পরমেশ্বর যে দুইটী শব্দ বলিয়াছিলেন, তাহা গভীর এবং সহজ। ঈশ্বর বলিয়াছিলেন, "আমি আছি।" যে কেহ কেবল এই কথাটী শুনিতে পায়, তখনই তাহার ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রকে আমরা দুই ভাগে বিভাগ করি। বহির্জ্জগৎ এবং অন্তর্জ্জগৎ। উভয় জগতেই "আমি আছি" নিরন্তর এই কথা হইতেছে। বহির্জ্জগতের তাবৎ বস্তুর মধ্যে এই কথা। চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, জল, বৃক্ষ, পুষ্প, লতা ইত্যাদি সমুদয়ে জগদীশ্বরের

এই মধুর কথা শুনিতেছি। যখন দেখি, পবন প্রবলবেগে ধাবিত হইয়া বহুকালের প্রকাণ্ড বৃক্ষগুলি উৎপাটিত করিতেছে এবং সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্তাল তরঙ্গাবলী তুলিয়া বড় বড় বাষ্পীয় পোত সকলও আন্দোলিত করিতেছে, তাহার মধ্যেও গম্ভীরস্বরে ঈশ্বর বলিতেছেন, "আমি আছি।" আবার নির্জনে বসিয়া যখন দেখি, চারিদিক নিস্তব্ধ, কোথাও কেহ নাই, সেখানেও শুনি ঈশ্বর বলিতেছেন, "আমি আছি।" এইরূপে সমুদয় ঘটনা এবং সর্ব্বস্থানে, কি সৃষ্টির লাবণ্যে, কি পুষ্পের সৌরভে, কি পক্ষীর শব্দে, কি বালকের হাস্যে, সর্ব্বত্রই সেই মধুর কথা।

"আমি আছি" এই যে সামান্য দুইটী শব্দ যতই আমরা ইহা স্পষ্টরূপে শুনিতে পাই, ততই ইহা হইতে আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের গূঢ় গভীর ভাব বিনিঃসৃত হয়। বিশ্বপতি ধর্ম্মাধিরাজ অন্তরে বাহিরে থাকিয়া চারিদিক হইতে পাপীকে বারম্বার এই কথা বলিতেছেন, "আমি আছি।" যে দিকে চাও সেই দিকেই এই কথা, যেখানে যাও সেইখানেই এই কথা। যাই পাপী এই কথা শুনিল, তাহার অন্তরে ভয় হইল, দেখিল, আর তাহার পাপ করিবার যো নাই। অন্ধকার হইতে আরও অন্ধকারে সে পলায়ন করিল, দেখে সেখানেও জ্বল জ্বল করিয়া স্বর্ণাক্ষরে "আমি আছি" এই কথা লিখিত রহিয়াছে। যেখানে যায় "আমি আছি" কেবল এই কথা শুনিতে পায়; এই কথা তাহাকে এমনই করিয়া ঘেরিল যে, পাপী আর ইহা অতিক্রম করিতে পারিল না। তীব্র বাণের ন্যায় তাহার আত্মাকে বিদ্ধ করিল। পাপী ক্রন্দন করিতে লাগিল। যতই তাহার চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল, ততই "আমি আছি" এই দুই শব্দ তাহার

কর্ণে স্পষ্টতর এবং গভীরতর হইয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। অবশেষে পাপী সেই গম্ভীর "আমি আছি"র তীক্ষ্ণ চক্ষুর নিকট ধরা পড়িল। সেই "আমি আছি" মন্ত্রে দীক্ষিত হইল। সকল কথা ভুলিল; কিন্তু "আমি আছি" এই কথা ভুলিতে পারিল না। সকল দর্শন ভুলিল; কিন্তু সেই "আমি আছি" তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ভুলিল না।

বহির্জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে থাকিয়া যেমন ঈশ্বর বলিতেছেন "আমি আছি", সেইরূপ অন্তর্জগতে থাকিয়া আরও উজ্জ্বলরূপে স্পষ্ট আত্মাদিগের নিকট তাঁহার সত্ত্বা প্রকাশ করিতেছেন। মনের ভিতর গিয়া দেখি কতকগুলি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ভাবফুল, প্রেমফুল, ভক্তিফুল। যেমন বাহিরে বাগানের ফুলে সুন্দররূপে "আমি আছি" এই কথা লিখিয়া রাখিয়াছেন, তেমনই হৃদয়ের এ সকল ফুলে আরও মনোহর, উজ্জ্বল, এবং হৃদয়গ্রাহীরূপে তাঁহার নাম লিখিয়া দিয়াছেন। হৃদয়ের এ সমুদয় পুষ্পের মধ্যে থাকিয়া "আমি আছি" কে এই কথা বলিতেছেন? পাপ কোলাহলে বিবেককর্ণ বধির কর, জ্ঞানপ্রদীপ নির্ব্বাণ কর, হৃদয়কে বিষয়াসক্তিতে আচ্ছন্ন কর, তথাপি পাপের সেই গাঢ় অন্ধকার মধ্যেও "আমি আছি" ঈশ্বরের এই স্পষ্ট কথা শুনিতে পাইবে। ভিতরের এই ব্রহ্মাগ্নি কে নির্ব্বাণ করিতে পারে? আমরা ব্রাহ্ম হইয়াও কতবার ঈশ্বরকে ভুলিয়া গেলাম; কিন্তু তিনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ "আমি আছি" "আমি আছি" বারম্বার এই কথা বলিতে লাগিলেন। আমরা পাপে মত্ত হইয়া তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিলাম, বধির হইয়া শুনিলাম না; কিন্তু আবার এমন সময় আনিয়া দিলেন যখন তাঁহার কথা না শুনিয়া থাকিতে পারিলাম না; অসহায় হইয়া তখন আবার তাঁহাকে ধরিলাম।

আমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাই, কাছে আসিলেও তাঁহাকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিই ; কিন্তু দেখ, মহাপাপী হইলেও ঈশ্বরের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় না। তিনি যখন আমাদিগকে গঠন করিয়া এখানে প্রেরণ করিলেন, তখনই আমাদের প্রত্যেক আত্মাতে "আমি আছি" তাঁহার এই সুমধুর নাম লিখিয়া দিলেন। যতদিন এখানে বাঁচিয়া থাকিব, এবং মৃত্যুকালে ও মৃত্যুর পরেও চিরকাল, অনন্তকাল, এই নাম আমাদের অন্তরে জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতে থাকিবে। "আমি আছি" অনন্ত জীবন ঈশ্বরের মুখ হইতে এই কথা শুনিতে হইবে। যত কেন আমরা দূরে যাই না, ঈশ্বর চিরকাল এই কথা শুনাইয়া আমাদিগকে ফিরাইয়া আনিবেন। মহাপাপীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা পরিত্রাণের কি সুমধুর সমাচার হইতে পারে? আমাদিগকে গঠন করিবার সময়েই যখন তিনি এইরূপ গূঢ়ভাবে তাঁহার সঙ্গে আমাদিগকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তখন কে বলিবে আমাদের পরিত্রাণ অসম্ভব? ঈশ্বর স্বয়ং পাপীর অন্তরে থাকিয়া বলিতেছেন "আমি আছি।" তবে ভ্রাতৃগণ! ভগ্নিগণ! আর কেন নিরাশ হও? "আমি আছি" ইহা ত পুস্তকের কিম্বা মনুষ্যের কথা নহে। ঈশ্বর স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার প্রত্যেক পুত্র কন্যাকে বলিতেছেন "আমি আছি।" বন্ধুগণ! ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিরূপে অগ্রাহ্য করিবে? তাঁহার নিজের কথা কেমন করিয়া অবিশ্বাস করিবে? হৃদয় কি এমনই পাষাণ হইয়াছে যে, প্রাণসখার কথাও অমান্য করিবে?

"আমি আছি" পাপী এই কথা শুনিলে তাহার অন্তরে ভয় হয়, কিন্তু ভক্ত যতই এই কথা শুনেন, ততই তাঁহার অন্তরে

প্রেমোদয় হয়। ভক্ত বলেন পিতা, আমি আর নিরাশ অপ্রেমিক হইতে পারি না; কেন না, তুমি নিজে বলিতেছ, "আমি আছি।" যতদিন বহির্জগৎ থাকিবে, ততদিন তাহার প্রত্যেক পদার্থ "আমি আছি" ঈশ্বরের এই কথা প্রচার করিবে। প্রচারকগণ তবে কি করিবেন? তাঁহারাও দয়াময় পিতার সেই "আমি আছি" এই মধুময় কথা জগদ্বাসীর ঘরে ঘরে প্রচার করিবেন। প্রচারকগণ! লোকদিগকে এই কথা শুনাও; ভাই ভগ্নীগুলি যাতে এই কথা শুনিতে পান, তার জন্য প্রাণ দাও। জগৎ বাঁচিবে সেই দিন, যে দিন জানিবে ঈশ্বর আছেন। মনে করিও না যে তোমাদের কথায় কেহ বাঁচিবে। যিনি ঈশ্বরের মুখে শুনিবেন, "আমি আছি" তিনি ভিন্ন আর কেহই পরিত্রাণ পাইবেন না। অতএব জগৎকে বল, হে জগদ্বাসিগণ! যিনি অবিশ্রান্ত, অক্লান্ত হইয়া তোমাদের কল্যাণ সাধন করিতেছেন, তাঁহাকে কি তোমরা দেখিবে না? একবার যদি তাঁহার কথা শুন, তোমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে। "আমি আছি"—যে দিন ভারতবাসিগণ ঈশ্বরের মুখে এই কথা শুনিবেন, সে দিন ভারত বাঁচিয়া উঠিবে। পরম পিতা পরমেশ্বর স্বয়ং বলিতেছেন, "বৎস! আমি যে বেঁচে আছি, আর নিরাশ হইও না, আনন্দিত হও, হৃদয় ভরিয়া আমাকে ডাক, সকল দুঃখ দূর হইবে।" যতই "আমি আছি" পিতার মুখে এই কথা শুনিবে; ততই অন্তরে প্রেমোদয় হইবে এবং ভক্তিভাবে এই কথা শুনিতে শুনিতে আনন্দে পরলোকে চলিয়া যাইবে। কি আরাধনা, কি ধ্যান, কি প্রার্থনা, কি সঙ্গীত, কি স্তব স্তুতি, কি উৎসব, তোমাদের সমুদয় কার্য্যে ঈশ্বরের মুখে "আমি আছি" এই মহাবাক্য শ্রবণ কর। আজ নগর-সঙ্কীর্ত্তনে ভাই ভগ্নীদের

কাছে "আমি আছি" এই পরিত্রাণপ্রদ মহামন্ত্র শুনাও, তাহা হইলেই তাঁহাদের দুঃখ দূর হইবে।

ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য।

প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ১১ই মাঘ, ১৭৯৪ শক;
২৩শে জানুয়ারি, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

জগতের সকল লোক কেন ব্রাহ্ম হয় না? পৃথিবীতে এতগুলি নর নারী বাস করিতেছে, কেন সকলে ব্রহ্মনামে মোহিত হইল না? এই নগরে এখনও এত শোকার্ত্ত, বিষণ্ণ লোক কেন বাস করিতেছে? ব্রাহ্মগণ! আজ উৎসবের দিন, তোমরা এই প্রশ্নের উত্তর দাও। তেতাল্লিশ বৎসর গত হইল, এখনও কেন সকলে তোমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিল না? এই যে আমাদের প্রিয়তম স্বদেশ—মনের প্রেম, অনুরাগে যে দেশ বাঁধা রহিয়াছে—এ দেশে এখনও কেন এক শত নয়, এক সহস্র নয়, কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক দয়াল নামে বঞ্চিত রহিল? অনেকে ইহার অনেক প্রকার উত্তর দিতে পারেন। কেহ বলিতে পারেন, বহুকাল হইতে এ দেশে অজ্ঞান কুসংস্কার চলিয়া আসিতেছে; কেহ বলিতে পারেন, এ দেশে ভয়ানক নাস্তিকতা এবং পাপস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, অতএব সহজে কি এ দেশের উন্নতি হইতে পারে? মানিলাম এ সমুদয় কথা সত্য। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি সমস্ত ভারতকে পরিত্রাণের সংবাদ দিতে প্রতিজ্ঞা কর নাই? তবে কেন এত দিনেও কৃতকার্য্য হও নাই? সরল অন্তরে কি এখন এই কথা স্বীকার করিবে না যে, ইহা

তোমারই দোষ? ব্রাহ্মগণ! তোমরা স্থানে স্থানে যাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অনেক সত্য প্রচার করিয়াছ, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের অনেক পুস্তক প্রচার করিয়াছ, কিন্তু তোমরা কি মনে করিতেছ ইহাতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইল? নিশ্চয় জেন, যে পর্য্যন্ত জগৎ তোমাদের জীবন-পুস্তকে ঐ সকল সত্য না দেখিবে, সে পর্য্যন্ত তোমরা যদি সমস্ত পৃথিবী বেড়াইয়া ধর্ম্ম প্রচার কর এবং পাঁচ শত ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিয়া জগতে প্রকাশ কর, তথাপি একটী আত্মারও পরিত্রাণ হইবে না।

যে ধর্ম্মে তোমরা আপনারা ভাল হইতে পারিলে না, জগৎ কেন সে ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে? কেন না, জগৎ জানে উপাস্য দেবতা যেমন, উপাসক তেমনই; গুরু যেমন, শিষ্যও তেমনই। সুতরাং তোমাদের জীবনে যদি কলঙ্ক থাকে, তোমাদের উপাস্য দেবতা এবং পরম গুরুকে কেন তাহারা গ্রহণ করিবে? ব্রাহ্মগণ! ব্রাহ্মিকাগণ! তোমরা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা কর। জগৎ বলিতেছে তোমাদের ঈশ্বর যদি সত্যই সুন্দর হন, তবে তোমাদের জীবন কেন সুন্দর হইল না? ঈশ্বর সুন্দর এখনও কি তোমরা ইহার প্রমাণ চাও? তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া একবারও কি মোহিত হও নাই? সেই প্রেমমুখ কি কখনও তোমাদের পাপ, তাপ, দুঃখ, ভয় এবং শোকভার দূর করে নাই? কে তাঁর গুণের ব্যাখ্যা করিয়া শেষ করিতে পারে? তিনি ত সামান্য গুণনিধি নহেন। তাঁহার সমুদয় গুণের নাম সৌন্দর্য্য। পূর্ণ সৌন্দর্য্যে তিনি বাস করেন। পৌত্তলিকেরা তাহাদের দেবতাকে এমনই সুন্দর করিয়া গঠন করে, যে দেখিলেই মন মোহিত হইয়া যায়। তাহাদের কারীকরেরা সুন্দর সুন্দর রং লইয়া তুলি দ্বারা পুত্তলের মুখ এমনই রূপলাবণ্যে শোভিত করে যে, পৌত্তলিকেরা

দেখিবা মাত্র আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। কেন না, সেই বুদ্ধিমান শিল্পকারেরা জানে যে দেবতা সুন্দর হইলে নিশ্চয়ই লোকের মন আকর্ষণ করিবে। উপাস্য দেবতার সৌন্দর্য্য দেখিলে মন মোহিত হইবেই হইবে, এই গূঢ় তত্ত্ব এখন কুসংস্কারে বদ্ধ আছে। কিন্তু যে দিন ইহা ব্রাহ্মদিগের জীবনে প্রকাশিত হইবে, সে দিন জগতের পরিত্রাণের পথ পরিষ্কৃত হইবে। যে দিন ব্রাহ্মেরা তাঁহাদের নিরাকার ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভুলিয়া যাইবেন, সে দিন ভারতের দুঃখের নিশি অবসান হইবে।

আমাদের ঈশ্বর অন্য কাহারও দ্বারা সুন্দর হইয়া রচিত হন নাই। মনুষ্যের হস্ত তাঁহাকে গঠন করে নাই, কারীকরের তুলি তাঁহার মুখে রূপলাবণ্য দেয় নাই। কোন চিত্রকর তাঁহাকে চিত্র করে নাই। পৃথিবীর রং কি স্বর্গের রংএর সঙ্গে তুলনা করিব? ধিক্! আমাদের পিতা আপনিই আপনার তুলিতে আপনার মুখকে সুন্দর করিয়া চিত্র করিয়াছেন। একে ত তিনি আপনিই সুন্দর, আবার দেখিলেন লোকে ত তাঁহাকে দেখিবে না, এইজন্য এক একটী ভক্তকে ডাকিয়া আপনিই স্বহস্তে তুলি লইয়া তাহার আত্মাতে আপনার মুখের ছবি আঁকিয়া দিলেন এবং বলিলেন যখন চন্দ্র সূর্য্য নির্ব্বাণ হইবে তখনও এই ছবি উজ্জ্বল থাকিবে। ভক্ত যতই তাহা দেখিতে লাগিল, ততই তাহার মন মোহিত হইয়া গেল। আশ্চর্য্য পিতার শিল্প-নৈপুণ্য! তিনি আপনিই আপনার ছবি আঁকিয়া ভক্তকে তাঁহার অরূপরূপমাধুরী দেখাইতেছেন! পাপীর অন্তরেও তিনি আপনার মুখ আপনিই আঁকিয়া দিতেছেন। যেখানে চারিদিকে জঞ্জাল, দুর্গন্ধ, অন্ধকার নানাপ্রকার কুৎসিত ভাব সেখানেও ব্রহ্মের সুন্দর মুখচ্ছবি। চারিদিকে

পাপ কোলাহল, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি চীৎকার করিতেছে, কিন্তু তাহার মধ্যেও ব্রহ্ম "আমি আছি" গভীর মধুরস্বরে এই কথা কহিতেছেন। ব্রহ্মের কথা কি তোমরা শুন নাই? তাঁহার সুন্দর ছবি কি কখনও তোমরা অন্তরে দেখ নাই? এমন সুন্দর ঈশ্বরকে যদি দেখিয়া থাক, তবে কেন তাঁহার সৌন্দর্য্যে মোহিত না হও? কদাকার দেখিলে প্রেম হয় না, ইহা মানিলাম; কিন্তু এমন সুন্দর পিতাকে দেখিয়া কিরূপে অপ্রেমিক থাকিবে? হায়! পিতার সৌন্দর্য্যের কি কোন আকর্ষণ নাই? পৃথিবীর শোভা মনুষ্যের মন ভুলাইল; কিন্তু ঈশ্বর কি তাঁহার সুন্দর মুখ দেখাইয়া কাহারও মন প্রাণ কাড়িয়া লইতে পারিলেন না?

ঐ দেখ পথে যাইতে যাইতে কোন পথিক একদিকে চাহিয়া রহিল; অন্যদিকে চক্ষু ফিরাইতে পারে না। পথিক কি দেখিতেছে? উদ্যানের একটী কোমল নবীন সুন্দর পুষ্প। আবার দেখ নবকুমারের মুখশ্রী কেমন গূঢ়ভাবে পিতার চক্ষু আকর্ষণ করিতেছে। পিতা এমনই মুগ্ধ হইয়া সেই শোভা দেখিতেছেন যে, আর অন্যদিকে তাকাইবার সাধ্য নাই। ভ্রাতৃগণ! ভগ্নীগণ! এইরূপে ব্রহ্মের মুখের দিকে যদি একবার তোমাদের চক্ষু পড়ে, আর কি তাহা তোমরা ফিরাইয়া লইতে পার? তিনি এমনই সুন্দর যে যতই তাঁহাকে দেখিবে, ততই তাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া যাইবে। একবার যদি তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখ আর তাঁহাকে ছাড়িতে পারিবে না। যতই তাঁহাকে দেখিবে ততই তাঁহার মধ্যে গভীর হইতে গভীরতর সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইবে। যাঁহাকে আমরা ভালবাসি, তাঁহাকে বারম্বার না দেখিলে আমাদের প্রাণ অস্থির হয়, এবং যতই

তাঁহাকে দেখি ততই তাঁহার মধ্যে নূতন নূতন সৌন্দর্য্য দেখি। ভালবাসার স্বভাবই এই। এই যে সুন্দর মন্দির, ইহা তাঁহারই মহিমা প্রকাশ করিতেছে। ইহার দেবতা কি ইহা অপেক্ষা অনন্ত গুণে সুন্দর নহেন? ব্রাহ্মগণ! নিশ্চয় জানিও সেই সুন্দর মুখ দেখিলেই তোমরা প্রচারক হইবে। নগরে মধ্যে মধ্যে জনকোলাহল হয় কেন? এইজন্য যে কোন একটী বিশেষ বস্তু প্রথমতঃ কাহারও চক্ষু আকর্ষণ করে, ক্রমে তাহার দৃষ্টান্তে শত শত লোক আসিয়া সেইদিকে তাকাইতে থাকে। ধর্ম্মাকাশেও ঠিক সেইরূপ। ব্রহ্মমন্দির লোকে পরিপূর্ণ, সঙ্কীর্ত্তনের সময় নগরে লোকারণ্য। কেন? এ সমুদয় লোক কি দেখিতেছে? অবশ্যই কোন স্বর্ণখনি হইতে রত্ন বাহির হইয়াছে, অবশ্যই কোন সুন্দর পুরুষ ধর্ম্মাকাশে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন, এইজন্যই এতগুলি লোক এক স্থানে একত্র হইয়াছে। কোন বিশেষ ঘটনা না হইলে কখনও একদিকে এতগুলি লোকের চক্ষু পড়ে না।

ধর্ম্মজগতে কি বিশেষ ঘটনা দেখিতেছ না? ঐ দেখ কল্য যাহার শরীর মন দেখিলে বোধ হইত শীঘ্রই ইহার মৃত্যু হইবে, আজ তার কেমন স্ফূর্ত্তি, তার হৃদয় কত প্রফুল্ল! কোথা হইতে এই পরিবর্ত্তন আসিল? যে জন্মাবধি ঈশ্বরকে দেখে নাই, আজ সে তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিল; যে কখনও তাঁহার কথা শুনে নাই, আজ সে তাঁহার কথা শুনিল। ঈশ্বর তাঁহার পুত্র কন্যা সকলকে দেখা দিতে আসিলেন, যুবা বৃদ্ধ যুবতী প্রাচীনা সকলকে ডাকিলেন। যে একবার তাঁহাকে দেখিল, একবার তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহার কাছে গেল, সে আর ফিরিল না। দুঃখের বিষয়

ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ ফিরে। ঈশ্বরকে দেখিলে অন্যদিকে নয়ন ফিরান যায়, এ কথা ত বিশ্বাস করা যায় না। ব্রাহ্মগণ! তবে কি এই মনে করিব, যাহারা ফিরে তাহারা হয় ত বুঝি সে অরূপরূপ দেখে নাই, দয়াল প্রভুর প্রেমসুধা বুঝি তারা পান করে নাই? হায়! পিতা, তোমার মুখে এত সৌন্দর্য্য থাকিতে ব্রাহ্মসমাজের এই দুর্গতি হইল? জগদীশ! তুমি যে কেমন সুন্দর জগৎ তাহা দেখিল না। কেন এমন অভক্তদিগের হৃদয়ে তোমার সুন্দর মুখ আঁকিয়া দিলে? জগতের চক্ষে তোমা হইতেও তাহাদের নিজের মন এবং পৃথিবীর ধন বড় হইল? ঋণ করিতে গেলে লোকে অধিক মূল্যের দ্রব্য বন্ধক রাখে, তাই ছয় মাস কি এক বৎসরের জন্য তোমার কাছে তাহাদের বহুমূল্য দেহ মন বন্ধক দিয়া তোমাকে গ্রহণ করিতে চায়। যাই তোমার দয়াময় নাম ভাল লাগে না, ক্রমে যখন হৃদয় ধন চায়, মান চায়, স্ত্রী পুত্র চায়, এবং সংসারের সুখ চায়, তখন অল্পবিশ্বাসীরা সমুদয় বন্ধক ফিরাইয়া লয় এবং সংসারের পথে চলিয়া যায়।

"ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং" এ কথা তাহারা মানে না। কিন্তু ধন্য সেই ব্রাহ্ম যিনি বিনীতভাবে এই কথা বলেন,—"সকলেই ত বন্ধক ফিরাইয়া লইলেন, কিন্তু আমি ত পিতাকে কিছুই দিই নাই; কেন না আমার কিছুই ছিল না; আমি কিছুই না দিয়া সর্ব্বস্ব পাইয়াছি। ঈশ্বর যে মন দিয়াছিলেন তাহাও নিজের দোষে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলাম। কিন্তু কেমন অপার তাঁহার করুণা, এক রাত্রির মধ্যেই সেই ভাঙ্গা মনকে তিনি ভাল করিয়া দিলেন।" পাড়ার লোক দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া বলিল, কি সেই তুমি? যাহার মুখে আমরা কখনও

প্রফুল্লতা দেখি নাই, সেই দুঃখী গরিব তুমি, আজ কোথা হইতে এত ধন রত্ন পাইলে? সেই বিনীত ব্রাহ্ম বলিলেন "যথার্থ ই আমি বড়ই দুঃখী ছিলাম, বন্ধক দিয়া ঋণ করি এমন কিছুই ছিল না; অতি দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার দ্বারে আসিয়াছিলাম; কিন্তু পিতার দয়ার কথা কি বলিব! তিনি ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী হইয়া দীন হীন অকিঞ্চন বলিয়া আমাকে ঘৃণা করিলেন না, দ্বার খুলিলেন। দ্বার খুলিয়া বলিলেন, 'ভক্ত! চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইব, আমি রাজপ্রাসাদ ভালবাসি না, আমি পর্ণকুটীরে থাকি; যারা ছেঁড়া কাপড় পরে, শাকান্ন খায়, আমি তাহাদের সঙ্গে বাস করি।' কৈ পিতা ত মূল্য চাহিলেন না? বিনা মূল্যে তিনি কাঙ্গালের ঘরে আসিলেন।"

এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে ভক্তদিগের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, চারিদিকে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ের অস্পষ্ট মধুর ধ্বনি এবং প্রেমাশ্রুপাত হইতে লাগিল; ব্রহ্মমন্দির তখন বাস্তবিক স্বর্গধাম, প্রেমধাম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আচার্য্য অনর্গল গভীর প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন;—

ইহা দেখিয়া পৃথিবীর অল্পবুদ্ধি লোকেরা বলিতে লাগিল, "এই বুঝি ঈশ্বরের মহত্ব! তিনি কিনা ধনী পণ্ডিত ইহাঁদের ছাড়িয়া, নিতান্ত অধম গরিবদিগের ভাঙ্গা ঘরে আসিলেন! পণ্ডিতদিগের স্তব স্তুতি এবং রাজাদিগের বহুমূল্য উপহার তিনি গ্রহণ করিলেন না! ধিক্ তাঁহার বিচার!" ব্রাহ্মগণ! এমন পিতার প্রেম তোমরা বুঝিলে না। তোমরা কিনা তাঁহাকে সাল দিয়া, ধন রত্ন দিয়া ভুলাইতে চাও। তিনি কি তোমাদের কাছে ধন চান, না জ্ঞান চান? অবিশ্বাসীগণ! আর বলিও না, তোমরা বড় ধনী, তোমরা বড় জ্ঞানী, ঈশ্বরকে পাইবার

জন্য অনেক ধন ব্যয় করিয়াছ, অনেক পুস্তক লিখিয়াছ, অনেক বক্তৃতা করিয়াছ। আর অহঙ্কার করিয়া বলিও না, এত দিলাম, এত করিলাম, তথাপি কেন ব্রহ্ম আমাদের হইলেন না? তোমরা কি দিয়াছ? কি করিয়াছ? ব্রহ্মধনের সঙ্গে তোমাদের ধন এবং তোমাদের জ্ঞানের তুলনা? সামান্য ধন ও সামান্য জ্ঞান দিয়া ঈশ্বরকে ক্রয় করিবে? এই তোমাদের স্পর্দ্ধা? তিনি কি বলিয়াছেন মূল্য না পাইলে তোমাদের ঘরে আসিবেন না? ভাবুক ব্রাহ্ম! তোমাকেও বলি, আর এরূপ বলিও না,—"এত কাঁদিলাম, নাম শুনিবা মাত্র কতবার প্রেমে গলিয়া গেলাম, ভক্তিভাবে কতবার ডাকিলাম, তথাপি কেন ঈশ্বর আমার হৃদয়ে আসিয়া বাস করিলেন না?"

কৃপাসিন্ধু ব্রহ্মের সঙ্গে কি তোমার সামান্য প্রেম ভক্তির তুলনা? কয়েক ফোঁটা চোখের জল দিয়া কি তুমি ব্রহ্মকে কিনিতে চাও? বন্ধক লইয়া, মূল্য লইয়া তিনি কাহারও কাছে আসিবেন না; কিন্তু আপনিই আপনার প্রেমগুণে তিনি সকলের কাছে আসিয়াছেন, আপনিই আপনার সৌন্দর্য্য দেখাইয়া সমুদয় পুত্র কন্যাকে মোহিত করিবেন। তাই স্বদেশ বিদেশে যতগুলি ভাই ভগ্নী বেঁচে আছ, সকলকে বলিতেছি, পায়ে ধরে বলিতেছি, (প্রেমবিগলিত স্বরে) "তিনি বড় সুন্দর" "তিনি বড় সুন্দর" "তিনি বড় সুন্দর।" "তাঁহাকে কেহ ছেড় না" "তাঁহাকে কেহ ছেড় না" "তাঁহাকে কেহ ছেড় না।" বন্ধক দিয়া ধার কর্জ্জ করিলে চলিবে না, কিন্তু তাঁহার চরণে জন্মের মত কে আত্মবিক্রয় করিতে পার, এস দেখি? আমাদের পিতা কত সুন্দর একবার যদি নিজের চক্ষে দেখিতে পাও, আর কি হৃদয় মন ফিরাইয়া লইতে পারিবে? সে অরূপরূপ দেখিলেই তাঁহার

চিরদাস হইয়া থাকিবে। হে শুষ্ক ম্লান মুখ ব্রাহ্মগণ! কিছুদিনের জন্য পিতার কাছে হৃদয় মন বন্ধক রাখিবে, এমন নির্বুদ্ধি কেন তোমাদের মনে স্থান পাইল? তোমাদের চরণ ধরে বলিতেছি, এই কুবুদ্ধি ছাড়। দেখ, তোমাদের দশা দেখিয়া জগৎ কি বলিতেছে? বঙ্গদেশ, সমস্ত ভারতবর্ষ বলিতেছে, ব্রাহ্মদের ঈশ্বর যদি সুন্দর হইতেন, তবে কি ব্রাহ্মেরা কিছুদিন পরেই তাঁহাকে ছাড়িয়া ব্রাহ্মসমাজ হইতে পলায়ন করিতে পারিত? দেখ, তোমাদের দোষে পিতার নামে দুর্নাম, তাঁহার সৌন্দর্য্যে অবিশ্বাস, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি রুদ্ধ হইতে চলিল। তাই বারবার তোমাদের পায়ে পড়ে বলিতেছি, পিতাকে ছেড় না।

তিনি সুন্দর নন, তাঁহার আশ্রয়ে থাকিলে আনন্দ শান্তি মেলে না, পিতার নামে এ সকল অপবাদ আর সহ্য হয় না। দেশে পিতার নামে কলঙ্ক রটিল ইহা শুনিয়া কি দুঃখ হয় না? হে ভাইগণ! হে ভগিনিগণ! তোমাদিগকে বিনীতভাবে বলিতেছি, পিতা বড় সুন্দর, একবার তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখ, দেখিলেই তিনি নিজে তাঁহার স্বর্গের শোভা দেখাইয়া তোমাদিগকে ভুলাইয়া লইবেন। তাঁহাকে দেখিলে তোমরাও সুন্দর হইবে। সুন্দর রাজার প্রজাগুলিও সুন্দর হইবে। তাঁহাকে দেখিলে কি আর কিছু দেখিতে ইচ্ছা হয়? সুধা যে পেয়েছে সে কি আর গরল পান করিতে চায়? মৌমাছি কি মধু ছাড়িতে পারে? ভাই ভগ্নিগণ! এবার তোমাদের এই দীন হীন সেবকের কাছে এই প্রতিজ্ঞা কর যে, দয়াল প্রভুকে আর কখনও কদাকার কুৎসিত বলিতে পারিবে না। ভক্তবৎসল প্রভু, সন্তানবৎসল প্রেমময় পিতা শুষ্ক, এই নিদারুণ কথা

যেন আর কাহারও কাছে শুনিতে না হয়। তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিলে রিপু সকল বিনষ্ট হয় না, এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। জীবন দিয়া জগৎকে দেখাও তোমাদের ঈশ্বর সত্যই সুন্দর; এমন সৌন্দর্য্য ছাড়িয়া কেহই দূরে থাকিতে পারিবে না। সকলকে বুঝিতে দাও, ব্রাহ্মদের পিতার মত সুন্দর আর কেহ নাই। এখন হাসিবার সময় নহে; যে দিন প্রেমময় ঈশ্বর বড়ই সুন্দর, এই কথা শুনিয়া দলে দলে জগতের লোক সকল এই পথে আসিবে, সেই দিন তোমাদের আনন্দের দিন। হায়! এমন দিন কি হবে? ব্রহ্মের জয় হউক! ভাই ভগ্নিগণ! এবার উৎসাহী হইয়া ব্রহ্মকে ভালবাস। দয়াল পিতা সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন।

দীক্ষা।

সায়ংকাল, বৃহস্পতিবার, ১১ই মাঘ, ১৭৯৪ শক;
২৩শে জানুয়ারি, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

আজ এই উৎসবে উনিশ জন ভ্রাতা পরিত্রাণার্থী হইয়া ঈশ্বরের পরিবারে প্রবেশ করিতেছেন, সমস্ত জগতে ও স্বর্গে এই কথা প্রচারিত হউক! এতগুলি ভ্রাতা কুসংস্কার পাপ-শৃঙ্খল ছেদন করিয়া, পবিত্র সত্যধর্ম্ম সাধন করিতে সঙ্কল্প করিলেন, ইহা আমাদের পক্ষে মহা আনন্দকর ব্যাপার। জগতে ব্রহ্মের জয় হইবে, ইহাতেই তাহার অগ্নিময় প্রমাণ দেখিতেছি। ভ্রাতৃগণ! তোমরা ব্রাহ্ম-পরিবারে প্রবেশ করিবার জন্য এখানে দাঁড়াইলে, যতদিন বাঁচিবে আমার এই কয়েকটী কথা রক্ষা করিবে। "শির দিয়া ত রোনা

কেয়া" এই কথা বলিতে বলিতে সকল অবস্থায়—কি কষ্ট বিপদ, কি রোগ শোক, কি পাপ তাপে, জীবনের রণক্ষেত্রে, শত্রুদিগের সমক্ষে যুদ্ধ করিবে। ইহাতে তোমাদের কল্যাণ, আমাদের মঙ্গল, এবং সমস্ত দেশের কুশল হইবে। চিরদিন আনন্দ উৎসাহের সহিত ব্রহ্মের জয় ঘোষণা করিবে। শত শত রিপু তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিবে এবং ভয় দেখাইবে, কিন্তু সাবধান! এক পদও পশ্চাৎ গমন করিবে না। সম্মুখ-যুদ্ধে সকল শত্রুকে পরাস্ত করিবে। দেখিবে, চারিদিকে ভয়ের ব্যাপার, কিন্তু একজন তোমাদের সঙ্গে থাকিবেন, যাঁহার নামে ভয় দূর হয়। কে তিনি? পরব্রহ্ম। যদি তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার উপর নির্ভর কর, জগৎ দেখিবে ব্রহ্মের কেমন দুর্জ্জয় বল! শত সহস্র লোক তাঁহার নাম লইয়া স্বর্গের দিকে ধাবিত হইবে। যে ধর্ম্ম একদিন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রচার হইবে, সেই ধর্ম্ম আজ তোমরা এই ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে এতগুলি ভ্রাতা ভগ্নীর সমক্ষে দাঁড়াইয়া স্বীকার করিলে।

দারিদ্র্য, দুঃখ, যন্ত্রণা আসিয়া তোমাদিগকে নির্যাতন করিতে পারে; কিন্তু কিছুতেই তোমরা ভীত হইবে না; ব্রহ্মপরায়ণকে আপদ মৃত্যু স্পর্শ করিতে পারে না। বিশ্বাস-বর্ম্মে আবৃত হইয়া হস্তে প্রার্থনারূপ অস্ত্র লইয়া, ব্রহ্মনামের হুঙ্কার করিতে করিতে বলিবে, "দূর হও পাপ প্রলোভন।" দেখিবে, ব্রহ্মের কৃপায় তখনই পাপ অন্ধকার চলিয়া যাইবে। ব্রহ্মবলে বলীর নিকট মেদিনী কম্পিত হয়, সাগর সমান বিপদ শুকাইয়া যায়। বন্ধুগণ! ইহা আমার কথা নয়, ব্রহ্মভক্তের ন্যায় বলবান্ জগতে আর কেহ নাই, ইহা ঈশ্বরের কথা। ইহাতে যদি তোমাদের মন সায় না দেয়,

ব্রহ্মমন্দির ছাড়িয়া যাও। ব্রহ্ম স্বহস্তে রচনা করিয়াছেন তোমাদের যে আত্মা, তাহা কি এই কথার সাক্ষ্য দিতেছে না? "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং" তোমাদের হৃদয় কি এই কথা স্বীকার করে না? ব্রহ্ম যদি তোমাদের অন্তরে গুরু হইয়া গোপনে এই মন্ত্র না দেন তবে দীক্ষিত হইয়া কি হইবে? ঈশ্বর নিয়ত গম্ভীরস্বরে বলিতেছেন, "ব্রাহ্মসমাজ আমার সভা। আমার চরণতলে বাস করিয়া আমার পুত্র কন্যারা পুণ্য শান্তি ভোগ করিবে, এই আমার বাসনা।" এই কথা কি তোমাদের বিশ্বাস হয় না? ঈশ্বরের ভক্ত হইলে দুঃখ পাপ দূর হয়, ইহা কি তোমরা মান না? আমি বলিতেছি না যে আমরা একেবারে নিষ্পাপ হইয়াছি। যখন আমাদের পরিবারে তোমরা প্রবেশ করিতেছ, ইহা তোমাদের জানা আবশ্যক, সময়ে সময়ে আমাদের পাপভারও তোমাদিগকে বহন করিতে হইবে; কিন্তু মোক্ষধামের এই যথার্থ পথ।

অনেকে বলিবে ব্রহ্মমন্দিরের প্রয়োজন কি? স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া ঈশ্বরের উপাসনার কোন বিশেষ ফল নাই, নির্জনে বসিয় ডাকিলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, উপদেষ্টার আবশ্যকতা নাই, ঘে বসিয়া ভাল ভাল পুস্তক পড়িলেই হইল। এ সমুদয় সাংঘাতিব স্বার্থপরতার কথা। ইহা নিশ্চয় জানিও, ভাই ভগ্নীদের প্রতি প্রেমিব না হইলে প্রেমময়কে দেখিতে পাইবে না। জগতের ভাই ভগ্নীদে সঙ্গে পবিত্র প্রেমের যোগ ভিন্ন কেবল জ্ঞান ও কার্য্যে কাহার মোক্ষ নাই। অতএব এস, সকলে এই পথে অগ্রসর হই। এ পথের শত্রু অনেক, কিন্তু সেনাপতি ব্রহ্ম আমাদের সহায়। এক দুঃখের কথা বলিয়া তোমাদিগকে সাবধান করিতেছি। অনে

এই পথে কতকদূর অগ্রসর হইয়া আবার সংসাররূপ মৃত্যুকূপে পড়িয়া যায়। তোমরা এই প্রতিজ্ঞা কর, লোকভয়, শোকভয় কিছুতেই এই পথ ছাড়িবে না। দূরে পিতার ঘর। দেখ কেমন আলোকময়, কত সুন্দর! কত প্রেম, কত শান্তি, কত পুণ্য, ঐ ঘরে নিত্য বিরাজ করিতেছে। পিতা তোমাদিগকে হস্তে ধরিয়া ঐ ঘরে লইয়া যাউন। অনন্তকাল তোমরা ঐ গৃহে শান্তি সম্ভোগ কর।

(দীক্ষান্তে উপদেশ।)

ব্রাহ্মগণ! অদ্যকার ব্যাপার অবশ্যই তোমরা স্বচক্ষে দেখিলে। প্রবঞ্চনা নাই, কপটতা নাই, মিথ্যা নাই। ব্রহ্মরাজ্য বিস্তার হইতেছে, ইহাতে কি আর সংশয় করিতে পার? কল্য যখন সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল, তখন আমেরিকায় একজন নিশান ধরিলেন, অন্য দেশে প্রদেশের একজন প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য আমাদের মধ্যে আসিলেন; জয় ব্রহ্মের জয়! ভয় নাই, ভাবনা নাই, ব্রহ্মের জয় হইবেই হইবে। "কর আনন্দে ব্রহ্মের জয় ঘোষণা।" ব্রহ্ম বাঁচিয়া আছেন, ইহা জানিলেই সমস্ত লোক তাঁহার রাজ্যে আসে। ব্রাহ্মগণ! তোমাদিগকে প্রাতে বলিয়াছি, আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি, তোমাদের দৃষ্টান্ত যেন জগতের পরিত্রাণপথের প্রতিকূল না হয়। তোমরা যদি ভাল দৃষ্টান্ত দেখাও, তোমাদের জীবনে যদি জগৎ ঈশ্বরের পদচিহ্ন দেখিতে পায়, তাহা হইলে দেশ বিদেশে ব্রহ্মের জয় হইবে। পরিত্রাণের এই এক পথ। জগতের সকলকেই এই পথে আসিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি ঈশ্বর স্বয়ং মনুষ্যহৃদয়ে লিখিয়া দিয়া থাকেন, তবে একদিন নিশ্চয়ই ইহা জগতের সমুদয়

ভ্রম, কুসংস্কারের উপর জয়লাভ করিবে। জানি না, কখন সমস্ত জগৎ ব্রাহ্ম হইবে; কিন্তু ঈশ্বরের কাছে কিছুই অসাধ্য নাই। আমাদিগকে তিনি তাঁহার দয়াল নাম দিয়াছেন, এই নামের গুণে যে জগতে একদিন কি হইয়া উঠিবে, তাহা মনেও ভাবিতে পারি না। ব্রাহ্মেরা বড় বড় কথা বলেন বলিয়া জগতের কেহ কেহ তাঁহাদিগকে নিন্দা করেন, কিন্তু আমরা কেমন করিয়া ছোট কথা বলিব? ঈশ্বর যে আমাদিগকে বড় কথা বলাইতেছেন। তিনি স্বয়ং আমাদের অন্তরে বড় বড় আশার কথা বলিয়া দিতেছেন। আমরা আপনারা ছোট, অপদার্থ, আবার শত শত দোষে অপরাধী; কিন্তু আমাদের ন্যায় ধূলিগুলিকে বাছিয়া লইয়া ঈশ্বর যাহা করিতেছেন, তাহা ত ক্ষুদ্র নহে, তাহা যে সামান্য নহে।

একদিকে আমাদের আপন আপন পাপ স্মরণ করিয়া যেমন বিনয়ী হইব, তেমনই অন্যদিকে ঈশ্বরের মহত্ত্ব দেখিয়া বীরের ন্যায় তাঁহার সত্য প্রচার করিব। তাহারা অবিশ্বাসী, নাস্তিক, যাহারা ঈশ্বরের সত্য ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হয়। অতএব ব্রাহ্মগণ! আজ যাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিবে, কখনই আর তাহা মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।" যাহাদের সমুদয় ধর্ম্মই "যদ্যপি" কিম্বা "হয় ত" এরূপ সন্দেহের উপর নির্ম্মিত হয়, তাহারা কখনই স্বর্গরাজ্যে যাইতে পারে না। ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রত্যেক সত্যই অভ্রান্ত। যখন ব্রাহ্ম বলিবেন, "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং" "সত্যমেব জয়তে" "একমেবাদ্বিতীয়ং" তখন সমুদয় শাস্ত্র এবং সমুদয় পুস্তক লজ্জিত হইবে। জগতে বেদ, কোরাণ, বাইবেল ইত্যাদি অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইতেছে, কিন্তু আমরা কোনটাকেই ঈশ্বরের হস্ত-লিখিত

অভ্রান্ত পুস্তক বলিয়া স্বীকার করিব না। তবে কি আমাদের কোন শাস্ত্র নাই? আমরা যেমন ঐ সকল পুস্তক ছাড়িয়াছি, তেমনই জগৎকে দেখাইতে হইবে আমরা তাহা অপেক্ষা অসংখ্য গুণে দৃঢ় ও অখণ্ড শাস্ত্র লাভ করিয়াছি। তবে কি না আমাদের শাস্ত্র অতি ছোট, চারি বর্ণে ফুরাইয়া যায়। "আমি আছি" ব্রহ্মের এই মুক্তিপ্রদ আশাকর কথাই আমাদের শাস্ত্র।

এইরূপে তিনি যাহা বলেন তাহাই ব্রাহ্মদিগের অভ্রান্ত সত্য। যদি বল প্রমাণ কি? ব্রাহ্ম বলিবেন, ঈশ্বরই ঈশ্বরের কথার প্রমাণ। স্বর্গ হইতে যাহা নির্ব্বিবাদ এবং অভ্রান্ত হইয়া আসিবে তাহাই ব্রহ্মের কথা। যখন ব্রহ্মের কথা শুনিবে তখন সংশয় দূর হইবে। জগৎকে সেই কথা বলিতে ভয় কি? যদি অগ্নির মধ্যে দাঁড়াইতে হয়, কিম্বা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইতে হয়, তথাপি নির্ভয়ে ব্রহ্মের সেই কথা বলিবে;— "যায় যাক্ প্রাণ, কিন্তু পাইব আমি পরিত্রাণ।" ব্রাহ্ম হইয়া এই আশা, এই বিশ্বাস ছাড়িতে পার না। যখন এইরূপে তোমরা ব্রহ্মের কথা শুনিবে, নিঃসংশয় ও নির্ভয় হইয়া জগতে তাহা ঘোষণা করিবে, তখন তোমাদের এক এক প্রার্থনায় শত শত লোকের উপকার হইবে। তখন দেখিবে, কত আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সম্পন্ন হইবে। অন্ধ চক্ষু পায়, বধির শুনিতে পায়, মরা বেঁচে যায়, এ সকল ত সামান্য কথা। ঈশ্বরের কথায় যদি তোমরা বিশ্বাস কর, এ সকল ত হইবেই; কিন্তু তোমরা যদি তাঁহার চরণে পড়ে থাক, ইহা অপেক্ষা আরও মহৎ ব্যাপার সকল দেখিতে পাইবে।

চারিদিকে "কোথায় ঈশ্বর" "কোথায় ঈশ্বর" বলিয়া শত শত দুঃখী কাঙ্গাল কাঁদিয়া মরিতেছে। ব্যাধিগ্রস্তেরা বলিতেছে, "প্রাণ

কাঁদে মোর বিভু বলে।" প্রচারক! তুমি কি না তাহাদের কাছে গিয়া পরিহাস করিলে? ঔষধ দিয়া কি না বলিলে, ইহাতে হয় ত ব্যাধির উপশম হইবে। এই ভাবে কি জগতের পরিত্রাণ হইতে পারে, না ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হয়? বিশেষ সময় আসিয়াছে। ব্রাহ্মগণ! প্রচারকগণ! সাবধান হও, তোমাদের বিশ্বাসের বল, পরাক্রম পরীক্ষা হইবে। বিশেষ সাধন চাই, গূঢ়রূপে ঈশ্বরদর্শন, ঈশ্বরশ্রবণ ভিন্ন তোমাদের এবং জগতের পরিত্রাণ নাই। অতএব ঈশ্বরের কাছে তাঁহার কথা শ্রবণ কর, এবং তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হও। প্রতিদিন জয় জগদীশ বলিয়া গাত্রোত্থান করিবে। জয় জগদীশ বলিয়া তাঁহার নাম প্রচার করিবে এবং জয় জগদীশ বলিয়া রাত্রে বিশ্রাম করিবে; অবশেষে দেখিবে, নিশ্চয়ই তোমরা দিগ্বিজয়ী হইয়াছ। ঈশ্বর তোমাদের দুঃখ দূর করুন! তাঁহার নাম কীর্ত্তনে জগতের পরিত্রাণ হউক।

প্রান্তরে বক্তৃতা।

সাতু বাবুর বাটীর সম্মুখস্থ মাঠ।

অপরাহ্ণ, রবিবার, ১৪ই মাঘ, ১৭৯৪ শক;
২৬শে জানুয়ারি, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

ঊর্দ্ধে অধোতে দক্ষিণে বামে, সম্মুখে পশ্চাতে যে ঈশ্বর আছেন তাঁহারই কৃপাতে আজ এতগুলি লোক এখানে আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। অনুগ্রহ করিয়া আমার কয়েকটী কথা শুনিবার জন্য ইহারা এখানে আসিলেন, আমি তাঁহাদের সকলের নিকট অত্যন্ত বাধিত হইলাম। অতি গুরুতর বিষয়ের জন্য এখানে এই মহা সমারোহ। কেহ বৃথা গোল করিবেন না। স্থির হইয়া আমার কয়েকটী কথা শ্রবণ করুন। যে ধর্ম্ম এ দেশে বিস্তৃত হইতেছে ইহা ঈশ্বরের ধর্ম্ম। কেহ বলিতে পারেন, ব্রাহ্মেরা কেবল সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করিবার জন্য আড়ম্বর এবং এত কোলাহল করিতেছে; কিন্তু ভ্রাতৃগণ! তাহা নহে। এ ধর্ম্ম নূতন নহে, অতি পুরাতন বেদবাক্যে আছে, "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং।" সকল ঈশ্বরের যিনি পরম মহেশ্বর, এখনও সেই কথা আমরা শুনিতেছি। ইংলণ্ড, আমেরিকা, পৃথিবীর সমুদয় দেশই এই কথা বলিতেছে। সমুদয় দেশ এই একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইতেছে। এই ঈশ্বরের জন্য সকলে ব্যাকুল। এই ঈশ্বর সকলের পিতা, এই ঈশ্বর সকলের রাজা, এই ঈশ্বর সকলের প্রভু। ইঁহার নিকট ধনী দরিদ্রের প্রভেদ নাই। ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, যুবা বৃদ্ধ সকলেই তাঁহার নিকট যাইতেছে।

ভ্রাতৃগণ! তাঁহার আহ্বান শ্রবণ কর। গরিব দরিদ্র বলিয়া তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না; বিশেষ সময় আসিয়াছে, তোমরা সকলে তাঁহার শরণাপন্ন হও। এ দেশে অনেক সামান্য লোক আছেন, তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি করে এমন লোক অতি অল্প। ছোট লোক বলিয়া সকলেই ইঁহাদের ঘৃণা করেন। কিন্তু রেলওয়ে কোম্পানিকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহাদের যে এত টাকা তাহা কে দিতেছে? প্রথম শ্রেণীর লোক, না দ্বিতীয় শ্রেণীর, না তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর লোক? যাহারা নিতান্ত গরিব ও তৃতীয় ও চতুর্থ

শ্রেণীর গাড়ীতে যায়, অতি সামান্য লোক, তাহাদেরই টাকাতে রেলওয়ে কোম্পানির এত ধন। হিমালয় পর্ব্বতকে জিজ্ঞাসা কর, হিমালয় তুমি যে এত বড় উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ, কিসের উপর তুমি আছ? উচ্চ শিখরগুলি কি তোমার আশ্রয়? না নীচে যে প্রকাণ্ড প্রশস্ত আয়তন আছে তাহাই তোমার অবলম্বন? (করতালি) সেইরূপ এ দেশের দুই পাঁচটী ধনী মানী এবং জ্ঞানীর উপর দেশের মঙ্গল নির্ভর করে না, কিন্তু সামান্য লোকদিগের উপর। দোকানদার না থাকিলে কি সহর একদিন চলিতে পারে? চাষা না থাকিলে কি দেশ একদিন বাঁচিতে পারে? (গভীর আনন্দধ্বনি এবং করতালি)।

এ সকল গরিব দুঃখী চাষা দোকানদার যতদিন গরিব দুঃখী থাকিবে, যতদিন তাহাদের দুরবস্থা দূর না হয়, ততদিন এ দেশের মঙ্গল নাই। জ্ঞান বিনা, ধর্ম্ম বিনা, লক্ষ লক্ষ লোক কাঁদিতেছে। কুসংস্কার ব্যভিচারে কোটী কোটী লোক মরিতেছে। তাহাদের অজ্ঞানতা দূর করে এমন লোক কোথায়? তাহাদের নিকট পরিত্রাণের সংবাদ দেয় এমন দয়াবান্ কে? আমি বলিতেছি না যে এ দেশে জ্ঞানালোক আসে নাই, আলোক আসিয়াছে, কিন্তু দুই পাঁচটী ধনী মানী জ্ঞানী লোকের মধ্যে তাহা বদ্ধ রহিয়াছে। যদি দেশকে উদ্ধার করিতে হয়, তবে যাঁহারা কিছু জ্ঞান পাইয়াছেন, তাহা পরিবারে পরিবারে, গ্রামে গ্রামে, এবং নগরে নগরে বিলাইতে হইবে। কি জ্ঞান প্রচার করিবে? যাতে দেশ রক্ষা পায়, ভাই ভগ্নীদের দুঃখ চলিয়া যায়, এমন জ্ঞান চাই। দেখ পাপে তাপে পুড়ে কত শত শত নর নারী হাহাকার করিতেছেন। ইহাদের কাছে কি

বলিবে? সমুদয় লোককে এই কথা বলিতে হইবে;—'সচ্চরিত্র হও, আর ষড়রিপুর বশীভূত থাকিও না. কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপু সকল দেখ তোমাদের কি সর্বনাশ করিয়াছে।' দুঃখী ভাইদের দুঃখিনী ভগিনীদের এই সহজ কথা বল, আর অন্য শাস্ত্র শুনাইবার প্রয়োজন নাই।

বড় লোকদের জন্য স্কুল আছে, আবার কলেজ হইয়াছে; কিন্তু এই গরিব দুঃখী চাষাদের জন্য কি আছে? ঈশ্বর কি ইহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিবেন না? তিনি কি বলিয়াছেন, কেবল ধনী পণ্ডিতেরা স্বর্গে যাইবে? আর মূর্খ গরিব চাষা ভূষরা নরকে যাইবে? না। আমাদের দয়াময় ঈশ্বর এমন কথা বলিতে পারেন না, তিনি যে জগতের ঈশ্বর, ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, সাধু অসাধু সকলেই যে তাঁহার সমান আদরের ধন। সকলেই যে তাঁহার কাছে যাইবে, কাহাকেও তিনি ছাড়িতে পারেন না। অতএব দেখ ভ্রাতৃগণ! ধর্ম্ম অতি সরল, ইহা যেমন পণ্ডিতদিগের জন্য, তেমনই চাষাদিগের জন্য। ধনী হও, দরিদ্র হও, মূর্খ হও, জ্ঞানী হও, সকলকেই ধার্ম্মিক হইতে হইবে। ঈশ্বর সৃষ্টি করিবার সময় স্বয়ং প্রত্যেক নর নারীর অন্তরে এই ধর্ম্ম মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। ভিতরে ভক্তিচক্ষু খুলে দেখ, ঈশ্বর কি লিখিয়া দিয়াছেন। চক্ষু থাকে দেখ, কাণ থাকে শুন। ঈশ্বর সকল দেশে সকল কালে বলিয়াছেন, এখনও বলিতেছেন "সন্তান! সত্য কথা বল, মূর্খকে জ্ঞান দাও, দুঃখীর দুঃখ দূর কর, পাপীকে পুণ্যপথ দেখাও।" কার কাছে বলিতেছেন? আমার কাছে, তোমার কাছে, সকলের কাছে। যে তাঁহাকে দয়াময় বলিয়া ডাকিতেছে তাহারই কাছে তিনি আসিতেছেন।

সূর্য্য যদি আকাশ হইতে পড়িয়া গুঁড় হইয়া যায় এবং ব্রহ্মাণ্ড যদি এক দিনে চূর্ণ হয়, তথাপি এই ধর্ম্ম থাকিবে। ইহাকেই আমরা যথার্থ ধর্ম্ম বলি। কেহ কেহ বলিতেছে, দেশটা নষ্ট করিবার জন্য কতকগুলি লোক ব্রাহ্মসমাজ করিয়াছে। আমি বলিতেছি না, না, না। যাতে দেশ রক্ষা পায়, নাস্তিকতা, পাপ ব্যাভিচার চলে যায়, তাহারই জন্য আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম। ইহা নূতন ধর্ম্ম নয়, এই ধর্ম্ম আজকে আবিষ্কার হয় নাই; ইহা মনুষ্য প্রকৃতির সেই পুরাতন ধর্ম্ম। সূর্য্য পুরাতন, চন্দ্র পুরাতন, তা বলে কি এখন আর তোমাদের আলোর প্রয়োজন নাই? ভ্রাতৃগণ! এই পুরাতন, পবিত্র ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে। আর ভাই, ষড়রিপুর যন্ত্রণা সহ্য করো না। দেখ, ঘরে ঘরে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ বিচ্ছেদ। সকলেই এক শরীরের অঙ্গ; কিন্তু অঙ্গে অঙ্গে মিল নাই। এই বিচ্ছেদ, এই অমিলের কারণ কি তোমরা দেখিতেছ না? পাপ, ষড়রিপুর অত্যাচার। তাই বারবার তোমাদের পায় ধরিয়া বলিতেছি, সচ্চরিত্র হও, কাম ক্রোধ দমন কর, সকলের সঙ্গে মিল কর। তোমাদের মধ্যে যাহাদের জ্ঞান অধিক তাহারা মস্তক হউক, যাহাদের বহু দর্শন তাহারা চক্ষু হউক, যাহারা অধিক কাজ করিতে পারে তাহারা হাত হউক, যাহারা অধিক চলিতে পারে তাহারা পা হউক। এইরূপে সকলে মিলিয়া একটী শরীর হও, দেখিবে, ঈশ্বর এই শরীরের প্রাণ হইয়া তোমাদের সকল দুঃখ দূর করিবেন।

আবার বলিতেছি, সেই পরম ধনকে ভুলিয়া রিপুর বশীভূত থাকিও না। যারা স্ত্রীলোক তাহাদের প্রতি কখনও অপবিত্র ভাবে দেখিতে পারিবে না। (করতালি)। স্ত্রীলোককে অপবিত্র ভাবে

দেখা মহাপাপ। সকলকে মা ভগ্নীর মত দেখিবে, কার সাধ্য মা ভগ্নীর প্রতি অসদ্ব্যবহার করে? ঈশ্বরকে দেখিয়া চক্ষুকে পবিত্র করিয়া, তাঁহার চারিদিকে তাঁহার ছেলে মেয়েদের দেখ। অধর্ম্ম ছাড়িয়া যদি এইরূপে তোমরা নর নারীকে পবিত্র ভাবে দেখ, পরিবারের সমাজের এবং জগতের কল্যাণ হইবে। যাঁহার নামের এ সকল পতাকা উড়িতেছে, তিনি সত্য। নিরাকার হইয়াও তিনি আছেন। তিনি সত্য, বিশ্বাসনয়নে তাঁহাকে দেখ। তাঁহার দয়াময় নাম কীর্ত্তন করিয়া দেখ। তাঁহার দয়াময় নাম করিয়া দেশ মাতাও। [এই সময় দুইটী সঙ্কীর্ত্তন হইলে, আচার্য্য মহাশয় আবার উঠিয়া বলিলেন];—

ভ্রাতৃগণ! গৃহে ফিরিয়া যাইবার সময় হইল, সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, সন্ধ্যার অন্ধকার আসিতেছে। অনুগ্রহ করিয়া আমার একটী কথা শুনিয়া যাও। ঈশ্বর আছেন, অবিশ্বাস করিও না, পাপাচারী হইও না, নাস্তিক হইও না। দিনের মধ্যে একবার তাঁহাকে ডাকিবে। ধন অর্জ্জন কর ক্ষতি নাই, বিষয় কর্ম্ম কর ক্ষতি নাই, জগতের কাজ কর ক্ষতি নাই; কিন্তু দিনের মধ্যে একবার ঈশ্বরকে ডেক। বলো না সময় নাই। সমস্ত দিনের মধ্যে পাঁচ মিনিট সময়ও আছে। একবার দিনান্তে তাঁহার নাম করিলে কিছু ক্ষতি হইবে না; ধনের ক্ষতি, কার্য্যের ক্ষতি কোন ক্ষতি হইবে না। আমার প্রতি অনুগ্রহ করে এই কথাটী গ্রহণ কর। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একবার অন্ততঃ ঈশ্বর বলে, দয়াময় বলে ডেক। তোমাদের মঙ্গল হবে; পরিবারের মঙ্গল হবে, দেশের মঙ্গল হবে। আজ এখানে অনেক সুশিক্ষিত লোক দেখিতেছি। ভ্রাতৃগণ! তোমরা যদি এরূপ কর, তোমাদের দৃষ্টান্ত দেখে দেশের সকল লোকে ক্রমে ঐরূপ করিবে। তোমরা

পাঁচ জন পাঁচ ঘরে ঈশ্বরের নাম কর, ক্রমে পাঁচ হাজার হইতে পঞ্চাশ হাজার এবং পঞ্চাশ হাজার হইতে পাঁচ লক্ষ লোক তাঁহারই নাম করিবে, ক্রমে সমস্ত দেশে ঐ নাম ছড়াইয়া পড়িবে। চারিদিকে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে। ব্রহ্মের অগ্নি, ধর্ম্মের অগ্নি, ভক্তির অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে।

যেমন দাবানলে এখানে একটু অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, ওখানে একটু জ্বলিয়া উঠিল, ক্রমে সমস্ত বন জ্বলিয়া উঠিল, ক্রমে সমুদয় আগুনে পুড়িয়া গেল, কিছুই রহিল না; তেমনই এখানে একজন, ওখানে একজন, এ বাড়ীতে একজন, ও বাড়ীতে একজন ঈশ্বরকে ডাকিলেন। ক্রমে ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, দেশে দেশে সেই নামের আগুন বিস্তার হইয়া পড়িল। দেশের সমস্ত পাপ দগ্ধ হইল, যত অধর্ম্ম যত কষ্ট দুঃখ সব পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল। তোমরা ভাল হইলেই দেশ ভাল হবে, দেশের মঙ্গল হবে। শুনিতে কি পাইতেছ না, চারিদিকে দেশের দুঃখী ভাইগণ, দুঃখিনী ভগ্নীগণ, জ্ঞান বিনা ধর্ম্ম বিনা রোদন করিতেছেন? তাঁহাদের ক্রন্দন শুনিয়া তোমাদের কি প্রাণ ব্যাকুল হয় না? ভাল জিনিস আপনি খাইলে বন্ধু বান্ধবদিগকে ডাকিয়া তাহা খাওয়াইতে হয়, তোমরা যদি জ্ঞান পাইয়া থাক তোমাদের যে সকল ভাই ভগিনীরা তাহা পান নাই তাঁহাদিগকে তাহা বিলাইতে হইবে। আপনারা যদি ধর্ম্মের আস্বাদ পাইয়া থাক, যাঁহারা এখনও অধর্ম্মে ডুবিয়া আছেন, তাঁহারা যাহাতে সেই ধর্ম্ম পাইতে পারেন প্রাণপণ যত্ন করিবে। আপনারা যদি দয়াময়ের নামামৃত পান করিয়া থাক, যাঁহারা সেই অমৃত পান নাই তাঁহাদিগকে তাহা বিলাইতে হইবে। অতএব ভ্রাতৃগণ! যে জ্ঞান

পাইয়াছ তাহা ভাই ভগ্নীর নিকট বিলাও, যে ধর্ম্ম পাইয়াছ তাহা কেবল আপনাদের মধ্যে বদ্ধ রাখিও না, যে নামামৃত আপনারা পান করিয়াছ, সমুদয় ভাই ভগ্নীদের তাহা বিলাও, জগতের দুঃখ দূর হইবে। দয়াময়ের নামে সকলকে মাতাও। বল 'একমেবাদ্বিতীয়ম্,' বল 'সত্যমেব জয়তে,' 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম'। দয়াময়ের জয় হউক।

উৎসবের সুফল। *

সায়ংকাল, রবিবার, ১৪ই মাঘ, ১৭৯৪ শক ;
২৬শে জানুয়ারি, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

অদ্য সাধারণ উৎসব শেষ হইতেছে। ব্রাহ্মগণ! গত সপ্তাহ কিরূপে কাটাইলে, দয়াময়ের প্রেম কেমন আস্বাদ করিলে, তাহা একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখ। দিবসের পর দিবস, রজনীর পর রজনী, কত ধন রত্ন সঞ্চয় করিয়াছ, আজ একবার আলোচনা করিয়া দেখ। সমুদয়ে কত টাকা পাইলে, একবার গণনা করিয়া দেখ। বিদেশস্থ ভ্রাতৃগণ! কি দেখিলে, কি শুনিলে একবার আমাদিগকে বলিয়া যাও। এই এক সপ্তাহ যাহা দেখিলাম যাহা শুনিলাম আর এমন দেখি নাই, এমন শুনি নাই। এ পাপ জীবনে যে এ সকল দেখিব ইহা ত কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই, দয়াময় আরও কত দেখাইবেন, আরও কত শুনাইবেন জানি না। অনেক করুণা আসিল, কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয় তাহা ধারণ করিতে পারিল না। অজস্রধারে বৃষ্টি হইল, কিন্তু নিম্নভূমি দিয়া প্রায় সমুদয় জল সরিয়া গেল। দীনবন্ধু

---

* এই উপদেশ নূতন, কোন পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই। প্রঃ—

কাছে থাকিয়া আমাদের প্রতি বিশেষ দয়া করিতেছেন, এই কথা আর কেমন করিয়া সংশয় করিব? তাঁহার মর্ম্ম কে বুঝিবে? পাপীদের বাঁচাইবার জন্য তাঁহার আশ্চর্য্য কারখানা দেখিয়া বুদ্ধি পরাস্ত হইল। হায়! এমন পিতাকে কেন অস্ত্র লইয়া বধ করিতে গিয়াছিলাম। এই সাত দিন পূর্ব্বে আমরা কেমন দরিদ্র, শোকার্ত্ত, বিষণ্ণ, মলিন ছিলাম; কিন্তু নরকের মধ্যে স্বর্গ যেমন, বহুকাল অনাবৃষ্টির পর বৃষ্টি যেমন, অন্ধকারের পর জ্যোৎস্না যেমন, বহুদিনের রোগের পর প্রতীকার যেমন, আমাদের ভাগ্যে তাহাই ঘটিল।

এবার যে স্রোত আসিয়াছে প্রবলবেগে তাহা বহিতে দাও। এই সাত দিনের আনন্দ ছবি ভাল করে হৃদয়ে আঁকিয়া রাখ। এবারকার ব্যাপার দেখিয়া কি, ব্রাহ্মগণ, তোমাদের আশা হয় না যে দয়াময় ইহা অপেক্ষা আরও অধিক প্রেমজল স্বর্গ হইতে বর্ষণ করিবেন, ইহা অপেক্ষা আরও গভীরতর এবং মধুরতর স্রোতে আমাদিগকে ভাসাইবেন? এ কি আনন্দ, আরও কত আনন্দ আনিয়া দিবেন। "কে জানে কত সুখরত্ন দিবেন মাতা নিয়ে তাঁর অমৃত-নিকেতনে।" কি দেখিলাম! এত লোকের মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল! ব্রহ্ম নামের এতই গুণ ইহা ত আগে জানিতাম না। যেটুকু দেখিলাম তাহাতেই যে আশা তৃপ্তি ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। মহাপাপীরা কেন এত হাসিতেছে? যথার্থ ই ঈশ্বর আর পাপীদের দুঃখ রাখিলেন না। যাহারা এ জীবনে সুখী হইবে কিছুমাত্র আশা করে নাই, তাহাদিগকেও তিনি হাসাইলেন। জগদীশ! ধন্য তোমার করুণা! সমস্ত প্রাণের সহিত তোমাকে ধন্যবাদ করি। এত সুখ কেহ পাইতে পারে জানিতাম না। জগদ্বাসিগণ! আর ভয় নাই তোমাদের দুঃখের

নিশি অবসান হইল, এবার তোমরা ঘরে ঘরে ঈশ্বরকে লইয়া গিয়া জন্ম সফল কর।

এতগুলি লোকের মধ্যে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, দেশময় পরিত্রাণ-বায়ু প্রবাহিত হইতে চলিল। এ সকল দেখিয়া আর কিরূপে জগদীশ্বরকে ভুলিয়া থাকিবে? কোথা হইতে এই বায়ু আসিতেছে? কে এই অগ্নি জ্বালিল? এ নাম কোথায় ছিল, কে আনিল? এই স্রোতের মূল কোথায়? এত আনন্দের কারণ কি? তাহা কি তোমরা জান না? ব্রাহ্মগণ! তোমরা দয়াময়ের অনেক মর্ম্ম বুঝিয়াছ, অনেক জানিয়াছ, তোমাদিগকে বিশেষরূপে বলি, যে অগ্নি দেখিতেছ, ইহা আরও জ্বালিয়া দাও, যে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ইহাকে আরও প্রবলতর করিয়া দাও। ব্রহ্মকৃপায় নিরাশ হইও না। দুরন্ত মনকে বলিতে দিও না, আমাদের এই সুখ কি স্থায়ী হইবে? ঈশ্বর সকলই করিতে পারেন। যিনি জন্ম দুঃখীকে সুখী করিলেন, তিনি কি তাহাকে চিরসুখী করিতে পারেন না? তাঁহার নামের যে মহিমা দেখিলাম সমস্ত জীবন তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারিব না। সুখময় মাঘোৎসবের প্রসাদে আমাদের প্রাণ শীতল হইল, পিতার নামের গুণে আরও কত কৃতার্থ হইব জানি না।

দেখ, ব্রহ্মনামের কত পরাক্রম। যে নাম আসিয়াছে, যে ধন পাইয়াছ, তাহা সামান্য নহে। চারিদিকে গিয়া বল এ নামের বলে কি দেখিলে, কি শুনিলে। তোমাদের কথা শুনিয়া দুঃখীরা সুখী হউক। আমাদের ন্যায় গরিবদের হৃদয়ে কেমন কর্ম্মিয়া এত ধন এল, আমাদের ন্যায় দুঃখীরা কিরূপে এত সুখী হইল, একবার গিয়া জগতের সকলকে বল, তাঁহাদের আর দুঃখ থাকিবে না। ঈশ্বর

সকলকে সুখী করুন। সকলের মনে পুণ্যের প্রভা প্রদীপ্ত হউক। সকল ঘরে শান্তির উল্লাস প্রবেশ করুক। নগরে নগরে; পল্লীতে পল্লীতে, ব্রহ্মের জয়ধ্বনি উত্থিত হউক। পিতাকে পাইয়া সমুদয় ভাই ভগিনীরা আমাদের ন্যায় আনন্দিত হউন, ইহা বলি না যে, আমাদের অপেক্ষা অধিক সুখী না হন। তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেক আছেন যাঁহারা আমাদের অপেক্ষা অনেক ভাল এবং নিষ্পাপ, সুতরাং ব্রহ্মনাম পাইলে তাঁহাদের আনন্দ সহস্রগুণ বৃদ্ধি হইবে। তোমাদের কথায় নয়, কিন্তু ব্রহ্মনামের গুণে তাঁহারা মোহিত হইবেন।

ব্রাহ্মগণ! ইহা কি জান না যে, আমরা নিজের ইচ্ছায়, এবং সহজে ব্রহ্মমন্দিরে আসি নাই। পিতা যে তাঁহার আপনার নাম শুনাইয়া বলপূর্ব্বক আমাদিগকে টানিয়া আনিয়াছেন। প্রাণের বন্ধুগণ! পিতার দয়া ভুলিও না, এক একটী পাপীকে ঘরে আনিবার জন্য তাঁহার কত যত্ন, কত আগ্রহ, তাহা ত দেখিয়াছ। আর তাঁহার ব্রহ্মধাম খালি করে চলে যেও না। এ উৎসবে বারবার তোমাদিগকে বলিলাম, পিতাকে ছেড় না, পিতাকে ছেড় না। যিনি এত দয়া করিলেন, কেমন করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবে? এমন সুখ শান্তির আস্বাদ আর কোথায় পাইবে? তোমাদের সৌভাগ্যের সীমা কি! একে তোমাদের অন্তরে পরিত্রাণের ইচ্ছা, আবার দয়াময় প্রাণেশ্বর স্বর্গের শোভা দেখাইয়া তোমাদিগকে ভুলাইয়া লইলেন, ব্রহ্মধনে তোমাদের লোভ হইল। এ কি দেখিতেছি, ব্রহ্মনাম লইয়া যখন যাহা করিতেছি তাহাতেই যে স্বর্গ, তাহাতেই যে পরিত্রাণ। তাঁহার নাম লইয়া ধূলি হস্তে লইলাম, ধূলি স্বর্ণ হইল। মরুভূমিতে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নাম করিলাম, শুষ্ক কাষ্ঠ হইতে দেখি অমৃত বাহির হইতে লাগিল।

ব্রাহ্মগণ! বন্ধুগণ! পিতার প্রসাদে এত ধন পাইলে, কোন্ মুখে আর ঘরে বসিয়া থাকিবে। ভাই ভগ্নীদের কি এই অমৃত পান করাইতে ইচ্ছা হয় না? দয়াময়, তাঁহার ভাণ্ডার খুলিয়া তোমাদের হাতে এত ধন দিলেন এইজন্য যে, তাহা তোমরা আনন্দ মনে তাঁহার দুঃখী সন্তানদিগের নিকট বিলাইবে। শত শত ভাই দুঃখে কাঁদিতেছেন, যাও তাঁহাদের দুঃখ দূর কর। ভগ্নীদিগকেও ভুলিও না, তাঁহাদের প্রতি আরও বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। নারী জাতির মধ্যে—দুঃখিনী ভগ্নীদিগের মধ্যে ধর্মভাব প্রবেশ না করিলে তোমরাও মরিবে, তাঁহারাও মরিবেন। মানব জাতির অর্দ্ধাংশ পবিত্র হইলে কি হইবে? গরিব ছোট লোকদের প্রতিও বিশেষ দয়া করিবে। তাঁহাদের প্রতি দয়া না করিলে কি এবার আমাদের এত সুখ হইত? পিতা যখন এবার এত দেখাইলেন, এক সপ্তাহে যখন এত ব্যাপার করিলেন, তখন এক সম্বৎসরে, দশ বৎসরে কি না হইতে পারে? ঈশ্বর জীবিত থাকিবেন, তাঁহার সন্তানগণও জীবিত থাকিবে। অতএব প্রচারকগণ! ব্রাহ্মগণ! জগতকে এই কথা বল ব্রহ্মনামের গুণে এবার আমরা বড় সুখ শান্তি পাইয়াছি। তাঁহার নাম মধুময়, সুধা হইতেও অধিক সুধা। ব্রহ্মানন্দে আনন্দিত হও, তোমাদের আনন্দ উল্লাস দেখিয়া চারিদিকে ব্রহ্মপ্রেম-প্রবাহ বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। ব্রহ্মের জয় হউক!

ভার দেওয়া এবং ভার নেওয়া।

রবিবার, ২১শে মাঘ, ১৭৯৪ শক ; ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যতগুলি সম্বন্ধ আছে তাহার মধ্যে অতি নিগূঢ় এবং গুপ্ত সম্বন্ধ এইটী—"ভার দেওয়া এবং ভার নেওয়া।" তাঁহার সঙ্গে আমাদের অনেক সম্পর্ক। তিনি আমাদের পিতা মাতা, আমরা তাঁহার সন্তান ; তিনি আমাদের রাজা, আমরা তাঁহার প্রজা, তিনি আমাদের পরিত্রাতা, আমরা তাঁহার পাপী পতিত সন্তান ; তিনি আমাদের প্রভু, আমরা তাঁহার দাস দাসী ; তিনি আমাদের সদ্গুরু, আমরা তাঁহার শিষ্য ; তিনি উপকারী বন্ধু, আমরা তাঁহার উপকৃত। তিনি উপাস্য দেবতা, আমরা তাঁহার উপাসক। কিন্তু এ সমুদয় ব্যতীত "ভার দেওয়া এবং ভার নেওয়া" তাঁহার সঙ্গে যে আমাদের এই নিগূঢ় এবং নিকটতম সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইহাও সৃষ্টিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ধন্য সেই ব্যক্তি যিনি জীবনে এই সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতেছেন! এই সম্বন্ধ যেমন নিগূঢ় এবং নিকটতম, তেমনই ইহা মধুর এবং শান্তিপ্রদ। ঈশ্বর আমাদিগকে ভার দেন, আমরা ভার গ্রহণ করি, আমরা ঈশ্বরকে ভার দিই, তিনি তাহা গ্রহণ করেন। যাঁহারা এই সম্বন্ধ সাধন করেন, তাঁহাদের কত উচ্চ অধিকার! ভার বহন করা সামান্য ব্যাপার নহে। আমরা একটী ক্ষুদ্র বস্তুর ভারে ক্লান্ত হইয়া পড়ি, কিন্তু এই মহা ভারী প্রকাণ্ড জড় জগৎ এবং এই অগণ্য প্রাণী এবং অগণ্য মনুষ্যদিগের ভার কাহার হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে? এত বড় ব্রহ্মাণ্ডের ভার ঈশ্বর একাকী বহন করিতেছেন, ইহা ভাবিলে হৃদয় স্তব্ধ হয়। কতকাল

হইতে তিনি এই ভার বহন করিতেছেন তাহার সীমা নাই এবং কতকাল ইহা বহন করিবেন তাহারও অন্ত নাই। অনন্তকাল এই ব্রহ্মাণ্ডের ভার তিনি তাঁহার আপনার হস্তে রাখিবেন ইহা ভাবিতে গেলে বুদ্ধি মন পরাস্ত হয়।

এমন নয় যে কতকগুলি নিয়ম করিয়া তিনি যন্ত্রের ন্যায় এই ব্রহ্মাণ্ড চালাইতেছেন, কিন্তু যখন তিনি ইহা সৃষ্টি করিলেন, তখনই ইহার ভার আপনার প্রেম হস্তে রাখিলেন। সৃষ্টির দিবস যেমন জড় এবং চেতন উভয় জগতে স্বয়ং বর্তমান থাকিয়া তিনি অসংখ্য গ্রহ উপগ্রহ সকল, এবং অগণ্য প্রাণী এবং অগণ্য মনুষ্য সকল পালন করিতে লাগিলেন, আজও তেমনই প্রত্যক্ষ ভাবে তিনি প্রত্যেক বস্তু এবং প্রত্যেক প্রাণীকে স্বহস্তে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, অনন্তকাল তিনি এরূপ সাক্ষাৎ ভাবে এই ব্রহ্মাণ্ডের ভার বহন করিবেন। তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় স্থান, তিনিই সকলের জীবন। আবার যখন জড় ব্রহ্মাণ্ড এবং প্রাণীজগৎ অতিক্রম করিয়া ধর্মজগতে প্রবেশ করি, তখন দেখি ব্রহ্মাণ্ড এবং প্রাণীজগতে কতই বা ভার! পাপীজগতের পাপ ভার এবং দুঃখ ভারের তুলনায় এই ভার কিছুই নয়। এক ব্যক্তির দুঃখ ভার আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না, কত প্রকার দুঃখে যে এক একজন দুঃখী, কার সাধ্য তাহা গণনা করে? রোগ শোক, বিঘ্ন বাধা, আপদ বিপদ, চিন্তা দুর্ভাবনা, পাপ তাপ ইত্যাদি কত প্রকার দুর্ঘটনা যে মনুষ্যাত্মাকে দংশন করে তাহা ভাবিলে হৃদয় অবসন্ন হয়। একজনের যদি এই হইল, এক এক নগরের, এবং পৃথিবীর সমুদয় লোকের দুঃখ ভার কত, কে তাহা পরিমাণ করিতে পারে? আবার এক একজনের পাপ

তারই বা কত। এক একজনের চিন্তার পাপ এবং বাক্যের পাপ ছাড়িয়া দাও, তাহার কার্য্যের পাপই আমরা গণনা করিয়া উঠিতে পারি না; আমাদের মধ্যে যিনি পরম সাধু, তাঁহার কার্য্যগত পাপই এত যে তাহা সংখ্যা করিতে পারি না। যখন একজনেরই পাপ অসংখ্য হইল তখন সমস্ত নগর কলিকাতায়, সমস্ত ভারতে, কত পাপ চিন্তা, কত পাপ বাক্য কত পাপ কার্য্য হইতেছে কে গণনা করিতে পারে? অঙ্কশাস্ত্র পরাস্ত হইল।

নর নারী সকলে মিলিয়া প্রতিদিন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কত পাপ করিতেছে, ভাবিলে মন অধীর হইয়া পড়ে। আবার যখন এই ভারত ছাড়িয়া সমুদয় পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টি করি, তখন দেখি একদিনের পাপের নিকটে হিমালয় পরাস্ত হয়। পৃথিবীর পাপ রাশির উচ্চতা আয়তন, এবং গভীরতা তুলনায় পৃথিবীর মহাসমুদ্রগুলিও অতি ক্ষুদ্র বোধ হয়। পৃথিবীর একদিনের পাপ এত, সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত কত পাপ হইয়াছে, কার সাধ্য তাহা চিন্তা করে? এত গুরুত্ব যে পাপের, সে গুরুত্ব, সে ভার কাহার হস্তে সমর্পিত? ব্রাহ্মগণ, তোমরা কি জান না, যাঁহাকে আমার প্রাণেশ্বর বলি তাঁহার হস্তে এই ভার। তিনি প্রেমময়; জগতকে পাপ দুঃখ হইতে উদ্ধার করেন এই তাঁহার ইচ্ছা, তাই স্বয়ং সন্তানদিগের ভার আপনি গ্রহণ করিলেন। মাতা পিতা ভিন্ন সন্তানের দুঃখভার আর কে বুঝিতে পারে? সন্তানের শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া সমুদয় অঙ্গ ক্ষত হইল, বিষম যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে লাগিল, এক এক চীৎকার-ধ্বনিতে মাতার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সন্তানের দুঃখ জগৎ দেখিল, কিন্তু সেই দুঃখ

দেখিয়া জননীর যে কি ভাব হইল জগৎ তাহা দেখিল না। শিশু কাঁদিল, মাতার হৃদয় সেই যন্ত্রণার গুরুত্ব বুঝিল। অতএব যন্ত্রণার গুরুত্ব যদি বুঝিতে চাও মাতার হৃদয়ে যাও। সন্তানের যে পরিমাণে দুঃখ সেই পরিমাণে মাতার চক্ষু হইতে জলবিন্দু পড়িতেছে। এই কথা যদি সত্য হয়, হে ব্রাহ্মগণ, একবার ভাবিয়া দেখ, ঈশ্বরকে আমরা কত কষ্ট দিয়াছি।

জননীর ইচ্ছা এই যে আমরা সুখী হই, আমাদের দুঃখ দেখিলেই তাঁহার অন্তরে ব্যথা হয়। পুত্র কন্যা পাপে মলিন হইলে যখন পৃথিবীর পিতা মাতার হৃদয়ই কষ্টে ফাটিয়া যায়, তখন যিনি পুণ্যের আধার, পরম দেবতা, তাঁহার কোটী কোটী সন্তানেরা পাপ করিতেছে, ইহা দেখিলে সেই পিতা, সেই রাজরাজেশ্বরের মনে কি ভাবের উদয় হয়? সত্য, মনুষ্যের মত তাঁহার ভাব নয়; কিন্তু তাই বলিয়া কি, ব্রাহ্মগণ, তোমরা এই কথা বলিবে যে, আমাদিগকে দুঃখী দেখিয়া তাঁহার দয়া হয় না? সন্তানদিগের দুঃখ পাপ মোচন করিবার জন্য তিনি কিছুই করেন না? না, ইহা হইতে পারে না। তিনি অনন্তগুণে দয়ালু, তাঁহার মত প্রেমিক যে আর কেহ নাই। তিনি যে আপনার স্বভাব গুণেই আমাদের সকলের দুঃখ পাপের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সন্তানেরা কষ্ট পাইতেছে, তাহাদের পাপের পথ পরিষ্কার হইতেছে তাঁহাকে ভুলিয়া, পরকাল ভুলিয়া, জীবনের লক্ষ্য ভুলিয়া তাঁহার কোটী কোটী পুত্র কন্যা পাপে মরিতেছে, এ সকল দেখিয়া কি প্রেমসিন্ধু পিতা উদাসীন থাকিতে পারেন? কিরূপে সন্তানেরা তাঁহাকে দেখিবে, তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবে, তাহারা আপনারা

সুখী হইবে, ভাল হইবে, সৎপথে চলিবে, এ সকল্ তাঁহার নিত্য চিন্তা।

কেবল চিন্তা করিতেছেন তাহা নহে, যাই তাঁর চিন্তা তখনই সেইরূপ কার্য্য হইতেছে, কেন না যেমন তিনি অন্তর্যামী তেমনই তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। এই ভার তিনি অনন্তকাল বহন করিতেছেন। এইরূপে তিনি সাধারণ ভাবে চিরকাল জগৎকে সন্তানের ন্যায় পালন করিতেছেন এবং সকলের দুঃখ দূর করিতেছেন; আবার যখন ভক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলাম, "পিতা আমার ভার কি এতই ভার?" তখন দেখি, তিনি আপনই বিশেষরূপে আমার ভার লইয়াছেন। সকলের উপরেই যাঁহার প্রেম আসিতেছে, যাহারা পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য দীন দুঃখীর মত কাঁদিয়া তাঁহার পদতলে পড়িল, তাহাদিগের ভার না লইয়া কি তিনি থাকিতে পারেন? একে জগতের দুঃখ পাপ ভার, তার উপর ভক্ত বিশ্বাসী পাপীদের ভার। এ সমুদয় আমাদের দয়াময় পিতা বহন করিতেছেন। কুণ্ঠিত তিনি হন না। একদিনের জন্য তিনি বলিলেন না, মহাপাপী জগৎ আমাকে চিনিল না, পাপাত্মারা আমার দয়া বুঝিল না, আর আমি তাহাদের ভার বহন করিব না। দুঃখী জগতের ভার বহন করিতে কি দয়াময় বিরক্ত হইতে পারেন? তিনি বিরক্ত হইলে কি জগৎ নিমেষের জন্য বাঁচিতে পারে?

ব্রাহ্মগণ, যিনি এত বড় ভার বহন করিতেছেন, তাঁহার এমন দৃষ্টান্ত দেখিয়া কি তোমরা একটু ক্ষুদ্র ভারও বহন করিতে পার না? সকলের ভার তিনি বহন করিতেছেন, অথচ তাঁহার ক্লান্তি কিম্বা অবসন্নতা নাই। কোটী কোটী লোকের পাপ অত্যাচার

এবং নানাবিধ দুঃখ ভার সহ্য করেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং পূর্ণ আনন্দময়। সন্তানেরা কত প্রকারে তাঁহার বিরুদ্ধে চলিতেছে; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার অনন্ত প্রেম পরাস্ত হয় না। চিরকাল আনন্দের সহিত প্রেমের সহিত তিনি অগণ্য প্রজাদিগের পাপভার মোচন করিতেছেন। যাই তাহারা পাপভার স্কন্ধে লইয়া একবার কাতর ভাবে তাঁহার দ্বারে দাঁড়ায়, তখনই দেখা দিয়া তাহাদের পাপভার দূর করেন। জগতের সমুদয় পাপ, দুঃখ, রোগ, শোক, যন্ত্রণা, দুর্গন্ধ, তাঁহার নিকট; কিন্তু তাঁহার মুখ কখন বিষণ্ণ হয় না, তাঁহার প্রেমচক্ষু কখনও ম্লান হয় না। কষ্ট না পাইয়া তিনি সকলের কষ্ট বুঝিতে পারেন, পাপে লিপ্ত না হইয়া তিনি পাপীদের ভার মস্তকে বহন করিতেছেন। কিন্তু পবিত্র ঈশ্বর যেমন চিরকাল প্রেমময় আনন্দময় থাকিয়া পাপী জগতের ভার বহন করিতেছেন আমরা তেমন পারি না। আমরা তাঁহার দুর্ব্বল ক্ষুদ্র সন্তান, আবার পাপভারে আক্রান্ত। যখন তিনি বলেন, "সন্তানগণ, দুঃখীদিগকে দয়া কর। পাপীদিগের পাপ মোচন কর।" তখন ধূলিতে পড়িয়া বলি, "পিতা, আমরা আপনাদের দুঃখ পাপই দূর করিতে পারি না, কেমন করিয়া আবার ভাই ভগিনীদের রিপু দমন করিব?" বাস্তবিক পাপ দূর করা অপেক্ষা দুঃসাধ্য এবং কষ্টকর কার্য্য জগতে আর কিছুই নাই। যাঁহারা পাপীদিগকে ঈশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে লইয়া যাইবার ভার পাইয়াছেন তাঁহারাই জানেন ইহা কেমন কঠিন এবং গুরুতর কার্য্য। কিন্তু প্রচারকগণ, ব্রাহ্মগণ, ভয় নাই, ব্রহ্মের জয় ঘোষণা কর, তাঁহার কথা শ্রবণ কর, তোমাদের ভার সহজ হইবে।

তিনি প্রত্যেক ভক্তকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "সন্তান, আমার

কাছে এস, আমি তোমার কষ্ট দূর করিব।" পিতার এই মধুর আহ্বান শুনিয়া যখন পাপভারাক্রান্ত দুঃখী সন্তান তাঁহার অব্যবহিত সন্নিধানে উপস্থিত হইল, তিনি আবার বলিলেন, "বৎস, আমি স্বয়ং তোমার দুঃখ দূর করিবার ভার লইলাম, কিন্তু তোমাকে আমার একটী ভার বহন করিতে হইবে, তাহা সহজ এবং তাহাতে অচিরে তোমার পুণ্য শান্তি বৃদ্ধি হইবে। এই যে বৎস, তোমার চারিদিকে আমার লক্ষ লক্ষ দুঃখী সন্তান দেখিতেছ ইহাঁদের কাছে যাইয়া, বল আমার কাছে না আসিলে কাহারও দুঃখ দূর হইবে না। অন্ততঃ যদি তোমার পাঁচটী দুঃখী ভাই কিম্বা পাঁচটী দুঃখিনী ভগ্নীকেও আমার কাছে লইয়া আসিতে পার, তোমার সুখ বৃদ্ধি হইবে।" ভ্রাতৃগণ, ভগ্নীগণ, অল্পবিশ্বাসী হইয়া ঈশ্বরের এই কথা অবহেলা করিও না। দেখ পাপভারাক্রান্ত হইয়া শত শত ভাই ভগিনী দুঃখে কাঁদিতেছেন। যাও যদি অনেকের না পার, অন্ততঃ অল্প কয়েকটী দুঃখী ভাই এবং দুঃখিনী ভগিনীর ভার গ্রহণ কর। দয়াময় তোমাদের জন্য এত করিতেছেন, তোমরা কি তাঁহার পাঁচটী দুঃখী সন্তানের ভারও গ্রহণ করিবে না? আপাততঃ তোমাদের ভার কষ্টকর হইতে পারে; কিন্তু ঈশ্বরের হস্ত হইতে যে ভার আসিবে, নিশ্চয়ই একদিন তাহা হইতে প্রচুর সুখ শান্তি এবং পবিত্রতা বিনিঃসৃত হইবে।

ব্রাহ্মজগৎ সেই দিনের দিকে অগ্রসর হইতেছে যে দিন প্রত্যেক ব্রাহ্ম এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মিকা এইরূপে ঈশ্বর হইতে এক একটী ভার পাইবেন। তখন তাঁহারা আনন্দের সহিত এই কথা বলিবেন, আমাদের পিতা কোটী কোটী সন্তানের দুঃখ পাপ ভার বহন করিতেছেন, আর আমরা কি আমাদের পাঁচটী ভাই ভগ্নীর ভারও

গ্রহণ করিব না? অতএব যদি ঈশ্বরের হইতে চাও, তবে ভাই ভগিনীর পরিত্রাণার্থী হইয়া তাঁহার চরণতলে ক্রন্দন কর, সমস্ত জীবন দিয়া তাঁহাদের সেবা কর। পাপী বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারিবে না—ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে, তোমাদের পিতা অধমতারণ। তাঁহার নিকট এই অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর কর যে, তাঁহার পতিতপাবন স্বভাব তোমরা অনুকরণ করিবে। তাঁহার পতিত দুঃখী সন্তানদিগকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইবে, তোমাদের প্রত্যেককে তিনি এই ভার দিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন। যে ব্যক্তি এই ভার বহন করিতে কষ্ট মনে করে, সে কিরূপে ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিবে? দয়াময় সকলের ভার বহন করিতেছেন, তোমরা যদি তাঁহার একটী ক্ষুদ্র ভার বহন কর তাহাতেই তোমাদের আনন্দ এবং সৌভাগ্যের সীমা থাকিবে না। পিতা যাহাকে যে ভার দিবেন তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। এ বৎসর তাঁহার ভার বহন করিয়া যেন আমাদের পরিত্রাণ হয়। তাঁহার কার্য্য মধ্যে যাহা তাঁহার আজ্ঞা, তাহা পালন করিয়া আমরা প্রফুল্ল হইব। ভাইগণ, ভগিনীগণ, সাবধান হইয়া চিরদিন এই ব্রত সাধন করিবে।

ব্রাহ্ম পরিবার।

রবিবার, ২৮শে মাঘ, ১৭৯৪ শক; ৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

নিরাকার যাহাদের ঈশ্বর তাহাদের পরিবার সাকার না নিরাকার? যখন আমরা ব্রাহ্ম বলিয়া জগতে পরিচয় দিতেছি সকলেই ইহা জানে যে, আমাদের ঈশ্বর নিরাকার। তাঁহার রূপ নাই,

আকার নাই, চক্ষু তাঁহাকে দেখে নাই, এবং কখনও দেখিতে পাইবে না। হৃদয়ঙ্গম করিতে পারুক বা না পারুক, পৌত্তলিক জগৎ জানে যে, ব্রাহ্মদিগের ঈশ্বর নিরাকার, এবং পৃথিবীর সমুদয় সাকার এবং কল্পিত দেবতা হইতে ভিন্ন। কোন মৃত্তিকা কিম্বা পাষাণ অথবা কোন ধাতুনির্ম্মিত বিগ্রহের নিকট ব্রাহ্মেরা মস্তক নত করিতে পারেন না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমাদের ঈশ্বর যেমন নিরাকার, আমাদের পরিবারও কি সেইরূপ নিরাকার? নিরাকার ঈশ্বরকে নিরাকার ভাবে পূজা করিতেছি, নিরাকার ভাবে তাঁহার সেবা করিতেছি, তিনিও আমাদের নিরাকার ভক্তি প্রেম গ্রহণ করিয়া গোপনে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার আজ্ঞানুসারে যখন জনসমাজে কার্য্য করিতে যাই, তখন আকারবিশিষ্ট নর নারীদিগকে কি ভাবে গ্রহণ করিব এবং তাঁহাদের সঙ্গে কিরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিব? যে অবধি পৃথিবীর নর নারীর সঙ্গে সম্বন্ধ প্রকৃতিস্থ না হইবে সে পর্য্যন্ত কাহারও প্রকৃত কল্যাণ নাই। পুরুষ কি? স্ত্রী কি? ভাই কি? ভগ্নী কি? স্পষ্টরূপে এ সকল না বুঝিলে পরিবার সাধন অসম্ভব।

ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া স্বীকার করিলে তাঁহার সন্তানেরা সাকার কি নিরাকার তাহাও জানিতে হইবে। নতুবা কিরূপে তাঁহার পুত্র কন্যাদিগের সঙ্গে ঠিক সম্বন্ধ স্থাপন করিবে? ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় ত দিনের মধ্যে আধ ঘণ্টা; কিন্তু অবশিষ্ট সমস্ত দিন পৃথিবীর নর নারীর সঙ্গে বাস করিতেছি। জগতের অধিকাংশ পাপ ঈশ্বরের সম্পর্কে তত নয়, যত নর নারী সম্বন্ধে। কাম ক্রোধাদি রিপু সকল প্রবল এবং দুর্জ্জয় হইয়া কাহাদিগকে পীড়ন করে? আপাততঃ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তত নয়, মনুষ্য মনুষ্যের

বিরুদ্ধে যত পাপাচরণ করে। মন যখন অপবিত্র হয়, রসনা যখন নানা প্রকার অযন্ত এবং দুর্ব্বাক্য বলে, হস্ত যখন পাপ কার্য্যে দূষিত হয়, এবং এইরূপে যখন হৃদয়, মন এবং সমস্ত শরীর, পাপ চিন্তা, পাপ বাক্য, এবং পাপ কার্য্যে কলুষিত হয়, দেখিবে তাহার মূলে নর নারীর সঙ্গে দূষিত সম্পর্ক, ইহাই সমুদয় পাপের উত্তেজক। অতএব নর নারীর সঙ্গে যে পরস্পর সম্বন্ধ ইহা অতি গুরুতর এবং গূঢ় বিষয়। ব্রাহ্ম মাত্রই পবিত্রভাবে এই সম্বন্ধ সাধন করিবার জন্য দায়ী। যাহারা এ সম্পর্ক জানিয়া নর নারীকে বিশ্বাস করেন এবং তাঁহাদের সেবা করেন তাঁহারাই ঈশ্বরকে হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করেন। কেন না ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহার সন্তানগণ এমনই গূঢ়রূপে সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন যে, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া কেহই তাঁহাকে ধরিতে পারে না।

যদি হৃদয়নাথ ঈশ্বরকে জীবনের প্রভু বলিয়া পূজা করিতে চাও, তবে তাঁহার আজ্ঞানুসারে পৃথিবীর নর নারীদিগের সেবা করিতে হইবে; কিন্তু তোমরা দেখিতেছ সেই নর নারী সকল সাকার; কাহারও মুখ সুন্দর, কাহারও মুখ কদাকার। আকার মনে হইলেই হৃদয়ে প্রেম, প্রণয় উথলিয়া উঠে। পরস্পরের আকার ভুলিলে মনুষ্য সকলই ভুলিয়া যায়। পৃথিবীতে কি পারিবারিক, কি সামাজিক, রক্ত মাংসের যত সম্পর্ক, সমুদয় সেই আকারগত যোগে নিবদ্ধ রহিয়াছে। মৃত্যুর পর আকার বিলুপ্ত হইলে কিম্বা সেই আকার ভুলিয়া গেলে যে, কাহারও সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে সংসারীদিগের জীবন দেখিলে তাহা বোধ হয় না। আকারবিহীন কাহারও সহিত সম্পর্ক থাকিতে পারে বিষয়ীরা ইহা মনেও ভাবিতে

পারে না, যাই আকার বিনষ্ট হইল, সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কও চলিয়া গেল, সংসারের এই রীতি। কিন্তু ব্রাহ্মকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি কিরূপে নর নারীর সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন। যদি বলেন এইরূপ সাকার ভাবে, তাহা হইলে তিনি অব্রাহ্ম। ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে ব্রাহ্মের যোগ সম্পূর্ণ নিরাকার। তাঁহাদের শরীরের মুখ সুশ্রী হউক আর বিশ্রী হউক, সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই, তাঁহার চক্ষু আত্মার উপর। আত্মাতে আত্মাতে তাঁহার নিগূঢ় যোগ। আত্মার আকার নাই, সুতরাং তাহার যোগও কোন প্রকার আকার মূলক নহে। যতদিন মনুষ্যের প্রেম কিম্বা অনুরাগ আকারের প্রতি ধাবিত হয় ততদিন পাপের দাসত্ব, ততদিন ভয়ানক অধর্ম্মের অবস্থা। ধর্ম্মের প্রথম সোপান কি? নর নারীর সাকার শরীরের প্রতি পবিত্র দৃষ্টি এবং পবিত্র ব্যবহার করা। কিন্তু উচ্চ অবস্থায় যথার্থ ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে সম্মিলন। সেই ভাই ভগ্নী কে? সাকার শরীর নহে; কিন্তু ঈশ্বর-নির্ম্মিত নিরাকার আত্মা। সেই নিরাকার ভাই ভগ্নী আমাদের স্বর্গীয় প্রেম শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁহারাই ঈশ্বরের পুত্র কন্যা।

ধূলি-নির্ম্মিত দেহ ঈশ্বরের সন্তান নহে। দেহ যে অনুরাগ লয় তাহা মায়া, তাহা পাপাসক্তি। পৃথিবীর ধূলি-নির্ম্মিত সামান্য চর্ম্মকে আমরা স্বর্গীয় প্রেম দিতে পারি না। পৃথিবীর বস্তু কি স্বর্গীয় প্রেম আকর্ষণ করিতে পারে? তবে প্রেম ভক্তি কে আকর্ষণ করিতে পারে? ঈশ্বরনির্ম্মিত সেই স্বর্গীয় বস্তু—নিরাকার কিন্তু প্রেমপুণ্যশীল আত্মা। স্বর্গ ই স্বর্গকে আকর্ষণ করে। আত্মা আত্মাকে দেখিতে পায়, আত্মা আত্মাকে চিনিয়া লয়, আত্মা আত্মার প্রেমে সম্বদ্ধ হয়, এবং আত্মা আত্মার পুণ্যে সুন্দর হয়। এই নিরাকার আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক যোগ

ব্রাহ্মদিগের। তবে যদি তোমরা এই কথা বল, যে তোমরা সাকার ভাই ভগ্নীদিগকে এবং সাকার পিতা মাতাকে যেমন ভালবাস, এখনও কোন নিরাকার আত্মাকে তেমন ভালবাসিতে শিখ নাই, তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তোমাদের গৌরব কি? সংসারী লোকদের হইতে তবে তোমাদের ভিন্নতা কি? যাহাদের সঙ্গে রক্ত মাংসের যোগ তাহাদিগকে ভালবাসা নিকৃষ্ট; কিন্তু শরীরের সঙ্গে যাহাদের কোন সম্পর্ক নাই তাহাদিগকে ভালবাসাতেই মনুষ্যত্ব, সেই ভালবাসাই চিরস্থায়ী, এবং তাহাই ব্রাহ্মের লক্ষ্য।

নিরাকার ভাই ভগ্নীদের ভালবাসা এবং প্রাণপণে তাঁহাদের আত্মা পরিপুষ্ট করাই আমাদের জীবনের কার্য্য। পরলোকে কাহারও শরীর সঙ্গে যাইবে না। অতএব, ভ্রাতৃগণ, ভগ্নীগণ, যদি ঈশ্বরের হইতে ইচ্ছা কর, যদি মৃত্যুর পরে অনন্ত জীবনের সম্বল চাও, তবে আকারগত সমুদয় শারীরিক সম্পর্ক বিনাশ করিয়া ঈশ্বরের সন্তান কোথায় খুঁজিয়া লও। সাকার দেহকে ভাই ভগ্নী বলিয়া আর প্রতারিত হইও না। "ভাই বন্ধু যত হয়, কেবল পথের পরিচয়, ও মন কেহ কারও নয়।" এই কথা কেবল এই সাকার শরীরের সম্পর্কেই বলা হইয়াছে; কিন্তু যিনি যথার্থ ভাই, যিনি যথার্থ বন্ধু, তাঁহার সঙ্গে বিচ্ছেদ নাই; যেখানে যাও, কি দূর দেশে, কি পরকালে তিনি পিতার চরণতলে বসিয়া আছেন। কোথায় সেই ভাই? কোথায় সেই বন্ধু? সূক্ষ্মাবয়ব, নিরাকার, অতিন্দ্রিয়; এই চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পায় না, এই কর্ণ তাঁহার কথা শুনিতে পায় না, এই হস্ত তাঁহাকে ধরিতে পারে না। হায় কি ভ্রম! ঈশ্বরের সন্তান কোথাও দেখিলাম না, দেহকেই

এতকাল ভাই ভগ্নী বলিয়া আলিঙ্গন করিলাম। পৃথিবীর উপকরণ লইয়া কি ঈশ্বরের সন্তান নির্ম্মিত হয়? অনন্তকালবাসী অমরাত্মা যাঁহার পুত্র কন্যা, এই ধূলি-নির্ম্মিত চক্ষু কর্ণ কি তাঁহাদিগকে লাভ করিতে পারে? বন্ধুগণ, এই যে মন্দিরের মধ্যে তোমরা শত শত সাকার দেহ দেখিতেছ, তোমরা কি জান না যে, এ সকল ব্রহ্মসন্তান নয়। কিন্তু এ সমুদয় শরীর খনন করিয়া স্তরে স্তরে নামিয়া যাও, এই সাকার ভাই ভগ্নীদের জীবনের গভীরতম নিম্নতম ভূমিতে অবতীর্ণ হও, দেখিবে সেখানে ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরের কন্যা বিরাজ করিতেছেন —এই চক্ষু সেখানে যায় না, এই হস্ত সেই রত্ন ধরিতে পারে না। সেই নিরাকার ভাই ভগ্নীদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকৃতি, তাঁহার অরূপ-রূপমাধুরী দেখিলে মোহিত হইবে। সেই সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই। তিনি আপনার রূপলাবণ্য দিয়া আপনার পুত্র কন্যাদের গঠন করিয়াছেন। সেই শোভা দেখিলে কি আর ধূলি-নির্ম্মিত মুখশ্রী সুন্দর বলিয়া বোধ হয়? সংসারী অপেক্ষা যাঁহারা উন্নত এবং পবিত্র তাঁহারা সাধুর মুখে ঈশ্বরের পুণ্যপ্রভা এবং সাধুতা দেখিয়া মুগ্ধ হন; কিন্তু তাহাও অশ্রেষ্ঠ এবং অল্পকাল স্থায়ী। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা শরীর ভেদ করিয়া আত্মার মধ্যে প্রবেশ করেন, এবং সেখানে প্রেম ভক্তির বস্তু সকল দেখিয়া গোপনে ঈশ্বরের পদতলে প্রেম ও কৃতজ্ঞতার অশ্রু বিসর্জ্জন করেন!

যখন ব্রহ্মরাজ্যের ভাষা বলিব, যখন তাঁহার সিংহাসনতলে দাঁড়াইয়া ভাই ভগ্নীদিগের হিসাব দিব, তখন কোন ভাই কিম্বা কোন ভগ্নীর নাম গ্রহণ করিলে সেই নামের এই অর্থ হইবে যে, তাঁহার শরীরের অন্তর্গত সেই ভ্রাতৃভাব অথবা সেই ভগ্নীভাব পূর্ণ

বিশেষ আধ্যাত্মিক পদার্থ ই ঈশ্বরের পুত্র এবং ঈশ্বরের কন্যা। যদি সেই পদার্থ না চিনিয়া থাক তবে ঠিক পাত্রে তোমাদের প্রেম পড়ে নাই। অতএব সাবধান হইয়া ঈশ্বরের পুত্র কন্যাদিগকে চিনিয়া লও। এই ব্রত সাধন করিতে না পারিলে পরিত্রাণ নাই। শরীরকে ভালবাসে কে? ঈশ্বরের শত্রু। আত্মাকে ভালবাসে কে? ব্রহ্মসন্তান। মুখ দেখিয়া ভালবাসা পশুত্ব। সুন্দর পুরুষ কি সুন্দরী স্ত্রীকে কে না ভালবাসিতে পারে? কিন্তু ব্রাহ্ম তিনি যিনি বাহিরের সমুদয় সৌন্দর্য্য ভুলিয়া গিয়া আত্মার প্রেমে মুগ্ধ হন। ব্রহ্মকে নিরাকার জানিয়া যেমন তাঁহাকে প্রেম করিবে, তেমনই তাঁহার সন্তানদিগকে নিরাকার জানিয়া প্রাণের সহিত তাঁহাদিগকে ভালবাসিবে। ভাই কিম্বা ভগ্নীর মাধুর্য্য সে দিন দেখিব যে দিন সাধন করিয়া তাঁহাকে মনে হইলেই তাঁহার ভক্তি বিনয় ইত্যাদি কেবল আধ্যাত্মিক পদার্থ সকল মনে হইবে, শরীর মনে থাকিবে না, কেবল তাঁহার মধ্যে যে ব্রহ্মসন্তান এবং আমার মধ্যে যে ব্রহ্মসন্তান, এই দুই জনের পরস্পর সাক্ষাৎ যোগ এবং এই দুই জনের মধ্যে পরস্পর সদালাপ হইবে। ভগ্নীগণ, আমরা তোমাদিগকে চিনিলাম না, তোমরা আমাদিগকে চিনিলে না। নিকৃষ্টভাবে জীবন গেল। চর্ম্ম দেখিতে দেখিতে দিন শেষ হইল। পরলোকের সম্বল হইল না। পরলোকে যে বস্তু যাইবে তাহা পাইলাম না। এইজন্য বলিতেছি মনুষ্যের শরীর এবং বাহ্যিক আড়ম্বর ভেদ করিয়া ঈশ্বরের পুত্র কন্যার সঙ্গে নিরাকার ভাবে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ভাবে সম্মিলিত হও। শরীরের সৌন্দর্য্য ভুলিয়া গিয়া নর নারীর আধ্যাত্মিক প্রেমকে প্রেম কর। তাঁহাদের নিরাকার পবিত্র ভাব গ্রহণ কর; এবং পিতা

মাতা, স্ত্রী পুত্র, ভ্রাতা ভগ্নী, বন্ধু বান্ধব সকলের মধ্যে যে ঈশ্বর সন্তান আছেন, তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে ব্রহ্মরাজ্যে চলিয়া যাও। যখন এইরূপে ঈশ্বরের সেই নিগূঢ় নিরাকার আধ্যাত্মিক পরিবারে প্রবিষ্ট হইবে, তখন সাধ্য কি কোন পুরুষ কিম্বা কোন স্ত্রীলোককে দেখিলে অপবিত্র ভাব উত্তেজিত হয়। আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র ভ্রাতা ভগ্নীর আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হও। বাহিরের সম্পর্ক ভুলিয়া যাও। পিতা যেমন নিরাকার তাঁহার পুত্র কন্যারাও নিরাকার। ব্রহ্মোপাসনা যেমন তোমাদের আনন্দকর হইয়াছে, এই নিরাকার পরিবারের সেবাও ব্রহ্মকৃপায় তোমাদের আনন্দজনক হউক।

পরিবার কোথায়?

রবিবার, ৬ই ফাল্গুন, ১৭৯৪ শক; ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, পরিবার কোথায়? আচার্য্য বলিলেন, এখানে নহে, ওখানে নহে, তোমার অন্তরে। পুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতা আমাদের ঘর কোথায়? পিতা বলিলেন, এখানে নয়, ওখানে নয়; কিন্তু তোমার হৃদয়ে! প্রচারকগণ, এই গভীর বিষয় তোমাদের সকলকেই ভালরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। কেন না তোমরা সকল ছাড়িয়া সেই ঘর অন্বেষণ করিতে বাহির হইয়াছ। বাহিরের যে পরিবার, গত রবিবারে শুনিয়াছ, তাহা ধূলি-মিশ্রিত, অস্থায়ী দেহ এবং বাহিরের যে ঘর, তাহাও দুদিনের জন্য, তবে আমাদের পরিবার কোথায়? এবং আমাদের যথার্থ গৃহ কোথায়? আমাদের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ সাধু তাঁহারাও অদ্যাবধি সেই ঘরে

স্থান পান নাই, সেই পরিবার সম্যক্‌রূপে লাভ করেন নাই। পাইবার জন্য কেবল চেষ্টা করিতেছেন।

এই ঘর, এই পরিবার উভয়ই আমাদের অন্তরে। অতএব অন্তরে প্রবেশ কর, দেখিবে এক নূতন রাজ্য; সেখানে নিয়ম আছে শাসনপ্রণালী আছে, রাজা আছেন। রাজা কে? যিনি জগতের নিয়ন্তা, অথবা ইহপরলোকবাসী অগণ্য আত্মাদিগের বিচারপতি। শাসনপ্রণালী দেখিলে, রাজাকে দেখিলে, কিন্তু ইহাতে সমুদয় ব্রহ্মরাজ্য দেখা হইল না; অনেকগুলি প্রজা, অন্ততঃ কতকগুলি প্রজা না হইলে রাজ্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। অতএব ব্রহ্মপ্রজাদিগকে অন্বেষণ কর। যিনি বলিলেন স্বর্গরাজ্য অন্তরে, তিনি বলিতেছেন, স্বর্গরাজ্যের প্রজারাও অন্তরে। রাজা, প্রজা ও শাসনপ্রণালী, এ সমস্ত আধ্যাত্মিক, সুতরাং সকলকেই অন্তরে খুঁজিতে হইবে। পরম রাজা সকলকে শাসন করিতেছেন, যে নয়নে তাঁহাকে দেখিবে সে চক্ষুতেই যদি তাঁহার প্রজাদিগকে অন্তরে না দেখিতে পাও, তবে স্বর্গরাজ্য আর কোথায় দেখিবে? তাঁহার প্রজাগুলিকে, সমুদয় ব্রাহ্মমণ্ডলীকে, যদি অন্তরে ধারণ করিতে না পার তবে হৃদয়ে কিরূপে ব্রহ্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে? যদি স্বর্গরাজ্যের ভক্ত হইতে চাও, তবে কেবল রাজাকে দেখিয়া ক্ষান্ত হইও না; কিন্তু যেখানে তাঁহাকে দেখিবে, সেখানে তাঁহার প্রজাদিগকেও দেখিতে হইবে। যতগুলি প্রজা লইয়া তিনি তোমার হৃদয়ে রাজ্যস্থাপন করিবেন, সেই প্রজাগুলিকেও প্রতিদিন অন্তরে স্থান দিতে হইবে। ভক্ত ব্রাহ্মের দিন রাত্রি কেবল এই চেষ্টা, কিরূপে ব্রহ্মপ্রজাদিগকে অন্তরে লইয়া যাইতে পারেন, তাঁহার হৃদয়ের

সহিত প্রজাদিগের যতই যোগ হয় ততই তাঁহার আনন্দ। ঈশ্বরের রাজ্যে এক একটী আত্মাকে নূতন ভাবে দেখিয়া তিনি কৃতার্থ হন, এবং তাঁহার সঙ্গে নূতন পবিত্র সম্পর্ক স্থাপন করেন।

ব্রহ্ম ধ্যান, ব্রহ্ম সাধন সে পরিমাণে যথার্থ যে পরিমাণে সাধকের হৃদয়ে এইরূপ ব্রহ্মরাজ্য সংগঠিত হয়। প্রেমময় ঈশ্বরের সাধক কখনই তাঁহার সিংহাসনতলে আপনাকে একাকী দেখিয়া সুখী হইতে পারেন না। আপনাকে একাকী দেখিলেই তিনি বিষণ্ণ হন। যতই অধিক সংখ্যক প্রজা দেখিতে পান ততই তাঁহার উল্লাস। উৎসবের দিন যখন শত শত প্রজার সঙ্গে এক প্রাণ, এক হৃদয় হইয়া ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হন, তখন তাঁহার হৃদয় কেমন প্রফুল্ল। যে পরিমাণে ব্রহ্ম প্রজাদিগের সঙ্গে প্রাণের যোগ, অন্তরের যোগ, সে পরিমাণে ব্রাহ্মের শ্রেষ্ঠতা এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি। ভক্ত যিনি, নিজের চেষ্টায় তাঁহাকে প্রজা সকল সংগ্রহ করিতে হয় না; কিন্তু ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার নিকটে যতগুলি প্রজা আনিয়া দেন, তিনি আনন্দ মনে তাঁহাদিগকে অন্তরে আসন দান করেন। ঈশ্বরের এমনই নিগূঢ় কৌশল, সেই ভক্তহৃদয়ে যতগুলি প্রজা বসিল, তাঁহার রাজ্যেও ঠিক ততগুলি প্রজা বৃদ্ধি হইল, এবং সেই কয়জন প্রজা যে পরিমাণে ভক্তের প্রেম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে লাগিল, সে পরিমাণে তাহারা তাঁহার স্বর্গরাজ্যেও উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মহৃদয় তখন পূর্ণ হইবে যখন রাজা এবং তাঁহার প্রজারা সম্মিলিত হইয়া সকলেই ইহাতে সন্নিবেশিত হইবেন। কিরূপে ইহা হইবে আমরা জানি না, সমস্ত ব্রহ্মরাজ্য কেমন করিয়া একটী সামান্ত ক্ষুদ্র মনুষ্যহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবে আমাদের বুদ্ধি তাহা

বুঝিতে পারে না। কিন্তু নিশ্চয়ই এমন দিন আসিবে, যখন এক একটী আত্মার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাঁহার বিস্তীর্ণ পরিবার সংগঠিত হইবে।

সামান্ত একটী দুয়ানীর মত এই চক্ষু, ইহাতে কিরূপে সমস্ত জড়ব্রহ্মাণ্ডের ছবি অঙ্কিত হয়, তাহা কি তোমরা বলিতে পার? প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র, সাগর পর্ব্বত, জীব জন্তু ইত্যাদির মূর্ত্তি কিরূপে এই একটী ক্ষুদ্র চক্ষুর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়? যার যেমন আকৃতি, যে বস্তুর যেমন রং, যাহার যেমন রূপলাবণ্য ও বিচিত্রতা, ঠিক সেইরূপ কেমন করিয়া এই ক্ষুদ্র দুয়ানীর মত চক্ষুর মধ্যে প্রকাশিত হয়, তোমরা কি কেহ বুঝিতে পার? চক্ষুর উপরে কে এ সকল ছবি আঁকিয়া দেন? ঈশ্বর, কিরূপে তিনি এই আশ্চর্য্য কার্য্য সকল করেন জানি না। প্রতিদিন বাহিরের জগতের ছবি যেমন আমাদের চক্ষুতে আঁকিয়া দিতেছেন, সেইরূপ ঈশ্বর স্বয়ং চিত্রকর হইয়া ভক্তের বিশ্বাসচক্ষুতে অন্তর্জগতের ছবি সকলও আঁকিয়া দিতেছেন। তাঁহার প্রজাদিগের মধ্যে যাহার যেরূপ প্রকৃতি, যাহার যেমন ভাব ভঙ্গী, যাহার যে প্রকার স্বভাব, কোমল কিম্বা কঠোর, যাহার যে প্রকার চরিত্র, নির্ম্মল কিম্বা দূষিত, ভক্তের হৃদয়ে অবিকল সেইরূপ প্রকাশ করিয়া দিতেছেন। যাহার যেরূপ আধ্যাত্মিক ভাব, সে সেইরূপ ভক্তের প্রেম অনুরাগ আকর্ষণ করিতেছে। যাই একজন মন্দ প্রজা ভাল হইল, ভক্তের আনন্দ হইল, প্রাণের সহিত তাহাকে হৃদয়ের মধ্যে আলিঙ্গন করিলেন; যাই কেহ মন্দ হইল, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল, দুঃখে তাঁহার বুক ফাটিতে লাগিল। এইরূপে প্রজাদিগের

আধ্যাত্মিক ছবি সকল, ঈশ্বর ভক্তের হৃদয়ে আঁকিয়া দিতেছেন। আত্মার শোভায় ভক্তের মন মোহিত করিতেছে, আত্মার কদর্য্য ভাব ভক্তের মনে দুঃখ ও ঈশ্বরের নিকট গভীর প্রার্থনার উদ্রেক করিতেছে। বাহিরের চক্ষে অস্থায়ী বাহ্যিক বস্তু প্রতিবিম্বিত হয়; কিন্তু ভিতরের নয়নে চিরস্থায়ী আত্মার সৌন্দর্য্য, আত্মার প্রেম, পুণ্য এবং আত্মার জ্ঞানজ্যোতি প্রতিভাত হয়। ভক্তের উজ্জ্বল আন্তরিক চক্ষু শরীর ভেদ করিয়া আত্মাকে দর্শন করে, এবং যে আত্মার যেরূপ অবস্থা এবং স্বভাব, তাঁহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঠিক সেইরূপ প্রকাশিত হয়। এইরূপে সহজেই ঈশ্বরের ব্রহ্মরাজ্য ভক্তের হৃদয়ে মুদ্রিত হয়। ব্রাহ্ম পঞ্চাশ জন মনুষ্যের মধ্যে বসিলেন। তাঁহার ভক্তিচক্ষু ভেদ করিয়া সমুদয় আত্মাগুলি দেখিল; তাহার মধ্যে হয় ত দেখিলেন কেবল পঁচিশ জন ঈশ্বরের অনুগত প্রজা। তিনি সেই পঁচিশ জনকে আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ের মধ্যে লইয়া আসিলেন, এবং সেই পঁচিশ জনকে লইয়া ব্রহ্মরাজ্য সংগঠন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তবে পরিবার কোথায়, আমাদের গৃহ কোথায়? ঈশ্বর বলিতেছেন, ব্রাহ্মের পরিবার এবং ব্রাহ্মের গৃহও অন্তরে। অন্তরে গিয়া দেখি, সেখানে প্রেম আছে, পিতা আছেন, নিয়ম আছে। কি নিয়ম? যে নিয়মে সুগৃহস্থ হয়। গৃহের সকলই আছে, কিন্তু দেখিলাম একটী অভাব রহিয়াছে। কতকগুলি ভাই ভগ্নী চাই; ভাই ভগ্নী না হইলে পরিবার পূর্ণ হয় না। ঈশ্বর বলিলেন, "সন্তানগণ, যদি গৃহ চাও, যদি পরিবার চাও, হৃদয়ের মধ্যে পবিত্র আশ্রম নির্ম্মাণ কর।" এই কথা শুনিয়া ভক্তেরা দেশে দেশে ভ্রমণ

করিতে লাগিলেন, নানা স্থান হইতে ভাই ভগ্নীদিগকে সংগ্রহ করিয়া বক্ষের মধ্যে বাঁধিতে লাগিলেন। সেই ভাই ভগ্নী, দেহ-বিহীন, রূপ-বিহীন, আকার-বিহীন কতকগুলি আত্মা, ঈশ্বরের বিশ্বাসী অনুগত সন্তান। ভক্তের আশ্রম পূর্ণ হইল। এতদিন তিনি একাকী ভগ্ন গৃহে বাস করিতেছিলেন; এক্ষণে ভাই ভগ্নীদিগকে পাইয়া তাঁহার দুঃখ দূর হইল। ব্রাহ্মগণ, তোমাদের স্বর্গরাজ্য, তোমাদের শান্তি-নিকেতন অন্তরের মধ্যে; অতএব, বাহিরের ভাই ভগ্নীদিগকে অন্তরের মধ্যে লইয়া যাও, নতুবা ঈশ্বরের পরিবার সংগঠিত হইতে পারে না। কেন না বাহিরে যদি লক্ষ লক্ষ লোক মিলিয়া আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেয়, অথচ তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর আন্তরিক মিল না থাকে, তাহা কপটতা এবং উপহাসের ব্যাপার। যদি স্বর্গরাজ্যের ছবি দেখিতে চাও, তবে ভক্তের হৃদয়ে প্রবেশ কর, সেখানে দেখিবে ঈশ্বরের প্রেমিক সন্তানেরা ভক্তের প্রেম অনুরাগে বাঁধা রহিয়াছেন। অল্পবিশ্বাসীরা এই প্রেমরাজ্য দেখিতে পায় না, অর্দ্ধবিশ্বাসীরা ইহা দেখিয়াও তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

ভ্রাতৃগণ, ভগিনীগণ, যদি এই নিগূঢ় পবিত্র প্রেমরাজ্য ভোগ করিতে চাও তবে সংসারের সমুদয় নীচ সম্পর্ক বিনাশ করিতে হইবে। যদি আপনা আপনি সমস্ত বাহ্যিক সম্বন্ধ লুপ্ত না হইয়া থাকে তবে সাবধান হইয়া সে সকল হইতে মুক্ত হও। ধর্ম্মের ভাল ভাল কথায় ভুলিও না। বাহিরের সমুদয় ছাড়িয়া দাও। সুমধুর সঙ্গীত এবং হৃদয়গ্রাহী বাক্যের উপাসনায় নির্ভর করিও না। কথারূপ খোসা পরিত্যাগ করিয়া ভিতরের শস্য গ্রহণ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাদের আত্মা পুষ্ট হইবে। যখন আত্মায় আত্মায় যোগ হইবে,

তখন কথা বলিবার প্রয়োজন থাকিবে না, আপনা আপনি পরস্পরের ভাব পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করিবে। সেই অবস্থায় দুই চক্ষু পরস্পরকে দেখিল, অমনই স্বর্গরাজ্যের সেই উচ্চ পবিত্র মোহ আসিয়া পরস্পরকে আকৃষ্ট করিল। কোন কথা বলিলেন না, অথচ অবাক হইয়াও ভাবের দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে কথা কহিলেন। দর্শনেই শ্রবণ হইল। পরস্পরের চক্ষে এমন কি দেখিলেন, যাহা আত্মাকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল? সেই স্বর্গরাজ্যের সংবাদ পত্র। ভক্তের নয়নে সেই স্বর্গীয় প্রেম জ্বলিতেছে। যাহারা এই প্রেমপ্রভা না দেখিয়া কেবল নর নারীর চক্ষু দেখিয়া ভোলে তাহারা পশু। এইরূপে যখন আত্মার মিলন হয়, তখন কথা বলিবার প্রয়োজন হয় না, দেখিবা মাত্র আত্মা আত্মাকে চিনিয়া লয়। ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থায় পরস্পরকে দেখিবারও প্রয়োজন হয় না, তখন সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকভাবে আত্মায় আত্মায় মিলন হয়। সেই অবস্থায় আমার বন্ধু কি ইংলণ্ড কি পরলোকে যেখানেই কেন থাকুন না, আমাদের মধ্যে চুল মাত্র বিচ্ছেদ থাকিবে না, কেন না আত্মা ইহলোকে যাহা পরলোকেও তাহা।

আত্মায় আত্মায় কোন শারীরিক ব্যবধান নাই। প্রেমেই আত্মার যোগ, প্রেমের অভাবেই আত্মার বিচ্ছিন্ন অবস্থা, সুতরাং যতদিন প্রেম থাকিবে ততদিন বন্ধুর লোকান্তরেও যোগের কোন পরিবর্ত্তন নাই। বাস্তবিক কেবল কতকগুলি শরীর নিকট হইলেই আত্মার মিলন হয় না। তোমরা সংসার সম্বন্ধে কি বল না, ইনি আমার আত্মীয়, ইনি আমার নিকটতর সম্পর্ক, শরীর সম্পর্কে ত অনেকেই তোমাদের নিকট, তবে কেন কতকগুলিকে নিকটতর বলিয়া স্বীকার কর?

এইজন্য কি নয় যে তাহাদের হৃদয় তোমাদের নিকট ? যাহাদের হৃদয় দূরে তাহারা কাছে থাকিয়াও তোমাদের নিকট পর, অনাত্মীয়। পৃথিবীর নীচ মায়ার চক্ষে যদি দূর নিকট হইল, তবে স্বর্গীয় প্রেমের নিকটে কি স্থানের দূরত্ব সম্ভব ? ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, প্রতিজনের নিকটতম বন্ধু তথাপি কেন তাঁহাকে দূর বোধ হয় ? স্থানের সম্পর্কে নয় ; কিন্তু প্রেম এবং পবিত্রতা সম্পর্কে। যে পরিমাণে অন্তরে প্রেম পবিত্রতা সেই পরিমাণে ভক্ত ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী। আধ্যাত্মিক রাজ্যে দূর নিকট কিসে হয় ? পবিত্রতাসম্পর্কে ! যিনি যে পরিমাণে পবিত্র তিনি সেই পরিমাণে নিকটবর্ত্তী এবং যিনি যে পরিমাণে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী তিনি আবার সে পরিমাণে ভক্তের নিকটতর। কেন না ভক্ত ঈশ্বরের মন্দিরে বাস করিতেছেন। সেই রাজ্যে যাই দুই জন প্রাণেশ্বর বলিয়া ডাকিয়া উঠিলেন, তখনই তাঁহাদের মন এক হইয়া গেল। উভয়ই পরস্পরকে মনে মনে বলিলেন তুমি যাঁহার আমিও তাঁহার। ইহাই স্বর্গের যোগ। অতএব কি দূরস্থ, কি পরলোকগত, কাহাকেও দূরে মনে করিবে না। কেন না হৃদয়ের ঘরে সকলেই নিকটে আছেন।

যেখানে হৃদয়ের যোগ সেখানে কোন ভয় নাই, যিনি যেখানে থাকুন ক্ষতি নাই। প্রচারকগণ বিদেশে চলিয়া যান দুঃখ নাই, কেন না সকলেই হৃদয়ের মধ্যে রহিয়াছেন। ভক্তেরা হৃদয়ের ঘরে মিলিত হইলেই পরস্পরের মধ্যে ব্রহ্মাগ্নি জ্বলিয়া উঠে। ভক্তকে ভক্ত স্মরণ করিয়া ঈশ্বরের চরণতলে প্রণত হন, ভক্ত ভক্তের সঙ্গে এক প্রাণ হইয়া ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হন। বহুকাল পূর্ব্বে কোন মহর্ষি মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া জগতের উপকার

করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কথা শুনিবা মাত্র কেন ভক্তি হয়? তাঁহার কথায় আমার মৃতপ্রাণে জীবন সঞ্চার হইল। তিনি কি মরিয়াছেন? ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক রাজ্যে কাহারও মৃত্যু নাই। ইহলোকে থাকিয়া ভক্তগণ পরলোকবাসীদের সাহায্য লাভ করেন। অতএব, ব্রাহ্মগণ, প্রচারকগণ, যাতে আত্মায় আত্মায় যোগ হয়, তাহার উপায় কর। যদি পাঁচজন সাধুকেও হৃদয়ে বাঁধিতে পার, স্বর্গরাজ্যের আভাস পাইবে। এখনও পরস্পরের মধ্যে আত্মার যোগ হয় নাই, এজন্যই ব্রাহ্মসমাজ পুষ্ট হইতেছে না। যে অবধি সাধুদের মিলন না হইবে সে পর্য্যন্ত প্রেমরাজ্য কোথায়? শরীরে শরীরে মিলন অস্থায়ী, পরস্পর দূরস্থ হইলেই সেই প্রণয় চলিয়া যায়। শরীরগত যোগ পৃথিবীর সম্পর্ক, বন্ধু পরলোকে গেলেই তাহা তৎক্ষণাৎ লুপ্ত হয়। কিন্তু আন্তরিক যোগ চিরস্থায়ী, এই যোগে ভক্তেরা ঈশ্বরের নিকট অভিন্ন হৃদয় এবং অভিন্ন আত্মা হইয়া যান। এক হৃদয় এবং একাত্মা হইয়া যাইবার অর্থ কি? আত্মায় আত্মায় যোগ অথবা হৃদয়ে হৃদয়ে সম্মিলন। মনে কর এক গৃহে দশ জন ভক্ত বাস করেন। যে পরিমাণে তাঁহাদের স্বর্গীয় ভাব, জ্ঞান, বিশ্বাস, প্রেম, পবিত্রতা, ভক্তি ইত্যাদি পরস্পরের মধ্যে সংক্রামিত হয়, সে পরিমাণে তাঁহাদের আত্মীয়তা। আবার তাহার মধ্যে যদি পাঁচ জন ভগ্নী থাকেন, তাঁহাদের কোমল হৃদয়ে ঈশ্বর যে সকল মধুর ভাব প্রেরণ করেন, সহজেই সে সকলের অন্তরে সঞ্চারিত হয়। এইরূপে যতই পরস্পরের পবিত্রতা এবং ভক্তি পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করে, ততই তাঁহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা। অতএব যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ অন্তরে। এইরূপ যোগ না হইলে পরস্পরের উপকার হয় না, যথার্থ বন্ধুতা হয়

না। যাহাদের মধ্যে প্রতিদিন পরস্পরের উৎসাহ, পবিত্রতা, শ্রদ্ধা এবং ভক্তি পরস্পরকে নিকটতর করে, সেখানেই যথার্থ আধ্যাত্মিক যোগ।

শরীরে শরীরে সংঘর্ষণ সাধুসঙ্গ নহে; কিন্তু পবিত্রভাবে আত্মায় আত্মায় যে ঘনিষ্ঠ যোগ তাহাই সাধুসঙ্গ। সেই অবস্থায় পাপ অসম্ভব হয়, পরস্পরকে স্মরণ করিবা মাত্র রিপু সকল পলায়ন করে। যাই একটী আত্মায় অগ্নি জ্বলিয়া উঠে, তৎক্ষণাৎ সকলের অন্তর ব্রহ্মানলে উদ্দীপ্ত হয়, পাপ আলস্য আপনা আপনি ভস্মীভূত হয়। যতই পরস্পরের সঙ্গে যোগ হয় ততই প্রবল হইয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল উঠিতে থাকে। এইরূপে একজনের অগ্নি পাঁচ জনে, পাঁচ জনের অগ্নি, পাঁচ সহস্র জনের এবং পাঁচ সহস্র জনের অগ্নি পাঁচ লক্ষ জনে এবং ক্রমে সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা এইরূপে ব্রহ্মরাজ্য বিস্তার করেন। তাঁহাদের প্রেমবলে শত্রু সকল মিত্র হয়, এবং সহজেই তাঁহারা জগতের ভাই ভগিনীদিগকে লইয়া ঈশ্বরের পরিবার সংগঠন করেন। জগদ্বাসিগণ, তোমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য ভক্তেরা বাহির হইলেন; কিন্তু তোমরা তাঁহাদিগকে চিনিলে না। অন্তরে প্রেমনদীতটে বসিয়া তাঁহারা 'কে আমাদের প্রেম লইবে, কে আমাদের প্রেম লইবে' এই বলিয়া কাঁদিতেছেন; ভাই ভগ্নীরা তাঁহাদের প্রেমফুল ভক্তিফুল লইল না, হৃদয় ধনের বিনিময় হইল না, অন্তরের যোগ হইল না, ইহাতে কি তাঁহাদের সামান্য দুঃখ? ভ্রাতৃগণ, ভগ্নিগণ, যদি পরিবার চাও, যদি শান্তিগৃহ চাও, তবে আর সংসাররূপ শ্মশানে ভ্রমণ করিও না। প্রাণের মধ্যে ঘর না পাইলে শ্মশানবাসী হইয়া কে কতদিন থাকিতে পারে? শরীর-বিহীন

প্রেমিক হৃদয় কোথায় খুঁজিয়া লও। বাহিরের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলে মন মলিন হয়, অতএব বলিতেছি, জগদ্বাসিগণ, ভক্তহৃদয় কেমন সুন্দর, একবার দেখিয়া চক্ষু সার্থক কর। হৃদয়ে ব্রহ্মরাজ্য লইয়া যাও, হৃদয়মন্দিরে বসিয়া নিত্য ব্রহ্মোৎসব কর!

ব্রহ্মে বাস, ভাই ভগ্নীতে একত্ব।

রবিবার, ১৩ই ফাল্গুন, ১৭৯৪ শক ; ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

ঈশ্বরকে তোমরা মান বা না মান, তাঁহার অস্তিত্ব তোমরা মুখে স্বীকার কর আর না কর, তিনি তোমাদের অন্তরে বাস করিতেছেন। তোমাদের রসনা হয় ত বলিতে পারে ঈশ্বর নাই, তোমাদের মন হয় ত তাঁহার সত্তায় সংশয় করিতে পারে এবং তোমাদের হৃদয় হয় ত নাস্তিক হইতে পারে ; কিন্তু তোমাদের প্রাণ নিমেষের জন্যও তাঁহাকে ছাড়িয়া বাঁচে না। কি দয়ালু তাঁহার স্বভাব! যাহার জিহ্বা বলিতেছে, তিনি নাই, যাহার মন তাঁহাকে বধ করিতে যায়, তিনি তাহাকেও নিজে রক্ষা করিতেছেন। কেবল রক্ষা করিতেছেন তাহা নহে। কিন্তু সেই শত্রুর ভিতরে তিনি এমনই অটলভাবে অধিষ্ঠান করিতেছেন যে মৃত্যুও পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ আনিতে পারে না। অনন্তকাল তিনি তাহার পিতা এবং প্রাণেশ্বর হইয়া বাস করিবেন, এই তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। ঈশ্বরের সঙ্গে যেমন আত্মার এইরূপ নিত্য যোগ ; ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে যে পরস্পর সম্পর্ক, তাহাও সেইরূপ চিরস্থায়ী ; মরিয়া গেলেও সে সম্বন্ধ ঘুচিবে না। আত্মার যেমন বিনাশ নাই, আত্মায় আত্মায় যে সম্বন্ধ তাহারও অন্ত নাই। পিতাকে

মানিতে গেলেই ভাই ভগ্নীদিগকে মানিতে হইবে। পিতা এবং ভ্রাতা ভগ্নীদের সঙ্গে যে আমাদের এই সম্পর্ক, ইহা চিরকালের। প্রত্যেক মনুষ্য এই দুই সম্বন্ধ লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছেন।

ঊর্দ্ধে তাকাইয়া পিতাকে দেখিলে যেমন ভক্ত পুলকিত হন; তাঁহার চরণতলে ভাই ভগ্নীদিগকে দেখিয়াও তিনি তেমনই আনন্দিত হন। কোন মনুষ্যই তাঁহার পর নহে। তবে যে মনুষ্যকে পর বোধ হয়, তাহার কারণ সাধনের অভাব। লক্ষ লক্ষ লোক দেখিতেছি, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কয়জন আমাদের আত্মীয়? তন্মধ্যে হয় ত পাঁচ জন আমাদের পরিচিত। আবার সেই পাঁচ জনের মধ্যে যে বন্ধুতা তাহাও ক্ষণস্থায়ী; প্রাতে পরস্পরের মধ্যে সুমধুর আত্মীয়তা, সায়ংকালে বিষম শত্রুতা। অতএব, কার্য্যতঃ দেখিলে জগতের সকলকেই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর পরস্পরের পর বোধ হয়। কিন্তু ঈশ্বরের নিকট যেমন তাঁহার কোন সন্তানই পর নহে, ভক্তের নিকটেও কোন ভাই ভগ্নীই পর নহে। সাধনের অভাবে ঈশ্বরকেও দূর ও অনাত্মীয় বোধ হয়; কিন্তু সাধনের দ্বারা তাঁহাকে পলকের মধ্যে পরমাত্মীয় বলিয়া বিশ্বাস হয়, এবং সেই দূরত্ব শীঘ্র চলিয়া যায়। ঈশ্বর যেমন আমাদের প্রাণের প্রাণ নিকটতম বন্ধু প্রত্যেক ভাই ভগ্নীর সঙ্গেও আমরা সেইরূপ গূঢ়তম সম্পর্কে আবদ্ধ; কিন্তু যতদিন আত্মা প্রকৃতিস্থ না হইবে, ততদিন আমাদের বিকৃত জীবনে সেই নিত্য সম্পর্ক প্রচ্ছন্ন থাকিবে।

সাধনা দ্বারা ঈশ্বরকে যেমন নিকট হইতে নিকটতর দেখা যায়, ভাই ভগ্নী সম্পর্কেও সেইরূপ। যতই আত্মার ভক্তি বৃদ্ধি হয়, ততই ইহা ঈশ্বরের সন্নিহিত হয়, এবং ক্রমে ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর

সন্নিহিত হইয়া অবশেষে তাঁহার অব্যবহিত সন্নিধানে উপস্থিত হয়। সাধক তখন ধন্য হইলেন, যখন দেখিলেন, পিতা পুত্র দুই একত্র হইলেন। শত শত যোজনের ব্যবধান বিনাশ করিয়া ভক্ত এবং ভক্ত-বৎসল একাসনে বসিলেন। ভাই ভগ্নী সম্পর্কেও সেইরূপ। যতই রিপু দমন করি, যতই মন উদার হয়, যতই হৃদয় পবিত্র হয়, ততই শত শত ভাই ভগ্নীর সঙ্গে অন্তরের সম্মিলন হয়। স্বদেশ বিদেশের প্রভেদ থাকে না। আমি এখানে, আমার কোন ভাই কিম্বা ভগ্নী ইংলণ্ডে, তাঁহার গুণ শুনিবা মাত্র তিনি আমার হৃদয়ের নিকটে আসিলেন। এইরূপে হয় ত বহুদূরস্থ একজন নিকটের বন্ধুদিগের অপেক্ষাও আত্মীয় হইলেন। দূরস্থ সেই বন্ধুর পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি হৃদয় যত অনুরক্ত হইল, হয় ত কাছের একজনের মধুরতম কথা শুনিয়াও সেইরূপ হয় না। যে পরিমাণে পরস্পরের মধ্যে হৃদয়ের গভীর সাধন, সেই পরিমাণে দূরতা চলিয়া যায়। সাধনের বলে শত্রু মিত্র হয়, দূর নিকট, এবং নিকট নিকটতর এবং নিকটের নিকটতম হইয়া যায়। অতএব, বন্ধুগণ, সাধনের দ্বারা পরস্পরের নিকটতম এবং অন্তরতম হইয়া পরস্পরের হৃদয়ের পুণ্য শান্তি বিস্তার কর, তাহা হইলেই পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রেম পরিবার সংগঠিত হবে।

ভক্তের সাধন কিছুতেই ক্ষান্ত হয় না। যখন তিনি দেখিলেন ভক্ত-বৎসল পিতা আসিয়া তাঁহার অব্যবহিত সন্নিধানে একাসনে বসিলেন, তখন তাঁহার অনেক দুঃখ ঘুচিল, হৃদয় প্রফুল্ল হইল; কিন্তু ইহাতেও তাঁহার সম্পূর্ণ তৃপ্তি হইল না; পিতা ত কাছে আসিলেন, কিন্তু কিরূপে পিতার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারেন, এইজন্ত তাঁহার ব্যাকুলতা হইল। যতই সাধন করেন, দেখিতে পান আরও

সাধন আবশ্যক, সাধনের উচ্চতম অবস্থায়, সাধক স্পষ্টরূপে দেখিতে পান, "ঈশ্বর আত্মার মধ্যে এবং আত্মা ঈশ্বরের মধ্যে।" জীবাত্মা যতই ঈশ্বরের মধ্যে প্রবেশ করে ততই আরও গভীরতর দেশে যাইবার জন্ত ইহা ব্যাকুল হয়। এইরূপে ক্রমেই ভক্তের ব্রহ্মালোক অধিক হইতে অধিকতররূপে প্রজ্বলিত হইতে থাকে। কিন্তু সাধকই যে কেবল ঈশ্বরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হন তাহা নহে, যতই সাধনের উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করেন, ততই তিনি দেখিতে পান তাঁহার সমস্ত শরীর, মন এবং সমস্ত প্রাণ ঈশ্বরের জীবন্ত আবির্ভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। দিবা রাত্রি তিনি সেই গম্ভীর সত্তায় পরিবেষ্টিত, ভিতরে বাহিরে দিনান্তে নিশান্তে যেদিকে তাকান, দেখিতে পান ঈশ্বর সর্ব্বমূলাধার হইয়া বর্ত্তমান। ঈশ্বরের শক্তি ভিন্ন শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকে না, মন একটী চিন্তা করিতে পারে না, হস্ত একটী কার্য্য করিতে পারে না। এইরূপে সর্ব্বত্র ঈশ্বরকে দেখিয়া ভক্তের আনন্দের সীমা থাকে না।

রৌদ্রের উত্তাপে নিতান্ত ক্লান্ত ও পিপাসাতুর হইলে আমরা কি করি? কেবল মাথায় কিম্বা মুখে কিঞ্চিৎ জল দিয়া আমরা সুস্থির হইতে পারি না, হয় ত প্রচুর পরিমাণে জল পান করি, অথবা জলের মধ্যে সমস্ত শরীর নিমগ্ন করি; এবং যখন সেই জল শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে তখন প্রাণ শীতল হয়। শীতল জল মাথায় দিলে কিয়ৎ পরিমাণে প্রাণ স্নিগ্ধ হয় সত্য; কিন্তু সেই জলে যিনি অবগাহন করেন তিনিই জানেন তাহাতে কত আনন্দ। সেইরূপ সংসারের পাপতাপে উত্তপ্ত আত্মা কেবল সেই শান্তিজলের নিকটে যাইয়া সম্যক্‌রূপে শীতল হয় না, স্বভাবতই তাহার সেই জলের মধ্যে প্রবেশ করিতে প্রবল

ইচ্ছা হয়, অথবা সেই জল আপনার মধ্যে আনিতে ব্যাকুল হয়। শান্তিজল কি? ব্রহ্ম। পাপতাপে দগ্ধ ব্যক্তি যখন সেই ব্রহ্মরূপ-সাগরে প্রবেশ করে, তখন সহজেই তাহার সমস্ত আত্মাতে সেই নির্ম্মল শান্তিবারি সঞ্চারিত হয়। অতএব, ব্রাহ্মগণ, যদি শান্তি চাও, তবে কেবল ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকিও না, তাঁহার মধ্যে প্রবেশ কর। ঈশ্বরসহবাসী নয়, কিন্তু ঈশ্বরবাসী হইতে হইবে। মৎস্য যেমন জলবাসী, মনুষ্যের আত্মা স্বভাবতই তেমনই ব্রহ্মবাসী। যতক্ষণ ব্রহ্মে বাস ততক্ষণ আত্মার জীবন; যাই ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন, অমনই আত্মা শান্তি-বিহীন, স্ফূর্ত্তি-বিহীন। যখন এইরূপ নিগূঢ়তম যোগে ঈশ্বরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ঈশ্বরবাসী হইবে, তখন পাপ অসম্ভব হইবে। সাগরের গভীরতম দেশে রৌদ্রের উত্তাপ নাই, সেইরূপ যাঁহার আত্মা ব্রহ্মরূপ গভীর সমুদ্রে নিমগ্ন, তাঁহাকে পাপ সন্তপ্ত করিতে পারে না।

ব্রহ্মভক্ত বাস্তবিক ব্রহ্মনিবাসী। সুন্দর সেই অবস্থা যখন ব্রহ্মসন্তান নির্ভয় মনে ব্রহ্মের মধ্যে বাস করেন। সুমিষ্ট ব্রহ্মস্বরূপের মধ্যে বাস করিয়া তাহার সকল দুঃখ দূর হয়, এবং ব্রহ্মের প্রেমরস পান করিয়া দিন দিন সেই আত্মা পুষ্ট ও সবল হয়। এইরূপে ব্রহ্মের মধ্যে বাস করিলে যেমন সহজেই অন্তরে তাঁহা হইতে পুণ্য শান্তি প্রবাহিত হয়, তাঁহার ভক্ত সন্তানদিগের সঙ্গে আন্তরিক যোগ স্থাপিত হইলেও সেইরূপ পবিত্রতা ও প্রফুল্লতা সমাগত হয়। সাধকগণ, তোমরা যেমন ভাই ভগ্নীদের আত্মার মধ্যে প্রবেশ করিবে, তাঁহাদিগকেও সেইরূপ তোমাদের আত্মার মধ্যে লইয়া যাও। তাঁহাদের অন্তরে যেমন তোমাদের জ্ঞান, প্রেম এবং

পবিত্রতা প্রবেশ করিবে, তোমরাও বিনীতভাবে তাঁহাদের গুণ গ্রহণ কর। প্রত্যেক ভাই এবং প্রত্যেক ভগ্নীকে বল, তোমার মনের মধ্যে আমার মন, আমার মনের মধ্যে তোমার মন; তোমার হৃদয়ের মধ্যে আমার হৃদয়, আমার হৃদয়ের মধ্যে তোমাদের হৃদয়, এবং তোমার আত্মার মধ্যে আমার আত্মা, আমার আত্মার মধ্যে তোমার আত্মা; এইরূপে পরস্পরের মধ্যে জ্ঞান প্রেম এবং পুণ্যের বিনিময় কর, তাহা হইলে অচিরে তোমাদের মধ্যে প্রেমরাজ্য সংস্থাপিত হইবে। যখন এইরূপে পরস্পর পরস্পরের হৃদয় টানিবে তখন বুঝিতে পারিবে অভিন্ন হৃদয় কি। তখন স্থানের ব্যবধান চলিয়া যাইবে। এইরূপে হৃদয়ের সঙ্গে গ্রথিত হইয়া, যদি আমার কোন বন্ধু কখনও হিমালয়ে অথবা কখনও সাগরবক্ষে থাকেন, তথাপি আমাদের মধ্যে কোন দূরত্ব থাকিবে না; কেন না তিনি হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন। যেখানেই তিনি থাকুন না কেন আমার দুঃখে তাঁহার দুঃখ, তাঁহার দুঃখে আমার দুঃখ, আমার সুখে তাঁহার সুখ, তাঁহার সুখে আমার সুখ।

কে আমাদের পরস্পরের হৃদয় এরূপ গূঢ় সম্পর্কে বাঁধিয়া দিলেন? প্রেমসিন্ধু পিতা। শরীর একত্র হইলে হইবে না, চক্ষে চক্ষে দেখিলে হইবে না, চিন্তা করিলেও হইবে না; কিন্তু পিতার চরণতলে পড়িয়া সেখানে তাঁহার পুত্র কন্যাকে বরণ কর, দেখিবে ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদিগের মধ্যে আন্তরিক গূঢ় যোগ স্থাপন করিবেন। অতএব, বন্ধুগণ, ভাই ভগ্নীর শরীর একেবারে ভুলিয়া যাও। ঈশ্বরের সন্নিধানে দুই হৃদয়কে একত্র বসাও তাহা হইলে দেখিবে আপনা আপনি তোমাদের হৃদয় ভাই ভগ্নীদের হৃদয়ে এবং তাঁহাদের হৃদয় তোমাদের

হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, এবং তখন নিশ্চয়ই তোমাদের পরস্পর হইতে পরস্পরের মধ্যে প্রেমস্রোত এবং পবিত্রতানদী প্রবাহিত হইবে। ভক্তের হৃদয় হইতে এক একটী প্রবল তরঙ্গ উঠিয়া ঈশ্বরের চরণতলে উপস্থিত হয়, এবং সেখানে আঘাত লাগিয়া আবার প্রবলতর হইয়া ফিরিয়া আসে; এবং এইরূপে ক্রমে যতই প্রেমতরঙ্গ উত্থিত হয়, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে ততই তাহা প্রবলতর হইয়া উঠে। অবশেষে পিতা যেমন আপনার প্রেমগুণে চিরকাল পুত্রের সঙ্গে থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন, পুত্রও পিতার প্রেমে বশীভূত হইয়া সর্ব্বদা পিতার সঙ্গে থাকিতে বাধ্য হইলেন। ইহাই ভক্তের শ্রেষ্ঠতম অবস্থা। নর নারী সম্পর্কেই এই নিয়ম।

ঈশ্বরের সঙ্গে যেমন আমাদের নিত্য সম্পর্ক, ভাই ভগ্নীদের সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ চিরস্থায়ী। ঈশ্বরকে পাইবার জন্য যেমন সাধন চাই, ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে যে স্বর্গীয় সম্বন্ধ, তাহা ভোগ করিবার জন্যও সাধন আবশ্যক। এইটী ব্রাহ্মধর্ম্মের নূতন কথা। ঈশ্বর প্রসাদে এই সাধন দ্বারা ভাই ভগ্নীদিগকে যতই নিকটতর দেখিবে, যতই তাঁহারা ঈশ্বরকে সঙ্গে লইয়া তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসিবেন, ততই তোমরা পবিত্রতর সুখ ভোগ করিবে। এইরূপে যখন তাঁহারা পিতাকে লইয়া তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করিবেন, এবং তোমরাও পিতার চরণ ধরিয়া তাঁহাদের মনের মধ্যে স্থান পাইবে, তখন পরস্পরের প্রেমোচ্ছ্বাস পরস্পরের হৃদয়ে লাগিয়া প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইবে। আত্মাকে ভালবাসা সামান্য ব্যাপার নহে, যাঁহার অন্তরে একবার সেই নিঃস্বার্থ স্বর্গীয় প্রণয় সঞ্চারিত হইয়াছে, তিনিই জানেন সেই প্রণয়মধু কেমন পবিত্র। আত্মার

একটু সামান্য সৌন্দর্য্য দেখিলেই মন মোহিত হয়। আবার যখন ভাবি, ঈশ্বর কৃপায় সেই আত্মা অনন্তকাল জীবিত থাকিবে, এবং তাহার রূপলাবণ্য ও গুণরাশি অনন্তকাল বৃদ্ধি হইবে, তখন দেখি আত্মায় আত্মায় যে প্রেম তাহাও অনন্তকাল স্থায়ী। কে বলে মনুষ্যের প্রণয় অস্থায়ী? যাহারা পাপে অন্ধ, আত্মার রূপমাধুরী দেখিতে পায় না, কেবল মাংসচক্ষে নর নারীকে দেখে, যাহারা পৃথিবীর নিতান্ত জঘন্য কামাতুর ব্যক্তি, তাহারাই বলে নর নারীর প্রেম অস্থায়ী এবং অপবিত্র; কিন্তু যথার্থ ব্রাহ্মকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি যেমন অনন্তকালের এবং পবিত্র, ভাই ভগ্নীদের প্রতি প্রেম শ্রদ্ধাও তেমনই স্বর্গীয় ও চিরস্থায়ী।

ভক্তকে দেখিলে ভক্তের মন আপনা আপনি তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইবে। সেই অনুরাগ চাপিতে চাও চাপ; কিন্তু নিশ্চয় জানিও, ঈশ্বরের অনিবার্য্য অগ্নি কিছুতেই নির্ব্বাণ হইবে না। যে যাহাকে ভালবাসে, চক্ষু তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়। ভ্রাতৃগণ, তোমরা যদি কয়েকটী ভগ্নীর অন্তরে ব্রহ্মভক্তি দেখিতে পাও, আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি সহজেই তোমাদের মন তাঁহাদের প্রতি অনুরক্ত হইবে। ভগ্নিগণ, তোমরা যদি কয়েকটী ভ্রাতার হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাস, প্রগাঢ় ভক্তি এবং তাঁহার দয়াতে অপরাজেয় নির্ভর ও নর নারীর প্রতি তাঁহাদের গভীর পবিত্র প্রণয় ইত্যাদি স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য দেখিতে পাও, নিশ্চয়ই তাঁহাদের প্রতি তোমাদের অন্তরের অনুরাগ ধাবিত হইবে। কিন্তু এই অনুরাগের মূল কি? পরস্পরের ব্রহ্ম-ভক্তি। ব্রহ্মকে কাটিয়া ফেল, আর ভাই ভগ্নীর প্রতি সেই প্রেম, সেই পবিত্র আসক্তি থাকিবে না। বৃক্ষের শাখা সকল যতক্ষণ বৃক্ষে

সংলগ্ন থাকে ততক্ষণই তাহারা সরস ও সজীব। যাই গাছ হইতে ডালগুলি কাটিয়া ফেলিবে অমনই ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইয়া তাহারা মরিয়া যাইবে। সেইরূপ যতদিন ভাই ভগ্নীরা ব্রহ্মরূপ বৃক্ষে সংযুক্ত থাকেন, ততদিন এক স্থান হইতে প্রেম ভক্তি ও জীবন্ত ভাব আসিয়া পরস্পরকে একত্র রাখে, যাই তাঁহারা ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন আর তাঁহাদের মধ্যে যোগ নাই।

ব্রহ্ম ভিন্ন ব্রহ্মসন্তানদিগের সঙ্গে যোগ অসম্ভব। তাঁহাকে না দেখিয়া কি কেহ তাঁহার পুত্র কন্যাদিগকে চিনিতে পারে? যদি প্রকৃতরূপে সেই স্বর্গীয় ভাই ভগ্নীদিগকে চিনিতে চাও, তবে পিতার শরণাপন্ন হও। তিনি ভিন্ন সেখানে গভীর অন্ধকার; সেই অন্ধকারের মধ্যে যদি অমরাত্মাদিগের মুখ চিনিতে চাও, কোন মতেই তোমাদের চেষ্টা সফল হইবে না। যদি কৃতকার্য্য হইতে চাও; আলোক জ্বালিয়া সেই অন্ধকার দূর কর; সহজেই পরস্পরকে চিনিতে পারিবে। সেই আলোক কি? ব্রহ্মপ্রেম। এই প্রেমের আলো জ্বালিয়া চল; অনায়াসে ব্রহ্ম-নিকেতনে ব্রহ্মসন্তানদিগকে দেখিয়া ধন্য হইবে। ব্রহ্মালোকে আলোকিত হইয়া যতই তাঁহার গৃহে ভাই ভগ্নীদের মুখ দেখিবে, ততই তোমাদের আত্মা পবিত্র ও বলিষ্ঠ হইবে এবং ততই তোমাদের সুখ শান্তি বৃদ্ধি হইবে। তাঁহাকে ছাড়িয়া যদি ভাই ভগ্নীদের বরণ করিতে যাও, নিশ্চয়ই তাহা হইতে গরল উঠিবে। তাঁহার ভিতরে যে ভাই কিম্বা যে ভগ্নীকে পাইবে, তিনিই পুণ্যের প্রস্রবণ, তাঁহাকে ছাড়িয়া যে নর নারীর সম্পর্ক তাহা নরক এবং বিষপূর্ণ। অতএব যদি ঈশ্বরের পরিবার সাধন করিতে চাও, সুপ্রসন্ন হইয়া তাঁহার

ভিতরে প্রবেশ কর, সেখানে তাঁহার এক একটী পুত্র কন্যার সঙ্গে পবিত্র সম্পর্ক স্থাপন কর। নর নারীর পরম পিতা, তাঁহার পুত্র কন্যাদিগকে লইয়া তোমাদের ভিতরে আসুন এবং তোমরাও যাতে তাঁহাকে দেখিলেই তাঁহার পরিবার এবং তাঁহার পুত্র কন্যাকে দেখিলেই সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে পাও, তিনি তোমাদিগকে এই শুভ আশীর্ব্বাদ করুন!

পরিবার।

রবিবার, ২০শে ফাল্গুন, ১৭৯৪ শক; ২রা মার্চ্চ, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে তাঁহার পুত্র কন্যাদিগের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ অসম্ভব। পিতার সঙ্গে যদি যোগ না থাকে সন্তানদিগের মধ্যে মিল হইতে পারে না। মূলের সঙ্গে যদি যোগ না থাকে, শাখা প্রশাখার সঙ্গে কিরূপে সম্পর্ক থাকিবে? আমরা পাঁচজন যদি আগে ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া ভক্তি করিতে পারি, তবেই পরস্পরকে ভালবাসিতে পারি। যতই পিতার সঙ্গে যোগ গূঢ়তর হয়, সেই পরিমাণেই ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে সম্মিলন গাঢ়তর হয়। ভাই ভগ্নীদের প্রেম পরস্পরের প্রতি সেই পরিমাণে ধাবিত হইবে, যে পরিমাণে তাঁহাদের সকলের প্রেম একত্রিত হইয়া ঈশ্বরের চরণে সমর্পিত হয়। শাখায় শাখায় যেরূপ সম্বন্ধ ভাই ভগ্নীদের মধ্যেও পরস্পরের সেই সম্পর্ক। যতদিন বৃক্ষের সঙ্গে যোগ ততদিন পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক। আমরা সকলেই পিতার মধ্যে জীবিত রহিয়াছি আমাদের প্রতিজনের মধ্যে তাঁহার জ্ঞান এবং তাঁহার

প্রেম পবিত্রতা আসিতেছে। যে পরিমাণে আমরা তাঁহার সঙ্গে এই নিগূঢ় সম্পর্ক বুঝিতে পারি, আমাদের পরস্পরের মধ্যেও সেই পরিমাণে ভালবাসা।

ভক্তেরা এইজন্য পরস্পরকে ভালবাসেন যে, এক পিতার ভাব তাঁহাদের সকলের মধ্যে আসিতেছে। নর নারীকে দেখিলেই আমরা প্রীতি করিতে পারি না। সুন্দর মুখ দেখিলে যে প্রণয়, তাহা সংসারের নিকৃষ্ট জঘন্য প্রেম। ভাই ভগ্নীর আত্মার মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি প্রতিভাত দেখিয়া যে প্রেম, তাহাই পবিত্র এবং চিরস্থায়ী। তখনই প্রেম সংপাত্রে অর্পিত হয়, যখন আত্মার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিভা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যদি কেবল নর নারীর সঙ্গে প্রেম স্থাপন করিতে যাই, তবে তাহা হইতে নিশ্চয়ই বিষ উৎপন্ন হইবে। আমাদের জীবন, জ্ঞান, উত্তম, ধর্ম্ম, সকলই ঈশ্বর হইতে। অতএব যে পরিমাণে আমরা পরস্পরের মধ্যে তাঁহার প্রতিবিম্ব দেখিব, সেই পরিমাণে আমরা পরস্পরকে ভালবাসিতে পারিব। সেই এক বৃক্ষমূল হইতেই সকলের মধ্যে সার এবং রস আসিতেছে। দুই ভাই কিম্বা দুই ভগ্নী অথবা ভ্রাতা এবং ভগ্নী যদি জ্ঞাতসারে সেই মূল ঈশ্বরের সঙ্গে সংলগ্ন হন, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যেও গূঢ় যোগ সংস্থাপিত হয়।

ঈশ্বরকে ছাড়িয়া পবিত্র ভ্রাতৃভাব এবং ভগ্নীভাব অসম্ভব। ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে পরস্পরের প্রতি অনুরাগ তাহা পাপ এবং নিতান্ত নিকৃষ্ট সম্পর্ক। অতএব বন্ধুগণ, সাবধান! ঈশ্বরকে ভুলিয়া তোমরা কাহারও প্রতি অনুরক্ত হইও না। ঈশ্বর লাভের পক্ষে একমাত্র বীজমন্ত্র কি? যোগ। পরিবার সাধনের মূলমন্ত্র কি?

যোগ। নর নারীর সঙ্গে কিরূপে সেই স্বর্গীয় যোগ সাধন করিবে? ঈশ্বর প্রসাদে যেমন ভ্রাতা ভগ্নী পাইলাম, তাঁহারই দ্বারা আবার ভ্রাতা ভগ্নীদের সঙ্গে যোগ হইবে। তাঁহাকে ছাড়িলে পরিবার সাধন হয় না। বৃক্ষের মধ্য দিয়া যেমন শাখায় শাখায় যোগ, সেইরূপ ঈশ্বরের মধ্য দিয়া পরস্পর ভাই ভগ্নীদের যোগ। যেমন প্রাণের যোগ ভিন্ন, অঙ্গের সঙ্গে অঙ্গের স্বতন্ত্র যোগ নাই, কেবল যতদিন প্রাণ আছে ততদিন হস্তের সঙ্গে হস্তের যোগ, কর্ণের সঙ্গে কর্ণের যোগ, চক্ষুর সঙ্গে চক্ষুর যোগ থাকে, নতুবা মনুষ্যের সঙ্গে মনুষ্যের স্বর্গীয় যোগ অসম্ভব। পবিত্র আত্মা ঈশ্বর ভিন্ন মনুষ্য কখনই মনুষ্যের সঙ্গে পবিত্র ভাবে আলাপ করিতে পারে না। ঈশ্বর ভিন্ন দুটী মনুষ্যাত্মার পরস্পর মিলন অসম্ভব। যেমন একটী বিশেষ বস্তু আঠা মধ্যে রাখিবা মাত্র দুটী প্রস্তর কিম্বা দুখানি ইষ্টক সংলগ্ন হয়, এবং সেই মধ্যস্থ বস্তু বিনষ্ট হইলেই দুখানা আবার দুদিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, সেইরূপ দুটী আত্মার মধ্যে যদি ঈশ্বর মধ্যস্থ না হন, কদাচ তাহদের মধ্যে পবিত্র যোগ হইতে পারে না। অতএব ভ্রাতৃগণ! যদি ভ্রাতা ভগ্নীতে সম্মিলিত হইতে চাও, তবে ঈশ্বররূপ মধু দিয়া পরস্পরের সঙ্গে যোগ স্থাপন কর; তাঁহাকে ছাড়িয়া যদি অন্য কোন ভাবে সংযুক্ত হও, নিশ্চয়ই তাহা হইতে গরল উৎপন্ন হইবে।

ঈশ্বরকে ভুলিয়া ভাই ভগ্নীদের দিকে তাকাইও না; কিন্তু যতবার পরস্পরকে দেখিবে ততবার ঈশ্বররূপ কাচের মধ্য দিয়া দৃষ্টি করিবে। ঈশ্বরকে মধ্যস্থলে রাখ, কোন বিপদ থাকিবে না। তাঁহাকে মধ্যে দেখিলে আমেরিকার একজন ভারতবর্ষের একজনকে ভালবাসিতে পারেন। পিতার করুণা ভিন্ন কখনই একটী আত্মা আর একটী

আত্মার নিকটতর হইতে পারে না। তাঁহার সাহায্য ভিন্ন ভ্রাতা ভ্রাতাকে, কিম্বা ভগ্নী ভগ্নীকে অথবা ভ্রাতা ভগ্নীকে, কিম্বা ভগ্নী ভ্রাতাকে কদাচ কেহই কাহাকে আধ্যাত্মিক ভাবে আকর্ষণ করিতে পারে না। যখন পবিত্র ভাবে তোমরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছ, তখন নিশ্চয় জানিও যে, ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন। যখন তাঁহার আকর্ষণে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হও, এবং পরস্পরের সঙ্গে গূঢ়রূপে সম্বদ্ধ হও, তখন কাহারও সাধ্য নাই যে সে যোগ ছেদন করে। অতএব তোমরা দুজন যখন পরস্পরের হৃদয়ের কাছে আসিতে থাকিবে, ভক্তি-চক্ষু খুলিলে দেখিতে পাইবে, তোমরা কাছে আসিতে না আসিতে আর একজন, যাঁহার নাম ঈশ্বর, তোমাদের উভয়কে তাঁহার নিকট টানিতেছেন। যতই তিনি মধুরূপে তোমাদের পরস্পরকে সংলগ্ন করিতেছেন, ততই তোমরা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতেছ। যখন এইরূপে ভ্রাতা ভগ্নীদের যোগের মধ্যেও ঈশ্বরকে মধ্যস্থ বস্তু অথবা মধুরূপে দেখিবে তখন বুঝিতে পারিবে, ঈশ্বরের মধ্যে বাস করা কি? আমি তোমাতে, তুমি আমাতে এবং আমরা উভয়ে ঈশ্বরেতে। এই তিনের নিগূঢ় যোগ তখনই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

ঈশ্বরের প্রতি যত প্রীতি, পরস্পরের প্রতিও তত প্রীতি। ঈশ্বর হইতে ক্রমাগত ধর্ম্মভাব আসিতেছে, ভাই ভগ্নীর মধ্যে যতই সেই ধর্ম্মভাব ভালবাসিবে, ততই তাঁহাদিগের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইবে। এইরূপে যতই ভাই ভগ্নীদের ভালবাসিবে, ততই ঈশ্বরকে ভালবাসিবে। ইহারই নাম ভ্রাতার মধ্যে ঈশ্বরকে ভালবাসা। অতএব ঈশ্বরকে ভালবাসা যাহা, ভ্রাতাকে ভালবাসাও

তাহাই। ইহা ভিন্ন ভাই কিম্বা ভগ্নীর এমন কি রূপ কিম্বা কি গুণ আছে, যাহা তোমাদের স্বর্গীয় প্রেম উদ্দীপন করিতে পারে? সহোদর সহোদরার মধ্যে যে স্নেহভাব তাহার গূঢ় কারণ এই যে, তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে এক পিতাকে দেখিতে পান। সেইরূপ ভক্ত ভক্তের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিয়া পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হন। পরস্পরের সঙ্গে একত্র থাকিতে কিম্বা একত্র উপাসনা করিতে ইচ্ছা হইলে তাহা সাধন নহে। ইহা অন্ধ মমতা হইতে পারে। সেই প্রেম, সেই প্রণয় হয় ত পাঁচ দিন থাকিবে, ছয় দিনের দিন তাহা শিথিল ভাব ধারণ করিবে। সেই প্রণয় অস্থির, কখনও আছে কখনও নাই, তাহা কখনও নিকটস্থ লোকদিগকে, কখনও বা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, দূর দেশের ভাইদিগকে আলিঙ্গন করে। তবে যথার্থ সাধন কি? যখন সাধারণ চিরস্থায়ী উচ্চ ভূমির উপর প্রণয়ের পত্তনভূমি স্থাপিত হয়, তখনই যথার্থ সাধন আরম্ভ হয়। যখন ভগ্নীর মধ্যে স্বর্গীয় জননীকে এবং ভ্রাতার মধ্যে স্বর্গীয় পিতাকে ভালবাসিতে পারি, তখনই জীবনের মহাযোগ সাধন হয়। ইহাই যথার্থ স্বর্গীয় পরিবারের যোগ; এক গৃহে বাস করিলেই পরিবার সাধন হয় না; শরীর একত্র হইলেই ভাই ভগ্নীর মিল হয় না।

যদি ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত হইতে চাও, তবে শরীর ভুলিয়া যাও। ঈশ্বরের চরণ ধরিয়া তাঁহার পুত্র কন্যাদিগের নিকট যাও, তাঁহাকে ছাড়িয়া ভ্রাতা ভগ্নীর সঙ্গে কথা কহিবার অধিকার নাই। তাঁহাকে ভুলিয়া যে পরস্পরের প্রতি মমতা ও প্রণয় অথবা মতের ঐক্য এবং এক প্রকার অবস্থার জন্য যে পরস্পরের যোগ, তাহা

বাস্তবিক আধ্যাত্মিক যোগ নহে। দুই জন পরস্পরের সাময়িক ভাবে, কিম্বা পরস্পরের রূপে আকৃষ্ট হইয়া একত্র বাস করেন, একত্র উপাসনা করেন, ইহাতেই যে তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় যোগ হইল তাহা নহে। সেই অগতির গতি ঈশ্বর ভিন্ন কেহ কোন ভাই ভগ্নীর নিকট স্বর্গীয় ভাবে উপস্থিত হইতে পারে না। ঈশ্বরই প্রত্যেক ভাই ভগ্নীর নিকট যাইবার একমাত্র পথ। ভগ্নীর কাছে যাইতে হইলে জননীর সঙ্গে যাইতে হইবে। ভ্রাতার কাছে যাইতে হইলে পিতার হাত ধরিয়া যাইতে হইবে। একটী ভাই কিম্বা একটী ভগ্নী সামান্য ধন নহেন। অনন্তকাল যেমন পিতার চরণ সাধন করিতে হইবে, তেমনই অনন্তকাল ইহাঁদের সঙ্গে যোগ সাধন করিতে হইবে।

চল্লিশ বৎসর চলিয়া গেল, একটী ভাই কিম্বা একটী ভগ্নীকে চিনিতে পারিলাম না। ইহা কি সামান্য দুঃখের কথা! ইহার কি গূঢ় কারণ নাই? এতকাল পরেও যদি দুটী ভাই কিম্বা দুটী ভগ্নী পরস্পরকে চিনিতে না পারিলেন, তবে বন্ধুগণ, আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছ, পরিবার সাধন করিতেছ, ইহা বলিয়া আর দাম্ভিক হও কেন? ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ কি? পরিবার সাধন। এই যে শরীর একত্র হইতেছে ইহাতে কি পরিবার হইল? যথার্থ পরিবার কোথায়? আত্মার বাড়ী কি? সেই বাড়ীতে গিয়া কি তোমরা কেহ ভাই ভগ্নীর সঙ্গে আলাপ করিয়াছ? যতদিন সেই ঘরের বাহিরে থাকিয়া আলাপ, ততদিন বাস্তবিক আত্মায় আত্মায় মিল হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিতে পার, তবে যে আমাদের মধ্যে চল্লিশ বৎসরের আলাপ পরিচয় ইহা কি? পরীক্ষা করিলে দেখিবে, এই চল্লিশ বৎসর মধ্যেও যথার্থ আমি যে সে আমাকে তুমি চিন

নাই, এবং আমিও যথার্থ তুমি যে তোমাকে আমি চিনি নাই। তবে এতকাল কাহার সঙ্গে আলাপ করিলাম, যথার্থ তোমার সঙ্গে নয়; কিন্তু তুমি বলিয়া যে আমি মনে মনে এক ব্যক্তি কল্পনা করিয়াছি, সেই কল্পিত ব্যক্তির সঙ্গে এতকাল আলাপ করিলাম। হায়! কতকাল আমরা এইরূপ ভ্রমে পড়িয়া কল্পনার রাজ্যে ভ্রমণ করিব? এখনও যথার্থ ভ্রাতা যিনি, যথার্থ ভগ্নী যিনি তাঁহার আবিষ্কার হইল না। আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ ভগ্নী, যাঁহাদিগকে আমরা অন্বেষণ করিতেছি তাঁহাদিগকে পাইলাম না। কিন্তু, বন্ধুগণ, ইহাতে নিরাশ হইও না; ঈশ্বরকে সঙ্গে লইয়া ভাই ভগ্নীর দ্বারে আঘাত কর, তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইবে। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যদি আঘাত কর একটী দ্বার খুলিবে, কিন্তু সেই দ্বার খুলিয়া যাঁহারা দেখা দিবেন তাঁহাদের কেহই অনন্তকালের যথার্থ ভাই ভগ্নী নহেন; তাঁহাদিগকে সেই স্বর্গীয় প্রেম দিতে পার না। অতএব যে দ্বারের চাবি স্বয়ং ঈশ্বর, সেই দ্বারে আঘাত কর, সেই দ্বার খুলিয়া যাঁহারা দেখা দিবেন, তাঁহারাই অনন্তকালের ভাই ভগিনী। রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া যে পরস্পরের মধ্যে যোগ তাহা কদাচ ঈশ্বরপ্রেরিত পবিত্র প্রেম নহে। যদি ঈশ্বরের পরিবার চাও, তবে সেই আধ্যাত্মিক ভাই ভগ্নীকে ভালবাসিবে।

যদি কোন ভাই ভগ্নীর প্রতি মন্দভাব হয়, তৎক্ষণাৎ সেই ভাই ভগ্নীকে লইয়া ঈশ্বরের গৃহে যাইবে। আগে পিতার পবিত্র প্রেমমুখ দেখিয়া ক্রমাগত সেই ভাই ভগ্নীর মুখের দিকে তাকাইবে; মন্দভাব আপনিই চলিয়া যাইবে। অনেক বৎসরের পাপে তোমাদের দৃষ্টি মলিন; কিন্তু ভয় নাই, কাতর প্রাণে ক্রমাগত ঈশ্বরের চরণতলে

বসিয়া ক্রন্দন কর, তাঁহার পবিত্র নিঃশ্বাসে চক্ষু সমুজ্জ্বলিত হইবে। যদি দেখ তথাপি মলিনতা রহিল, আরও ক্রন্দন কর, সেই মলিন চক্ষুতে আরও তাঁহার আলোক আসিতে দাও, তথাপি যদি রোগ দূর না হয়, আবার সেই রুগ্ন চক্ষু ঈশ্বরের পুণ্যসাগরে নিমগ্ন কর। দেখিবে ক্রমে চক্ষু নূতন এবং পবিত্র হইয়া আসিল। যদি দেখ আবার মলিন হইল, আবার ধৌত কর, বারম্বার প্রক্ষালন কর; তখন দেখিবে অন্তরের গূঢ় পাপ গরলের ন্যায় বহির্গত হইতে লাগিল, ঈশ্বররূপ পুণ্যসাগরের তরঙ্গ আসিয়া জীবনের কাল দাগ সকল ধৌত করিল, এবং তোমাদিগকে পরিষ্কার এবং সুন্দর নব চক্ষু দান করিল। সেই চক্ষু লাভ করিয়া ভাই ভগ্নীর প্রতি সহস্রবার দৃষ্টি কর, সহস্র প্রলোভনের বিষয় ভাব, তখন অপবিত্রতা অসম্ভব। ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দেখিলে নিশ্চয়ই চক্ষু পবিত্র হয়, এবং এইরূপে তাঁহার প্রেম-সলিলে নয়ন ধৌত করিয়া ভ্রাতা ভগ্নীকে দেখিলেই জীবনের মহাযোগ আরম্ভ হয়। অতএব ঈশ্বর ভিন্ন ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে যোগ সাধন অসম্ভব। যদি যথার্থ পরিবার সাধন করিতে চাও, তবে ঈশ্বরপ্রাণ হইয়া অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে পবিত্রযোগে সম্মিলিত হও।

সমস্ত দিন ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে থাকিতে হয়, সুতরাং এই কঠিন ব্রত সাধনে কৃতকার্য্য না হইলে কোন মতে নিস্তার নাই। যাহারা বলে ভাই ভগ্নীকে মন্দ চক্ষে দেখি অথচ ঈশ্বরের উপাসনা এবং তাঁহার সেবা করি তাহারা মিথ্যাবাদী। যাহারা ভাই ভগ্নীকে মন্দ চক্ষে দেখে তাহারা কিরূপে ঈশ্বরকে দেখিবে? ঈশ্বরকে না দেখিলে কেহই পবিত্র ভাবে ভাই ভগ্নীকে দেখিতে পায় না। প্রত্যেক ভাই, প্রত্যেক ভগিনী আমাদের অনন্তকালের সঙ্গী। পৃথিবীর প্রেম দিয়া আমরা

সেই অনন্তকালের সম্বল ক্রয় করিতে পারি না। ঈশ্বর সেই রত্নের অধিকারী, তিনিই তাহার মূল্য, এবং কেবল সেই মূল্য দিয়াই আমার ভ্রাতা ভগ্নীদিগকে পাইতে পারি। আমরা নিজের ভাবে যথার্থ ভাই ভগ্নীদিগকে লাভ করিতে পারি না, এবং তাঁহারাও আপনার চেষ্টায় আমাদের কাছে আসিতে পারেন না। আমরা যে সমুদয় ভাই ভগ্নীদিগকে পাইয়াছি তাঁহারা পিতার প্রেরিত। সাধুরা এইজন্য আমাদের অধিক ভক্তিভাজন যে তাঁহারা ঈশ্বর প্রেরিত। ভাই ভগ্নীদিগকে প্রেমসিন্ধু পিতা আমাদের নিকট আনিয়া দিলেন, ইহা না বুঝিলে কদাচ আমরা তাঁহাদিগকে পবিত্র ভাবে গ্রহণ করিতে পারি না। ঈশ্বরকে সঙ্গে লইয়া না গেলে যেমন নিরাকার ভাই ভগ্নীর স্বর্গীয় প্রেমদ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় না, সেইরূপ ভাই ভগ্নীগুলিকে ঈশ্বর স্বয়ং পাঠাইলেন, ইহা না দেখিলে কদাচ তাঁহারা আমাদের হৃদয়ে স্থান পাইতে পারেন না। পিতার কথাতে যখন কোন দুটী ভাই কিম্বা কোন দুটী ভগ্নী, অথবা কোন ভাই এবং ভগ্নী হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া পরস্পরকে দেখা দেন। তখনই যথার্থ যোগ আরম্ভ হয়। তখন দয়াময় পিতা এবং তাঁহারা উভয়, এই তিন জন একত্রিত হন; তখন তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে, এবং ঈশ্বর তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে সর্ব্বদা বিরাজ করেন। এই অবস্থায় যতই তাঁহারা পরস্পরকে দেখেন ততই তাঁহাদের নয়ন পবিত্র হয়। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহারা ভ্রাতা ভগ্নীর হৃদয় গ্রহণ করিতে যায়, তাহারা চোর, ধূর্ত্ত, কপটাচারী, এবং ব্যভিচারী। চোরের মত গেলে কেহই যথার্থ ভাই ভগ্নীকে পাইতে পারে না।

পরিবার।

রবিবার, ২৭শে ফাল্গুন, ১৭৯৪ শক ; ৯ই মার্চ্চ, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে ঈশ্বর স্বয়ং মনুষ্যপরিবারের মূল। শাখা প্রশাখা যেমন এক মূল হইতে রস আকর্ষণ করে, সেইরূপ অগণ্য মনুষ্য চারিদিকে ধাবিত হইয়া, যদিও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের সকলকেই, সেই এক প্রেমস্বরূপ পুণ্যস্বরূপ শান্তিস্বরূপ ঈশ্বর হইতে, সার এবং জীবন আসিয়া পরিপুষ্ট করিতেছে। সেই এক মূল হইতে প্রেমস্রোত আসিয়া জনসমাজে শত শত মঙ্গলভাব প্রস্ফুটিত করিতেছে। ঈশ্বরই তাবতের মূল। আমরা সকলেই ঈশ্বরেতে জীবিত, সুতরাং আমাদের যাহা কিছু ভাল সকলই তাঁহার কৃপায় লাভ করিতেছি। তাঁহারই দয়াতে আমরা পরস্পর বিশুদ্ধ প্রেমযোগে বদ্ধ হইয়া একদিন স্বর্গের পরিবার কাহাকে বলে, তাহার পরিচয় দিব। ঈশ্বরকে ছাড়িলে আমাদের মধ্যে যোগ হয় না, এই কথার গূঢ় মর্ম্ম জগৎ এখনও বুঝিতে পারে নাই। যদিও "স্বর্গরাজ্য আসিতেছে," "স্বর্গরাজ্য আসিতেছে," বারম্বার এই কুশলবার্ত্তা জগতে ঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও এই সুন্দর রাজ্য পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যাঁহারা এই রাজ্য আনিবেন বলিয়া দম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ও সম্প্রদায় হইয়াছে। এক সম্প্রদায় দশ সম্প্রদায়ে এবং দশ সম্প্রদায় বিশ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। কেবল এক ধর্ম্ম সম্পর্কে নয়, কিন্তু সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় সম্পর্কেই এই কথা ঠিক। তবে কি জগতের আশা নাই? এই কয়দিন যে পরিবারের কথা বলা হইল ইহা কি কেবল

মনের একটী ভাব? ইহা কি কল্পনাতেই থাকিবে, না একদিন নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিব যে ইহা যথার্থই ঘটনাতে পরিণত হইয়াছে? এত শতাব্দীতে যাহা হইল না, ব্রাহ্মসমাজ তাহা সম্পন্ন করিবে, এতদিন পরে ভক্তের ভাবের অনুরূপ যথার্থ একটী স্বর্গীয় পরিবার সংগঠিত হইবে, বন্ধুগণ, ইহা কি তোমরা বিশ্বাস কর?

পরিবার ভিন্ন পরিত্রাণ নাই, কিন্তু পরিবার সাধনের মূলমন্ত্র কি? মতের একতা হইলেই কি এক পরিবার হইবে? আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকিবে না, ইহা কি আমরা আশা করিতে পারি? ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির স্বতন্ত্রতা থাকিবেই থাকিবে। যেমন দুটী শরীরকে এক প্রকার করিতে পারি না, তেমনই কল্পনাতেও আমরা ভাবিতে পারি না যে, সকলের বুদ্ধি এক প্রকার হইবে। অতএব ব্রাহ্মসমাজ যদি মতের ঐক্য চান, তবে ইহা দ্বারা কখনও এক পরিবার হইবে না। ভয় কিম্বা লোভ দেখাইয়া কি কেহ স্বাধীন-চিত্ত নর নারীকে বদ্ধ রাখিতে পারে? যেমন শরীরের অঙ্গ সকল ভিন্ন ভিন্ন অথচ সমুদয় অঙ্গের মূলে এক ভাব, সেইরূপ যদিও সমস্ত পরিবার মধ্যে সাধারণতঃ এক ভাব, কিন্তু পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির বুদ্ধি ভিন্ন। বুদ্ধির ভিন্নতা এবং মতভেদ অনিবার্য্য। মনুষ্য-প্রকৃতির লক্ষণ এই। মনুষ্যবুদ্ধির এই প্রকৃতি যখন প্রবলবেগে তরঙ্গায়িত হইতে থাকে, তখন কাহার সাধ্য বলে, "এই পর্য্যন্ত, ইহার এ দিকে আর আসিতে পারিবে না।" এই ভিন্নতাতেই বুদ্ধির সৌন্দর্য্য। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, বিভিন্নতা সত্ত্বেও কিরূপে পরিবার হইবে? যতদিন বুদ্ধি আছে ততদিন ভিন্নতা থাকিবেই থাকিবে, তবে কি বুদ্ধিকে বিনাশ করিতে হইবে? বাস্তবিক, বুদ্ধির উপর

যে বন্ধন তাহা কখনই চিরস্থায়ী নহে; ব্রাহ্মের যোগ বুদ্ধির উপর নির্ভর করে না, বুদ্ধিতে যতই কেন প্রভেদ হউক না, যাই ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরকে পিতা এবং সমুদয় নর নারীকে ভাই ভগ্নী বলিয়া গ্রহণ করেন, তখনই তাঁহাদের মধ্যে গভীর প্রাণের যোগ আরম্ভ হয়।

আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ হইলেই কোটী কোটী আত্মার মিলন হয়। এইরূপে যখন অসংখ্য নর নারী সম্মিলিত হইয়া এক ঈশ্বরে বাস করেন, তখনই আধ্যাত্মিক পরিবারের সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য হয়। শরীর মন লইয়া ঈশ্বরের পরিবার হয় না। এই পরিবার গঠন করিবার জন্য সকলের মুখশ্রী এবং সকলের বুদ্ধি এক প্রকার হওয়া আবশ্যক করে না। এ সকল নীচ উপকরণ লইয়া স্বর্গীয় পরিবার নির্ম্মিত হয় না। শরীরের আকার এবং রূপ যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তেমনই লোকের বুদ্ধিও ভিন্ন ভিন্ন থাকিবে। দেহ মনের বিভিন্নতা কখনও আধ্যাত্মিক যোগের প্রতিবন্ধক নহে। এক প্রকার রূপ কিম্বা এক প্রকার মত, এ সকল সামান্য নীচ ভূমির উপর আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপিত হয় না। সেই ভূমি অতি উচ্চ এবং অপরিবর্ত্তনীয়, যাহার উপর আত্মায় আত্মায় যোগ হয়। সেই ভূমি ছাড়িলে অন্য স্থানে যোগের বৃক্ষ জন্মে না। যে ভূমির যে বৃক্ষ সে ভূমিতে সেই বৃক্ষ রোপিত হইলেই তাহা সারবান্ হইয়া ক্রমে ক্রমে ফল ফুলে সুশোভিত হয়। যে ক্ষেত্রতত্ত্ব জানে সেই জানে কোন্ ভূমি কোন্ বৃক্ষের উপযোগী। গাছ হইলেই হয় না, কিন্তু উপযুক্ত ভূমিতে রোপণ করিলেই তাহা সফল হয়। বালুর উপর কখনই চিরস্থায়ী ব্রাহ্মপরিবার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। জগতের সমুদয় ধর্ম্মসম্প্রদায় এই অস্থায়ী বালুর উপর প্রেম স্থাপন করিতে যত্ন করিয়াছিলেন,

এইজন্যই তাঁহাদের সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে। যে ভূমি পরিবার সংগঠনের ভয়ানক প্রতিকূল, তাহার উপর তাঁহারা যোগ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এইজন্যই তাঁহারা নিরাশ হইয়াছেন।

মতের উপরে যদি প্রণয় নির্ভর করে, মতভেদ হইলেই তাহা চলিয়া যাইবে। ঐক্যমতের উপর যদি পরিবার স্থাপন করিতে চেষ্টা কর, নিশ্চয়ই তোমাদের ব্রাহ্মসমাজ হইতে শত সহস্র সম্প্রদায় উৎপন্ন হইবে। যাঁহারা এখন পরস্পর অত্যন্ত অন্তরের বন্ধু তাঁহাদের মধ্যেও সময়ে সময়ে বিবাদ হইয়া অবশেষে ঘোর বিচ্ছেদ হইবে। সেই উচ্চ ভূমি প্রাণযোগ ভিন্ন আর কিছুতেই আত্মায় আত্মায় চিরস্থায়ী যোগ হইতে পারে না। ঈশ্বর প্রাণস্বরূপ, তাঁহার সঙ্গে প্রাণযোগে আমরা প্রাণী, কেবল এই যোগেই আমরা তাঁহার চরণে চিরকাল একত্র থাকিতে পারি। মুখ যে দিকে থাকে থাকুক, হস্ত যাহা করে করুক, বাসনা যে দিকে যায় যাক, মত ভিন্ন হয় হউক, কিন্তু সকলেরই প্রাণ সেই এক সাধারণ উচ্চ ভূমির উপর স্থাপিত। ঈশ্বর সকলের প্রাণের প্রাণ। আমরা সকলেই ঈশ্বরপ্রাণে প্রাণী; আর সহস্র বিষয়ে প্রভেদ থাকুক না কেন, এই প্রাণযোগে কাহারও সঙ্গে ভিন্নতা নাই। ইহার উপর আমাদের কোন হস্ত নাই। মতের পরিবর্ত্তন হইতে পারে, ভাবের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে, অভিসন্ধির স্বতন্ত্রতা থাকিতে পারে; কিন্তু প্রাণযোগ চিরকালই ঈশ্বরের চরণে এক প্রকার থাকিবে। অতএব যদি ঈশ্বরের চিরস্থায়ী পরিবার গঠন করিতে চাও, তবে এই নিগূঢ় নিত্যকালস্থায়ী প্রাণযোগে বদ্ধ হও। যখন এই যোগ স্থাপিত হয়, আর আর সহস্র প্রকার ভিন্নতা ইহা ভাঙ্গিতে পারে না। চিন্তা, মত, ভাব, ইচ্ছা এবং কার্য্য ইত্যাদি

সম্পর্কে চিরকালই মনুষ্যের প্রভেদ থাকিবে এবং সেই প্রভেদ থাকা ঈশ্বরের অভিপ্রেত, সুতরাং নিতান্ত আবশ্যক এবং কল্যাণদায়ক।

বুদ্ধি কখনই ব্রাহ্ম পরিবারের নির্ম্মাতা হইতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজ বুদ্ধিকে রাজা করিয়া একটী বৌদ্ধ পরিবার রচনা করিবার জন্য সংস্থাপিত হয় নাই। বুদ্ধিগত সহস্র প্রকার মতভেদ হউক না কেন, পরস্পরের প্রাণের যোগ হইলেই ব্রাহ্মপরিবার সংগঠিত হইবে। একজন ল্যাপলাণ্ডবাসী এবং আর একজন ভারতবর্ষবাসী, হয় ত তাঁহাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ, কিন্তু যেখানে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রাণের যোগ সেই গূঢ়তম স্থানে যাও, দেখিবে তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। যখন "অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও" এ সকল প্রার্থনা করি, তখন শত শত লোকের প্রাণ এক প্রাণ হয়, শত শত লোকের রসনা এক রসনা হয়। কারণ মুলেতে এই কথা ঠিক যে আমরা সকলেই ঈশ্বরেতে বাঁচিয়া আছি। বৃক্ষের প্রত্যেক ডালকে জিজ্ঞাসা কর, প্রত্যেকেই এই কথা বলিবে, যতক্ষণ বৃক্ষের মূল আমাকে পুষ্টি ও বল দেয় ততক্ষণ আমার প্রাণ—ইহা ভিন্ন আমি বাঁচি না। ব্রহ্মসন্তানকে জিজ্ঞাসা কর, তিনিও সেইরূপ বলিবেন, যতক্ষণ ব্রহ্ম আমার জীবন, ততক্ষণ আমি প্রাণী। তাঁহাকে ছাড়িয়া আমি এক পলক বাঁচি না। সকল বিভিন্নতা ঘুচিয়া যায় যখন ব্রহ্মভূমিতে দণ্ডায়মান হই। এই ভূমিতে দাঁড়াইয়া ইংলণ্ড কি পরলোক যেখানেই কেন যাও না, বিচ্ছেদের ভয় নাই। এই উচ্চ ভূমিতে দাঁড়াইয়া যে পরস্পরের সঙ্গে যোগ তাহার বিনাশ নাই। এই ভূমির উপর যে প্রেমবৃক্ষ তাহার

আর মৃত্যু নাই। কিন্তু সেই স্বর্গীয় বৃক্ষ আনিয়া যদি বুদ্ধিভূমিতে রোপণ কর, তবে নিশ্চয়ই তাহা শুকাইয়া যাইবে।

বন্ধুগণ, সাবধান, বুদ্ধির উপর কখনও তোমাদের যোগ স্থাপন করিও না। আমাদের যাহা কিছু সাধুতা এবং পবিত্রতা সকলই এক উৎস হইতে আসিতেছে, তবে কেন আমরা অহঙ্কার করিয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মরি। জন্ম যখন হইল, তখন যিনি আমাদিগকে সৃজন করিলেন, দ্বিজ যখন হইলাম, তখনও সেই ঈশ্বরই আমাদের প্রাণরূপে প্রকাশিত হইলেন। তিনি যেমন প্রতিজনের জীবনের মূল, তেমনই আবার আমাদের পরিবারের মূল। ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকারা শাখা প্রশাখার ন্যায় তাঁহাতে সম্বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ঈশ্বরের চরণতলে ভিন্ন আর কোথাও এই পরিবারের বন্ধন হইতে পারে না। বুদ্ধি এবং বুদ্ধিরচিত পুস্তকরজ্জু কি স্বাধীন মনুষ্যকে বদ্ধ রাখিতে পারে? অতএব বারম্বার তোমাদিগকে বিনয় করিয়া বলিতেছি, পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সেই গূঢ়তম প্রাণযোগে বদ্ধ হও। এই যোগে ভিন্নতা নাই। যখন এই যোগে সকলে সংযুক্ত হইবে, তখন তোমার আমার বলিবার থাকিবে না, সকলই ঈশ্বরের। তুমি সুন্দর হও, আমি বিশ্রী হই; তুমি ধনী হও, আমি দরিদ্র হই; তুমি জ্ঞানী হও, আমি মূর্খ হই, ইহাতে কোন ক্ষতি নাই, যদি কেবল আমাদের মধ্যে প্রাণযোগ থাকে। সে স্থানে এ সকল নীচেকার স্রোত উঠিতে পারে না। সেই ভূমি অতি উচ্চ। সে ভূমিতে বিবাদ নাই, বিরোধ নাই, বিচ্ছেদ নাই, সেখানে নিত্য শান্তি, নিত্য পুণ্য, নিত্য প্রেম বিরাজ করিতেছে। এক ঈশ্বর আমাদের সকলের পিতা, এবং তাঁহার সঙ্গে এই সম্পর্ক চিরকাল

থাকিবে। শরীর পড়িয়া থাকিবে শ্মশানে; কিন্তু আত্মা চিরকাল ঈশ্বরেতে বাঁচিয়া থাকিবে, এবং তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিবে। এই সংসারের যাহা কিছু দেহ কিম্বা মনের দ্বারা গ্রহণ করি সকলই পড়িয়া থাকিবে; কিন্তু পিতার সঙ্গে যে আমার প্রাণের যোগ তাহার কিছুমাত্র হ্রাস হইবে না। অতএব যদি যথার্থ ঐক্যমত স্থাপন করিতে চাও, তবে আগে পিতার চরণে এক প্রাণ হও। সেই নিগূঢ় আধ্যাত্মিক যোগ সাধন কর। সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হস্তে আত্ম-সমর্পণ কর, তোমার সর্ব্বস্ব তাঁহাকে দাও, সকলেই যাঁহার সন্তান তাঁহার কাছে মনের কথা বল, তিনি জানেন কেমন করিয়া পরিবার করিতে হয়।

মতভেদ অথবা দলাদলি যাহাকে বলে তাহা স্বর্গরাজ্যের নয়, মতের একতার উপর কখনই ব্রাহ্মপরিবার সংগঠিত হইবে না। অতএব বুদ্ধি এবং মতের সহস্র প্রকার প্রভেদ সত্ত্বেও জগতের সমুদয় নর নারীকে ঈশ্বরের পুত্র কন্যা বলিয়া গ্রহণ কর। যেমন ঈশ্বরকে অস্বীকার করা মহাপাপ, কোন ভাই ভগিনীকে হৃদয় হইতে কাটিয়া ফেলাও তেমনই পাপ। জগতের সমুদয় নর নারী অভিন্নপ্রাণ, যেখানে থাকি না কেন—কি ইহলোক কি পরলোক, ঈশ্বরের সমুদয় নর নারীদের যাহাতে মঙ্গল হয় তাহা প্রার্থনা করিতে হইবে। নতুবা ঈশ্বরের পরিবারে প্রবেশ করিতে পারি না। এই প্রকার নিগূঢ় প্রাণযোগ হইলেই জগতের পরিত্রাণ হইবে। কোন্ শতাব্দীতে হইবে জানি না; কিন্তু ঈশ্বরের সন্তানগণ, এই যোগে আবদ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই একদিন একটী স্বর্গীয় পরিবার সাধন করিবেন। দয়াময় পিতা জানেন ইহা ভিন্ন তাঁহার কোন সন্তানই বাঁচিবে না। এইরূপ

আধ্যাত্মিক ভাবে ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে যোগ সাধন করা সামান্য ব্যাপার নহে। ইহা অতি গুরুতর এবং কঠিন ব্রত, কিন্তু তাহা বলিয়া ইহা ছাড়িলে চলিবে না। কোন ভাই কিম্বা কোন ভগিনীকে সহস্র দোষ কিম্বা সহস্র মতভেদ সত্ত্বেও হৃদয় হইতে, প্রাণের মূল হইতে কাটিয়া ফেলিতে পার না। সকলে সেই সর্ব্বমূলাধার এক প্রাণকে ধারণ কর, পরিবার সাধন সহজ হইবে। ঈশ্বর প্রেমরাজ্যের রাজা। তিনিই প্রেমরাজ্য স্থাপন করিবেন।

ব্রাহ্মসমাজের সহিত উদ্বাহ।

রবিবার, ৪ঠা চৈত্র, ১৭৯৪ শক ; ১৬ই মার্চ্চ, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

প্রকৃত উদ্বাহতত্ত্ব এখনও আমাদের পাঠ করা হয় নাই। ব্রাহ্মগণ, যথার্থ বিবাহপদ্ধতি এখনও তোমাদের মধ্যে সংস্থাপিত হয় নাই। তোমরা যে বিবাহ করিয়াছ, তাহা অপেক্ষা তোমাদের মধ্যে নির্ম্মলতর, উচ্চতর বিবাহ চাই। সেই বিবাহ কখন হইবে জানি না ; কিন্তু তাহা ভিন্ন কাহারও অন্তরে যথার্থ শান্তি আসিতে পারে না। সেই বিবাহের লক্ষণ কি এবং সেই বিবাহ কাহার সঙ্গে, তোমরা কি তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ? সেই বিবাহ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে। "আমার পরিবারের সঙ্গে উদ্বাহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হও," প্রত্যেক নর নারীর প্রতি ঈশ্বরের এই গম্ভীর আদেশ। যতদিন এই প্রকৃত বিবাহ না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত কাহারও আত্মার মঙ্গল নাই। বন্ধুগণ, এই বিবাহ কতদূর নিকটতর হইতেছে তোমরা প্রত্যেকে ভাবিয়া দেখ। লোকে জানে তোমরা ব্রাহ্মসমাজের সভ্য, ব্রহ্মমন্দিরে

দীক্ষিত হইয়া ব্রাহ্মপরিবারভুক্ত হইয়াছ; এ সকল পৃথিবীর নীচ ইতর কথা, ইহাতে যে তোমাদের কাহারও ব্রাহ্মপরিবারের সঙ্গে যথার্থ উদ্বাহ হইয়াছে তাঁহার কোন প্রমাণ নাই। এ সকল কথাতে কোন গভীরতা, উচ্চতা, এবং মিষ্টতা নাই। তোমরা একটী সভার সভ্য হইয়াছ। সাক্ষী কে? কয়েকজন নর নারী এবং ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে কি তোমাদের সেই প্রকার সম্বন্ধ, যেমন পৃথিবীর অন্যান্য ক্ষুদ্র সভার সঙ্গে তোমাদের যোগ? পুস্তকে নাম স্বাক্ষর করিলে অথবা কতকগুলি লোকের সমক্ষে প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করিলে কি জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়, না ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যথার্থ যোগ সংস্থাপিত হয়?

যাহারা কেবল কতকগুলি মতের ঐক্য দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হয়, তাহারা বাস্তবিক যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ চিনিতে পারে নাই। তাহারা কিছুদিনের জন্য আপনাদের কল্পিত একটী সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক করিয়াছে, যাই পরস্পরের মতের অমিল হইবে অমনই পলায়ন করিবে, তখন দেখিবে কাহারও সঙ্গে কাহারও যোগ নাই, সেই কল্পিত সভা বায়ুতে বিলীন হইয়াছে। তাহাদের যে যোগ দেখিয়াছিলাম তাহা ঐহিক, বাহ্যিক এবং নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। সভা কি? লোকের সমষ্টি। মতে কতকগুলি লোকের ঐক্য হইল, অমনই তাহারা এক দল হইল, এবং জগতে তাহারা ব্রাহ্মদল বলিয়া পরিচিত হইল; কিন্তু তোমরা নিশ্চয় জানিও ইহা সেই আদর্শ ব্রাহ্মসমাজ নহে। যদি যথার্থ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইতে চাও, তবে সেই কল্পিত ইতর সম্পর্ক ছাড়িয়া উচ্চ ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। ঈশ্বরের প্রেমমন্ত্র শুনিয়া তাঁহার পবিত্র পরিবারের সঙ্গে

উদ্বাহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হইবে। ব্রাহ্ম হও, ব্রাহ্মিকা হও, তোমাদের প্রতিজনের হৃদয় সেই আদর্শসমাজের সঙ্গে পবিত্র উদ্বাহযোগে আবদ্ধ করিতে হইবে। সেই যোগ এমনই নিগূঢ় এবং অটল, সেই সম্পর্ক এমনই বিশুদ্ধ এবং মধুর যে, আমাদের পতিত দেশ তাহা বুঝিতে পারে না। কেবল শরীর মনের যোগ, অথবা কেবল হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ বিবাহ নহে, কিন্তু আত্মায় আত্মায় যে চিরকালের বন্ধন তাহাই যথার্থ বিবাহ। ঈশ্বরের প্রেম এই বিবাহের মন্ত্র, এবং তিনিই স্বয়ং এই আধ্যাত্মিক বিবাহের পুরোহিত।

এইরূপে যাহাদের বিবাহ হয় নাই, তাহারা কেন পরস্পরকে ভালবাসে, এবং কি ভাবে তাহারা পরস্পরের সেবা করে, তাহা তাহারাই জানে। কিন্তু যথার্থ ব্রাহ্ম এবং যথার্থ ব্রাহ্মিকা কখনই নিকৃষ্ট অভিসন্ধি সাধন করিবার জন্য কাহাকেও আপনার হৃদয় প্রাণ দিতে পারেন না। ঈশ্বরের আদেশ ভিন্ন তাঁহারা পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হইতে পারেন না, তাঁহাদের যে যোগ তাহার মূলে ঈশ্বরের পবিত্র প্রেম বিদ্যমান। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সেই যোগের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। সেই যোগ হইলে দুঃখী ম্লান বলিয়া কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন না, সহস্র দোষ দেখিলেও কেহ কাহাকে ঘৃণা করেন না; কিন্তু সর্ব্বদাই তাঁহাদের মধ্যে ক্ষমা বিরাজ করে। স্ত্রী পুরুষে কি বিবাদ হয় না? কিন্তু সেই বিবাদ, এবং সেই বিচ্ছেদের পর তাঁহাদের প্রণয় আরও দৃঢ়ীভূত হয়। তাঁহাদের যোগ পাঁচ বৎসর কিম্বা দশ বৎসরের জন্য নয়, কিন্তু যতদিন বাঁচিয়া থাকিবেন ততদিনের জন্য, ততদিন প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরকে সাহায্য দিবেন। মুখে না বলুন,

অন্তরে অন্তরে তাঁহারা জানেন, তাঁহাদের যোগ কথনও বিনষ্ট হইবার নহে ; জীবনের শেষ হইলেও তাঁহাদের প্রণয়ের হ্রাস হইবে না ; তাঁহাদের যোগ এমনই নিগূঢ় এবং বদ্ধমূল যে, দূর দেশে থাকিলেও তাঁহারা পরস্পরের মনের মধ্যে বাস করেন। যদি অন্তরের যোগ থাকে, কথন কথন অপ্রণয় কিম্বা প্রণয় শিথিল হইল তাহাতে ক্ষতি কি? যদিও এইরূপ আধ্যাত্মিক বিবাহের পবিত্রতম আদর্শ অদ্যাবধি পৃথিবীতে দেখিতে পাই না ; কিন্তু যে পর্য্যন্ত এই প্রকারে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে প্রত্যেকের উদ্বাহ না হইবে, ততদিন পরিত্রাণের দ্বার রুদ্ধ থাকিবে।

এই প্রকার যোগ আমাদের মধ্যে কিরূপে হইবে? ব্রাহ্মসমাজ কি? ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের পরিবার, ঈশ্বরের ঘর, যাহা তিনি স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেই আদর্শ-ব্রাহ্মসমাজ, সেই আদর্শ ঈশ্বরের সন্তানমণ্ডলীকে আমরা স্বর্গ বলি, ব্রাহ্মসমাজ বলি। সেই ব্রাহ্মসমাজ, এদেশে, লাহোরে কিম্বা বম্বে নাই। ঈশ্বরের সেই আদর্শ পরিবার, তাঁহার সেই ব্রাহ্মসমাজ কোন দেশ কিম্বা কোন কালে বদ্ধ হইতে পারে না। তাহা অতি প্রশস্ত এবং চিরস্থায়ী। সমুদয় মনুষ্যজাতি ইহার সভ্য। সেই আদর্শ পরিবার সেই ব্রাহ্মসমাজ একদিন যথার্থই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহার সঙ্গে যে দিনে কোন আত্মার পবিত্র উদ্বাহ হইবে সেই দিনেই তাঁহার স্বর্গের মিলন হইবে। সেই মিলনের লক্ষণ কি? চিরস্থায়ী প্রেম এবং নিঃস্বার্থপরতা। স্বার্থপরতা সেই স্বর্গীয় বিবাহের বিষম কণ্টক। বন্ধুগণ, যদি সেই যোগ সফল করিতে চাও, তবে সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ হইয়া সেই ব্রাহ্মসমাজের পাণিগ্রহণ করিতে হইবে। নিজের

কুটিল অভিসন্ধি সাধন করিবার জন্য, কিছুদিন ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরাগ দেখাইলে চলিবে না। স্বামী স্ত্রী যেমন সম্পদ বিপদ এবং সুখ দুঃখ সকল অবস্থায় বিবাহের প্রতিজ্ঞা পালন করেন, ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদিগকেও সেইরূপ সকল অবস্থায় সেই স্বর্গীয় উদ্বাহের অঙ্গীকার পালন করিতে হইবে। প্রত্যেককে নিয়ত ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ প্রার্থনা করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজ আমার, আমি ব্রাহ্মসমাজের, ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া কোন মতেই আমি বাঁচিতে পারি না, ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে এই প্রকার নিগূঢ় যোগ স্থাপন করিতে হইবে। তোমরা জানিতে পারিবে না, কেন তোমাদের মন ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। যে বিবাহ করিয়াছে, সে যথার্থরূপে ব্রাহ্মসমাজকে বরণ করিয়াছে, সে জানে যে সে চিরদিনের জন্য ইহাকে বরণ করিয়াছে। ঈশ্বরের কৃপায় যে সরল ভাবে চিরকালের জন্য তাঁহার ব্রাহ্মসমাজকে বরণ করিয়াছে, অঙ্গীকার লঙ্ঘনের পাপ তাহাকে কলঙ্কিত করিতে পারে না। তবে যে মতভেদ কিম্বা অন্য কোন সামান্য কারণে অনেক লোককে ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিতে দেখা যায়, তাহার নিগূঢ় কারণ এই যে, তাহাদের যোগ বাস্তবিক সেই আদর্শ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ছিল না।

ব্রাহ্মসমাজের পাণিগ্রহণ করিয়া আবার তাহা ছাড়িতে পারে, ইহা নিতান্ত উপহাসের কথা। ক্রোধ, লোভ কিম্বা হিংসায় পড়িয়া অথবা অন্য কোন পাপের বশীভূত হইয়া যাহারা সমাজ ছাড়িয়া চলিয়া যায় তাহারা ব্রাহ্ম নহে, কিন্তু তাহারা ব্রাহ্মসমাজের ভয়ানক শত্রু। ব্রাহ্ম বলিলেই কেহ ব্রাহ্ম হয় না, অথবা তোমার আমার কথায় কেহই ব্রাহ্ম হইতে পারে না। যিনি যথার্থ ব্রাহ্ম তাঁহার

পক্ষে ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া যাওয়া অসম্ভব। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে একবার বিশুদ্ধতম প্রাণযোগে আবদ্ধ হইয়া, কেহই আবার তাহা হইতে প্রাণ ছাড়িয়া লইতে পারে না। কিছুদিনের জন্য হৃদয় প্রাণ বন্ধক দিয়া কেহই যথার্থরূপে ঈশ্বরের পবিত্র পরিবার-ভুক্ত হইতে পারে না; কিন্তু যিনি চিরদিনের জন্য আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন তিনিই কেবল তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। সতী স্ত্রী কি বলিতে পারেন, "আমি কেবল কিছুদিনের জন্য স্বামীকে হৃদয় দান করিয়াছি, ইচ্ছা হইলেই তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারি।" স্বামী রোগী হউন, দরিদ্র হউন, মূর্খ হউন, কিম্বা অধার্ম্মিক হউন, স্ত্রী যদি সতী হন তাঁহাকে বলিতেই হইবে যে, আমি স্বামীর চিরদিনের। সেইরূপ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যাঁহার যথার্থ বিবাহ হইয়াছে, রোগে শোকে, পাপে দুঃখে, চিরকালই তিনি ব্রাহ্মসমাজের থাকিবেন। সতী স্ত্রী যেমন স্বভাবতঃই এই কথা বলেন যে, "আমি স্বামীর চিরদিনের," সেইরূপ প্রত্যেক ব্রাহ্ম এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মিকা অসঙ্কুচিত হইয়া বলিতে পারেন যে, আমি চিরদিনের জন্য ব্রাহ্মসমাজের।

কোন পুস্তক কিম্বা কোন মনুষ্য এই কথা শিখাইয়া দিতে পারে না; কিন্তু ঈশ্বরের দয়ায় যাঁহার আত্মা স্বভাবতঃই ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে উদ্বাহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছে, তিনিই কেবল সাহস করিয়া এই কথা বলিতে পারেন। জগৎ এই কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারে না; ইহা পরিহাস করিয়া বলে, আদর্শ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে আবার উদ্বাহ কি? যাঁহার আত্মা পিতার পরিবারের সঙ্গে এক প্রাণ হইয়া গিয়াছে তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতে পারেন যে, আমি চিরদিনের জন্য এই পরিবারের। স্ত্রী যখন পর্য্যন্ত পতিপরায়ণা সতী হন নাই, যদি এক মিনিটের

মধ্যে নিশ্চিতরূপে এই কথা বলিতে না পারেন যে, আমি চিরদিনের জন্য স্বামীর। সেইরূপ তিনি যথার্থ ব্রাহ্ম কিম্বা ব্রাহ্মিকা নহেন, যিনি সহজেই এই কথা বলিতে না পারেন যে, "আমি চিরকালের জন্য ব্রাহ্মসমাজের, এবং আমি কখনও যে ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িতে পারি ইহা অসম্ভব।" যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের নিরাকার সন্তানদিগের সমষ্টি। সেই আধ্যাত্মিক সমাজকে বিবাহ করা সামান্য ব্যাপার নহে। কিন্তু যে দিন কাহারও জীবনে এই ব্যাপার সম্পন্ন হইবে, সেই দিনেই পৃথিবীতে স্বর্গ এবং তাঁহার সঙ্গে ব্রাহ্মপরিবারের মহাযোগ আরম্ভ হইবে। একবার যদি এই বিশুদ্ধতম বিবাহ-প্রণালী সংস্থাপিত হয়, পরে বংশপরম্পরায় সকলের জীবনে এই বিবাহ সম্পন্ন হইবে। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা এখানেই সেই স্বর্গীয় যোগের পূর্ব্বাভাস দেখিয়া যাইবেন!

কিন্তু পৃথিবীতে এই বিবাহ অতি বিরল। ব্রাহ্মসমাজে যদি ইহার পাঁচটী কিম্বা দশটী দৃষ্টান্তও দেখাইতে পার, তাহা হইলেও আশা করিতে পারি যে পৃথিবীতে অচিরেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু ধন্য জগদীশ! তাঁহার কৃপায় আশাতে আমাদের হৃদয় বিস্ফারিত হইতেছে। আশা-নয়নে আমরা দেখিতেছি, সেই দিন নিকট হইতেছে যখন জগতে শত শত লোক এই বিবাহ করিয়া পৃথিবীকে ধন্য করিবে। এইরূপ আধ্যাত্মিক পবিত্র বিবাহ ভিন্ন কখনই মনুষ্যজাতি একটী সুন্দর পবিত্র পরিবারে পরিণত হইতে পারে না। ইহার অভাবেই জগতে এতকাল সম্প্রদায় হইয়া আসিতেছে, এবং যেখানে ইহার অভাব সেই স্থানে নিশ্চয়ই শত শত সম্প্রদায় হইবে। ইহা ছাড়িয়া যাহারা মতের দ্বারা ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে যোগ করিতে যায়

তাহারা শীঘ্রই প্রবঞ্চিত হয়। পৃথিবীতে কত জাতি বারম্বার এইরূপে প্রতারিত হইয়াছে। এই পথ ছাড়িয়া যদি তোমরা অন্য পথ অবলম্বন কর, নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে একদিন ভ্রাতৃবিচ্ছেদ হইবে এবং তাহা হইতে শত শত সম্প্রদায় উৎপন্ন হইবে। অতএব বন্ধুগণ, আর জ্ঞানের অহঙ্কার করিয়া সম্প্রদায় সৃজন করিও না। প্রাণের যোগ যেখানে, মতের অমিল সেখানে কিছুই করিতে পারে না। প্রাণের যোগে চিরদিনের জন্য পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ হও, দেখিবে কোন প্রকার বিভিন্নতা তোমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না।

যদি পৃথিবীর সামান্য বিবাহ চিরদিনের জন্য হইল, তাহা হইলে স্বর্গরাজ্যের ধর্ম্মের বিবাহ অস্থায়ী হইতে পারে, ইহা কোন মতেই আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। ঈশ্বর যে বিবাহের পুরোহিত সে বিবাহের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইতে পারে, ইহা কখনই মনে করিতে পারি না। তিনি স্বয়ং যাহাকে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে উদ্বাহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন, সে আবার ছাড়িয়া যাইতে পারে ইহা অসম্ভব। অতএব, ভ্রাতৃগণ, ভগ্নিগণ, মিনতি করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি, আর বিলম্ব করিও না, ঈশ্বর যে মন্ত্র দান করিতেছেন তাহা গ্রহণ কর, তাঁহার বশীভূত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে বিবাহের প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর কর। জগতে এই স্বর্গীয় বিবাহ তোমরা প্রচার কর। যে দিন এইরূপে আত্মার আত্মায়, ঘরে ঘরে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, দেশে দেশে, এই উদ্বাহতত্ত্ব প্রকাশিত হইবে, সে দিন পৃথিবীতে এক নূতন শোভা হইবে। সাধন কর, সাধন ভিন্ন এমন গূঢ় বিষয় কখনই কেহ আয়ত্ত করিতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইয়াছ, এই বলিয়া আর দম্ভ করিও না। কে বলিতে পারে যে তোমরা

সেই কল্পিত ব্রাহ্মসমাজ হইতে পাঁচ দিন কিম্বা পাঁচ বৎসর পরে ছাড়িয়া যাইতে পারে না।

কত লোককে দেখিলাম, যাই একটু সামান্য অসুবিধা হইল অমনই ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। এই কি ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার কথা? ব্রাহ্মসমাজকে যে একবার গ্রহণ করে তাহার আর ইহা ছাড়িবার অধিকার নাই। এখান হইতে পলায়ন করিবার সাধ্য নাই। যদি প্রয়োজন হয় রক্ত দিতে হইবে, তথাপি ব্রাহ্মসমাজকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। কোন ব্রাহ্ম কিম্বা কোন ব্রাহ্মিকা আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজকে ছাড়িয়া যান নাই, তবে যে অনেকের পতন দেখিতেছি তাঁহারা কেহই বাস্তবিক ব্রাহ্ম ছিলেন না। যাহারা দল বাড়াইবার জন্য কিম্বা টাকা পাইবার জন্য অথবা অন্য কোন অভিসন্ধি সাধন করিবার জন্য, ব্রাহ্মসমাজের সভা বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারাই বন্ধুদিগের বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিয়া পলায়ন করে। যাঁহারা ঈশ্বরের সন্নিধানে চিরস্থায়ী অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করিয়া ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা হইয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া যাওয়া তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। প্রহরী তাঁহাদিগকে যাইতে দেন না। ইহ পরলোকে যেখানে চলিয়া যাউন কেহই কাহাকে ছাড়িতে পারেন না। সহস্র মতভেদ ও সহস্র দোষ সত্বেও তাঁহারা পরস্পরের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্ধনে সংযুক্ত। ঈশ্বরের কৃপায় তাঁহারা চিরদিনের জন্য পবিত্র মায়ায় বদ্ধ থাকিবেন। ঈশ্বর মধ্যবর্ত্তী হইয়া সেই পবিত্র উদ্বাহযোগে যে দিন সমুদয় জগদ্বাসিগণকে বদ্ধ করিবেন, সেই দিন পৃথিবী স্বর্গ হইবে।

স্বর্গরাজ্য।

রবিবার, ১১ই চৈত্র, ১৭৯৪ শক; ২৩শে মার্চ্চ, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

আমাদের প্রতিজনের গতি উন্নতির দিকে, সমস্ত মনুষ্যজাতির গতি উন্নতির দিকে। কোন্ দিকে আমরা যাইতেছি, এবং আমাদের সম্মুখে কি? বিশ্বাসনয়ন খুলিলে প্রতিজন দেখিতে পাইবেন, বহুদূরে সুন্দর স্বর্গরাজ্য প্রসারিত রহিয়াছে। সেখানে সমুদয় মনুষ্যজাতি সুখ শান্তি এবং স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে সুশোভিত। ভক্তকে উৎসাহী এবং সুখী করিবার জন্য দয়াময় ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার নিকট এই রাজ্য প্রকাশিত করেন। ভক্ত যতই আশা-নয়নে ইহার সৌন্দর্য্য দেখেন, ততই তাঁহাকে ইহার শোভা মোহিত করে। কোথায় এই রাজ্য? পশ্চাতে নয়, কিন্তু সম্মুখে; বর্ত্তমান কালে নয়, কিন্তু ভবিষ্যতে। বর্ত্তমান কালে শান্তি নাই, বর্ত্তমান কালে পৃথিবীতে এমন সুখী কেহই নাই, যাঁহার সমুদয় আশা চরিতার্থ হইয়াছে। ভবিষ্যতে সুখী হইব ইহাই সকলের আশা, এই আশাতেই সকলের আনন্দ। যে স্বর্গরাজ্যের কথা বলিতেছি, ইহা লাভ করিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে দুইটী আশা দিয়াছেন। একটী নিজের সম্পর্কে, অন্যটী জগতের জন্য। প্রত্যেক সাধক এই দুইটী বলের সাহায্যে সম্মুখে এমন একটী ঘর দেখিতে পান যাহা সকলের মন আকর্ষণ করে। মনুষ্যের আশা কি? ভবিষ্যতে এই ঘরে গিয়া সুখী হইব। ইহা কেবল আশা নহে; কিন্তু দয়াময় ঈশ্বর এই শান্তিনিকেতনের যথার্থ পূর্ব্বাভাস এখানেই দিতেছেন, এবং আমাদের প্রত্যেকের এই আশা পূর্ণ করিবার জন্য তিনি আপনি আপনার প্রেমগুণে দায়ী রহিয়াছেন।

যদিও এই ঘর এখন আমাদের পক্ষে অনেক দূরে; কিন্তু দূর হইতেই ঈশ্বর আমাদিগকে ইহার সৌন্দর্য্য দেখাইতেছেন। জ্যোৎস্না আসিয়া যেমন আমাদের চক্ষুতে প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ ভবিষ্যতের সেই স্বর্গরাজ্য যদিও অনেক দূরে, ঈশ্বরের কৃপায় এখনই আমরা ইহার আভাস পাইতেছি। এই পৃথিবীর মধ্যে রাখিয়াই তিনি আমাদিগকে স্বর্গের জন্য প্রস্তুত করিতেছেন। সেই স্বর্গ কি কেবল আমার নিজের জন্য? তাহা নহে। কেন না ঈশ্বর মনুষ্যকে এমন প্রকৃতি দেন নাই যে, সে কেবল এক দিকে আপনারই উন্নতি করিবে। তিনি আমাদের অন্তরের ছুটী আশা অথবা ছুটী বল প্রদান করিয়াছেন, সেই ছুই শক্তি আমাদিগকে ছুদিকে ধাবিত করিতেছে। একটী সময়ের পথে, অন্যটী অনন্তকালের পথে; অথবা একটী নিজের দিকে, অন্যটী জগতের দিকে। এক দিকের স্বর্গরাজ্য অর্থাৎ পরলোকের স্বর্গ সম্পূর্ণরূপে নিরাকার এবং অদৃশ্য, আর এক দিকের অর্থাৎ এই পৃথিবীর স্বর্গ যদিও আপাততঃ সাকার, কিন্তু গূঢ়রূপে দেখিলে ইহাও নিরাকার। এই ছুদিক হইতেই শৃঙ্খল আসিয়া আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে।

ভবিষ্যতে ঈশ্বর আছেন, মৃত্যুর পরেও পরলোকে তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাস থাকিলেই মৃত্যুর সময় আনন্দমনে এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট চলিয়া যাইতে পারি। একাকী পরলোকে চলিয়া যাইব, সেখানে কেবল তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন, এবং তাঁহারই আশ্রয়ে অনন্তকাল সুখী হইব। যদিও এক দিকে ইহা সত্য, কিন্তু ঈশ্বর আমাদিগকে এই স্বার্থপর স্বর্গ সাধন করিবার জন্য সৃজন করেন নাই। আমাদের

প্রকৃতিতে তিনি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষণ সকল দান করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, আমরা সমুদয় ভাই ভগিনী মিলিয়া তাঁহার চরণতলে বাস করি। ভাই ভগ্নীদিগকে ছাড়িয়া একাকী তাঁহার নিকট যাই, ইহা কথনই প্রেমসিন্ধু পিতার ইচ্ছা হইতে পারে না। অতএব তিনি যেমন আমাকে টানিতেছেন, তেমনই আবার আর একটী শৃঙ্খল দ্বারা সকলকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য তিনি আমাদের প্রতি জনকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। আমাদের উপর তিনি এই দুই বল প্রয়োগ করিতেছেন, এবং আমাদের অন্তরে তিনি এই দুই আশা প্রেরণ করিতেছেন। এক, আমি নিজে পরিত্রাণ পাইব, দ্বিতীয়, সকলের সঙ্গে আমি সেই পরিত্রাণ লাভ করিব।

প্রাণের ভাই ভগিনীদের ছাড়িয়া একাকী স্বর্গে যাইব,—এই বেদী হইতে বারম্বার বলা হইয়াছে, সেই কল্পিত স্বার্থপরতার স্বর্গ ব্রাহ্মদিগের গম্যস্থান নহে। স্বর্গ কেবল আমার নিজের সুখের স্থান, ব্রাহ্মেরা কথনই ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন না। মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র এবং আর আর সমুদয় ভাই ভগ্নীদিগকে ফেলিয়া, ত্বরায় পরলোকে গিয়া, কেবল আমি স্বর্গ ভোগ করিব, যে এরূপ মনে করে, কল্পনা তাহার সাধনের আরম্ভ, এবং কল্পনা তাহার সাধনের শেষ, কেন না সে যে স্বর্গ অন্বেষণ করিতেছে, সে স্বর্গ বাস্তবিক কোথাও নাই। কল্পনাতে তাহা নির্ম্মিত এবং কল্পনাতেই তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। জগতের ভাই ভগ্নীদের সেবা করিতে গেলে অনেক কষ্ট অনেক দুঃখ যন্ত্রণা, এবং নানাবিধ নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়, এই ভয়ে যাঁহারা জগৎকে ছাড়িয়া কেবল একাকী স্বর্গ

অন্বেষণ করেন তাঁহাদের সেই স্বার্থপর চেষ্টা কখনই সফল হয় না। কারণ তাহা ধর্ম্মসাধন নহে, কিন্তু ধর্ম্মের নামে কেবল সুখ অন্বেষণ করা। শত শত দুঃখী ভাই এবং শত শত দুঃখিনী ভগিনী যাঁহাদের সঙ্গে এতকাল বাস করিলাম এবং যাঁহাদের সঙ্গে ধর্ম্মযোগে বদ্ধ হইবার জন্য কত যত্ন করিলাম, একটু দুঃখ হইলেই অনায়াসে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া একাকী ধর্ম্মসাধন করিব, যাঁহারা এরূপ মনেও ভাবিতে পারেন, তাঁহারা ঘোর স্বার্থপর এবং কোন মতেই তাঁহারা ঈশ্বরের প্রেমরাজ্যের উপযুক্ত নহেন।

যদি একাকী ধর্ম্মসাধন করিতে হইত, তবে ঈশ্বর কি জন্য আমাদিগকে শত সহস্র ভাই ভগ্নীদিগের মধ্যে সংস্থাপিত করিলেন? ইহাদের প্রতি কি আমাদের কোন কর্ত্তব্য নাই? যতদিন ইহাঁদের সঙ্গে পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিব, ততদিন পরস্পরের জন্য কি কিছুই করিতে হইবে না? প্রত্যেক মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের এই আজ্ঞা যে, তিনি সর্ব্বস্ব দান করিয়া এই পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবেন। যিনি এই পৃথিবীতে পয়সা দেন, এখানে যিনি রক্ত দিয়া শস্য বপন করেন, এবং প্রাণ দিয়া জগতের সেবা করেন, ঈশ্বর তাহা স্মরণ করিয়া রাখেন এবং পরলোকে তিনি সহস্র গুণে তাঁহাকে পুরস্কার বিধান করেন। এখানে যে পরিমাণে জগতের ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে আন্তরিক যোগ, জগতের অতীত সেই পরলোকেও সেই পরিমাণে আমাদের পরস্পরের সঙ্গে যথার্থ যোগ, এবং সেই পরিমাণে ঈশ্বরস্থাপিত সেই যোগজনিত সুখ শান্তি। ভাই ভগ্নীদের সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকের এক একটী বিশেষ কার্য্য আছে। জগতের সমুদয় ভাই ভগ্নীদের লইয়া যথাযথ

পিতা একটী সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন, এইজন্যই তিনি প্রত্যেকের মধ্যে এই গৃহের কিছু না কিছু উপকরণ রাখিয়া দিয়াছেন।

কাহারও মধ্যে জ্ঞান, কাহারও মধ্যে বিশ্বাস, কাহারও মধ্যে প্রেম, কাহারও মধ্যে ভক্তি, কাহারও মধ্যে উৎসাহ, কাহারও মধ্যে পবিত্রতা, কাহারও মধ্যে বিনয়, কাহারও মধ্যে কৃতজ্ঞতা, এইরূপে অল্প কিম্বা অধিক পরিমাণে তাঁহার প্রত্যেক সন্তানের অন্তরে তিনি এ সকল স্বর্গীয় ভাব প্রেরণ করিতেছেন। এ সমুদয় উপকরণ একত্র করিয়া ঈশ্বর একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন। কবে এই গৃহ সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মিত হইবে আমরা জানি না, অঙ্কশাস্ত্র সেই সময় গণনা করিতে পারে না, লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী বৎসর চলিয়া যাইবে, তথাপি হয় ত দেখিব ইহা সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মিত হয় নাই; কিন্তু একদিন ইহা পূর্ণভাবে সংগঠিত হইবেই হইবে।

এই গৃহ নির্ম্মাণ কি আরম্ভ হয় নাই? বিশ্বাস-চক্ষু খুলিয়া ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখ, দেখিবে, এই গৃহ নির্ম্মাণের পক্ষে মনুষ্যপ্রকৃতি ক্রমশঃ কেমন অনুকূল হইয়া আসিতেছে। সৃষ্টি অবধি যুগে যুগে সকল দেশের লোকেরা কেমন আশ্চর্য্যরূপে ইহার আয়োজন করিয়া গিয়াছেন, সে সমুদয় দেখিলে মন পুলকিত হইবে, এবং সহজেই আশা ও উৎসাহে আত্মা পরিপূর্ণ হইবে। যতই ঈশ্বরপ্রেরিত প্রেমরাগে অনুরঞ্জিত হইয়া মনুষ্যজাতির প্রতি দৃষ্টি করিবে, ততই স্পষ্টরূপে দেখিবে যে সকলেরই হস্তে এক একখানি প্রস্তর রহিয়াছে। সকলেই আপনার ক্ষমতানুসারে এই গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছেন। প্রত্যেকের দ্বারা কোন না কোন বিশেষ কার্য্য সাধিত হইতেছে, কাহার হাতে ঈশ্বর কি ভার দিয়াছেন, তাহা তুমিও দেখিতে পাও

না, আমিও দেখিতে পাই না; কিন্তু এমন মনুষ্য পৃথিবীতে নাই যাহাকে এই গৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য ঈশ্বর একটা না একটা বিশেষ ভার অর্পণ করেন নাই। প্রত্যেকের অন্তরে তিনি স্বর্গরাজ্যের আদর্শ রাখিয়া দিয়াছেন, কেন না তিনি জানেন ইহা ভিন্ন মনুষ্যসন্তান কখনই স্বর্গরাজ্য নির্ম্মাণ করিতে পারে না। সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সকলেই ঈশ্বরের কার্য্য করিয়া যান; তাঁহাদের দ্বারা কতদূর কার্য্য হইল হয় ত তাঁহারা নিজেই বুঝিতে পারেন না, যখন তাঁহারা পৃথিবী হইতে চলিয়া যান, তখন বিশ্বাসী জগৎ দেখিতে পায়—অমুক ব্যক্তি এই গৃহ নির্ম্মাণের জন্য এই করিয়াছে।

যিনি যে পরিমাণে ঈশ্বরের এই কার্য্য সাধন করেন, তিনি সেই পরিমাণে ধন্য। অতএব দাম্ভিক হইয়া কাহাকেও ঘৃণা করিও না। এই স্বর্গরাজ্য নির্ম্মাণ করিবার জন্য একটা গরিব বিধবা যদি একটী পয়সা দিতে চায়, তাহাও শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিবে। অতি সামান্য লোককেও তোমরা বিদায় করিয়া দিতে পার না। কাহাকেও তোমরা অহঙ্কার করিয়া ঘৃণা করিতে পার না। সকলেই ঈশ্বরের দাস দাসী। তাঁহার গৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য, কেহ পথ পরিষ্কার করিতেছে, কেহ ধূলি আনিতেছে, কেহ গাছ আনিতেছে, কেহ প্রস্তর আনিতেছে, এইরূপে প্রত্যেকেই অল্প কিম্বা অধিক পরিমাণে কোন না কোন কর্ম্ম করিতেছে। ঈশ্বর কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন না, সকলকেই তিনি তাঁহার কর্ম্মকার বলিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছেন, জ্ঞাতসারে কিম্বা অজ্ঞাতসারে সকলে তাঁহারই কার্য্য করিতেছে; কেহ জানিয়া শুনিয়া করিতেছেন, কেহ অন্ধ হইয়া

করিতেছেন। জন্তু যেমন কাহার দ্রব্য কোথা হইতে আনিল জানে না, সেইরূপ আমাদের মধ্যেও অনেকে জানেন না, কাহার কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার সমুদয় দাস দাসীরাই তাঁহার গৃহে কার্য্য করিতেছে; কিন্তু ধন্য তাঁহারা যাঁহারা জানিয়া শুনিয়া পিতার স্বর্গ নির্ম্মাণ করেন!

ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককেই চান, তিনি জানিয়া শুনিয়াই আমাদিগকে একত্র করিয়াছেন; কোন পুত্র কন্যাকেই তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন না, আমরা কি তাঁহা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী হইলাম, যে সামান্য দোষে আমরা পরস্পরকে বিদায় করিয়া দিব? যে একটী ভাই কিম্বা একটী ভগ্নীকেও হৃদয় হইতে কাটিয়া ফেলিতে পারে, সে বিশ্বাসঘাতক, এবং ঈশ্বরের নিকট ঘোর অপরাধী। নির্ব্বোধ মনুষ্য! তুমি কি জান না, যে একাকী তুমি কিছুই করিতে পার না; ঐ যে বালক ধূলি আনিয়া দিতেছে, তাহাকে ছাড়িলেও তোমার গৃহ নির্ম্মাণ হয় না, নিতান্ত সামান্য কারীকর যে তাহাকেও তুমি বিদায় করিয়া দিতে পার না। এ রাজ্যের গৃহ তেমন নহে যে, কাহারও সাহায্য ভিন্ন অথবা কাহাকেও পরিত্যাগ করিলে, ইহা নির্ম্মিত হইতে পারে। তবে কেন আর অহঙ্কারী হইয়া আমার কার্য্য কেমন সুন্দর, অন্যের কার্য্য অপেক্ষা আমার কার্য্য কেমন মূল্যবান্, এ সমুদয় নীচভাবে আপনার মনকে কলুষিত কর? সকলেই এক প্রভুর কার্য্য করিতেছ, এবং সকলে তাঁহারই উপকরণ দিয়া তাঁহার গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছ, তথাপি কেন তোমাদের অহঙ্কার এবং পরস্পরের প্রতি ঘৃণা দূর হয় না? অতএব সাবধান ঈশ্বরের চিহ্নিত কোন কারীকরকে তোমরা নীচ বলিয়া

ঘৃণা করিও না। শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা যে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আমরাও সেই গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি, হয় ত লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে আমাদের ভবিষ্যদ্বংশ দেখিবে যে এই বৃহৎ গৃহের কেবল এক হস্ত মাত্র প্রাচীর উঠিয়াছে। সম্পূর্ণরূপে ইহা প্রস্তুত হইতে কতকাল লাগিবে কে জানে। কিন্তু প্রেমসিন্ধু ঈশ্বর যদি যথার্থই ন্যায়বান্ এবং অনন্ত জ্ঞানপূর্ণ হন, পৃথিবীতে এক দিন নিশ্চয়ই এই ঘর হইবেই হইবে। ইহাতে যাঁহার বিশ্বাস নাই, এই ভবিষ্যৎ স্বর্গরাজ্য সম্পর্কে যিনি অন্ধকার দেখেন, তিনি কখনই চিরস্থায়ী ব্রাহ্ম নহেন। তাঁহার পক্ষে বর্ত্তমান যতই কেন চাকচিক্যময় হউক না, ভবিষ্যৎ অন্ধকারপূর্ণ। যে ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখিল তাহার পক্ষে বর্ত্তমানকালের সৌন্দর্য্যে কি হইবে? অতএব, ভ্রাতৃগণ, যদি তোমরা চিরদিন ঈশ্বরের হইয়া থাকিতে চাও, তবে প্রাণের সহিত এইটী বিশ্বাস কর যে, ভবিষ্যতে পৃথিবীতে এই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে।

আজ আমরা পাঁচ শত ভাই ভগিনী মিলিত হইয়া ব্রহ্মকে ডাকিতেছি, ভবিষ্যতে কোটী কোটী লোক আমাদের অপেক্ষা সহস্র গুণ বিশ্বাস লইয়া এই ব্রহ্মেরই উপাসনা করিবে। সে দিন মনে কর, সেই প্রেমরাজ্যের সৌন্দর্য্য একবার ভাবিয়া দেখ, অন্তরে আশা এবং উৎসাহ অগ্নির মত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। কোথায় প্রাচীন কালের, কোথায় এখনকার; কোথায় ভারতবর্ষ, কোথায় ইংলণ্ড; সমুদয় কালের এবং সকল দেশের মনুষ্যজাতি এক প্রাণ হইয়া আমাদের প্রেমসিন্ধু পিতার চরণতলে উপস্থিত হইবে, ইহা ভাবিলে কাহার মনে না জীবন সঞ্চারিত হয়?

ইহা কি কল্পনা? আমরা যদি নিশ্চয়রূপে বলিতে না পারি যে, এই পৃথিবীই স্বর্গরাজ্য হইবে, এই দুঃখ পাপে জর্জ্জরিত নর নারী সকলেই দেবভাব ধারণ করিবে, তবে এখনও আমাদের অন্তরে ব্রাহ্মধর্ম্মের সারতত্ত্ব প্রবেশ করে নাই। নিরাকার স্বর্গ ত পরলোকে আছেই; এই পৃথিবীতে যদি সাকার মনুষ্যদিগের মধ্যে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত না হইল, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রয়োজন কি? সেই নিরাকার স্বর্গে যেমন ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন হইতেছে, এখানেও তেমনই তাঁহার ইচ্ছা সম্পন্ন হইবে, ইহাই ব্রাহ্মদিগের আশা ভরসা। পৃথিবীতে অনেক ভ্রম এবং অনেক পাপ আছে, ইহা যথার্থ; কিন্তু ভবিষ্যৎ দেখ, সেই সময় আসিতেছে যখন পৃথিবী হইতে পৌত্তলিকতা, কুসংস্কার, এবং ব্যভিচার পলায়ন করিবে। তখন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, স্বার্থপরতা, হিংসা, দ্বেষ একেবারে চলিয়া যাইবে। কোন পুরুষের কোন স্ত্রীর প্রতি একটীও অপবিত্র ভাব থাকিবে না। সকল অপবিত্রতা চিরকালের জন্য বিদায় লইবে। যিনি যেখানে থাকুন না কেন সকলের হৃদয় এক ঈশ্বরের প্রেমে বদ্ধ হইবে। সমুদয় পৃথিবী একটী আশ্রম হইবে।

যদি এইরূপ শত সহস্র ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মিত হইয়া অবশেষে সমুদয় পৃথিবী একটী ব্রহ্মমন্দির না হয়, তবে ধর্ম্মের জন্য আমাদের এই দশ বারটী লোকের জীবন দান করিবার প্রয়োজন কি? আমরা যাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছি, সমস্ত জগৎ যদি একদিন তাঁহাকে না দেখে, তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম মিথ্যা, এবং আমাদের জীবন অর্থশূন্য! অতএব কেহই নিরাশ হইও না, ঈশ্বর তাঁহার প্রত্যেক পুত্র কন্যার জন্য একটী সুন্দর গৃহ

নির্ম্মাণ করিতেছেন, সেই গৃহে বসিয়া চিরদিন আমরা তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিব, এবং তাঁহার অগণ্য সন্তানদিগের সঙ্গে সম্মিলিত হইব। এস সমস্ত কারীকর, সেই গৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য ঈশ্বর তোমাদের সকলকে এবং প্রত্যেককে ডাকিতেছেন। তাঁহার এই সাধারণ এবং বিশেষ নিমন্ত্রণ শুনিয়া, ভাই ভগ্নী তোমরা সকলে ঈশ্বরের প্রেমপরিবার সংগঠন কর। এই পরিবার নিশ্চয়ই হইবে। কেহই এ বিষয়ে নিরাশ হইও না। মনুষ্য তিনি, যিনি ভবিষ্যতে বাস করেন, এবং তাঁহার আনন্দ এবং উৎসাহের সীমা কি, আশা যাঁহার জীবন। জগৎকে ঈশ্বর প্রেমে বাঁধিতেছেন, তোমরা কেহই প্রতিবন্ধক হইও না, স্বার্থপর হইয়া বলিও না আমি একাকী পরলোকে স্বর্গ ভোগ করিব।

এক স্বর্গরাজ্য পরলোকে, আর এক স্বর্গরাজ্য এই পৃথিবীতে। এই পৃথিবীতেই তোমাদের প্রত্যেককে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে হইবে। ঈশ্বরের নাম লইয়া তাঁহার গৃহে একখানি ইট দাও, একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন কর। ভবিষ্যবংশ দেখিবে তাহা হইতে কোটী কোটী ব্রাহ্মসমাজ উঠিয়া অবশেষে সমস্ত পৃথিবী ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে। একটী বৃক্ষ যদি রোপণ করিতে পার, কোটী কোটী বৎসর পরে হয় ত অসংখ্য লোক তাহার ছায়াতলে বসিয়া শীতল হইবে। সামান্য লোক তোমরা নও; ঈশ্বরের নামে তোমরা এখন যাহা করিবে, কোটী কোটী বৎসর পরে মনুষ্যজাতি তাহার ফল ভোগ করিবে; তোমাদের কয়েক জনের চেষ্টায়, তোমাদের রক্তে এত বড় কার্য্য, ঈশ্বরের এত বড় ঘর প্রস্তুত হইবে, ইহা দেখিয়া কি তোমাদের মনে আশা এবং উৎসাহ সঞ্চারিত হয় না?

তোমাদের জীবনের দ্বারা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে। কে এই কথা বলিতে পারেন? ভক্ত। কেহই বাঁচিবে না, যে এই ভবিষ্যদ্বাক্যে বিশ্বাস না করে। পরলোকের স্বর্গ দূরের কথা। এখানেই স্বর্গ হইবে, এখানেই ভাই ভগিনী সকল পবিত্র হৃদয় হইয়া ঈশ্বরকে দেখিবেন। ঈশ্বরের কৃপায় এই দুই আশা, এই দুই বল তোমাদিগকে উন্নতির দিকে এবং যথার্থ স্বর্গের দিকে ধাবিত করুক।

স্বর্গরাজ্যে বিশ্বাস।

রবিবার, ১৮ই চৈত্র, ১৭৯৪ শক; ৩০শে মার্চ্চ, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, উৎসাহী হও, আনন্দিত হও, অনেকবার পৃথিবী এই শুভ সমাচার শুনিয়া আশাপূর্ণ নয়নে প্রতীক্ষা করিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরপ্রেরিত কত মহাজন এই কথা বলিয়া কত লোকের মনে আশা-দীপ প্রদীপ্ত করিয়া দিলেন, কিন্তু অনেক শতাব্দী চলিয়া গেল, তথাপি স্বর্গরাজ্য আসিল না এবং তাঁহাদের সেই কথা সফল হইল না, ইহা দেখিয়া জগৎ নিরাশ হইল। সকলেই মনে করিতেছে পুরাকালে যাহা পূর্ণ হয় নাই এখন তাহা পূর্ণ হইতে পারে না। পৃথিবীর প্রতি অত্যন্ত অনুরাগের জন্যই হউক, অথবা ঈশ্বর-শূন্য বিদ্যা এবং সভ্যতাপ্রচার জন্যই হউক, ঊনবিংশ শতাব্দীর বর্ত্তমান অবস্থায় স্বর্গরাজ্য অসম্ভব। এখনকার লোকের ধর্ম্মের প্রতি তাদৃশ অনুরাগ নাই, তাহাতে আবার নাস্তিকতা এবং ধর্ম্মশূন্য সভ্যতার উৎপাত। অতএব স্বর্গরাজ্য সম্পর্কে পুরাকাল যেমন বিরোধী, মানবজাতির বর্ত্তমান প্রকৃতিও তেমনই প্রতিকূল।

তবে যে "স্বর্গরাজ্য আসিতেছে" "স্বর্গরাজ্য আসিতেছে" এই কথা উঠিল, ইহা কি মিথ্যা? ইহার গূঢ়তত্ত্ব অবধারণ করিলে দেখিবে যে, হৃদয়ের মধ্যে পরিবার না হইলে বাহিরে কখনই যথার্থ স্বর্গীয় ভ্রাতৃভাব হয় না। অন্তরের স্বর্গরাজ্য আগে, বাহিরের স্বর্গরাজ্য পরে, যখন ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য ভক্তের আত্মাতে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়, তখন আপনা আপনি তাহা যথা সময়ে বাহ্যিকরূপে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশ্বরের পরিবার এখানে নয়, ওখানে নয়, হিমালয়ে নয়, ইংলণ্ডে নয়, কিন্তু মনুষ্যের অন্তরে। এইজন্যই তোমাদিগকে বারম্বার বলিতেছি, আগে হৃদয়ের মধ্যে স্বর্গরাজ্যের সেই আদর্শ ভাল করিয়া দেখ, ভক্তি-প্রেম-নয়নকে তদুপরি স্থির করিয়া রাখ; এইরূপে যতই সুন্দর এবং পরিষ্কাররূপে সেই আদর্শ দেখিতে পাইবে ততই প্রবলবেগে তোমাদের সমুদয় চিন্তা, সমুদয় প্রেম, সমুদয় ইচ্ছা, সমুদয় উদ্যম, এবং সমস্ত জীবন বাহিরে তাহা সাধন করিবার জন্য নিযুক্ত হইবে। অন্তর ভাবপূর্ণ হইলে আপনা আপনি তাহা বাহিরে প্রকাশিত হইবে।

গর্ভস্থ সন্তান যখন সম্পূর্ণাবয়ব লাভ করে, তখন আর ইহা সেই অন্ধকারময় জরায়ু মধ্যে থাকিতে পারে না, দশ মাস যে পৃথিবীর জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, যাই তাহার সমুদয় অঙ্গ পূর্ণ হইল, তখনই সে পৃথিবীতে আসিয়া প্রকাশিত হইল। সেই শিশুকে দেখিয়া সকলের হৃদয় উল্লাসে পূর্ণ হইল। সেইরূপ যখন ভক্তহৃদয়ে স্বর্গরাজ্যের ছবি সম্পূর্ণরূপে চিত্রিত হয়, যথা সময়ে তাহা আপনি পৃথিবীতে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অতএব বন্ধুগণ, তোমাদের আত্মাতে সেই শান্তি-নিকেতনের বীজ অঙ্কুরিত হইতে দাও, তাহা

হইতে যথা সময়ে নিশ্চয়ই স্বর্গরাজ্য প্রসূত হইবে। এইরূপে যদি দশটী আত্মা হইতে ঈশ্বরের এই স্বর্গরাজ্য প্রকাশিত হয়, পৃথিবী নূতন ভাব ধারণ করিবে। তখন যাহাদের হৃদয় হইতে তাহা প্রকাশিত হইবে তাহাদের ত আনন্দ হইবেই, আবার তাহা দেখিয়া জগৎও প্রফুল্ল হইবে। আমাদের মনের ভিতর আদর্শ স্থির হয় নাই, এইজন্তই এ পর্য্যন্ত জগতে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যতদিন এই আদর্শ সম্পর্কে জগতের সংশয় থাকিবে এবং ইহার সঙ্গে পৃথিবীর ধূলি মিশ্রিত থাকিবে, ততদিন কোন মতেই স্বর্গরাজ্য প্রকাশিত হইবার নহে, অথবা একজন কিম্বা দুই জনের দ্বারাও ইহা হইতে পারে না। সমস্ত পৃথিবীতে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, তাহা কি দুই একজনের অনুরাগের দ্বারা হইতে পারে? যে দিন একই সময়ে সকলের হৃদয়ে প্রেম এবং প্রণয়-পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবে, সে দিন দেখিবে স্বর্গ কেমন।

স্বর্গ সাধনের প্রথম মন্ত্র, স্বর্গের আদর্শ দর্শন; দ্বিতীয় মন্ত্র, বাহিরে তাহার অনুরূপ অনুষ্ঠান; তৃতীয় মন্ত্র, ইহাতে পূর্ণ বিশ্বাস। অর্থাৎ স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ভিন্ন কখনই আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন হইতে পারে না। অনেকে বলিতে পারেন, বিশ্বাস করিলেই স্বর্গরাজ্য আসিবে, এ কথা নিতান্ত অমূলক এবং ইহা স্বপ্নের কথা। কিন্তু এখনই এক ঘণ্টার মধ্যে, সমুদয় ভাই ভগ্নীদের ভিতরে, স্বর্গরাজ্য আসিবে, মহাপাপী স্বার্থপর ব্যক্তিরা প্রেম-পরিবার হইবে, যদি তোমরা বিশ্বাস কর, ঈশ্বর এখনই তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। যাঁহারা এক প্রাণ এবং এক হৃদয় হইয়া বলিতে পারেন স্বর্গরাজ্য

না দেখিয়া আজ ঘরে ফিরিয়া যাইব না, নিশ্চয়ই তাঁহাদের নিকট এখনই স্বর্গরাজ্য আসিবে। পরীক্ষা করিয়া দেখ বিশ্বাসের বল কেমন বল, বিশ্বাসই আমাদের পরম বন্ধু, অবিশ্বাসই আমাদের পরম শত্রু। কত মহাত্মা জন্মধারণ করিলেন, কত বড় বড় শাস্ত্র প্রণীত হইল, কত মহাজন পরাস্ত হইলেন ; কিন্তু এত শতাব্দী অতীত হইল, তথাপি কিছুই হইল না, আর আজ কোথায় বঙ্গদেশের কয়েকজন সামান্য লোক পৃথিবীতে স্বর্গ আনিয়া দিবে, ইহা কি সম্ভব ? এই অবিশ্বাস মহাশত্রু আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। যাহারা স্বর্গরাজ্যকে পরিহাস করে তাহাদের কাছে কিরূপে সেই রাজ্য আসিবে ? যদি তোমাদের মধ্যে সর্ষপকণার ন্যায়ও বিশ্বাস থাকে, পর্ব্বতকে বলিবে স্থানান্তরিত হও, পর্ব্বত অমনই স্থানান্তরিত হইবে।

যেখানে বিশ্বাসের বল সেখানে বিঘ্ন বাধা কি করিতে পারে ? তোমরা কি জান না যে, প্রকৃত বিশ্বাসের মূলে সর্ব্বশক্তিমানের অনন্ত বল রহিয়াছে ? স্বর্গীয় বিশ্বাস হইতে স্বর্গীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবে, ইহাতে কে সন্দেহ করিতে পারে ? অতএব কেবল ইচ্ছা করিলে হইবে না ; কিন্তু যথার্থ বিশ্বাস চাই। এতদিন যে পৃথিবী স্বর্গ হয় নাই, ইহার কারণ লোকে ইহা বিশ্বাস করে নাই। যদি প্রত্যেক ব্রাহ্ম সমস্ত ব্রাহ্মসমাজকে বিবাহ করিতে পারেন, পৃথিবী হইতে নিশ্চয়ই সকল প্রকার পাপ অশান্তি চলিয়া যাইবে। এ সকল সত্যে বিশ্বাস কর, দেখিবে অচিরে তোমাদের মধ্যে স্বর্গরাজ্য আসে কি না ? বিশ্বাসের অর্থ কেবল জ্ঞানগত কতকগুলি শুষ্ক মৃত মত নহে ; কিন্তু যাহা দ্বারা কোন বিষয়ে সমস্ত মন, সমস্ত হৃদয় আত্মা এবং সমুদয় জীবন

পরিচালিত হয় তাহাই বিশ্বাস। পৃথিবীকে আমরা বিশ্বাস করি, ইহার অর্থ এই যে আমাদের মন, হৃদয়, ইচ্ছা জীবন সমুদয় ইহাতে নিযুক্ত হইয়াছে, সেইরূপ তিনিই স্বর্গরাজ্যের প্রকৃত বিশ্বাসী যাঁহার জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা এবং সমুদয় জীবন স্বভাবতঃই সেই দিকে ধাবিত হয়। যাঁহার প্রতি আমাদের বিশ্বাস হয় তিনি নিশ্চয়ই আমাদের হৃদয় প্রাণ আকর্ষণ করিবেন, যেখানে অবিশ্বাস সেইখানে টান নাই; এইজন্য ঈশ্বর বলিতেছেন, আগে বিশ্বাসী হও, পরে স্বর্গরাজ্য আপনা আপনি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

যদি সাহস করিয়া বলিতে পার, কালই কলিকাতা নগরে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে হইবে, নতুবা আমাদের সুখ শান্তি নাই, কালই তোমাদের মধ্যে স্বর্গরাজ্য আসিবে। যাঁহারা বিশ্বাস করেন ঈশ্বর এখানে এই মন্দিরে আছেন, তাঁহাদের হৃদয় মন নিশ্চয়ই অনেক পরিমাণে ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। যাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন যে কল্য প্রাতেই স্বর্গরাজ্য আসিবে, তাঁহারা আজই তাহার পূর্ব্বাস্বাদ ভোগ করিতেছেন। বিশ্বাস করিবার পক্ষে ব্যাঘাত অনেক, যদি কাহাকেও একটু রাগ করিতে দেখ অমনই বলিয়া উঠিবে স্বর্গরাজ্য আসিতে আরও তিন হাজার বৎসর বিলম্ব আছে। আবার যখন দেখিতে পাও, যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য ঈশ্বরের পরিবার সাধনের জন্য সমস্ত জীবন সমর্পণ করিলেন, সে সমুদয় প্রচারকদিগের মধ্যেই যখন সম্পূর্ণ কুশল এবং প্রণয় নাই, তখন অন্য লোকের মধ্যে নিঃস্বার্থ প্রেম কিরূপে সম্ভব? যাহারা দিবারাত্র স্বর্গীয় প্রেমের কথা বলিতেছে, তাহাদের মধ্যেই যখন তেমন একটী নিগূঢ় স্বর্গীয় বন্ধন

হয় নাই, তখন কিরূপে অন্ত লোকের মধ্যে স্বর্গরাজ্য আসিতে পারে? যাহারা অবিশ্বাসী এবং নিরাশ হইয়া এইরূপ বৃথা আলোচনা করে, যাহাদের মধ্যে এক বিন্দু ক্ষমা দয়া নাই, তাহাদের মধ্যে কিরূপে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে? কিন্তু বন্ধুগণ যদি প্রেমরাজ্যে বিশ্বাস না কর, তোমাদের মধ্যে যেটুকু প্রেম আছে তাহাও শীঘ্র শুকাইয়া যাইবে।

ঘোরান্ধকার ও মহাবিপদ দেখিয়া প্রচারক তুমি ভীত হইও না। আজ রজনীর অন্ধকার, কিন্তু কাল নিশ্চয়ই প্রেমসূর্য্য প্রকাশিত হইবে। ঈশ্বর বলিতেছেন, পৃথিবীর সমুদয় নর নারী, তাঁহার সমুদয় পুত্র কন্যা আর বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারিবে না, শীঘ্রই স্বর্গীয় প্রেমযোগে তাহারা সম্মিলিত হইবে। ক্ষুদ্র মনুষ্য, তুমি কে যে তাঁহার কথা অস্বীকার করিবে? পাছে অপবিত্র সুখ হইতে বঞ্চিত হই, পৃথিবীর বন্ধু বান্ধব এবং স্ত্রী পুত্রের প্রেম হারাইতে হয় এই ভয়ে আমরা কয়েকজন স্বর্গ চাই না; কিন্তু এইজন্য কি তোমরা মনে করিয়াছ পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য আসিবে না? একদিন আমাদের পাপাসক্তি চূর্ণ করিয়া নিশ্চয়ই ঈশ্বরের পবিত্র রাজ্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবে। অতএব সাবধান হও, কেহই এই রাজ্যের প্রতিবন্ধক হইও না, প্রতিবন্ধক হইলে আপনারাই মরিবে, তাহাতে ঈশ্বরের কিছুই ক্ষতি হইবে না। অবিশ্বাসের কথা চিরদিনের জন্য গঙ্গাজলে নিক্ষেপ কর। তুমি বা কে আমিই বা কে, স্বর্গরাজ্য যিনি আনিবেন, তিনিই আনিবেন। ঈশ্বরের অধীন না হইলে আমরা কেহই বাঁচিব না। পাপের দাসত্ব করিতে করিতে মরিলাম, এখন যদি দয়াময়ের রাজ্য দেখিতে না পাই, তবে আর নিস্তার নাই।

স্বর্গরাজ্যের আদর্শ দৃঢ় করিয়া ধর। বলিও না ইহা বুঝি কল্পনা, কেন না যাই বলিবে ইহা কল্পনা, অমনই তোমার সম্পর্কে ইহা কল্পনা এবং অদৃশ্য হইয়া পড়িবে। যতক্ষণ হৃদয়ের মধ্যে এই রাজ্য দেখিতে না পাইবে, ততক্ষণ নিশ্চয় জানিও, কোন মতেই ইহা তোমার বাহিরে দেখিবার সময় হয় নাই। আগে অন্তরের মধ্যে এই রাজ্য সাধন কর, পরে দেখিবে স্ত্রী পুরুষ সকলেরই মধ্যে আসিয়াছে। ঈশ্বরের কথায় বিশ্বাস কর, জগৎকে বিশ্বাস কর। একটু দয়া করিয়া পৃথিবীকে ভালবাস, ঈশ্বরের পুত্র কন্যার দুঃখ দেখিয়া এক বিন্দু অশ্রুপাত কর, দেখিবে প্রত্যেক নিরাকার ভাই ভগ্নী তোমার হইয়াছেন।

ভাই ভগ্নীদের জন্য না কাঁদিলে কখনই তাঁহাদিগকে পাইবে না। পর হইয়া আর পরস্পরকে দূরে ফেলিয়া রাখিও না। আর কোন ভাই ভগ্নীকে এরূপ বলিও না যে দশ বৎসর যাউক, পরে পরীক্ষা করিয়া তোমাকে ভালবাঁসিব, না জানিয়া শুনিয়া আর কাহাকেও স্বর্গীয় প্রেম ঢালিয়া দিতে পারি না। কিন্তু তুমি কে যে, ঈশ্বরের পুত্র কন্যাকে লইয়া এইরূপ ক্রীড়া করিবে? ঈশ্বর কি তোমাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, যথা সময়ে পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া তুমি তাঁহার সন্তানদিগকে ভালবাসিবে? ভাই ভগিনীদের পাপ পুণ্য বিচার করিয়া তাঁহাদিগকে ভালবাসিবে, কে তোমাদিগকে এই কুৎসিত ভাব শিক্ষা দিল? ঈশ্বর বলিতেছেন, "এখনই আমার পাপী সন্তানদিগকে প্রেম-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া আমার নিকটে লইয়া আইস।" তোমরা কে যে ঈশ্বরের এই কথা লঙ্ঘন করিয়া তোমাদের নিজের বুদ্ধিমতে উপযুক্ত সময়ে তাঁহাদিগকে পরিত্রাণ

দিতে চাও? এখনই যদি প্রতিজনকে ঠিক ভাই এবং ঠিক ভগ্নী বলিয়া ভালবাসিতে না পার, তবে ঈশ্বরের পরিবার পাইলে না, শ্মশানে পড়িয়া কাঁদিতে হইবে। যদি পিত্রালয়ে ঈশ্বরের গৃহে বাস করিতে চাও, পাপী বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারিবে না, কিন্তু একটু দয়া করিয়া তাহার জন্যও পিতার কাছে কাঁদিতে হইবে। যদি তোমরা পরস্পরের দুঃখ দেখিয়া এরূপ দয়ার্দ্র হও, দেখিবে শীঘ্রই পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। মৃত্যুর পর স্বর্গে যাওয়া দূরের কথা, কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের গুণে ইহলোকে থাকিয়াই আমরা স্বর্গ ভোগ করিব। একবার বিশ্বাস করিলেই, একবার ডাকিলেই যদি স্বর্গরাজ্য আসে, তবে কেন বিশ্বাস কর না, কেন ডাক না, কেন আর অচেতন হইয়া থাক? অন্তরের সহিত বল ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই আসিবে, তাহা হইলে শীঘ্রই জগতের দুঃখ দূর হইবে।

বিশ্বাসে স্বর্গরাজ্য।

রবিবার, ২৫শে চৈত্র, ১৭৯৪ শক; ৬ই এপ্রেল, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

যিনি যাহা বিশ্বাস করেন তিনি তাহা দেখিতে পান, এবং যথা সময়ে তিনি তাহা লাভ করেন। যাহা বাঞ্ছা করি, তাহা পাইতে পারি না, যতক্ষণ তদুপরি বিশ্বাস না করি। বিশ্বাস ভিন্ন ঈশ্বরকে পাইতে পারি না, বিশ্বাস ভিন্ন তাঁহার পরিবার পাইতে পারি না। আমরা পাপী, সুতরাং পবিত্র ঈশ্বরকে পাইতে পারি না, যতদিন এই সংস্কার থাকিবে ততদিন তাঁহাকে পাইতে পারি না। সেইরূপ যতদিন মনে করি এই যে ভাই ভগিনী, ইঁহাদের সঙ্গে আমার এক

বিভিন্নতা আছে যে, যত কেন যত্নবান হই না, কোন মতেই ইহাঁদের সঙ্গে মিলনের সম্ভাবনা নাই, ততদিন কখনই আমরা একটী পরিবার হইতে পারি না। বিশ্বাস মনের একটী সামান্য মত, অথবা বুদ্ধির সিদ্ধান্ত, কিম্বা মুখের কথা নহে। ইহা সমস্ত আত্মা এবং সমস্ত জীবনের একটী অবস্থা। যে দিকে বিশ্বাস সে দিকে জীবনের সমস্ত স্রোত প্রবাহিত হয়। যদি একবার তাহাতে অবিশ্বাস হয়, কোন মতেই আর তাহা জীবনের দ্বারা সাধন করিতে পারি না। জগতের পিতা ঈশ্বর অছেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করি, তাঁহাকে পাইবার জন্য; এ জন্যই আমাদের এত চিন্তা, এত অনুরাগ, এবং এত উদ্যম। তাঁহার অস্তিত্বে যদি বিশ্বাস না থাকিত, কেবা ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিত, কেবা ধর্ম্মপ্রচার করিত এবং কেবা উপাসনালয় নির্ম্মাণ করিত? সেরূপ যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, অনন্তকালের সহযাত্রী ভাই ভগ্নী আছেন, তাঁহাদিগকে পাইবার জন্য সহজেই তাঁহাদের জীবন আকৃষ্ট হইবে। অতএব বিশ্বাসই ঈশ্বরের পরিবার প্রাপ্তি সম্বন্ধে মূল মন্ত্র, এবং ইহাই সাধকের প্রথম প্রয়োজনীয়। যখন আমার বিশ্বাস হইল যাঁহারা এই ব্রহ্মমন্দিরে বসিয়া আছেন, ইহাঁরা আমার ভাই ভগিনী, এবং চিরকাল আমরা সকলে মিলিয়া ঈশ্বরের ঘরে বসিতে পারিব, তখন সহজেই ইহাঁদিগকে লাভ করিবার জন্য আমার অন্তরে স্বর্গীয় বাসনা উদিত হইবে। আমরা যে পরস্পরকে লাভ করিতে ইচ্ছা করি না, আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে এত বিরোধ এবং এত অপ্রণয়, ইহার মূল অবিশ্বাস। এখনও আমরা পরস্পরকে ঠিক ভাই ভগিনী বলিয়া বিশ্বাস করি না। পরস্পরকে পর জ্ঞান করি, এবং পরস্পরের সঙ্গে যোগ সাধনের ইচ্ছা নাই।

কেহ কেহ বলেন আমাদের ইচ্ছা আছে, কিন্তু এতদূর বল নাই যে, বিবাদ মীমাংসা করিয়া শীঘ্র সম্মিলিত হই; অর্থাৎ তাঁহাদের ইচ্ছার তেমন বল নাই। কিন্তু যে যথার্থই ভ্রাতাকে ভ্রাতা এবং ভগিনীকে ভগ্নী বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করে, সে কি উদাসীন থাকিতে পারে? ভাই ভগিনীদিগকে লাভ করিতে কেন ব্রাহ্মের অনিচ্ছা হইবে? ভাই ভগিনীকে ছাড়িয়া কি মানব-প্রকৃতি সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? ঈশ্বর কি মনুষ্যকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে সৃষ্টি করিয়াছেন? তবে কেন পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হইবার জন্য প্রবল ইচ্ছা হয় না? এই বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, এই স্বভাবিক সাধু ইচ্ছার শত শত শত্রু আছে। যে সকল হৃদয়ে স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা, অহঙ্কার, দ্বেষ, হিংসা, পরের প্রতি ঔদাসীন্য এবং নিষ্ঠুরতা আছে, সে সমুদয় হৃদয়ে কোন মতেই এই শুভ ইচ্ছার উদ্রেক হয় না। এই শুভ ইচ্ছা এবং ভালবাসা এক; কিন্তু ভালবাসা অসম্ভব যদি অপরের সুখ ও ধর্ম্ম দেখিয়া ঈর্ষা হয়। যতদিন বৈরনির্যাতন করিবার ইচ্ছা আছে, ততদিন কাহারও সঙ্গে আমাদের যথার্থ মিলনের সম্ভাবনা নাই। যতদিন মনের মধ্যে অপবিত্র ভাব থাকে, ততদিন পরস্পরের মধ্যে স্বর্গীয় যোগ অসম্ভব। কোন নারী কিম্বা কোন পুরুষের প্রতি যদি মলিন ভাব থাকে, তাহাদের মধ্যে কখনই মিল হইতে পারে না। কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি মনুষ্যের আন্তরিক শত্রু সকল পরস্পরের প্রতি এই শুভ ইচ্ছা বিনাশ করিতেছে। এই সকল শত্রু দ্বারা প্রত্যেকের হৃদয়স্থ সহজ এবং নিঃস্বার্থ প্রেম বিনষ্ট হইতেছে। এ সকল শত্রুই পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিতেছে।

যে বল পরস্পরকে সংযুক্ত করে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এখনও তাহা নিতান্ত ক্ষীণ; কিন্তু যাহা বিচ্ছিন্ন করে, তাহাই প্রবল রহিয়াছে। তাই ভগিনীদিগকে চিরদিনের জন্য প্রাণের মধ্যে গাঁথিয়া লই, সময়ে সময়ে ব্রহ্মমন্দিরে এবং উপাসনার সময়ে এরূপ ইচ্ছা বটে, কিন্তু সংসারের কার্য্যে নিযুক্ত হই, তখনই তাঁহাদিগকে পর বোধ হয়, তখন তাঁহাদের সুখ্যাতি শুনিলে অমনই হিংসা হয়। সেই শুভ ইচ্ছা বিদ্যুতের ন্যায় আসিয়া অমনই চলিয়া যায়। কিন্তু বিদ্যুতের আলোকে কখনই পরিবার-বন্ধন দৃঢ়ীভূত হয় না। সেই শুভ ইচ্ছা চিরস্থায়ী না হইলে কোন মতেই আমাদের মঙ্গল নাই। কিন্তু যতদিন আমাদের মনের ভিতরে এ সকল শত্রু থাকিবে, ততদিন সহস্র উপদেশ শুনিলেও পরের দুঃখে আমাদের দুঃখ হইবে না। আমাদের নিজের সুখ হইলেই হইল, অপর এবং যাহারা আমাদের ছোট তাহাদের জন্য আমরা কি করিব, যতদিন এই ভাব থাকিবে, ততদিন আমাদের মধ্যে প্রেমের রাজ্য আসিতে পারে না। কি ছোট কি বড় দুঃখী ভাইদিগকে যতদিন ভালবাসিতে ইচ্ছা না হইবে, ততদিন কোন মতেই আমাদের অন্তরে পরিবারের ভাব উপলব্ধ হইবে না। ভাই ভগিনীরা পর রহিলেন, ইহাতে যদি যন্ত্রণা না হয়, তবে নিশ্চয় বুঝিবে যে তাঁহাদিগকে আমরা চাই না। যাই কোন ভাই ভগিনী পর হইলেন, অমনই তাঁহাকে তোমাদের ঘরে লইয়া গিয়া ঈশ্বরের সাক্ষাতে বল, এই যে ইঁহাকে অন্তরে বাঁধিলাম আর কখনই ছাড়িব না। এইরূপ প্রতিজ্ঞাকে একবার অন্তরে স্থান দাও, দেখিবে ভাই ভগিনীদের সঙ্গে বিচ্ছেদ অশান্তি অসম্ভব হইবে। ঈশ্বর আমাদিগকে যেরূপ স্বভাব দিয়াছেন, তাহাতে কখনই

আমরা ভাই ভগিনীদের ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু এ সমুদয় শত্রুকে যতদিন অন্তরে স্থান দিব, ততদিন স্বীকার করিতে হইবে যে ভাই ভগিনীদের প্রতি ভালবাসা জন্মে নাই। যতদিন পিতার জগৎকে ভালবাসিতে না পারিব, ততদিন ইহা নিশ্চয় যে একজনও পৃথিবীতে নাই যাহাকে আমরা যথার্থরূপে ভালবাসি। কাম, ক্রোধ এ সমস্ত নির্ম্মূল করিয়া না ফেলিলে কখনই নিঃস্বার্থ ভাবে তাঁহার সন্তানদিগকে ভালবাসিতে ইচ্ছা জন্মে না।

অতএব যদি অন্তরের এই পশু ভাবকে জয় করিতে পার, তবে ইহলোকেই স্বর্গ দেখিতে পাইবে। এক একটী করিয়া যে রিপু দমন করিতে হইবে তাহা নহে; কিন্তু ঈশ্বরের চরণতলে পড়িয়া ক্রন্দন কর, তিনি স্বর্গ হইতে অগ্নি প্রেরণ করিয়া সমুদয় রিপুর মূল ভস্মীভূত করিবেন। তাঁহা হইতে জলন্ত অগ্নি আসিয়া অন্তরের সমুদয় পাপ দগ্ধ করিবে। তাঁহার শ্রীচরণ হইতে প্রেমস্রোত আসিয়া অন্তরের সমুদয় মলা প্রক্ষালন করিবে। "সেই প্রেমসিন্ধু, জীব যদি পায় তার এক বিন্দু, সেই বিন্দু হয় সিন্ধুপ্রায়, তরঙ্গেতে পাপপুঞ্জ ভেসে যায়।" সেই প্রেমের তরঙ্গ আসিয়া যাহার হৃদয়ে লাগে, তাহার কি আর মলিনতা থাকিতে পারে? অনেকে বলেন, আমরা দুই চার জনকে ভালবাসিতে পারি; কিন্তু সমস্ত জগৎকে আমরা কোন মতেই ভালবাসিতে পারি না, ইহা মিথ্যা কথা। যাহারা ঈশ্বরের সমস্ত জগৎকে ভালবাসিতে পারে না, তাহারা বাস্তবিক কাহাকেও ভালবাসে না। তবে যে তাহারা অনেকের প্রতি ভালবাসা দেখায়, তাহার মূলে নিশ্চয়ই স্বার্থপরতা রহিয়াছে। যথার্থ স্বর্গীয় অকৃত্রিম ভালবাসা পক্ষপাতী নহে, ইহা দোষগুণ-নির্ব্বিশেষে

ঈশ্বরের প্রত্যেক সন্তানকেই আলিঙ্গন করে। তবে পাত্র এবং ঘনিষ্ঠতা বিশেষে প্রেমের অল্পাধিক্য থাকিবেই। একবার যদি ঈশ্বরের প্রেম আমার অন্তরে আসে, নিশ্চয়ই ইহা জগৎকে আলিঙ্গন করিবে; কেন না তাহা আমার প্রেম নহে। যিনি জগৎকে ভালবাসেন, তাহা তাঁহার প্রেম। যাহাদের প্রেমের মূলে স্বার্থপরতা, তাহারা কেবল আপনার লোককেই ভালবাসিতে পারে। আপনার মুখের অন্ন যদি অন্যকে দিতে হয় তাহারা কাঁদিয়া উঠে। কিন্তু যাহারা ঈশ্বর হইতে প্রেম পাইয়াছে তাহাদের প্রেম বাহির হইবেই হইবে। যেমন কৃপাসিন্ধু জগদীশ্বরের প্রেম জগতের জন্য, তেমনই তাঁহার ভক্তের প্রেমও জগতের জন্য। এইজন্যই ভক্তেরা একটী একটী রিপু দমন করিতে চেষ্টা না করিয়া একেবারে ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া প্রেমস্রোত ভিক্ষা করেন। পিতার নিকট প্রার্থনাই তাঁহাদের বল। তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট কেবল এই চান আমাদের পরস্পরকে ভালবাসিতে শিক্ষা দাও। এই ভালবাসা যত বলের সহিত ভক্তহৃদয়ে প্রবেশ করে, তত বলের সহিত ইহা জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সংগ্রাম করিয়া তিনি রিপু দমন করিতে চেষ্টা করেন না, কিন্তু ঈশ্বরের শরণাগত হইয়া গোপনে তিনি জগতের ভাই ভগিনীদিগকে ভালবাসিতে শিক্ষা করেন। জগতের পরিত্রাণের ভার নিজের হাতে লইয়া তিনি পথে পথে দেশে দেশে যাইয়া ভাই ভগিনীদের বিরোধ নিষ্পত্তি করিতে চেষ্টা করেন না, কেন না তিনি জানেন যে নিজের বলে তিনি কাহারও মধ্যে শান্তিরাজ্য আনিতে পারেন না।

বাস্তবিক আমরা নিজে কাহাকেও সদ্ভাব দিতে পারি না, আপনার বলে মাতা পিতা স্ত্রী পুত্রকেও ভালবাসিতে পারি না।

পৃথিবীর প্রেম কৃত্রিম এবং অল্পকাল স্থায়ী, তাহার মধ্যে কলহ বিবাদের কারণ বিদ্যমান। পৃথিবীর প্রেম পাইয়া কেহই সুখী হইতে পারে নাই। আমাদের মধ্যে যথার্থ নিঃস্বার্থ দয়া মায়া হওয়া কত কঠিন; কিন্তু ঈশ্বরকে দেখিলে নিমেষের মধ্যে হৃদয় প্রেমিক হইয়া যায়। তাহাদেরই মধ্যে যথার্থ প্রেম যাহাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেম। যথার্থরূপে স্ত্রী পুরুষ কিম্বা ব্রাহ্ম পরিবারকে ভালবাসার মূলে ঈশ্বরের প্রেম। এই প্রেম ভিন্ন সহস্র যুক্তি দ্বারা কাহাকেও বদ্ধ করিতে পারিবে না। কাম ক্রোধ ইত্যাদি এক একটী রিপু দমন করিয়া এক একবার বন্ধুতা পাইলে, আবার তাহা হারাইলে; এইরূপে যতদিন নিজের হাতে পরিত্রাণের ভার রাখিবে, ততদিন তোমাদের মধ্যে স্বর্গরাজ্য আসিতে পারে না। কেন না জগৎকে ভালবাসিতে তখন পর্য্যন্ত তোমাদের ইচ্ছাও হয় নাই। আগে অমুক ব্যক্তির প্রতি অমুক দেশের প্রতি তোমার ভালবাসা হউক, এইজন্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর। তোমরা ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া যথার্থই ভাই ভগ্নীদিগকে ভালবাসিতে প্রস্তুত কি না, আত্মানুসন্ধান করিয়া দেখ। ঈশ্বরকে হৃদয়ের শুষ্কতা দেখাইয়া বল ইহাদের প্রতি যেন আমার প্রেম হয়। এইরূপে যথার্থই যদি তোমাদের অন্তর ঈশ্বরের নিকট প্রেম ভিক্ষা করে, নিশ্চয়ই তোমরা মহাশত্রুকেও ভালবাসিতে পারিবে। কিন্তু আমি দেখিতেছি তোমাদের মন এখনও তেমন করিয়া প্রেমের সাগর পিতার কাছে প্রেমের জন্ত কাতর হইয়া প্রার্থনা করে না, তাই এতদিন পরেও তোমাদের মধ্যে প্রেমরাজ্য আসিতে পারিতেছে না। এতদিন পর বুঝিলাম তোমাদের ইচ্ছা যে আমি দূর হই, আমার ইচ্ছা যে তোমরা দূর হও। পরস্পরকে

ভাই ভগ্নী বলিতে যদি তেমন ইচ্ছা থাকিত তবে কি আর এ দুর্গতি থাকিত? কাহাকেও প্রেম দিবার জন্য আমাদের অভিলাষ নাই, তাই আমাদের মিলন হয় না।

যাহাকে দেখিলে তুমি বিমুখ হও, কিরূপে তুমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবে? যাহার সুখে তোমার দুঃখ এবং ঈর্ষা হয় এবং যাহার দুঃখে তোমার আনন্দ হয়, কিরূপে তুমি তাহার শুভ ইচ্ছা করিবে? ভালবাসা সামান্য ব্যাপার নহে। যাহার অন্তরে যথার্থ ভালবাসা আছে, সে মহাশত্রুকেও ভালবাসিতে পারে। দূরের পাঁচটীর সঙ্গে থাকিতে তোমার ইচ্ছা হয়; কিন্তু যাঁহাদের সঙ্গে সর্ব্বদা থাক, একত্র আহার কর, একত্র জ্ঞান ধর্ম্ম সাধন কর, তাঁহাদিগকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে না, ইহা কি মনুষ্যের স্বভাব, না ঈশ্বরের অভিপ্রায়? পরস্পরকে ঠিক ভাই ভগিনী বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না এবং পরস্পরকে ভাই ভগিনী বলিয়া ভালবাসিতে আমাদের ইচ্ছা নাই, এই অবিশ্বাস এবং অনিচ্ছা এই দুই মহাশত্রুই আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। যে দিন আমি সমুদয় ভাই ভগিনীকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করিব, এবং তোমরাও সকলকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করিবে, যখন আমাদের এই ইচ্ছার বিনিময় হইবে, তখনই আমাদের মধ্যে স্বর্গরাজ্য আসিবে।

বর্ষান্ত দিনে আত্মসংস্কার।

নিশীথ, শুক্রবার, ৩০শে চৈত্র, ১৭৯৪ শক ;
১১ই এপ্রেল, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

তিন শত পঁয়ষট্টি দিন গত হইল, আমরা বার্ষিক জীবনতরী এক ঘাট হইতে খুলিয়া ক্রমাগত এখানে চলিয়া আসিলাম। সমস্ত বৎসর নানা প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া এখানে আসিলাম। এই এক বৎসর অকূল সাগরে ভাসিতেছিলাম। এক এক সময় চন্দ্র জ্যোৎস্না বিকশিত করিয়া গভীর সমুদ্র কেমন সুন্দর এবং সুস্থির হইতে পারে তাহা নয়নকে বুঝাইতেছিল, কখনও আকাশ ঘন মেঘাবৃত হইয়া আসিল, দেখিতে দেখিতে ভয়ানক বাত্যা উঠিল; সাগরবক্ষ তরঙ্গায়িত হইল; পূর্ব্বের সুন্দর দৃশ্য সকল বিলুপ্ত হইয়া গেল, জীবনতরী টলমল করিতে লাগিল। এক একবার ভয়ানক বেগে তরঙ্গমালা উঠিয়া নৌকা বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। তখন কোথায় মাতা, কোথায় পিতা, কোথায় বন্ধু বান্ধব, ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিলাম। এক একবার মনে হইল বুঝি এই যে সম্মুখে ভীষণ তরঙ্গ, ইহাতেই জীবনতরী চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে; ব্যাকুল হইয়া ভবের নাবিক দীনবন্ধুকে বলিলাম, দয়াময় রক্ষা কর, দয়াময় রক্ষা কর। বলিতে না বলিতে দেখি বাত্যা স্থগিত হইল। বাত্যাও নাই, আর সেই উচ্চ তরঙ্গও নাই।

এইরূপে কখনও ধার্ম্মিক হইয়া নিজেও হাসিতেছিলাম, অন্যকেও হাসাইতেছিলাম, কখনও ঘোর অধার্ম্মিক হইয়া আপনারাও কাঁদিয়াছি এবং কত ভাই ভগ্নীদিগকেও কাঁদাইয়াছি।

কখনও দেখিলাম চারি পাঁচ শত ভাই ভগ্নীর নৌকা একত্র হইয়া এক ঘাটে আসিল, এবং জয় ব্রহ্মের জয়, জয় ব্রহ্মের জয়, সকলের মুখ হইতে এই গম্ভীর উচ্চধ্বনি উঠিল, সকলে নামের সারি গান করিতে করিতে শান্তিধামের উপকূলের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল; কিন্তু দেখিলাম অনেকগুলি নৌকা যাহা আমাদের সঙ্গে ছাড়িয়াছিল তাহার নিদর্শনও নাই। এক বৎসর অকূল সাগরে ভাসিতে ভাসিতে কত মহাজনের ধর্ম্মধন গেল, কে তাহার সংখ্যা করে? অনেক ধন হারাইয়া যাহার যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা লইয়া সকলে এই ঘাটে আসিলাম। এখানে আসিয়া কি দেখিলাম? ভয়ানক শ্মশান। এই শ্মশানের মধ্যে আমাদের জীবনতরীতে যাহা কিছু দুর্গন্ধময় এবং বিপদের কারণ আছে, সে সমুদয় দগ্ধ করিতে হইবে। নতুবা এ স্থান হইতে নৌকা খুলিয়া দিবার আদেশ নাই।

ভাইগণ ভগ্নিগণ, অতএব বলিতেছি, এই বৎসরান্তে কাহার মনে কি ভার আছে, কাহার হৃদয়ে কি দুর্গন্ধ আছে, এবং কাহার মধ্যে কি পাপ আছে, সমুদয় খুলিয়া এই শ্মশানে দগ্ধ কর। দুঃখ পাপভার দগ্ধ হইলে জীবনতরী তোমাদের লঘু হইবে এবং অনায়াসে চলিতে পারিবে। এখানে যাহা দগ্ধ হইবে তাহা প্রাণ নহে, কিন্তু তাহা মৃত্যু; স্বর্গীয় বস্তু নহে, কিন্তু পৃথিবীর আসক্তি। আজ যাঁহারা এই অগ্নিকুণ্ডে পাপ, অধর্ম্ম এবং সকল প্রকার অপবিত্রতা দগ্ধ করিবেন তাঁহাদের হৃদয় উল্লাসে পরিপূর্ণ হইবে। আজ পুরাতন বৎসরকে বিদায় দিবার সঙ্গে সঙ্গে যিনি পুরাতন পশুজীবন পরিত্যাগ করিবেন, এবং নব বৎসর আলিঙ্গন করিবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন মন লাভ করিবেন এবং নব-জীবন-রূপ নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিবেন

তিনিই ধন্য! বন্ধুগণ, আজ তোমরা পুরাতন মলিন বস্ত্র বিসর্জ্জন দিয়া আনন্দ মনে ঈশ্বর হইতে নূতন উজ্জ্বল বসন গ্রহণ কর। পরিবর্ত্তিত পবিত্র মন লইয়া এই ঘাট হইতে জীবনতরী খুলিয়া দাও। সম্পূর্ণরূপে মনকে ঈশ্বরের দিকে ফিরাইয়া লও, কারণ তাঁহার দিকে মন উন্নত না হইলে কখনই যথার্থরূপে হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। কেবল একটী কি দুইটী দুর্দ্দান্ত রিপুকে দমন করিলে হইবে না; কিন্তু সমুদয় রিপুর মূল উৎপাটন করিতে হইবে। একটী পাপ দমন করিলে, আর একটী বলবান হইল, আবার সেইটী পরাজয় করিতে গিয়া আর একটী প্রবল শত্রুর হাতে পড়িলে, এইরূপে কেহই যথার্থরূপে হৃদয় শাসন করিতে সমর্থ হয় না। যদি পবিত্র হৃদয় চাও, তবে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও; তুমি যাহা সহস্র বৎসরে পারিবে না, তাঁহার কৃপাতে নিমেষের মধ্যে তাহা সম্পন্ন হইবে। যে আত্মাতে তাঁহার জন্য ব্যাকুলতা সেখানে কি আর পৃথিবীর জঘন্য পুরাতন মনুষ্য কামী, ক্রোধী, লোভী, অহঙ্কারী এবং দ্বেষী থাকিতে পারে? ঈশ্বরের পবিত্র অগ্নিতে তাহার সমুদয় পাপ দগ্ধ হইয়া যায়।

অতএব যে কেহ আজ পাপ লইয়া আসিয়াছ, তাহা এই অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দাও। রসনা যদি অপবিত্র হইয়া কাহাকেও শক্ত কথা শুনাইয়া থাকে, চক্ষু যদি কাহারও সুখ সৌভাগ্য দেখিয়া হিংসা করিয়া থাকে, কর্ণ যদি পরনিন্দা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া থাকে, তবে সেই রসনা, সেই কর্ণ ছেদন এবং সেই অপবিত্র চক্ষু উৎপাটন করিয়া এই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর। পরে ব্রহ্মবাজারে যাইয়া কোমল রসনা, পবিত্র চক্ষু এবং পবিত্র কর্ণ ক্রয় কর।

এইরূপে যদি কাহারও কোন অঙ্গে কোন দোষ থাকে, তাহা লইয়া, সাবধান, কেহই ফিরিয়া যাইও না। সমুদয় পাপ সমুদয় দুর্গন্ধ এখানে ভস্ম করিয়া যাও। নূতন অঙ্গ দিবার জন্য ঈশ্বর তোমাদিগকে এখানে আনিলেন, তোমরা তাঁহার সেই লক্ষ্য সাধন না করিয়া চলিয়া যাইতে পার না। যদি পৃথিবীর ধূলিতে তোমাদের নয়ন মলিন এবং পুরাতন হইয়া থাকে, এই শ্মশানের অগ্নি দ্বারা তাহার সংকার কর, যতক্ষণ না চক্ষু নূতন এবং পবিত্র হয় ততক্ষণ ক্রমাগত ইহার সংকার কর। এইরূপে তোমাদের যে কোন অঙ্গ পৃথিবীর সংস্পর্শে মলিন হইয়াছে, সে সমুদয় এই অগ্নি দ্বারা সংশোধন কর। সংকার করিতে করিতে যখন চক্ষু, কর্ণ, সমস্ত দেহ এবং সমস্ত মন সৎ হইবে তখন জয় জগদীশ, জয় জগদীশ বলিয়া এই ঘাট হইতে জীবনতরী খুলিয়া দিলে আর বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না। আজ ব্রহ্মমন্দিরে ভয়ানক অগ্নি জ্বলিতেছে, যদি কাহারও বিরুদ্ধে কোন কুচিন্তা, কোন কুকথা, কিম্বা কুকার্য্য করিয়া থাক, সে সমুদয় এই কুণ্ডে ফেলিয়া দাও; নিমেষের মধ্যে সমুদয় জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া যাইবে। হৃদয়ের মধ্যে যাহা কিছু পৃথিবীর নীচ এবং অপবিত্র ভাব আছে তাহা দগ্ধ হইবে, যাহা ঈশ্বরের, স্বর্গীয় এবং চিরস্থায়ী তাহা উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, এবং অবশেষে সাধু নব জীবন পাইয়া ধন্য হইবে।

তখন দেখিবে পুরাতন অঙ্গ সকল দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, ঈশ্বরের কৃপাবলে নবীন অঙ্গ সকল দেখা দিতেছে। তখন সহজেই ভাই ভগ্নী-দিগকে নূতন চক্ষে দেখিবে, নূতন কর্ণে তাঁহাদের বিষয় শুনিবে, এবং নূতন ভাবে তাঁহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিবে। পরস্পরের মুখে নূতন ভ্রাতৃভাব নূতন ভগ্নীভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইবে। অনেকে বলিতে

পার দশ বৎসরে যাহা হয় নাই, এক দিনে তাহা হইবে ইহা নির্ব্বোধের কথা; কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে যাহা আমাদের দ্বারা দশ বৎসরে হয় না তাহা দশ মিনিটে হয়। অধিককালের সাধন মনুষ্যের হস্তে, অল্পকালের সাধন ঈশ্বরকৃপাতে। এক ব্যক্তি শত বৎসর কঠোর সাধন করিয়া কাম ক্রোধ লোভ হিংসা ইত্যাদি পরাজয় করিতে পারিল না, কেন না সে আপনার পরিত্রাণের ভার আপনি গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু আর এক ব্যক্তি যে ঈশ্বরের শরণাগত হইল, এবং হৃদয় মন সকলই তাঁহার চরণে সমর্পণ করিল, এক ঘণ্টার মধ্যে তাহার মন ফিরিয়া গেল, অন্তরের গূঢ়তম পাপ সকল আপনা আপনি পলায়ন করিতে লাগিল। ঈশ্বরের কটাক্ষে অসম্ভব সম্ভব হয়। তাঁহার নিকট যাহা চাই তিনি তখনই তাহা দিতে পারেন, মুহূর্ত্তের মধ্যে তিনি আমাদিগকে সুখী করিতে পারেন। অতএব এই শ্মশানে আজ পুরাতন জীবন বিনাশ না করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইও না।

বিশ্বাস এবং আশাপূর্ণ হৃদয় লইয়া অগ্নিময় উৎসাহের সহিত ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হও, তাঁহার কৃপায় পুরাতন রোগ দূর হইবে, নূতন চক্ষু লাভ করিবে, তখন পরস্পরের চক্ষে চক্ষে সম্মিলন হইলেই ভাই ভগ্নী বলিয়া চিনিতে পারিবে; মুখের দিকে তাকাইলেই স্বর্গীয় ভ্রাতৃভাব এবং স্বর্গীয় ভগ্নীভাব দেখিতে পাইবে। আজ পুরাতন পাপ, পুরাতন অশান্তি, পুরাতন বিবাদ কলহ দূর না করিয়া কেহই ঘরে ফিরিয়া যাইও না। যতক্ষণ তোমরা শত্রুকে মিত্র করিতে না পারিবে, ততক্ষণ তোমরা অব্রাহ্ম, এবং অব্রাহ্মিকা। যদি ঈশ্বরের দয়ার নির্ভর কর, নিশ্চয়ই তোমাদের হৃদয়ের

অভাব মোচন হইবে। প্রতিজ্ঞা করিয়া বল ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে নিশ্চয়ই পবিত্র সম্পর্কে আবদ্ধ হইব, স্বর্গীয় ভাবে তাঁহাদিগকে বরণ করিব। তোমরা একেবারে নিষ্পাপ হইয়া নিষ্পাপ পরিবার হইবে তাহা বলিতেছি না; কিন্তু পুরাতন বৎসরে যে সকল পাপ করিয়াছ, তাহা আর করিতে পারিবে না। নতুবা পুরাতন বৎসর গেল; কিন্তু তোমাদের পুরাতন দুঃখ যন্ত্রণা ঘুচিল না। কত লোক আজ এই শ্মশানে অসাধুতাকে দগ্ধ করিয়া পবিত্র পথে চলিয়া যাইতেছেন, আমরা কি তাঁহাদের দৃষ্টান্তে উৎসাহী হইব না? আবার সকলের নিকট নূতন বৎসর আসিবে কি না কেহই নিশ্চয় বলিতে পারি না, কোন দিন দেখিতে দেখিতে জীবন চলিয়া যায় তাহার কিছুই ঠিক নাই। অতএব পরলোকের যাত্রিগণ, এই কথা শুনিয়া কম্পিত হও, যাতে এই বৎসর জীবনের লক্ষ্য সাধন করিয়া লইতে পার সেই জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হও।

নিরাশ হওয়া মহাপাপ, ঈশ্বরের নিকট দাঁড়াইয়া বল, শত্রুকে মিত্র করা যায়, মহাপাপীদিগের দ্বারা তাঁহার সুন্দর প্রেমপরিবার হইবেই। এই পুরাতন বৎসর আমাদিগকে ভাল মন্দ উভয় পথেই লইয়া গিয়াছিল, সদনুকূল হইয়া আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত করিয়াছিল, আবার অসদনুকূল হইয়া আমাদিগকে পাপপথে লইয়া গিয়া বিষম দুঃখ যন্ত্রণা দিয়া অনেক শিক্ষা দিয়াছে। আমাদের পাপের তুলনায় হিমালয় কিছুই নহে, দয়াময় নামের কত কলঙ্ক করিলাম ভাবিলে হৃদয় কম্পিত হয়, এমন কৃতঘ্নদিগকে দয়াময় কেন এত রত্ন দিলেন? পুরাতন বৎসরে যাহা হইবার হইয়াছে, এখন আর সে জন্য কাঁদিয়া কি করিবে?

নব বর্ষের সুপ্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে পুরাতন পাপ পরিত্যাগ করিয়া নূতন এবং পবিত্র ভাবে দয়াময়ের সেবা করিতে পার, তাহার জন্য প্রস্তুত হও। আবার তিন শত পয়ষট্টি দিন চলিতে হইবে। ঐ যে আনন্দবাজার দেখিতেছ, যেখানে ভক্তেরা পূজার সামগ্রী সকল কিনিতেছেন, সেখানে গিয়া প্রেমফুল, ভক্তিফুল, এবং পুণ্যপুষ্প ক্রয় কর। সমস্ত বৎসর ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিবেন বলিয়া ঐ দেখ ভক্তেরা দোকান হইতে আত্মার অন্ন জল কিনিয়া লইতেছেন; পিতার ঘরে যাইবার জন্য কত আয়োজন করিতেছেন। চল আমরাও তাঁহাদের ন্যায় উৎসাহের সহিত ঐ দোকানে গিয়া পথের সম্বল ক্রয় করি। বিনা মূল্যে দয়াময় তাঁহার রত্ন সকল বিতরণ করিতেছেন। এবার সমুদয় ভাই ভগ্নীকে বরণ করিয়া চল, অসার সংসার-বাসনা ছাড়িয়া, আনন্দে ব্রহ্মের জয় ঘোষণা করিতে করিতে ভবসিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গ সকল পরাজয় করিয়া, চল পিতার শান্তিধামের উপকূলে গিয়ে উপস্থিত হই।

প্রকৃত ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মসমাজ।

রবিবার, ২রা বৈশাখ, ১৭৯৫ শক; ১৩ই এপ্রেল, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের অভাব কি এবং তন্নিবারণের উপায় কি এ সকল গুরুতর বিষয় আলোচনা করিতে হইবে। পরিবার সাধন সম্পর্কে অনেক কথা শুনিলাম, কিন্তু পরিবার সাধনের সঙ্গে যে সকল দুর্দ্দান্ত রিপু এবং ভয়ানক বিপদ রহিয়াছে সাবধান হইয়া প্রত্যেককে সে সমুদয় হইতে উত্তীর্ণ হইতে হইবে। সকলের প্রতি

ঈশ্বরের এই আজ্ঞা যে, যেমন বড় বড় পাপ সকল পরিত্যাগ করিবে, তেমনই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত্রুগুলিকেও বিনাশ করিতে হইবে। অন্যথা প্রবল শত্রুদিগকে দমন করা তোমাদের পক্ষে অসাধ্য হইবে। জীবনকে ঈশ্বরের প্রেমস্রোতে ঢালিয়া দাও, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপগুলি আপনা আপনি চলিয়া যাইবে। যাঁহার সামান্য রিপুকে বিনাশ করিতে ক্ষমতা আছে, তিনি প্রকাণ্ড রিপুকেও জয় করিতে পারেন। কেন না যাহাতে তিনি ক্ষুদ্র রিপু পরাজয় করেন, সে বলও তাঁহার নিজের নহে; কিন্তু তাহা সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের বল, ঈশ্বরের প্রেমতরঙ্গে কি ক্ষুদ্র কি প্রকাণ্ড সকল পাপ চলিয়া যায়। যাহারা আপনার হস্তে পরিত্রাণের ভার গ্রহণ করে, তাহারাই এক একটী পাপ দমন করিতে যায় এবং অবশেষে নিরাশ হইয়া কল্পিত ধর্ম্মের অনুসরণ করে। আমাদের অভাব অনেক, কেন তাহা যায় না? তাহার প্রধান কারণ এই যে, আমরা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই না, গূঢ়রূপে মনে করি নিজের বলেই আমরা ভাল হইব। কেহ কেহ পাপ দূর করিয়া ঈশ্বরের দয়াময় নামে বিগলিত হইবার জন্য চেষ্টা করেন; কিন্তু যে পরিমাণে তাঁহারা আপনাদের উপর নির্ভর করেন, সেই পরিমাণে তাঁহাদের চেষ্টা নিষ্ফল হয়।

যতদিন আমরা ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ না করিব, ততদিন আমাদের পরিত্রাণ অসম্ভব এবং ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেওয়া বিড়ম্বনা। যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ কোথায়? এ দেশে নাই, পৃথিবীর কোথাও নাই, যে ব্রাহ্মসমাজ দেখিতেছি ইহা সেই ভবিষ্যতের ব্রাহ্মসমাজের বীজমাত্র। প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজ এখনও সংস্থাপিত হয় নাই। যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ, তোমাদিগকে বারম্বার

বলিয়াছি, ঈশ্বরের সমাজ যাহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অধীন। পৃথিবীতে একদিন সেই ব্রাহ্মসমাজ আসিবে, চারিদিকে তাহারই আন্দোলন হইতেছে, এবং তাহারই জন্য বিশ্বাসীদিগের মধ্যে এত আশা এবং আনন্দধ্বনি। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের যে আদর্শ দেখিতেছি, ইহা অতি সামান্য এবং অপূর্ণ। ইহার মধ্যে এখনও সত্য এবং মিথ্যা, প্রেম এবং ঘৃণা, পুণ্যজ্যোতি এবং পাপের অন্ধকার, কপটতা এবং সরলতা, সংসার এবং স্বর্গ, দুই মিশ্রিত ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। যে সমাজে এখনও ধনের অহঙ্কার, গৌরবের অহঙ্কার, জ্ঞান ও ধর্ম্মের অহঙ্কার, ইত্যাদি গুরুতর পাপ সকল আস্ফালন করিয়া বেড়ায়, কিরূপে বলিব যে ইহাই প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজ। নিতান্ত কঠোর হৃদয় মহাপাপীকেও যদি স্বর্গনিবাসী ভক্ত বলা যায়, তবেই বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজকেও ভাষার অনুরোধে প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজ বলা যায়।

বাস্তবিক ব্রাহ্মসমাজ ভবিষ্যতে। ইহা যদি বিশ্বাস না কর, তোমাদের মতে ব্রাহ্মসমাজ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ এবং অপবিত্র। যেখানে প্রত্যেক স্ত্রী ভগ্নী এবং প্রত্যেক পুরুষ ভাই এবং পরস্পর স্বর্গীয় প্রেমে সম্মিলিত হইয়া নিরন্তর পরমানন্দে বাস করেন, তাহাই যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ। সেই ব্রাহ্মসমাজ এবং বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এতদূর প্রভেদ, যেমন আলোক এবং অন্ধকার। যে সকল নর নারী ধর্ম্মেতে স্বাধীন হইয়া সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরকে আত্ম-সমর্পণ করিবেন, তাঁহারাই কেবল যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ সংগঠন করিবেন। তাঁহারাই জগৎকে স্বর্গধাম অথবা প্রেমধামের ছবি দেখাইবেন। বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজকে যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ বলিলে অযথার্থ বলা হয়,

কেন না এখন কতকগুলি লোক সেই ব্রাহ্মসমাজ আনিবার জন্ত কেবল চেষ্টা করিতেছেন। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে কি কিয়ৎপরিমাণেও আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ হয় নাই। হাঁ হইয়াছে! আমাদের জীবনে সেই প্রেমপরিবারের কিঞ্চিৎ ভাব আসিয়াছে; কিন্তু তাহা এত ক্ষীণ অল্পস্থায়ী যে তাহাতে কোন মতেই আমাদিগকে নিরাপদ মনে করিতে পারি না। অতএব বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ যেমন কখন কখন যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ, ইহা আবার তেমনই অব্রাহ্মসমাজ।

যখনই ঈশ্বরকে ছাড়িয়া এবং তাঁহার স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ না করিয়া নিজের স্বার্থ অন্বেষণ করি, মনুষ্যের প্রেম অভিলাষ করি, তখনই ধর্ম্মভ্রষ্ট এবং ব্যভিচারী হইয়া ব্রাহ্মসমাজ হইতে স্খলিত হই। যে যখনই কোন পাপ চিন্তা, কিম্বা কোন পাপ কার্য্য করিতেছে, সে তখনই অব্রাহ্ম হইতেছে। যাহার বিশ্বাস, প্রীতি এবং উৎসাহ যত অল্পকাল স্থায়ী, সে তত অল্প পরিমাণে ব্রাহ্ম। আমরা মনে করি, চল্লিশ বৎসর অবিমর উৎসাহের সহিত ধর্ম্ম প্রচার করিলাম, এখন বয়স হইয়াছে, একটু নিরুৎসাহ হইলাম তাহাতে ক্ষতি কি? আগে প্রেমময়ের নাম শুনিবা মাত্র চক্ষে প্রেমধারা বহিত, কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানের নাম শুনিলে মন উৎসাহপূর্ণ হইত, কিন্তু এখন আর সেই বালকত্ব এবং যৌবনের বলবীর্য্য নাই, এখন প্রাচীন এবং প্রবীণ হইয়াছি, চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া চলিতে হইবে। ধর্ম্মের প্রতি হৃদয়ে তেমন নব অনুরাগ এবং উৎসাহ নাই সত্য; কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মভাব অতি গূঢ় এবং গভীর হইয়া আসিতেছে, এখন বিশ্রামের দিন; আমাদের আর তেমন উৎসাহ উত্তমের দিন নাই।

যাঁহারা একথা বলিতে পারেন, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজ হইতে বহুদূরে পলায়ন করিয়াছেন। যাঁহাদের অনুরাগ উৎসাহ এরূপ অস্থায়ী, তাঁহারা কখনই যথার্থ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সংযুক্ত হইতে পারেন না। তাঁহাদের ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদের নিজের কল্পিত; ঈশ্বর এবং তাঁহার সন্তানগণের সহিত যথার্থ যোগ হইতে যে প্রেম উৎসাহ বিনিঃসৃত হয়, সেই নিত্য প্রেম উৎসাহে তাঁহাদের কোন অধিকার নাই। পৃথিবীর লোকদিগের ন্যায় স্বার্থসাধনের জন্য তাঁহারা অল্পকাল উৎসাহী; কিন্তু ইহা ব্রাহ্মের লক্ষণ নহে।

প্রচারব্রত অবলম্বন করিয়া কোন ব্রাহ্ম নব উদ্যম এবং উৎসাহের সহিত দেশ দেশান্তরে যাইয়া কিছুকালের জন্য ঈশ্বরের জীবন্ত সত্য সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার বীরত্ব এবং ক্ষমতা দেখিয়া মনুষ্য সকল মোহিত হইল। সাধু সাধু প্রচারক বলিয়া চারিদিকে তাঁহার প্রশংসাধ্বনি উঠিল। সংবাদপত্র সকল তাঁহার জয়ধ্বনি করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুদিন পর দেখ কোথায় তাঁহার সেই অনুরাগ, কোথায় তাঁহার সেই উৎসাহ, ক্রমে ক্রমে সকলই শুকাইয়া গেল, কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। এই ব্যক্তি কি জন্য এতদূর উঠিয়া আবার পড়িয়া গেল? পৃথিবীকে ঠকাইয়া ইনি আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহাই কি এই পতনের কারণ? অতএব বন্ধুগণ, কিছুদিনের উৎসাহে তোমরা বিশ্বাস করিও না, কেবল উৎসাহ হইলে হইবে না, কিন্তু চিরস্থায়ী উৎসাহ চাই, বিষয়ীদিগের মধ্যেও উৎসাহ আছে, বৃদ্ধাবস্থায়ও তাহারা রাত্রি দুঘণ্টা পর্য্যন্ত কার্য্য করে। কিন্তু সেই উৎসাহের মূল অল্পকাল স্থায়ী স্বার্থ। ব্রাহ্ম হইয়াও যদি

তোমরা কিছুকালের জন্য সেইরূপ স্বার্থমূলক প্রেম উৎসাহ দেখাইয়া আবার নিরাশ এবং নিরুৎসাহ হও, জগতের কে তোমাদিগকে বিশ্বাস করিবে? যথার্থ ব্রহ্মরাজ্যে প্রেম এবং উৎসাহ এরূপ চঞ্চল এবং অস্থায়ী নহে।

ব্রহ্মপ্রেরিত প্রেম এবং উৎসাহের আড়ম্বর অতি অল্প; কিন্তু তাহা চিরস্থায়ী। এমন কত লোক আমরা দেখিলাম, যাঁহারা পিতা মাতার আর্ত্তনাদ শুনিয়াও বীরের ন্যায় লম্ফ ঝম্ফ করিয়া উপবীত পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু পাঁচ বৎসর যাইতে না যাইতে আবার তেমনই উৎসাহের সহিত পৌত্তলিকদিগের পদানত হইয়া তাঁহারা প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। ইহা কি ব্রাহ্মের উৎসাহ? বস্তুত যাঁহার যে পরিমাণে স্থায়ী জ্ঞান, স্থায়ী প্রেম, এবং স্থায়ী উৎসাহ, সেই পরিমাণে তিনি ব্রাহ্ম। পাপ করিয়া একমাস অনুতাপ না করিয়া যে থাকিতে পারে, অথবা উপাসনা না করিয়া যে সমস্ত দিন আমোদ আহ্লাদ করিয়া কাটাইতে পারে, কে বলে সে ব্রাহ্ম? হৃদয়কে ঢাকিয়া রাখিয়া যে কতকগুলি মুখের কথা বলিয়া উপাসনা করে, সে কখনই ব্রহ্মোপাসক নহে। ঈশ্বর এবং জগৎ উভয়ের কাছে সে ধূর্ত্ত এবং প্রবঞ্চক। ব্রাহ্ম নাম ধারণ করিয়া কেহ যেন কদাচ অনুতাপশূন্য হইয়া হাস্য না করে। দশ বৎসর উৎসাহের সহিত উপাসনা করিলাম, ক্রমে তাহা নীরস হইয়া আসিল, এবং অবশেষে উপাসনা ছাড়িয়া দিলাম, ইহা ব্রাহ্মের অবস্থা নহে।

উৎসাহ সামান্য ব্যাপার নহে। ইহা ধর্ম্মজীবনের প্রধান লক্ষণ। উৎসাহ চলিয়া যাওয়া আর ধর্ম্মজীবন নষ্ট হওয়া একই কথা। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যদি উৎসাহ গাঢ়তর এবং বৃদ্ধি না হয়, তবে

তাহা কখনই ব্রাহ্মের উৎসাহ নহে। তোমরা স্বীকার কর আর না কর, হে উৎসাহহীন ব্রাহ্মগণ, তোমাদের ম্লান মুখ বলিয়া দিতেছে যে তোমরা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিয়া নিরাশ এবং নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছ; কেন আর তোমাদের অন্তরের দুরবস্থা ঢাকিয়া রাখ? কেন আর ধার্ম্মিক বলিয়া অহঙ্কার কর? যখন আবার ঈশ্বরে জীবিত এবং জাগ্রত হইয়া উঠিবে, তখন ব্রাহ্ম বলিয়া জগতের নিকট পরিচয় দিও। যথার্থ উৎসাহ পাঁচ বৎসরের নহে; তাহা চিরকালের। যাহারা বলে আমরা এখন নিরুৎসাহ, কেন না আগে আমাদের খুব উৎসাহ ছিল, এখন প্রাচীন হইয়াছি, কিন্তু আমরা প্রশংসার পাত্র, তাহারা ব্রাহ্মনামের সম্পূর্ণ অযোগ্য। মনে কর, আমি যদি বলি কাল আমি সুস্থ ছিলাম আজ কেমন রোগী হইয়াছি, কাল আমি ভাল ছিলাম, আজ কেমন মন্দ হইয়াছি, দেখ এইজন্য আমাকে সুখ্যাতি কর; এ সকল কথা শুনিয়া তোমরা কি মনে করিবে? অতএব যখন দেখিবে হৃদয়ে প্রেম নাই, উৎসাহ নাই, তখন ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিয়া ধর্ম্মের গৌরব পাইতে ব্যাকুল হইও না; কিন্তু কাতর প্রাণে যথার্থ ধর্ম্মজীবনের জন্য প্রেমসিন্ধু ঈশ্বরের নিকট ক্রন্দন করিও। যাহারা একবার জাগিয়া আবার নিদ্রিত হইয়া পড়ে, তাহারা কেন ধর্ম্মাভিমান করিবে? একবার ভাল হইয়া যাহারা আবার মন্দ হয়, একবার প্রেমিক হইয়া যাহারা আবার শুষ্ক হয়, তাহারা কেন ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেয়? অতএব তুমিও ব্রাহ্ম নহ, আমিও ব্রাহ্ম নহি; কিন্তু আশা আছে যে ঈশ্বরের কৃপায় আমরা চিরকালের জন্য ব্রাহ্ম হইব, ইহলোকে কিম্বা পরলোকে নিশ্চয়ই আমরা চিরদিনের জন্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইব। অস্থায়ী প্রেম এবং

অস্থায়ী উৎসাহ লইয়া কেহই আর অধিক দিন জগৎকে ঠকাইতে পারিবে না, ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বর-চিহ্নিত প্রেম, এবং ঈশ্বর-চিহ্নিত উৎসাহ চাই; সেই প্রেম, সেই উৎসাহ—কখনই শুষ্ক হয় না। স্বার্থের অনুরোধে যাহারা কিছুদিনের নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট প্রেম এবং উৎসাহ বন্ধক দেয় এবং ঈশ্বরের গৃহে যাহারা এইরূপে প্রেমের বিনিময় এবং বাণিজ্য করিতে চায়, তাহাদের দ্বারা কখনই চিরস্থায়ী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইতে পারে না। কত লোক দেখিলাম যাহারা কিছুদিন ধর্ম্মের জন্য বীরত্ব এবং পরাক্রম দেখাইয়া অবশেষে নিরাশ এবং নিরুৎসাহ হইয়া মহাশীতল হইয়া গিয়াছে, ব্রাহ্মসমাজে আর তাহাদের নাম পর্য্যন্ত নাই। অতএব, বন্ধুগণ, সাবধান হও, নিঃস্বার্থ হইয়া প্রভুর আজ্ঞা পালন কর, উৎসাহের সহিত পরোপকার করিতেছ বলিয়া বেতন চাহিও না, তাঁহার আজ্ঞায় তাঁহার সন্তানদিগের সেবা করিতে অধিকার পাইতেছ ইহাই তোমাদের যথেষ্ট পুরস্কার। যদি এইরূপ স্বার্থশূন্য হইয়া ঈশ্বরের গৃহে দাসত্ব করিতে পার, তাহা হইলে সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে সকল অবস্থায় তোমাদের প্রেম এবং উৎসাহ চির-উজ্জ্বল এবং চিরস্থায়ী থাকিবে, এবং তোমাদের দ্বারা নিশ্চয়ই পিতার প্রেমপরিবার সংগঠিত হইবে।

সত্যানুরাগ।

রবিবার, ৮ই বৈশাখ, ১৭৯৫ শক; ২০শে এপ্রেল, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

ব্রাহ্মদিগের আর একটী দোষ এই যে মিথ্যা সর্ব্বদাই প্রবলভাবে ইহাদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করে। ব্রাহ্ম হইয়া যথার্থই আমরা

সত্যের রাজ্য হইতে বহুদূরে অবস্থিতি করিতেছি এ কথা শুনিলে আপাততঃ ভীত এবং চমৎকৃত হইতে হয়; কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমাদের মধ্যে এখনও অনেক প্রকার অসত্য এবং কল্পনা বিরাজ করিতেছে। অনেক প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মেরা ছায়াকে সত্য এবং সত্যকে ছায়া বলেন। ইঁহাদের মধ্যে মিথ্যার যেরূপ প্রাবল্য দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয়, যে বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ হইতে যথার্থতা এবং সরলতা অনেক দূরে রহিয়াছে। ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্ম সকল অপেক্ষা উচ্চ এবং গভীর এইজন্য যে, ইহা সত্য ধর্ম্ম; এবং ব্রাহ্মদিগের ঈশ্বর যথার্থ সত্য ঈশ্বর। যিনি জগতের যথার্থ ঈশ্বর, তিনিই ব্রাহ্মদিগের ঈশ্বর, অণুমাত্র অসত্য ব্রাহ্মধর্ম্মে স্থান পায় না। প্রত্যেক ব্রাহ্ম ইহা বুঝিতে পারেন যে, যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম, যাহা মিথ্যা, কল্পনা তাহা কখনই ঈশ্বরের ধর্ম্ম নহে, অতএব অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী অপেক্ষাও ব্রাহ্মদিগের উপর এই গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে যে, তাঁহাদিগকে সত্যের অনুসরণ করিতেই হইবে। ব্রাহ্মের প্রথম প্রার্থনা এই, "অসত্য হইতে আমাকে সত্যেতে লইয়া যাও," সত্যেই আত্মার মুক্তি, সত্যেই জগতের পরিত্রাণ। যখন যাহা কিছু অভ্রান্ত সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের শাস্ত্র, তখন আমাদিগের নিকট ঈশ্বর কি চান এবং জগৎ কি প্রত্যাশা করে? সত্য। সকল বিষয়ে ব্রাহ্মকে সত্য পালন করিতে হইবে। কি তাঁহার চিন্তা, কি তাঁহার বাক্য, কি তাঁহার কার্য্য কিছুই অযথার্থ হইতে পারে না। মিথ্যার সঙ্গে ব্রাহ্মের কোন প্রকার সংস্রব থাকিবে না।

অসত্য হইতে সম্পূর্ণরূপে নিস্তার পাওয়াই ব্রাহ্মের প্রধান লক্ষ্য; কিন্তু এই প্রত্যাশিত অবস্থা বহু দূরে রহিয়াছে। অজ্ঞাত জিনিস

ব্রাহ্মসমাজ অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছেন, এবং জগতের অনেক উপকার করিতেছেন সত্য, কিন্তু অদ্যাবধি ইহা দ্বারা পৃথিবীতে একটী সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল না। এখনও ব্রাহ্মেরা বদ্ধপরিকর হইয়া সম্পূর্ণরূপে অসত্যকে বিনাশ করিতে উদ্যত হন নাই। কিন্তু যে পর্য্যন্ত সত্যের প্রতি যথার্থ সম্মান না হইবে, সে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের দুর্দ্দশা দূর হইবার নহে। বন্ধুগণ, সকলেই সত্যের জন্য জগতে আসিয়াছ, অতএব আর মিথ্যাবচন কহিয়া জীবন বিনষ্ট করিও না, সত্য তোমাদের লক্ষ্য, সত্য তোমাদের শাস্ত্র, সত্য তোমাদের উপাসনা প্রণালী, সত্য তোমাদের মন্ত্র। সত্য তোমাদের জিহ্বার ভূষণ হউক, সত্য তোমাদের মনের চিন্তা, হৃদয়ের প্রেম, এবং প্রাণের প্রাণ হউক। সত্যে তোমরা জীবিত হও, সত্যে তোমরা সন্তরণ কর, এবং সত্যে অবস্থিতি করিয়া তোমরা সুখ শান্তি এবং পরিত্রাণ উপভোগ কর। এইরূপে যখন এক একজন ব্রাহ্ম সত্যের অবতার হইবেন, তখনই বুঝিব যে, পৃথিবীতে যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ব্রাহ্মগণ, ব্রাহ্মিকাগণ, তোমাদের বিশেষ কার্য্য কি? প্রাণপণে অসত্য চূর্ণ করা এবং সত্যের পতাকা উড্ডীন করা। এ কথা বলি না যে, তোমাদের প্রত্যেকেরই ঈশ্বরের সমুদয় এবং পূর্ণ সত্য জানিতে হইবে; কিন্তু যে পরিমাণে তোমরা সত্য জানিয়াছ, তাহা পালন করিতে তোমাদের লক্ষ্য আছে কি না, একবার তাঁহা আলোচনা করিয়া দেখ।

প্রথমে ধর—কথা। জগতে সর্ব্বপ্রথমে তোমাদের কথার বিচার হয়। তোমরা যথার্থই সত্যবাদী কি না জগতের লোক ইহাই সর্ব্বাগ্রে পরীক্ষা করিয়া দেখে। অতএব সমস্ত দিন তোমরা কি

ঈশ্বর, কি মনুষ্যের নিকট যে সকল কথা উচ্চারণ কর তাহার মধ্যে মিথ্যা থাকে কি না তাহা স্মরণ করিয়া দেখ। অনৃতবচনের অপরাধে তোমরা কি পরিমাণে অপরাধী একবার বিচার করিয়া দেখ। অনৃতবচন কি? মনের ভাব গোপন করিয়া রসনায় যে তাহার বিপরীত কথা বলা তাহাই অনৃতবাক্য। আন্তরিক কুটিলতা ভিন্ন রসনা কদাচ কপট ব্যবহার করিতে পারে না। অতএব ঈশ্বরের নিকট যে সকল কথা বলিয়া তাঁহার আরাধনা এবং প্রার্থনা কর, সাবধান হইয়া দেখিবে যে তাহা সরল হইল কি না? মুখে বলিলে পাপের জ্বালায় অস্থির হইলাম, কিন্তু অন্তরে যদি পাপ তাপ না থাকে, তবে তোমরা তাঁহার নিকট মিথ্যাবাদী হইলে। কথার অনুরোধে তোমাদের মিথ্যা বলিবার অধিকার নাই। সঙ্গীত করিবার সময়েও পদ কিম্বা সুললিত স্বরের অনুরোধে তোমরা মনের বিপরীত কথা বলিতে পার না। ব্রাহ্ম যিনি, ঠিক অন্তরে যে ভাব তাঁহার রসনা বাক্য দ্বারা তাহাই বাচনা করিবে। অন্তরে প্রেম নাই, পুণ্যভাব নাই, কিন্তু উপাসনা কি সঙ্গীতের সময় দেখাইলে যেন তুমি কতই প্রেমিক এবং কতই পুণ্যবান, এই কপটতা এবং অনৃত-বাক্যের শাস্তি নিশ্চয়ই তোমাকে সহ্য করিতে হইবে। বিচারালয়ে সাক্ষ্য দিবার সময় যেমন লোক সতর্ক হয়, তোমাদিগকে তেমনই ঈশ্বর এবং জগতের নিকট সতর্ক থাকিতে হইবে। তোমাদের কথাতে সামান্য পরিমাণেও অসত্য আসিতেছে কি না, তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তোমাদের কথায় যদি প্রবঞ্চনা থাকে, তবে কাহারও নিকট ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিও না। অসত্যের ছায়া যেখানে, সেখানেও তোমরা যাইতে পার না। অতএব যেখানে পূর্ণ

এবং অমিশ্রিত সত্য এবং সত্য ব্যতীত আর কিছুই নাই, সেখানেই তোমাদের রসনা বাস করিবে। বক্তৃতার আড়ম্বরে ব্রাহ্মেরা অনেক কথা বলিয়া ফেলেন; কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও, তাহার মধ্যে যদি একটী কথাও অসত্য থাকে, তোমাদের উৎসাহ দেখিয়া ঈশ্বর তাহা ক্ষমা করিবেন না। ঈশ্বর যদি অসত্য উপেক্ষা করিতে পারেন, তবে আর তাঁহার ঈশ্বরত্ব থাকে না। তাঁহার প্রধান স্বরূপ এই যে তিনি সত্যস্বরূপ। ধর্ম্মজীবনের সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহাকে সত্যস্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ:—তোমাদের চিন্তা কি যথার্থই সত্যের অনুসরণ করে? চিন্তাসম্পর্কে অসত্য কি? কল্পনা। ঈশ্বর এবং মনুষ্যসম্পর্কে কি তোমাদের মনে কোন প্রকার কল্পনা হয় না? যদি কখনও মনে কর, ঈশ্বর বুঝি এখানে নাই, তখনই তোমাদের মন ঈশ্বর-সম্পর্কে দূষিত কল্পনার অধীন হইল। যখনই কেহ মনে করিলেন, এই সংসারই সার এবং ইহাতেই সকল প্রকার সুখ শান্তি মিলে, তখনই অলীক চিন্তা তাঁহার মনকে স্পর্শ করিল। পৃথিবীর নর-নারীসম্পর্কে কি তোমাদের কোন প্রকার অপবিত্র কল্পনা হয় না? কত লোকের নিকট তোমরা কল্পিত সুখ প্রত্যাশা কর, কত লোকের বিরুদ্ধে তোমাদের মিথ্যা চিন্তা সকল রহিয়াছে, এ সকল দেখিয়া কি তোমাদের লজ্জা হয় না? মোহ, মায়া, সংসার, পাপ ইত্যাদি বড় বড় শব্দ দ্বারা হৃদয়ের দোষ ঢাকিলে কি হইবে? বাস্তবিক যে তোমাদের অন্তরে নরনারীসম্পর্কে অনেক অসার কল্পনা রহিয়াছে, তাহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সরল ভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর। কখনও মনে করিও না যে এ সমুদয়

মিথ্যা চিন্তার জন্য ঈশ্বর তোমাদিগকে দণ্ড দিতে ক্ষান্ত থাকিবেন। তিনি দেখিতেছেন যে, তোমাদের মধ্যে এখনও পর্য্যায়ক্রমে অসত্য চলিতেছে, এখনও তোমাদের হৃদয় মিথ্যাকে আলিঙ্গন করিয়া অসাড় এবং অচেতন হইয়া রহিয়াছে। অবিশ্বাস, সন্দেহ, কল্পনা, বৃথা আশা ইত্যাদি তোমাদিগকে অলস এবং জড়ীভূত করিয়া রাখিয়াছে। অতএব তোমাদের মধ্যে নিঃসংশয় বিশ্বাস এবং সচ্চিন্তা নিতান্ত আবশ্যক। সন্দেহ এবং চঞ্চলতাই ব্রাহ্মদিগের মহাব্যাধি। সন্দেহে যথার্থকে মিথ্যা মনে করা হয়। ঈশ্বর, পরলোক এ সমুদয় মূলসত্যসম্পর্কে যাহার সংশয় হয়, তাহার হৃদয় নিশ্চয়ই পাপগরলে জড়িত। ঈশ্বর আছেন, আত্মা অমর, ইহাতে অনুমান কি? যাহা সত্য তাহাতে দৃঢ় এবং অটল বিশ্বাস চাই। ইহা বলা হইতেছে না যে, ভূতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব এবং ধর্ম্মতত্ত্বসম্পর্কে যত সত্য আছে তোমরা সমুদয়ই জানিবে, কিন্তু যে সকল বিষয় সত্য বলিয়া জানিয়াছ তাহাতে কখনও অণুমাত্র সন্দেহ করিতে পারিবে না। যদি একবার জানিয়া থাক, ঈশ্বর তোমার অন্তরে যে স্বর্গীয় বল বিধান করেন, তাহা দ্বারা কি ক্ষুদ্র কি বড় সমুদয় রিপু পরাস্ত হয়, তবে আর কখনই অনুমান করিতে পারিবে না, বুঝি সংসারের বলের নিকট ইহা পরাজিত হইবে। যে মনে করিল ঈশ্বরের ক্ষমতা অল্প, পৃথিবীর ক্ষমতা অধিক, অথবা পাপের ক্ষমতা অধিক, পুণ্যের ক্ষমতা অল্প, সেই মরিল। কিন্তু যে ক্রমাগত বলিতেছে, ধর্ম্মের বল অধিক, প্রত্যেক পদে তাহার জয়; অতএব সর্ব্বতোভাবে তোমরা অনুমান এবং মিথ্যা চিন্তাকে পরিত্যাগ কর।

তৃতীয়তঃ :—তোমাদের অনুষ্ঠান কি অনেক সময় মিথ্যা হয় না?

অনেক সময় কি তোমরা লোকভয়ে বিশ্বাস এবং ভাবের বিপরীত কার্য্য করিতে বাধ্য হও না? মনে ভাব নাই, অথচ বন্ধুর অনুরোধে উপাসনা করিতে বসিলে, হয় ত শরীর উপাসনার জন্য ভাণ করিতেছে, মস্তক ঈশ্বরের নিকট প্রণত হইতেছে; কিন্তু যথার্থতঃ মন সংসারের পদানত। ইহা কি সত্য কার্য্য না সদনুষ্ঠান? পাড়ার সকল লোক বলিতেছে, তোমরা ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া বসিয়াছ; কিন্তু তোমাদের মন কি যথার্থই ব্রহ্মমন্দিরে রহিয়াছে, না অন্য স্থানে ভ্রমণ করিতেছে? কার্য্য এক প্রকার এবং ভাব অন্য প্রকার হওয়া উচিত নয়, ইহা কি তোমরা জান না? অতএব যখন উপাসনার সময় প্রণাম কর, সাবধান লোক দেখাইবার জন্য প্রণত হইও না। যেমন ঈশ্বরসম্পর্কে তেমনই মনুষ্যসম্পর্কে। মনে ভাব নাই অথচ মনুষ্যকে প্রণাম কিম্বা আলিঙ্গন করা নিতান্ত ভীরুতা এবং নীচতার লক্ষণ। প্রণাম কিম্বা আলিঙ্গন যদি শ্রদ্ধা এবং প্রেমব্যঞ্জক না হয়, সেই কপট ব্যবহারে প্রয়োজন কি? দয়া অল্প পরিমাণে হইয়াছে, দেখাইলাম যে অনেক হইয়াছে, ইহাতে লাভ কি? অতএব সকল প্রকার বাহ্যিক অনুষ্ঠান, এবং সামাজিক ব্যবহার সম্পর্কে তোমাদিগকে বিশেষরূপে সতর্ক হইতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজ যাহাতে মিথ্যা অনুষ্ঠানের কলঙ্কে কলঙ্কিত না হয় তাহার জন্য যত্ন করিতে হইবে।

ভ্রাতৃগণ, ভগ্নিগণ, যদি ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ চাও, তবে মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা চিন্তা, এবং মিথ্যা কার্য্য সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া দাও। আমরা যে জানিয়া শুনিয়া মিথ্যার অন্ধকূপে ডুবিলাম, শত শত ভাই ভগিনী যে মিথ্যা চিন্তা, মিথ্যা বাক্য এবং মিথ্যা কার্য্যে বিবেককে

নিস্তেজ করিয়া আত্মার চৈতন্ত বিনাশ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া কি তোমাদের ক্রন্দন করিতে ইচ্ছা হয় না? ব্রাহ্ম যাহা করেন হৃদয়ের ভাব হইবে। যেমন বিশ্বাস তেমন কার্য্য। ইহার বিপরীত হইলেই ব্রাহ্মসমাজ কলঙ্কিত হইবে। আমাদের চিন্তা, বাক্য এবং কার্য্য যদি অসৎ হয়, কাজেই আমরা ঈশ্বর এবং জগতের নিকট বিশ্বাসঘাতক হইব, এবং তাহা হইলে কে আমাদিগকে বিশ্বাস করিবে? অতএব সকল বিষয়ে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সত্যকে রক্ষা করিতে হইবে, অবশেষে সত্যই আমাদিগকে রক্ষা করিবে, এবং সত্যই আমাদের পরিত্রাণ হইবে। প্রত্যেক ভাই প্রত্যেক ভগ্নী এমন শাসন করুন যাহাতে ব্রাহ্মসমাজ হইতে শীঘ্র অসত্য এবং অসরলতা চলিয়া যায়। ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মিকার কথা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া জগৎ বিশ্বাস করিবে। কাহারও সাধ্য নাই যে, তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করে। যদি এরূপে সত্যপরায়ণ না হইলে, তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কি হইল?

জিহ্বাকে এবং মনকে সম্পূর্ণরূপে মিথ্যার জড়তা হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। মিথ্যা বলিতে পারি এরূপ মনে করাতেও পাপ। ঈশ্বরকে সত্যরূপে এবং তাঁহার সন্তানদিগকে ঠিক ভাই ভগ্নীরূপে বরণ করিতে হইবে। এ সকল সম্পর্কে এমনই শাসন বিস্তার কর যে, সকলের শাসনে অনুশাসিত হইয়া প্রত্যেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাকে সত্য সাধন করিতেই হইবে। অভক্ত হইয়া কেহই মৃদঙ্গ বাজাইয়া ভক্ত বলিয়া ভাণ করিতে পারিবে না। এইরূপ কপট ব্যবহার করিয়া দেখিলাম কত যুবা মরিয়া গেলেন। তাঁহারা নব উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া এখন এখন উজ্জ্বল

শ্রেণীর ভক্তবৃন্দের সঙ্গে সঙ্গীত এবং উপাসনায় সমান ভাবে যোগ দিতে বাঞ্ছা করিতেন; কিন্তু হৃদয়ের অসারতা কতকাল গোপন থাকিতে পারে, অচিরেই তাঁহারা সেই প্রবঞ্চনার বিষময় ফল লাভ করিলেন। সমুদয় বাহিরের উৎসাহ হারাইয়া মৃতপ্রায় হইলেন। সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের রাজ্যে অবিচার হইতে পারে না। অতএব সকলেই সরল অন্তরে সত্যের অনুসরণ কর। ঈশ্বর সত্যের রাজা, তিনি সত্যবাদী, সচ্চিন্তাশীল এবং সদনুষ্ঠায়ীদিগের মস্তকে নিশ্চয়ই জয়মুকুট দিবেন।

প্রেমের শাসন।

রবিবার, ১৬ই বৈশাখ, ১৭৯৫ শক; ২৭শে এপ্রেল, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

সত্য যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী বিশেষ লক্ষণ ও ভূষণ হয়, প্রেম ইহার আর একটী প্রধান ভূষণ। সত্য ধর্ম্মই প্রেমের ধর্ম্ম। সত্য এবং প্রেম এই দুয়ের সমষ্টিতেই অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম ভিন্ন, এবং এই দুটী লক্ষণের দ্বারাই আবার ইহার সঙ্গে অন্যান্য ধর্ম্মের মিল। যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং যে ধর্ম্মে যে পরিমাণে সত্য আছে, সেই পরিমাণে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ইহাতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের যথার্থ উদারতা এবং প্রশস্ততা। সত্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ, যাঁহার অন্তরে যে পরিমাণে সত্য সে পরিমাণে তিনি ব্রাহ্ম। কি কথাতে, কি চিন্তাতে, কি কার্য্যেতে যিনি যে পরিমাণে অসত্যের অনুসরণ করেন, সেই পরিমাণে তিনি অব্রাহ্ম। অতএব প্রত্যেকের পক্ষেই শীঘ্র সকল প্রকার অসত্য দূর করা কর্ত্তব্য, ইহা গত রবিবারে বিবৃত

হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্ম যেমন সত্যের অনুসরণ করিবেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তেমনই তাঁহাকে প্রেম সাধন করিতে হইবে, জগতের নর নারীদিগের সহিত বিশুদ্ধ প্রেমে সম্মিলিত হইবার জন্য তিনি ঈশ্বরের নিকট দায়ী। যে পরিমাণে তিনি প্রেমিক সেই পরিমাণে তিনি ব্রাহ্ম। যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ, তখন দুটী অঙ্গীকার করিয়াছ, একটী কায়মনোবাক্যে সত্যপালন, দ্বিতীয় প্রেমসাধন, এই দুটী অঙ্গীকার পালন ভিন্ন ধর্ম্মগৃহে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই।

জিতেন্দ্রিয় হও, পিতা মাতাকে ভক্তি কর, এ সকল উপদেশ সকল ধর্ম্মেই আছে, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ কি? পিতা মাতার অবাধ্য এবং অসচ্চরিত্র হওয়া সকলেরই পক্ষে পাপ; কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী অপেক্ষা ব্রাহ্মেরা কি জন্য বিশেষরূপে চিহ্নিত? এইজন্য যে তাঁহারা সত্য এবং প্রেম এই দুই একত্র সাধন করিবেন। ইহাই ধর্ম্মজীবনের প্রধান লক্ষণ। সত্য এবং প্রেম, অথবা পবিত্রতা এবং উদারতা এই দুটী বিশেষ লক্ষণ ধারণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম জগতে অবতীর্ণ হইয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান জীবন দেখিয়া, সাবধান, কেহই ইহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মের পূর্ণ আদর্শ মনে করিও না। পূর্ণ সত্য এবং পূর্ণ প্রেমই ব্রাহ্মসমাজের যথার্থ অবস্থা। এখনও ব্রাহ্মসমাজের সে অবস্থা আসে নাই; কিন্তু ভবিষ্যতে এই পূর্ণ আদর্শের ব্রাহ্মসমাজ নিশ্চয়ই আসিবে। প্রত্যেক ব্রাহ্ম যদি দৃঢ়রূপে এই দুটী লক্ষণ সাধন করেন, তবে শীঘ্রই ব্রাহ্মসমাজের দুর্দশা দূর হয়। প্রত্যেকে যদি এই প্রতিজ্ঞা করেন, সত্য চিন্তা, সত্য কথা, এবং সত্য কার্য্য করিব, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমচিন্তা, প্রেমালাপ এবং প্রেমকার্য্য করিব,

তবে নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে পুণ্য পথ পরিষ্কার হইবে। যে ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতার নহে, ইংলণ্ডের নহে, যাহা সময়ে কিম্বা স্থানে বদ্ধ নহে, কিন্তু যাহা সমস্ত জগতের, এবং যাহা ঈশ্বরের ব্রাহ্মসমাজ, তাহার আদর্শ কখনই অপূর্ণ হইতে পারে না। পূর্ণ সত্যের আকর না হইলে যেমন ঈশ্বর ঈশ্বর হইতে পারেন না, সেইরূপ যদি তাঁহার প্রেম খসিয়া পড়ে, আর তাঁহার ঈশ্বরত্ব থাকে না।

আমরা অসত্য এবং অপ্রেমের উপাসক নহি, আমরা যাঁহার উপাসনা করি, তিনি অনন্ত সত্য এবং অনন্ত প্রেমের আধার। তিনিই আমাদের অন্তরে সত্য এবং প্রেম, এই দুই একত্রে স্থাপন করিয়াছেন। ব্রাহ্মের রসনা যেমন সত্য বলিবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তেমনই ইহা প্রেমবাক্য বলিবে। ব্রাহ্মজীবনে এই দুয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে। জগতের অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ে এই দুয়ের একত্র সাধন দেখা যায় না। ধর্ম্মজগতের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে যে, কেহ সত্যের দিক রক্ষা করিতে গিয়া প্রেমের দিক হারাইয়াছে, কেহ প্রেমের দিক রক্ষা করিতে গিয়া সত্যের দিক হারাইয়াছে। এইরূপে প্রায় সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেই আংশিক উন্নতি দেখিতে পাইবে। কেহ দোষ সংশোধন করিতে গিয়া সেই দোষী ভ্রাতাকে কাটিয়া ফেলিল, কেহ ভ্রাতাকে ভালবাসিতে গিয়া তাহার পাপকে প্রশ্রয় দিল। এইরূপে প্রেমবিহীন পবিত্রতা এবং পবিত্রতাহীন প্রেম জগতের যে কত সর্ব্বনাশ করিয়াছে কাহার সাধ্য তাহার পরিমাণ করে? দোষ নাই এমন মনুষ্য কোথায়? আবার দোষ দেখিলেই জগতের লোকে সেই দোষী ব্যক্তিকে ক্ষমা করিতে পারে না। দোষের প্রতি উদাসীন থাকা মনুষ্যের স্বভাব নহে। তাই

ভগিনীদের দোষের প্রতি উদাসীন থাকিব, সুন্দর এবং মধুর কথায় কেবলই তাঁহাদের মন তুষ্ট করিব, সহস্র দোষ দেখিলেও কিছু বলিব না, ইহাই যদি আমাদের প্রকৃতি হইত এবং ইহা যদি ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম হইত, তবে সকল পাপী যার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিত, কেন না প্রত্যেকে জানিত আমি যত কেন অপরাধ করি না, ভাই ভগিনী বলিয়া সকলেই আমাকে ভালবাসিবে এবং আমার অপরাধ ক্ষমা করিবে; কেহই কোন স্থানে আমার গ্লানি প্রকাশ করিবে না। কিন্তু ব্রাহ্ম যত কেন প্রেমের উপাসক হউন না, তিনি আবার সত্যের উপাসক। অসত্য, প্রবঞ্চনা, কপটতা ইত্যাদিকে তিনি কখনই প্রশ্রয় দিতে পারেন না। জলন্ত অগ্নির মত সতেজ হইয়া তিনি ভাই ভগিনীদের পাপ অপবিত্রতা দগ্ধ করেন।

কিন্তু পবিত্রতার অনুরোধে কি আমরা পাপীদিগকে দূর করিয়া দিতে পারি? না আবার আমরা পাপীদিগকে ভালবাসিতে গিয়া পাপের সাগরে ডুবিতে পারি? যাই কোন ব্যক্তি একটী মিথ্যা কথা বলিল, অমনই তাহাকে সর্ব্বত্র মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রকাশ করিলাম; যাই কাহারও অহঙ্কার দেখিলাম, অমনই ভয়ানকরূপে তাহাকে আক্রমণ করিলাম; এবং যাই কাহারও ইন্দ্রিয়দোষ আছে জানিলাম, অমনই প্রহার করিতে করিতে তাহাকে সমাজ হইতে দূর করিয়া দিলাম; সে বাঁচিল কি মরিল তাহাতে আমার ভ্রূক্ষেপও নাই। সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের জন্য একজনকে মারিলাম তাহাতে ক্ষতি কি? অথবা ব্রাহ্মসমাজের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য কয়েকজন ভাই ভগিনীকে হারাইলাম তাহাতেই বা দুঃখ কি? পুত্র কন্যার বিবাহোপলক্ষে জাতি রক্ষা করিতে গিয়া যাই কেহ

ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ লঙ্ঘন করিল, তখনই তাহার বিরুদ্ধে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল, অনেকে বলিতে লাগিল এইরূপ কপট ধূর্ত্ত ব্রাহ্মের মুখ দেখা পর্য্যন্ত পাপ। তিল তাল হইয়া উঠিল। ফলতঃ সত্যের বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ এতদূর যাইতে পারে যে, যদি অপরাধী ভ্রাতার মৃত্যু হয়, তথাপি তাহার ক্ষতি বোধ হয় না। ভাই ভগিনী সকলেই যে এক সাধারণ শরীরের অঙ্গ, কেহ চক্ষু, কেহ কর্ণ, কেহ হস্ত, ইহা আর তখন স্মরণ থাকে না। চক্ষু যদি রুগ্ন হয়, তাহা উৎপাটন করিতেই হইবে। যিনি সুচিকিৎসক তিনি হয় ত কিছুকাল ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারেন; কিন্তু যখন রোগ ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া এতদূর প্রবল হইল যে, রোগীর প্রাণ থাকা সংশয়, তখন তাঁহার মতেও আর সেই রুগ্ন চক্ষু রাখা যায় না। সেইরূপ একজন কপট ব্যক্তি থাকিলে যদি ব্রাহ্মসমাজ দূষিত হয়, অথবা একজন অপবিত্রচরিত্র নারী থাকিলে যদি সমস্ত নারীজাতি কলঙ্কিত হয়, তাহাকে দূর করিতেই হইবে। মানুষ থাকুক আর নাই থাকুক, পাঁচ জন লোক বাঁচিবে কি মরিবে, এই ফলাফল ব্রাহ্মেরা বিবেচনা করিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষা করিতেই হইবে। বাস্তবিক এরূপ যাঁহাদের ভাব, তাঁহারা কখনই যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিতে পারেন না।

যাঁহারা বলেন, লোককে পাই আর না পাই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিলেই হইল, তাঁহারা কদাচ ব্রাহ্ম নামের উপযুক্ত নহেন। সত্যের সঙ্গে যদি প্রেমের বিবাদ হয়, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য নহে। সত্য কি? পূর্ণ সত্য প্রেমবিহীন সত্য অসত্য, এবং সত্যবিহীন প্রেম অপ্রেম। যেমন ঈশ্বর ছাড়া প্রেম হইতে পারে না, সেইরূপ ঈশ্বর ছাড়া সত্য

হইতে পারে না। সত্যের উৎস ঈশ্বর। প্রেমের উৎস ঈশ্বর। প্রেম সত্য তাঁহা হইতে একত্র আসিতেছে। সত্যবিহীন প্রেম ভয়ানক বিষ, অতএব অসত্য দিয়া যদি জগৎকে ভালবাসিতে চাও, তুমি জগতের মহাশত্রু। মা যদি বিষ জানিয়া সন্তানকে বিষ দেন, তিনি কি মা? জগতের প্রতি যদি তোমাদের যথার্থ হিতৈষণা থাকে, তবে তোমরা কখনই অসত্যকে প্রশ্রয় দিতে পার না। জগৎকে যে অসত্য দেয়, সে অপ্রেম দেয়। প্রেম কি? যথার্থ শুভ ইচ্ছা। অতএব জগতের প্রতি যার শুভ ইচ্ছা আছে, সে কি জানিয়া শুনিয়া অসত্য পাপকে প্রশ্রয় দিতে পারে? ধন্য সেই পিতা যিনি আরও দৃঢ়তররূপে বুকে বাঁধিবার জন্য সন্তানের প্রতি কঠোর শাসন করেন। সেইরূপ ধন্য সেই ব্রাহ্ম, সেই আচার্য্য অথবা উপাচার্য্য, কিম্বা প্রচারক, যিনি কাহারও দোষ দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। প্রাণের ভাই ভগিনী অসত্য আচরণ করিতেছে ইহা দেখিলে তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

আর এক ব্যক্তি পাপ করিতেছে, আমার কি? আমি ত আর প্রচারকের পদ গ্রহণ করি নাই যে, লোকের কিসে পরিত্রাণ হইবে, কেবল তাহাই ভাবিব; প্রকৃত ব্রাহ্মের মুখ হইতে কদাচ এরূপ বিষ বহির্গত হইতে পারে না। কোন ভ্রাতার মনে অধর্ম্মের অনল জ্বলিয়া উঠিল, তাহাতে তাঁহার স্ত্রী, পরিবার এবং বন্ধু বান্ধব সকলেই জ্বলিতে লাগিল, ইহাতে যে উদাসীন থাকিতে পারে সে ঘোর পাষণ্ড, সে কখনই ব্রাহ্ম নহে। যাহার অন্তরে অণুমাত্র ভক্তি অনুরাগ আছে, সে অসঙ্কুচিত ভাবে বলিবে, ঈশ্বর আমার হাতে ভার দিয়াছেন, আমি কাহারও দোষে

প্রশ্রয় দিব না। এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া কেহ কেহ কঠোর শাসন আরম্ভ করে; কিন্তু কাহারও ক্রোধান্ধ হইবার অধিকার নাই। প্রেম বলিতেছেন "পাপীকে ফিরাইয়া আন এবং যখন তুমি অন্যের দোষ সংশোধন করিবে, সাবধান, বিচারপতির আসন গ্রহণ করিও না। কেন না ঈশ্বর ভিন্ন উহাতে আর কাহারও বসিবার অধিকার নাই। পরস্পরের চরিত্র ভাল করিবার সময় সর্ব্বদা এইটী মনে রাখিবে যে, তুমিও সেই বিচারের অধীন; এবং অতি সামান্যতম ব্রাহ্মও তোমাকে শাসন করিতে পারেন, এবং ক্ষুদ্রতম পাপকেও তুমি উপেক্ষা করিতে পার না; কেন না সেই গরল ক্রমে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া অবশেষে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজকে কলঙ্কিত করিতে পারে, এবং হয় ত সেই সামান্য চোর তোমাদের সর্ব্বস্ব হরণ করিতে পারে। কিন্তু সাবধান, দোষ বিনাশ করিতে যেন ভ্রাতার মৃত্যু না হয়।

ভাইকে চিরকালই প্রেম এবং ক্ষমা করিতে হইবে। পাপী বিনীত হইয়া যখন অকৃত্রিম অনুতাপ করে, এবং সেই অনুতাপ জল হইতে পুণ্যফুল ফুটিবে যখন এই আশা থাকে, তখন পাপীকে ক্ষমা করা সহজ; কিন্তু যে ব্যক্তি পাপ করিতেছে, অথচ ধর্ম্মসাধন এবং উপাসনাকে বালকত্ব এবং বাতুলতা বলিয়া উপহাস করে, এবং অনুতপ্ত না হইয়া বরং আপনার পাপকার্য্যে দম্ভ করে, তাহাকে ক্ষমা করা কঠিন; কিন্তু, ব্রাহ্মগণ, এ সকল ব্যক্তিকেও ক্ষমা করিতে হইবে, কেন না, যদি ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা কর কতবার ক্ষমা করিবে, তিনি বলিবেন কতবার আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করি। লক্ষবার তুমি পাপ করিয়াছ, লক্ষবার তিনি ক্ষমা করিয়াছেন। যদি তাঁহার

প্রকৃতি অনুকরণ না কর, তবে কিরূপে তাঁহার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিবে? কোন ক্ষমাবিহীন অসুর আমাদের হৃদয় গঠন করে নাই যে, ইহা চিরকালই অপ্রশস্ত থাকিবে। সহস্র পাপ করিলেও যিনি ক্ষুধার সময় অন্ন এবং তৃষ্ণার সময় জল দেন, এমন প্রেমসিন্ধু ঈশ্বরের পুত্র কন্যা হইয়া আর তোমরা পরস্পরকে অক্ষমানলে দগ্ধ করিও না। ভাই ভগিনীর দোষ দেখিলে রাগ করিও না, কিন্তু দুঃখ কর। বিকারী রোগীকে দেখিয়া কি প্রতিবেশীরা রাগ করে, না দুঃখ করে? সেইরূপ যে ব্রাহ্ম পাপ করিয়াও দাম্ভিক হয়, সে বিকারী ব্রাহ্ম। তাহাকে রোগী বলিয়া ক্ষমা কর, তাহার প্রতি দয়া কর। সকল অবস্থায় ঈশ্বরের আদর্শ অনুসরণ করিয়া জগতের প্রতি ক্ষমা প্রকাশ কর।

উপাসনা।

রবিবার, ২৩শে বৈশাখ, ১৭৯৫ শক; ৪ঠা মে, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

উপাসনা সম্বন্ধে আমাদের অনেক দোষ আছে যাহা শীঘ্রই সংশোধন করা আবশ্যক। ব্রাহ্মদিগের পক্ষে উপাসনা অপেক্ষা উচ্চতর ব্রত আর কিছুই নাই। মনুষ্যজীবনে উপাসনার ন্যায় গুরুতর ব্যাপার আর কি আছে? কেবল যে পৃথিবীর মনুষ্য উপাসনার অধিকারী তাহা নহে, কিন্তু স্বর্গের দেবতারা ইহাতে যোগ দেন। উপাসনা সামান্য কার্য্য নহে, আমরা মনুষ্য হইয়াও ইহা দ্বারা স্বর্গে বসিবার অধিকার পাইয়াছি। উপাসনা দ্বারা পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গের দেবতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, ইহা অপেক্ষা আর আমাদের

পরম সৌভাগ্য কি হইতে পারে? অতএব উপাসনাতে যদি অসত্য, অধর্ম্ম এবং কপটতা প্রবেশ করে, তবে আর আমাদের দুঃখের অবধি নাই। ঈশ্বরের কৃপায় উপাসনাশীল হইলাম, প্রতিদিন সজনে নির্জ্জনে উপাসনা করিতে লাগিলাম; কিন্তু কিছুকাল পরে আর উপাসনা ভাল লাগিল না, হৃদয়ের ভাব শুকাইয়া গেল; নিয়মের নিতান্ত বাধ্য হইয়া কোন মতে কতকগুলি অভ্যস্ত বাক্য বলিয়া উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। উপাসনা সম্পর্কে এইরূপ যাহাদের অবস্থা, ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেওয়া তাহাদের পক্ষে বিড়ম্বনা। যে উপাসনা দ্বারা মনুষ্য পৃথিবী ছাড়িয়া স্বর্গে উপস্থিত হয়, সেই উপাসনায় অধিকার পাইয়া যাহারা আবার তাহা পরিত্যাগ করে, তাহাদের ন্যায় দুঃখী এবং হতভাগ্য আর কে আছে? কিন্তু অতি নিকৃষ্ট ব্রাহ্ম হইতে উচ্চতম ব্রাহ্ম পর্য্যন্ত এই দোষে দোষী।

এতকাল সাধনের পর এখনও প্রত্যেক ব্রাহ্মের উপাসনা দোষমূলক রহিল, ইহা বাস্তবিক নিতান্ত লজ্জার বিষয়। আমাদের প্রতিজনের উপাসনা যদি ঠিক হইত, তবে হৃদয়ে যে নরকের এত দুর্গন্ধ তাহা অসম্ভব হইত। যে উপাসনা দ্বারা পাপের আসক্তি বিনষ্ট হয়, এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, আমাদের জীবনে যদি প্রতিদিন সেই উপাসনা হইত, তবে কখনই ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান দুরবস্থা থাকিত না। যথার্থ উপাসনা করিতেছি কি না কিরূপে জানিব? জীবনের দ্বারা। এতকাল উপাসনা করিয়া যদি এখনও পাপী এবং দুঃখী রহিলাম, তবে আর কিরূপে বলিব যে আমার উপাসনা ঠিক হয়? ঈশ্বরের নিকট আমরা অনেক বিষয়ে অপরাধী; কিন্তু সেই অপরাধ রাশি হইতে মুক্ত হইবার জন্য যে একমাত্র ঔষধ

উপাসনা, তাহাই যদি আমরা প্রতিদিন ব্যবহার না করি, তবে ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ করিয়া কি হইবে? প্রণালী অনুসারে কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করা উপাসনা নহে, কিন্তু যাহাতে পৃথিবী ছাড়িয়া স্বর্গে পৌঁছিতে পারি, এবং আমাদের স্রষ্টা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া সুখী এবং পবিত্র হই, তাহাই যথার্থ উপাসনা। যাঁহারা যথার্থ উপাসনাশীল, কোন নর নারীর বিরুদ্ধে পাপ করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব, বরং তাঁহাদের উপাসনাবলে জগতের সমুদয় নর নারী ক্রমশঃ উন্নত হইয়া অচিরে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য আনয়ন করে।

জগতের প্রতি উদাসীন হইয়া ঘরে বসিয়া কেবল নিজের জন্য উপাসনা করা কখনই যথার্থ ধর্ম্মসাধন নহে। কেন না ঈশ্বর মনুষ্যকে এরূপ স্বার্থপর করিয়া সৃজন করেন নাই। যখন পৃথিবীর স্বার্থপরতাকেই আমরা ঘৃণা করি, তখন ধর্ম্মের নামে যাহারা কেবল নিজের স্বার্থ সাধন করে, তাহারা যে কতদূর ঘৃণিত এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করে, তাহা আর বলিবার নহে। অন্তেরা পাপের বিষে জর্জ্জরিত হইয়া মরিয়া যাক, তাহাতে আমার ক্ষতি কি, আমি একাকী ঈশ্বরের প্রেমসুধা পান করিলেই হইল, যিনি এরূপ মনেও ভাবিতে পারেন, উপাসনাতত্ত্ব কি, তিনি জানেন না। ঈশ্বরের এই নিয়ম যে যাঁহার উপাসনা হয়, তিনি স্বভাবতঃ অপর ভাই ভগিনীদিগকে ঈশ্বরের দিকে টানিয়া লইবেন। অতএব ব্রাহ্মগণ, ব্রাহ্মিকাগণ, যদি যথার্থ ই উপাসনাশীল হইতে চাও, তবে নির্জ্জনেতে প্রতিদিন উপাসনা করিতে হইবেই, আবার সময়ে সময়ে সামাজিক উপাসনাতেও যোগ দিতে হইবে; এবং উভয় স্থলেই সরল সাধকের ন্যায় সত্যভাবে উপাসনা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, কি জন্য উপাসনা করিবে সর্ব্বদা

তাহা চক্ষের সমক্ষে স্থির রাখিবে। সঙ্কল্পবিহীন উপাসনা কখনই ব্রাহ্মোচিত কার্য্য নহে। তাড়াতাড়ি উপাসনা সারিয়া লইলেই হইবে না; কিন্তু ঈশ্বরের নিকট যাহা প্রার্থনা করিবে তাহা পাইবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল উপাসনাপ্রণালী রক্ষা করিলে হইবে না, কিন্তু যে জন্য উপাসনা করিবে ঈশ্বরের নিকট তাহা চাহিয়া লইতে হইবে। ঈশ্বরের নিকট যাহা চাই তাহা কথা প্রকাশ করিল; কিন্তু হৃদয়ের ভাব এবং জীবন তাহার প্রতিকূল, এরূপ কপট উপাসনায় কিছুই হইতে পারে না। উপাসনার সময় এই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, যতক্ষণ ঈশ্বরের বাক্য শুনিতে না পাইব, অথবা তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিব, ততক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব।

মনুষ্যজীবনে যদি উপাসনাই উচ্চতম কার্য্য হয়, তবে অন্য সকল কার্য্য ছাড়িয়া যাহাতে ভাল উপাসনা হয় সর্ব্বাগ্রে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। যে সকল ব্রাহ্ম মনে করেন, কোন মতে উপাসনা সারিয়া দৈনিক কার্য্য করিতে হইবে, না তাঁহাদের ভাল উপাসনা, না ভাল মতে সাংসারিক সুখ, কিছুই লাভ হয় না। যিনি বলেন, প্রকৃত উপাসনা না করিয়া আমি কোন কার্য্যই করিব না, এবং জীবনেও তাহা সাধন করেন, কার্য্য এবং উপাসনা উভয়ই তাঁহাকে শান্তি দান করে। আমাদের প্রতিজনের উচিত, সমস্ত দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার যেন যথার্থ উপাসনা দ্বারা প্রাণকে শীতল করি। ঈশ্বরকে পাইব এবং তাঁহার প্রেমে মোহিত হইলে আমাদের চরিত্র ভাল হইবে, এইজন্য উপাসনা। সম্পূর্ণরূপে আমার পাপ চলিয়া যাউক, শীঘ্র সুখের জীবন আসুক, এইজন্য

যদি প্রতিদিন প্রত্যেক ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মিকা উপাসনা করেন, শুভ দিন শীঘ্রই আসিবে। উপাসনার প্রতি যাহাদের হৃদয় অনাসক্ত রহিয়াছে, তাহাদের দুঃখ কিরূপে দূর হইবে? প্রতিদিন উপাসনা না করাতে অনেকের হৃদয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। উপাসনার সময় যাহাদের কখনও নিদ্রা আসিত না, এখন তাহারা কখন উপাসনা শেষ হইবে কেবল এই কামনা করে। প্রতিদিন যে ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে কে বলিল, পাপী মনুষ্যের পক্ষে সপ্তাহের মধ্যে একদিন উপাসনাই যথেষ্ট; এইরূপ কুযুক্তি করিয়া তাহারা দৈনিক উপাসনার আবশ্যকতা অস্বীকার করে। উপাসনার প্রতি যাহারা এরূপ অনুরাগশূন্য, এবং উপাসনার সময় যাহারা একবার পরলোক এবং একবার স্ত্রী পুত্র পরিবার ইত্যাদি ভাবে, তাহাদের নিকট ঈশ্বর এবং পরলোক শীঘ্রই যে স্বপ্নের ব্যাপার হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

ব্রাহ্মদের দেবতা নিরাকার, বাহ্যজগতে তাঁহার কোন মূর্ত্তি নাই, একমাত্র উপাসনা দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায়; যখন আত্মা উপাসনাশূন্য হয়, তখন আর কিরূপে ঈশ্বরের সত্তায় বিশ্বাস করিবে? যাই আমাদের উপাসনায় শিথিলতা হইবে, তখনই আমাদের মস্তকের উপর মহাবিপদ আসিবে। যে ব্যক্তি ভাববিহীন হইয়া কেবল কতকগুলি কথা দিয়া ঈশ্বরকে প্রতারণা করিতে পারে, সে কোন মহাপাতক না অনুষ্ঠান করিতে পারে? যে উপাসনার আস্বাদ পায় নাই, সে যে পাপের সুখ অন্বেষণ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব তোমরা সকলেই ভাল উপাসনা করিতে যত্ন কর। ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য উপাসনা করিলে নিশ্চয়ই প্রাণের মধ্যে পুণ্য শান্তি আসিবে। যদি যন্ত্রণা দূর না হয়, তবে

কেন লোকে ব্রহ্মোপাসনা করিবে? ঈশ্বরকে যদি বিশ্বাস ভক্তির সহিত পূজা করি, নিশ্চয়ই অন্তরের দুঃখ দূর হইবে। আবার যখন ভাই ভগিনীদের দুঃখ দূর হইবার জন্য সকলে মিলিয়া পিতার পূজা এবং সেবা করিব, তখন আরও শীঘ্র সুখ বৃদ্ধি হইবে। ঈশ্বরের আজ্ঞা যে, আমরা সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার অর্চ্চনা করি। একাকী সাধন কখনই ব্রাহ্মদিগের নিকট সুখপ্রদ হইতে পারে না। নির্জ্জনেও ব্রাহ্ম একাকী নহেন। কেন না ঈশ্বর কোথায়, প্রাণের ভাই ভগিনী সকল কোথায়, এবং আমিই বা কোথায়? আধ্যাত্মিক ভাবে সকলেই পরস্পরের নিকট রহিয়াছি, পিতাকে ছাড়িয়া সন্তান বাঁচিতে পারে না, এবং সমুদয় সন্তান এক প্রাণসূত্রে সেই পিতার ক্রোড়ে অবস্থিতি করিতেছি, এই দৃশ্য যাঁহারা অনুভব করেন তাঁহাদের সুখ শান্তির সীমা কি? তাঁহার সন্তানমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহাকে দেখিলে পাপের বন্ধন আপনা আপনি ছিড়িয়া যায়, এবং স্বর্গের শোভা দেখিয়া মন চিরকালের জন্য তাঁহার প্রতি আসক্ত হয়। তখন উপাসনা এত সুখদায়ক হয় যে, ভক্ত আর উপাসনা ছাড়িতে পারেন না।

বন্ধুগণ, যখন তোমরা ভাই ভগ্নীদিগকে সঙ্গে লইয়া ঈশ্বরের কাছে বস, তখন কি তোমাদের ইচ্ছা হয় না যে আরও ভাই ভগ্নীদিগকে ধরিয়া আনি। যদি না হয় তবে বুঝা গিয়াছে সে উপাসনাতে অবশ্যই দোষ আছে। বিশ্বাসনয়নে যে দৃশ্য দেখা যায় তাহা অপেক্ষা সুন্দর আর জগতে কি আছে? যে উপাসনাতে ঈশ্বর এবং স্বর্গ নিকটে দেখিবে, সাবধান, বন্ধুগণ, কদাচ তাহার প্রতি উপেক্ষা করিও না। উপাসনা করিতে করিতে যে পর্য্যন্ত

মন সৎ না হয়, সে অবধি উপাসনা ছাড়িও না। ধন, মান, প্রাণ ইত্যাদি সমুদয় অনিত্য বিষয় চলিয়া যাক ক্ষতি নাই; কিন্তু সাবধান উপাসনাব্রত যেন কোন মতেই ভঙ্গ না হয়, উপাসনায় সময় যেন কাহারও নিদ্রা না আসে। প্রতিদিনের উপাসনা ভাল না হইল তাহাতে ক্ষতি কি, এরূপ সাংঘাতিক যুক্তি যেন তোমাদের মনে স্থান না পায়। প্রতিদিন অন্ততঃ একবার সেই মনোহর দৃশ্য দেখিতে হইবে। সেই দর্শন দর্শন নহে যাহাতে সংশয় থাকে। উপাসনার আস্বাদন কোন দিন অধিক কিম্বা কোন দিন কম মধুর হইতে পারে; কিন্তু প্রতিদিনের উপাসনা সরল এবং সত্য হওয়া চাই। প্রত্যেক দিন ভক্তি বৃদ্ধি না হইলে উপাসনা মিথ্যা। প্রতিদিন স্বর্গের দৃশ্য দেখিয়া আনন্দিত হইবে, নিজে তাঁহার আজ্ঞা শুনিবে। প্রতিদিন অন্ততঃ একবার ভালরূপে তাঁহার উপাসনা করিবে। সকালে না হয়, অপরাহ্ণে, অপরাহ্ণে না হয়, রজনীতে উপাসনা করিবে। ক্রমে উপাসনাতে আসক্তি জন্মিলে, ইহাতে এত আনন্দ পাইবে যে আর কিছুই ভাল লাগিবে না। তখন দেখিবে জগতের সকল সুখ ঈশ্বর অপেক্ষা কম মনোহর এবং সমুদয় রত্ন তাঁহা অপেক্ষা কম মূল্যবান্। উপাসনাতে যখন তোমরা এরূপ সুখী হইবে, তখনই জগতে যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইবে। কি দৈনিক, কি সাপ্তাহিক, কি মাসিক, কি উৎসব কোন উপাসনাতে ব্রাহ্মদের প্রবঞ্চনা আছে, জগতের কেহ যেন এই কথা বলিতে না পারে। উপাসনাতে আমাদের সকল দুঃখ দূর হউক, এবং উপাসনাতে আমরা স্বর্গের শান্তি লাভ করি।

জীবনের আদর্শ।

রবিবার, ৩০শে বৈশাখ, ১৭৯৫ শক; ১১ই মে, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

যদি ব্রাহ্মদিগকে জিজ্ঞাসা করা যায় তোমাদের জীবনের আদর্শ কি স্থির হইয়াছে? অতি অল্প লোকে ইহার সদুত্তর দিতে পারিবেন। কেন না এখনও অনেকের জীবন সংসার-স্রোতে বিক্ষিপ্ত হইয়া ভাসিয়া যাইতেছে। আত্মানুসন্ধান করিলে আমরা জানিতে পারি, আমাদের জীবনের মহোচ্চ লক্ষ্য কি এবং কি হইলে আমরা সুখী হইতে পারি। কিন্তু কোন পুস্তক কিম্বা কোন গুরু ইহা শিক্ষা দিতে পারে না। ঈশ্বর স্বয়ং তাহা প্রকাশ করেন। কেন না তিনি জানেন, আমরা নানাবিধ হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ অরণ্যের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছি, এখানে অনেক বিপদের সম্ভাবনা, অনেক ভ্রান্ত গুরু এবং ভ্রান্ত মতের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমরা বিপথে যাইতে পারি, এজন্য দয়াময় ঈশ্বর স্বয়ং আমাদিগকে যথার্থ জীবনের পথ দেখাইয়া দেন। মনের মধ্যে যতই কেন ঘোরান্ধকার থাকুক না তাঁহার কৃপাতে এক একবার বিদ্যুতের ন্যায় আলোক আসিয়া, আমরা কোন পথে যাইব, দেখাইয়া দিতেছে। যেখানে ক্রমাগত অন্ধকার, কেবলই নিরাশা এবং অগ্নির চিহ্ন মাত্র নাই, সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম নাই। ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, ইহা যদি ব্রাহ্মদিগের মূল বিশ্বাস হয়, তবে তাঁহাদের মধ্যে কথনই চিরকাল শীতলতা এবং ঔদাসীন্য থাকিতে পারে না। ঈশ্বর কাহাকেও ছাড়িয়া চলিয়া যান নাই। যে ধর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বর জগৎকে পরিত্রাণ দিবেন, সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কি কেহ

ঈশ্বরের জীবন্ত ভাব অস্বীকার করিতে পারে? জীবন্ত ঈশ্বরকে কে দূরে বিদায় করিয়া দিতে পারে? কে বলে ঈশ্বর ভূতকালের ঈশ্বর, এবং এখন তাঁহার সঙ্গে তেমন জীবন্ত সম্পর্ক নাই? কিন্তু ব্রাহ্মদিগের বিশ্বাস অন্য প্রকার। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান আছেন, তিনি কাহাকেও ছাড়িয়া যাইতে পারেন না। আধ্যাত্মিক ভাবে তিনি নড়িতেছেন, প্রতিজনের আত্মার মধ্যে তিনি অবিশ্রান্ত কার্য্য করিতেছেন, তাঁহার নিদ্রা নাই, আলস্য নাই, মৃত্যু নাই সর্ব্বদাই তিনি সচেতন এবং সর্ব্বদাই তিনি জীবন্ত।

সাধকের জীবন পাঠ করিলে দেখিবে, হয় ত তাঁহার কোন পরিচ্ছেদ অন্ধকারময়, এবং কোন পরিচ্ছেদ আলোকময়, কোন অংশে পাপ এবং কোন অংশে পুণ্য, কোথাও আধ্যাত্মিক নীচতা, কোথাও আধ্যাত্মিক উচ্চতা; কিন্তু সাধকের সকল পরিবর্ত্তন এবং সকল অবস্থার মধ্যেই ঈশ্বর জীবন্ত থাকিয়া তাহার কাছে স্বর্গের বিশেষ বিশেষ আলোক প্রকাশ করিয়াছেন। সাধক যখন কোন্ দিকে যাইবে পথ দেখিতে পায় নাই, তাহাকে তখন যথার্থ কল্যাণের পথ দেখাইয়া দিলেন, যখন নিতান্ত অসহায় এবং অনাথ হইয়া কাঁদিতেছিল, তখন স্বয়ং কথা বলিয়া দুঃখসাগর হইতে তাহাকে উদ্ধার করিলেন। এইরূপে যতই তাঁহার জীবনের ইতিহাস পাঠ করিবে, দেখিতে পাইবে, বড় বড় বিপদে ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন। পাছে আমরা একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হই, এইজন্য তিনি স্বয়ং সময়ে সময়ে আমাদের গম্যস্থান দেখাইয়া দেন। সেই লক্ষ্য মনে রাখিয়া অন্ধকার মধ্যেও আমরা চলিয়া যাইতে পারি।

এইরূপে তিনি পথ দেখাইয়া না দিলে পাপীর সাধ্য কি যে যথার্থ লক্ষের দিকে অগ্রসর হয়।

কালসর্পরূপ মহাপাপের দংশনে যে আত্মা অচেতন, ঈশ্বর ভিন্ন আর কে তাহাকে জাগাইতে পারে? যখন দেখিলেন, তাঁহার সন্তান পাপের আঘাতে একেবারে নির্জ্জীব এবং অসহায় হইল, স্বর্গ হইতে তখন তিনি তাহার অন্তরে উৎসাহ এবং অগ্নি প্রেরণ করিলেন, এবং বজ্রধ্বনিতে কথা বলিয়া তাহার মৃতপ্রায় বধির বিবেককে জাগাইয়া দিলেন। পাপী জাগ্রত হইয়া বুঝিল, যে বল আমাকে জাগাইল, ইহা পৃথিবীর বল নহে। যতই সে ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিল, ততই তাহার অন্তরে আশার সঞ্চার হইতে লাগিল। তখন আবার তাহার জীবন নব উদ্যম, নব উৎসাহ এবং নব ভাবে পরিপূর্ণ হইল, এবং তাহার আত্মাতে নিয়ত শান্তি-পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। তখন অসত্য অন্ধকার এবং মৃত্যু আপনা আপনি চলিয়া গেল। তাঁহার অন্তর সত্য, আলোক এবং অমৃতেতে পরিপূর্ণ হইল। হয় ত আবার সেই ব্যক্তির পতন হইল; কিন্তু ইহা এত ভয়ানক হইল যে, সে যে কখন ভাল ছিল তাহাও তাহার স্মরণ রহিল না, এবং ঈশ্বর যে কখনও তাহার অন্তরে দেখা দিয়াছিলেন এবং তাহার সঙ্গে কথা কহিয়াছিলেন তাহার চিহ্নও রহিল না। আগেকার পাপাভ্যাস সকল আবার আসিয়া তাহাকে অধিকার করিল এবং তাহার জীবনে যাহা ভাল ছিল, একেবারে সমুদয় চলিয়া গেল ইহাই ব্রাহ্মদিগের মহাব্যাধি।

যদি বাঁচিতে চাও ব্রাহ্মসমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে এই রোগ দূর করিতে হইবে। প্রাণান্তেও তোমরা একবার যাহা দেখিয়াছ তাহা

অস্বীকার করিতে পারিবে না। ধর্ম্মজগতেও দিবারাত্রি আছে, সময়ে সময়ে অন্ধকার, নিরাশা আসিবে; কিন্তু সেই ঘোরতর বিপদের মধ্যেও একদিন যে তোমরা স্বর্গ দেখিয়াছ ইহা মানিতেই হইবে। এটী না মানাই ভয়ানক পতনের কারণ। অতএব সাবধান অন্ধকারে পড়িয়া বলিও না, যে আলোক দেখ নাই। আজ হয় ত রাশি রাশি পাপ করিয়া মন অসাড় হইয়াছে; কিন্তু এমন দিন ছিল, যখন একটী পাপ করিলেই অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছ। ঈশ্বর দেখা দেন এবং তিনি কথা বলেন এখন বুঝিতে পারিতেছ না; কিন্তু এমন দিন ছিল যখন প্রতিদিন নূতন নূতন ভাবে তোমার ঈশ্বর দর্শন এবং ঈশ্বর শ্রবণ হইত। জীবনের পরীক্ষিত বিষয় অস্বীকার করিও না। সত্য বটে, ব্রাহ্মেরা ইতিহাস মধ্যে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করেন না; কিন্তু তোমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের ইতিহাস অগ্রাহ্য করিলে, তোমরা ঈশ্বরের স্পষ্ট প্রমাণ অস্বীকার করিলে। প্রত্যেক সাধকের জীবনরূপ মনোহর ইতিহাস মধ্যে ঈশ্বর তাঁহার অনেক সত্য লিখিয়া রাখিয়াছেন। আমরা কিরূপে পুণ্যবান্ হইব, কোথায় গেলে সুখী হইব, ঈশ্বর বলিতেছেন, নিজের জীবন পাঠ করিয়া দেখ, কিসে একবার পুণ্যবান্ এবং সুখী হইয়াছিলে তাহা স্মরণ করিয়া দেখ। যদিও বারবার পাপাচরণ করিয়া নরকের কীট হইয়াছ, তথাপি এক একবার যে স্বর্গে বাস করিয়াছ কখনও তাহা ভুলিও না। ভক্তিনয়নে পিতাকে দেখিয়াছ, স্বীয় বিবেককর্ণে তাঁহার কথা শুনিয়াছ, কদাপি এ সকল গূঢ় কথা অস্বীকার করিও না। আবার যদি পাঁচজন বন্ধু মিলিয়া ভাল উপাসনা করিয়া থাক, তবে স্বর্গ দেখিয়াছ এবং পিতার চরণতলে

দুটী ভাই, কিম্বা দুটী ভগ্নী মিলিয়া যদি শান্তি পাইয়া থাক, তবে মনুষ্যজাতির আদর্শ কি জানিয়াছ।

অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা যদি তাহাদের মধ্যে কেহ নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মপুস্তক বিশ্বাস না করে তাহাকে অবিশ্বাসী বলিয়া ঘৃণা করে; কিন্তু ব্রাহ্মেরা যদি জীবনপুস্তকটীও বিশ্বাস না করেন, তাঁহাদের উপায় কি? আমাদের বাহিরের আলোকে প্রয়োজন নাই, কেন না আমরা কোন্ পথে যাইব ঈশ্বর স্বয়ং দেখাইয়া দিয়াছেন। আমাদের হৃদয়ের রজ্জু প্রতিদিন তিনি আপনার হস্তে টানিতেছেন। কেন না আমাদিগকে পুণ্য শান্তি পথে লইয়া যাইবার জন্য আমাদের অপেক্ষাও তিনি অধিকতর ব্যস্ত। অতএব জীবনে যাহা দেখিয়াছ, অধিকতর বিশ্বাস ভক্তির সহিত তাহা রক্ষা কর। অপর ব্যক্তি যাহা দেখিয়াছে তাহার বর্ণনা শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকিও না; তোমাদের নিজের চক্ষু কর্ণ আছে, অতএব যাহা নিজের চক্ষু কর্ণে দেখিয়াছ শুনিয়াছ, সাবধান! কখনই তাহা ছায়া মনে করিও না। একবারও যদি ঈশ্বর বজ্রধ্বনিতে তাঁহার আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন, আর কেন নিদ্রিত থাক? যেখানে জীবিতেশ্বর নাই সেখানে জীবন নাই, চৈতন্য নাই; কিন্তু যখন ঈশ্বর ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছেন, তখন আর কিরূপে অচেতন থাকিবে? যে দেবতা সঙ্গে সঙ্গে চলেন অথচ যাঁহার পা নাই, যিনি সকলকে দেখেন অথচ যাঁহার চক্ষু নাই, তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া কেন আর নিরুৎসাহ থাকিবে? তাঁহার সহবাস অপেক্ষা পবিত্রতর আর কি স্বর্গ আশা করিতে পার? যথার্থ স্বর্গ যদি তোমাদের মন আকর্ষণ করিতে না পারে, কল্পিত স্বর্গ লইয়া কে কতদিন সুখী থাকিতে পারে? ঈশ্বরের কথা শুনি নাই, পরে শুনিব, এখন

যাহাকে আমরা ঈশ্বরদর্শন বলি তাহা কল্পনা, যাহারা এ সকল কথা বলিতে পারে, পঞ্চাশ বৎসর পরেও যে তাহারা এ সকল কথা না বলিবে, কে বলিতে পারে? আজ যিনি ঈশ্বরকে কল্পনা বলিতে পারেন, তিনি যে আর একদিন ঈশ্বরকে কল্পনা না বলিবেন কে বলিল?

না ব্রাহ্মগণ, তোমরা এরূপ আত্মহত্যা করিও না। স্বর্গের সুখ ভোগ করিয়া কি তাহা নরক বলিবে? এমন সকল পরীক্ষিত সত্যের পর কি জীবন আবার কল্পনার পথে যাইবে? মরিতে মরিতে বলিব যাঁহাকে দেখিয়াছি তিনি সত্য সত্যই প্রেমের ঈশ্বর। চিরকাল উৎসাহী রাখিবার জন্য তাঁহার প্রেমমুখ দেখাইয়াছেন এবং চিরজীবন সেই মুখ দেখিবার জন্য আমরা লালায়িত থাকিব, ইহাই জীবনের আদর্শ। জীবনপুস্তকে স্বর্গের কলম লইয়া তিনি এই আদর্শ চিত্র করিয়া দিয়াছেন। ইহা যদি বিশ্বাস না কর, এবং যদি বল ভবিষ্যতে আরও ভাল ঈশ্বর আরও ভাল ইতিহাস পাইব তবে তোমরা ঈশ্বরকে চাও না, কিন্তু তোমাদের আপনার কল্পনাকে চরিতার্থ করিতে চাও। ঈশ্বর হইতে শ্রেষ্ঠ কি আর কিছু আছে? বর্ত্তমান ঈশ্বরকে বরণ না করিলে তোমাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই ঘোর অন্ধকার এবং নিরাশাপূর্ণ। হায়! কি পরিতাপের বিষয়, তোমরা জীবন্ত ঈশ্বরকে দেখিয়া কি না বলিলে, হে ঈশ্বর, তুমি পুরাতন হইয়াছ, তোমাকে দেখিলে আর আমাদের ভক্তির উদয় হয় না, অতএব তোমা অপেক্ষা যদি আর কোন ভাল ঈশ্বর থাকে, তাঁহাকে আনিয়া দাও, নতুবা আর তোমার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। ব্রাহ্মগণ, সাবধান, এরূপ ভয়ানক দুর্ঘটনা যেন আর কাহারও না হয়। যে অমৃত নিজে পান করিয়া এবং যে স্বর্গ নিজে দেখিয়া সুখী হইয়াছ, সেই

অমৃত যাহাতে সমুদয় নর নারী ভোগ করিতে পারে এবং সেই স্বর্গ যাহাতে সমস্ত জগতে বিস্তৃত হয়, ইহার জন্য সমস্ত জীবন দান কর।

অমরত্ব লাভের স্থান।

রবিবার, ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৫ শক ; ১৮ই মে, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

মনুষ্যের মনকে যদি একটী প্রশস্ত রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে বলিতে হইবে সে রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগ মৃত্যুর অধীন। মনের মধ্যে কোন স্থানে সংশয়, কোন স্থানে বিশ্বাস, কোন স্থানে পাপ, কোন স্থানে পুণ্য, কোন স্থানে নরক, কোন স্থানে স্বর্গ, কোন স্থানে অশান্তি, কোন স্থানে শান্তি, ইত্যাদি নানা প্রকার ভাব এবং অভাব রহিয়াছে ; কিন্তু বাহিরে যেমন সকলের উপরেই মৃত্যুর আধিপত্য, কি সুস্থ, কি জীর্ণ শীর্ণ, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি মূর্খ, কি পণ্ডিত, কি ধার্ম্মিক, কি অসাধু, কেহই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না, মনের বিবিধ বিভাগ সম্পর্কেও সেইরূপ। কাহারও প্রতি পক্ষপাতী হওয়া মৃত্যুর স্বভাব নয়, দেখ মৃত্যু সকলকেই গ্রাস করিতেছে। ইহার স্পর্শে কল্য যাহা ছিল, অদ্য তাহা নাই। মন সম্পর্কেও সেইরূপ। কে বলিতে পারে আমাদের এই যে উপাসনার ভাব এবং সাধুতা, ইহার উপর মৃত্যুর ক্ষমতা নাই? মনুষ্যের জ্ঞান, প্রেম এবং পুণ্য ভাব যে কেমন অস্থায়ী, তাহা কি তোমরা জীবনের পরীক্ষায় জান নাই? এই যে হৃদয়ের মধ্যে ভক্তি ফুলটী ফুটিল আর ইহা শুকাইবে না, আমাদের মধ্যে কে এই কথা বলিতে পারেন?

জগতের ইতিহাস পাঠ কর, নিজের জীবন দেখ, দেখিবে সর্ব্বত্র মৃত্যুর অধিকার; কিন্তু প্রতিজনের আত্মার মধ্যে একটী স্থান আছে, যেখানে মৃত্যু যাইতে পারে না, সেই স্থান অমর; মৃত্যু বরং মরিতে পারে, কিন্তু মনের সেই বিভাগ কখনই মরে না। ঈশ্বর স্বয়ং তাহা অমর করিয়া সৃষ্টি করিলেন। তাহা কি, কেহ বলিতে পারে না; কিন্তু সেই স্থানে আসিবার জন্য মনুষ্য-স্বভাব সর্ব্বদা ব্যস্ত। কেহ কেবল প্রেমিক হইবার জন্য সাধন করেন, কেহ কেবল পবিত্র হইবার জন্য ব্যাকুল হন, কিন্তু এই উভয় সাধনই অস্বাভাবিক এবং নিষ্ফল, যে পর্য্যন্ত সাধক সেই অমর বিভাগের উপর স্থাপিত হইতে না পারেন। আত্মাকে সেই স্থানে লইয়া যাওয়াই যথার্থ উন্নতি। সেই স্থানে পৌছিবা মাত্র মন রূপ মুখের উপরে স্বর্গের জ্যোৎস্না পড়ে, নিতান্ত কদাকার মুখ সেই স্থানে পৌছিলে স্বর্গীয় কান্তি লাভ করে। সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী হইবার জন্যই প্রত্যেক মনুষ্য, প্রত্যেক পরিবার, এবং সমস্ত মনুষ্যজাতি সৃজিত হইয়াছে। সেই স্থানে উপস্থিত হইলে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ হয়। ধর্ম্মজগৎ কোথায় যাইতেছে? সেই স্থানে? সেই অলক্ষ্য স্থানটী সকলেই অন্বেষণ করিতেছি; যাই মনে হয় আমরা সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী হইতেছি, তখন আশা আনন্দে আমাদের অন্তর পরিপূর্ণ হয়। এই স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য যে ব্যগ্রতা, তাহাই স্বাভাবিক উন্নতির লক্ষণ; ইহা ভিন্ন এক একটী পাপ দমন করিয়া কেহই শান্তি পাইতে পারে না। সেই স্থান না পাইলে পরিত্রাণার্থীর আর কিছুতেই তৃপ্তি নাই।

ব্রাহ্মসমাজের এমন অবস্থা ছিল, যখন এই গূঢ়তত্ত্ব জানিবার

জন্য কাহারও তেমন ব্যাকুলতা হইত না। তখন বাহ্যজগৎ আছে, অতএব ইহার কারণ এবং কর্ত্তা একজন ঈশ্বর আছেন এইরূপ আনুমানিক যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করা হইত। ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে বলিয়া আমার অস্তিত্ব, এই যুক্তি যে সকল যুক্তি অপেক্ষা প্রবল সেই দিকে কাহারও দৃষ্টি ছিল না। যাহারা ভূগোল জানে তাহারা বলিয়া দিতে পারে, পৃথিবীর অমুক স্থানের ঐদিকে অমুক স্থান আছে, তেমনই আত্মার ভূগোলবেত্তা মনের আনন্দে বলিতে পারেন, আত্মার ঐ স্থানে ঈশ্বর ত আছেনই, ঈশ্বরপ্রাণে আমি প্রাণী হইয়াছি; ঈশ্বর নাই অথচ আমি আছি ইহা ভাবিতেই পারি না। এই যে মনে ভাবা যায় না, ইহাই স্বর্গীয় বিশ্বাস; জ্যোতিষ পড়, বিজ্ঞান পড়, কিম্বা ধর্ম্মগ্রন্থ পড়, কিছুতেই এই বিশ্বাস পাইবে না। ব্রাহ্মগণ, কোন সূত্রে তোমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস কর, আজ একবার আলোচনা করিয়া দেখ। স্বভাবপুস্তক কিম্বা ধর্ম্মজগতের ইতিহাস পড়িয়া কি তোমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছ, না অন্য কিছু তোমাদের বিশ্বাসের পত্তনভূমি? বাহ্যজগৎ কখনই প্রকৃত বিশ্বাসের পত্তনভূমি হইতে পারে না; যখন অন্তর্জগতে ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার অস্তিত্বের সাক্ষ্যদান করেন তখন যে বিশ্বাস হয়, তাহাই প্রকৃত বিশ্বাস। এই বিশ্বাস হইতেই জীবনে যথার্থ পবিত্রতা বিনিঃসৃত হয়। যখন দেখিব ঈশ্বর ছাড়া আমার সত্তা আমি ভাবিতে পারি না, তখনই বুঝিব যে আমার বিশ্বাস অটল হইয়াছে। নতুবা বহির্জগৎ দেখিয়া, শাস্ত্র পাঠ করিয়া কিম্বা গুরুর উপদেশ শুনিয়া যে বিশ্বাস, একদিন মৃত্যু আসিয়া নিমেষের মধ্যে তাহা গ্রাস করিবে।

যাঁহার বিশ্বাস সূক্ষ্ম কেশের ন্যায় হৃদয়ের সেই অলক্ষিত স্থানে রহিয়াছে, তিনিই সংশয় এবং পতনের অতীত, কাহার সাধ্য তাঁহার সেই প্রাকৃতিক অমর বিশ্বাস দূর করিয়া দেয়? এই প্রকাণ্ড জগৎ ঈশ্বরকে ধরিয়া রাখিতে পারে না; কিন্তু তাঁহার সেই কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম বিশ্বাস ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী ঈশ্বরকে ধরিয়া রাখিয়াছে। আগে ঈশ্বর বলেন 'আমি আছি' তবে আমি বলি আমি আছি, এই যে মহা গূঢ় যোগের কথা তাহা তিনিই বুঝিতে পারেন। অন্য সকল বিশ্বাস মরিবে, চন্দ্র সূর্য্য নিবিয়া যাইবে; কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস মরিবে না। এই বিশ্বাসের গুণে সেই অমৃতরাজ্য—স্বর্গের সঙ্গে ব্রাহ্মের যোগ হয়। জীবিতেশ্বরের সঙ্গে যাহার এইরূপ প্রাণের যোগ না হয়, সে কদাপি ভাই ভগিনীকে ভালবাসিতে পারে না, এবং সে জগৎকে প্রেমচক্ষে দেখিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। কেহ কেহ বলেন, সমস্ত জগৎকে ভালবাসিয়া পরে ঈশ্বরের কাছে যাইতে হয়, ইহা কখনই সত্য কথা নহে। কেন না আগে ঈশ্বরের সন্নিধানে উপস্থিত না হইলে হৃদয় কখনই পবিত্রভাবে প্রেমিক হইতে পারে না। প্রেমময়ের কাছে যাইবা মাত্র হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হয়, এবং তাঁহাকে প্রেম করিলে, তাহার সমস্ত জগৎ মধুময় বোধ হয়। তখন যাহাদিগকে কখনই ক্ষমা করিতে পারি নাই, তাহাদের প্রতিও ক্ষমা এবং প্রেমের তরঙ্গ সমুত্থিত হয়। তখন হৃদয় উৎস হইতে জগতের প্রতি প্রেম এবং দয়া দুর্জ্জয় বলের সহিত বাহির হইতে থাকে। প্রেমবল মনের সমুদয় রিপুকুলকে ধ্বংস করে। প্রাণযোগে যেমন ঈশ্বরকে ছাড়া অসম্ভব, প্রেমযোগে তেমনই চারিদিক সুধাময় বোধ হয়। তখন কি মনের মধ্যে, কি

বাহিরে সকলই প্রফুল্লকর। স্বর্গ হইতে যে প্রেম আসে তাহাতে মালিন্য নাই, স্বার্থপরতা নাই, বরং তাহার সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রতা এবং পুণ্যভাব আসিয়া নরকের মধ্যেও স্বর্গের শোভা প্রদর্শন করে।

যে মহারাগী অভ্যাস দ্বারা ক্রমাগত ক্রোধরিপুকে পুষ্ট করিয়াছে, যে লোভী এবং অহঙ্কারী চিরকাল তাহাদের রিপু চরিতার্থ করিয়া আসিয়াছে, কিরূপে সে ইন্দ্রিয়ের দৌরাত্ম্য হইতে মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে জিতেন্দ্রিয় হইবে? সেই ব্রাহ্ম কোথায়, যিনি সম্যক্‌রূপে পুরাতন শত্রুদিগকে নিপাত করিয়াছেন? পরীক্ষাস্তে কি আমাদের মধ্যে অনেকে দেখি নাই যে, সেই শত্রু সকল কেবল নিদ্রিত ছিল। কিন্তু দশ বৎসর কিম্বা চল্লিশ বৎসর সাধনের পরেও যদি জিতেন্দ্রিয় হইতে না পারিলাম, তবে কি নিরাশ হইব? না, যেখান হইতে পুণ্যস্রোত আসিতেছে, সেই স্রোতের নিকট আত্মাকে ধরিয়া রাখ, সেই অনুকূল স্রোতে নৌকা ছাড়িয়া দাও, দেখিবে পাপাভ্যাস সকল আপনা আপনি বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। শীতল সমীরণ ভোগ করিলে যেমন নিকটে বৃষ্টি হইতেছে, অথবা নদ নদী আছে বুঝিতে পারি, তেমনই হৃদয়ের প্রেমভক্তিরূপ পুষ্পের সৌরভ পাইয়া বুঝিতে পারিব যে আমরা যথার্থই স্বর্গের দিকে যাইতেছি। পৃথিবীর মলিন পথে দিনরাত্রি বেড়াইয়া অনিত্য ধন অর্জ্জন করিলে কি হইবে? ব্রাহ্মগণ, সেই অমৃতধামে যাও, ঈশ্বরের প্রতি নিগূঢ় প্রেম হইবে। স্থানের মাহাত্ম্য আছে, পৃথিবীর তীর্থ সম্পর্কে নয়; কিন্তু মনের সম্পর্কে। যেখানে মরিবে, মূঢ় ব্রাহ্ম, সেখানে বসিয়া কেন হাসিতেছ? স্বভাবের সঙ্গে যোগ না হইলে উন্নতি হইতে পারে না। ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতেছ না কেন? সেই যে বিন্দুরূপ একটী স্থান সে স্থানে দাঁড়াও, সহস্রধারে

সুখ শান্তি উৎসারিত হইবে। তখন বলিবে, ধন্য জগদীশ! পৃথিবীতে থাকিয়া অমর হইলাম। তখন তোমাদের মুখে ঈশ্বরের অমৃতনাম মহীয়ান্ হইবে।

ঈশ্বরের আমি ও আমার আমি।

রবিবার, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৫ শক; ২৫শে মে, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

যদি কোন পদার্থ আমাদিগকে একেবারে আশ্চর্য্য এবং অবাক করিতে পারে সে পদার্থ আমি আপনি; অথবা যাহার কার্য্যপ্রণালী চিন্তা করিলে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, তাহা আমি। বাহিরে অনেক চমৎকার বস্তু আছে; কিন্তু অন্তরে আমার ন্যায় চমৎকার এবং আশ্চর্য্য বস্তু আর কিছুই নাই। আমি আপনাকে আপনি শাসন করিতে পারি না, ইহার মর্ম্ম কি? তবে কি আমার মধ্যে দুই ব্যক্তি আছে যাহাদের মধ্যে সংগ্রাম হয়? কিন্তু আমি দুই জন, কেহই ইহা স্বীকার করিতে পারে না, অথচ আমি আমাকে শাসন করিতে পারি না ইহার অর্থ কি? বাস্তবিক ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে যে, সেই একই মন সময়ে সময়ে বলিতেছে, আমি আমাকে সুখী করিতে পারিলাম না। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি সুস্থ, কি রোগী, কি জ্ঞানী, কি মূর্খ, সকলেই সময়ে সময়ে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া এই কথা বলিতেছে, আমি আর আমাকে সুখী করিতে পারিলাম না। দেখ মনের মধ্যে এমন একটী নিগূঢ় বস্তু আছে যাহা আমাকে শাসন করিতে চায়। এই যে দুই আমি পরস্পর সংগ্রাম করিতেছে, এ কথার গভীর অর্থ আছে। ইহাই

ঈশ্বরের অস্তিত্বের একটী গূঢ় প্রমাণ। আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কেহ আছেন, ইহাতেই তাহার বিশেষ প্রমাণ হইতেছে। মনুষ্য আপনাকে আপনি সুখী করিতে পারে না, এবং আপনি আপনার কর্ত্তা নহে; কিন্তু আর একজন তাহার উপরে আছেন যাঁহার নিয়ম সে কোন মতেই অতিক্রম করিতে পারে না, এই কথাতেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

যে ব্যক্তি নিয়ম ভাঙ্গিয়া অসুখী হইয়াছে সে যদি আপনি আপনার নিয়ন্তা হইত, কখনই তাহার মুখ হইতে এই কথা নিঃসৃত হইত না। মনুষ্য সুখ চায়, শান্তি চায়; কিন্তু নিজের ক্ষমতায় সে সুখী হইতে পারে না, সে দেখিতে পায় তাহার শক্তি এবং তাহার ক্ষমতা একজন পূর্ণ শক্তিমান ঈশ্বরের অধীন। ধর্ম্মরাজ্যের অধিপতি সেই রাজরাজেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া সে কুত্রাপি এক বিন্দু সুখ শান্তি পাইতে পারে না। ইহাতেই আমরা দেখিতেছি, মনুষ্যের মধ্যে দুই প্রকৃতি আছে, এক দেবপ্রকৃতি, আর এক পশুপ্রকৃতি। এই দুই প্রকৃতির মধ্যে মনুষ্যের স্বাধীনতা, এবং এই স্বাধীনতাবলে মনুষ্য ইচ্ছা করিলেই পশুভাবকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়া দেবভাবে পরিচালিত হইয়া স্বর্গের দিকে এবং শান্তি-নিকেতনে পৌঁছিতে পারে। ইহারই বলে আবার মনুষ্য পাপের অধীন এবং নরকের কীট হইয়া থাকিতে পারে। স্বর্গের সঙ্গে দেবপ্রকৃতির এবং পৃথিবীর সঙ্গে পশুপ্রকৃতির সম্পর্ক, মনুষ্য যখন যে প্রকৃতির অধীন হয়, সে যদি প্রাণের সহিত চেষ্টা করে তথাপি তাহাকে সেই প্রকৃতি ছাড়ে না। যে পশুপ্রকৃতির অধীন হইয়াছে, সে যদি তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য সমস্ত প্রাণের সহিত চেষ্টা করে তথাপি

পশুরা তাহাকে ছাড়িবে না, কেন না তাহাদের সঙ্গে সে সন্ধি করিয়াছে। দেবপ্রকৃতি লাভ করিবার জন্ত যদিও সময়ে সময়ে তাহার হৃদয়ে ইচ্ছা হয়, তথাপি সে সেই শুভ পথে যাইতে পারে না, কেন না পশুভাব তাহার উপর রাজত্ব করে।

মনুষ্যের ইচ্ছা সর্ব্বদা স্বাধীন, নরকের মধ্যে থাকিয়াও সে সময়ে সময়ে স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা করিতে পারে, এবং আবার সাধু সঙ্গে থাকিয়াও নিতান্ত জঘন্ত সুখ সকল কামনা করিতে পারে। কিন্তু যে অভ্যাসের দাস হইয়াছে, সে ইচ্ছা করিয়াও তাহা হইতে মুক্তি পাইতে পারে না। মনে কর কেবলই টাকা যাহার দৈনিক কার্য্যের মধ্যবিন্দু, এবং যতই টাকা লাভ করে, ততই অধিকতর টাকা পাইবার জন্ত যাহার লোভ বৃদ্ধি হয়, সে কি কেবল ইচ্ছা করিয়া সেই রিপু হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে? এইরূপ অন্যান্ত রিপুসম্পর্কেও। যে ব্যক্তি বহুকাল হইতে কাম, ক্রোধ কিম্বা অহঙ্কার চরিতার্থ করিয়া আসিয়াছে, সে কি ব্রাহ্ম হইয়াছে বলিয়া সহজেই সেই সেই অভ্যস্ত পাপকে দমন করিতে পারে? অভ্যাসের অর্থ কি? বারম্বার কোন কার্য্য করিলে মন যে একটী নিয়মের অধীন হয় সেই অবস্থার নামই অভ্যাস। পশুভাবের দ্বারা চালিত হইয়া যে বারম্বার পশুভাব সকল চরিতার্থ করিয়াছে, সে পশুপ্রকৃতি কিম্বা পাপাভ্যাসের অধীন। পাপাভ্যাস কি, তাহা বুঝাইয়া দিতে হয় না। প্রতিজনের জীবন ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। সাধারণতঃ সকলেরই রিপুর সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হয়। আবার প্রতিজনের মনে বিশেষ বিশেষ রিপুর আধিপত্য রহিয়াছে। প্রকৃতিতে যেমন দুটী পুষ্প কিম্বা দুটী মুখ কোথাও

এক প্রকার দেখা যায় না, সেইরূপ আবার প্রত্যেকের মনের গঠনও স্বতন্ত্র।

প্রত্যেকেরই অন্তরে কৌতূহল, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, কোমলতা, স্নেহ, দয়া, ন্যায়, পবিত্রতা ইত্যাদি সাধারণ প্রকৃতি রহিয়াছে; কিন্তু তাহারই মধ্যে আবার বিভিন্নতা আছে। কাহারও অনেক সাধন না করিলে ভক্তি-পুষ্প ফুটে না, কাহারও মনুষ্যকে দয়া করা অতি সহজ। কেহ স্বভাবতঃ অধিক ন্যায়বান, কাহারও পুণ্যের প্রতি আসক্তি অতি প্রবল। কিন্তু ইহাতে কেহ মনে করিও না, যে ঈশ্বরের ন্যায়পূর্ণ সিংহাসন পক্ষপাতী। সকলের প্রতি তাঁহার সমান দয়া এবং সমান ন্যায়। তাঁহার সম্বন্ধে দোষ অসম্ভব, কেন না তাঁহার স্বভাব পূর্ণ দয়া এবং পূর্ণ ন্যায়ের আধার। প্রত্যেকের প্রকৃতি বিভিন্ন হউক না কেন, তাঁহার অনন্ত দয়া এবং অনন্ত ন্যায়পূর্ণ সিংহাসনতলে সকলের প্রতি সমান বিচার। প্রত্যেক মনুষ্য অপরাপর সকলের সঙ্গে সমান, ঈশ্বরের চক্ষে কেহই ক্ষুদ্র কিম্বা কেহই শ্রেষ্ঠ নহে। তাঁহার নিকট সকলেই সমান, কেন না তিনি জানেন, প্রত্যেকেরই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অভাব এবং বিশেষ বিশেষ সদ্ভাব আছে। কাহারও মনে হয় ত বল আছে; কিন্তু হৃদয় দুর্ব্বল, অথবা হৃদয় কোমল, কিন্তু পবিত্রতা অল্প। যে অধিক সবল তাহারই নিকট কঠিনতর পরীক্ষা সকল আসিতেছে, এইরূপে প্রত্যেকের জীবনে বিভিন্নতা সত্ত্বেও ঈশ্বরের ন্যায় এবং দয়ার সামঞ্জস্য রহিয়াছে। অতএব কেহই বলিও না, ঈশ্বর কেন অমুকের মনে ঐ সকল ভাব প্রবল করিয়া দিলেন, যে সমুদয় আমি অতি অল্প পরিমাণে পাইয়াছি। তুমি যাহাকে শ্রেষ্ঠ অথবা ভাল বলিতেছ

তাহার উৎকৃষ্ট গুণ সত্ত্বেও মনে হয় ত এমন দুরভিসন্ধি উপস্থিত হয় যাহা দূর করা তাহার পক্ষে অতি কঠিন। অতএব পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করিয়া কদাপি ঈশ্বরেতে পক্ষপাত দোষ আরোপ করিও না।

ঈশ্বর পূর্ণ দয়া এবং পূর্ণ ন্যায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া সকলকে গঠন করিয়াছেন, এবং তদনুসারে সকলকে শাসন করিতেছেন। একদিকে যেমন তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্রমাগত রিপু সকল চরিতার্থ করিয়া পাপাভ্যাসের অধীন হইতে পার, তেমনই অন্যদিকে তোমার অনেকগুলি সাধুভাব আছে, যাহা সাধন করিলে অনায়াসে তুমি স্বর্গে পৌঁছিতে পার। যদি হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে দেখিতে পাইতে যে অভ্যাসের দ্বারা লোক সহজে পশুপ্রকৃতি ছাড়িতে পারে না, সেই অভ্যাসের দ্বারাই আবার মনুষ্য চিরকালের জন্য দেবপ্রকৃতির বশীভূত হয়। কাহারও পক্ষে কাম, ক্রোধ এবং অহঙ্কার ইত্যাদি দমন করা যেমন কঠিন, কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে সাধুসঙ্গ, সদ্গ্রন্থ পাঠ ইত্যাদি পরিত্যাগ করাও তেমনই দুঃসাধ্য। কাহারও পক্ষে ঈশ্বরদর্শন এবং তাঁহার দেবমুখের বাণী শ্রবণ অতি সুলভ, কাহারও পক্ষে এ সমুদয় স্বর্গীয় ব্যাপার নিতান্ত দুর্লভ। কেহ কেহ কঠোর সাধনের দ্বারা কিছুকাল সেই দুর্দান্ত রিপুদিগের উপর আধিপত্য লাভ করিল, কিন্তু দুই বৎসর যাইতে না যাইতে সেই পুরাতন পাপ আসিয়া আবার তাহাদিগকে আক্রমণ করিল; দুই বৎসর সেই ধর্ম্মবীর আত্মা প্রাণপণে পাপের সঙ্গে সংগ্রাম করিল, কিন্তু যাই আবার উদ্যম একটু শিথিল হইল, অবকাশ পাইয়া সেই পুরাতন শত্রু সকল আসিয়া তাহাদিগকে সংসারের কোন কুটিল পথে লইয়া গেল, আর তাহাদিগকে ব্রহ্মমন্দিরে

দেখাও যায় না। দুই বৎসর তাহারা চিন্তাতে বাক্যেতে কার্য্যেতে সাধনের বল দেখাইয়াছিল; কিন্তু বিপদের সময় সেই দীনাত্মাগুলির উপর এমনই ভয়ানকরূপে পাপের দৌরাত্ম্য হইল যে, আর কোন মতে তাহারা পুণ্যপথে অগ্রসর হইতে পারিল না; সেই পুরাতন পাপাভ্যাসে তাহাদের মন এমনই জড়ীভূত যে কোন মতেই তাহারা উত্তেজিত রিপুকুলকে পরাস্ত করিতে পারিল না। এইরূপে কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার ইত্যাদির অত্যাচারে যে কত শত শত ব্রাহ্মের মৃত্যু হইয়াছে তাহা ভাবিলে অন্তরে ভয় হয়।

ভাল উপাসনা হয় না, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং মনুষ্যের প্রতি প্রেম সঞ্চারিত হয় না, ইহার প্রধান কারণ কি? রিপুদিগের আধিপত্য! অতএব যদি এ সকল রিপুকুল হইতে মুক্ত হইতে সঙ্কল্প করিয়া থাক, তবে আর সেই পশুনিয়মের অধীন থাকিও না। যেমন কাপড় অগ্নিমধ্যে রাখিলে নিশ্চয়ই উহা দগ্ধ হইবে, সেইরূপ পশু-নিয়মের বশীভূত থাকিলে কোন মতেই তোমাদের পশুভাব দূর হইবার নহে। ব্রাহ্ম হইয়াছ বলিয়া কি তোমরা ভৌতিক এবং পশুনিয়মের অতীত হইয়াছ? পশুপ্রকৃতি চরিতার্থ করিলে নিশ্চয় তদনুযায়ী অভ্যাসের অধীন হইবে। কিন্তু সেই অভ্যাসের মূল তুমি। কেন না তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে পাপের তরঙ্গে ভাসাইয়াছ। যে নির্ব্বোধ নৌকা হইতে আপনাকে তরঙ্গে নিক্ষেপ করে, এবং অবশেষে ভাসিতে ভাসিতে যদি বলে হে তরঙ্গ, আর আমি তোমার যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না, এক্ষণে আমাকে রক্ষা কর, তরঙ্গ কি তাহার কথা শুনে? সেইরূপ যে ব্যক্তি কাম অথবা অন্য কোন রিপুকে বারম্বার উত্তেজিত করিয়া জঘন্য কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে কি

সহজে অভ্যাসের বল হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে? যদি নীতিশাস্ত্র বিশ্বাস কর, তবে স্বীকার করিতেই হইবে যে, ব্রাহ্মই হও আর যাহাই হও, প্রত্যেকের উপর অভ্যাসের বল থাকিবেই থাকিবে। কিন্তু বন্ধুগণ, ভয় নাই, যেমন পাপাভ্যাসের বল দুর্জ্জয়, তেমনই পুণ্যাভ্যাসের বল অখণ্ড এবং অনতিক্রমণীয়। এক দিকে যেমন নিরাশা, অপর দিকে তেমনই আশা। অতএব যাহাতে নিকৃষ্ট অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া দেবপ্রকৃতির অধীন হইতে পার, ব্রাহ্মগণ, ব্রাহ্মিকাগণ, প্রাণপণে তোমরা সেইরূপ সাধন আরম্ভ কর, ঈশ্বর তোমাদের সহায় হইবেন।

অভ্যাসই শত্রু অভ্যাসই মিত্র।

রবিবার, ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৫ শক; ১লা জুন, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

মনুষ্যস্বভাব আলোচনা করিয়া দেখিলেই জানা যায়, আমাদের সকলের অন্তরে নিকৃষ্টভাব সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোথা হইতে এ সমুদয় নিকৃষ্টভাব আসিল ইহা অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই আমাদের প্রকৃতির মধ্যেই ইহার মূল রহিয়াছে। বোধ হয় মনুষ্য যেন স্বভাবতঃই আপনার পশুভাব সকল চরিতার্থ করিতে ব্যাকুল। কেহ কেহ আবার এমনই অবশরূপে এক একটী বিশেষ রিপুর অধীন যে, তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিলে নিতান্ত কঠোর হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হয়। মনুষ্য বারম্বার এ সমুদয় নিকৃষ্টভাবে উত্তেজিত হইয়া অবশেষে এরূপ অভ্যাসের অধীন হইয়া পড়ে যে আর কখনও সে ঐ পশুভাব হইতে মুক্তি পাইবে তাহার এরূপ আশাও থাকে না।

ক্রমাগত ইচ্ছাপূর্ব্বক রিপুগুলিকে পোষণ করিলে তাহারা যথা সময়ে এমনই প্রবল হয় যে সহস্র চেষ্টা করিলেও আর তাহাদিগকে দমন করা যায় না। কেহ কেহ হয় ত অনেক কঠোর সাধনের পর দুই একটী রিপু হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে; কিন্তু কিছুকাল পর সেই পাপ আসিয়া পুনরায় তাহাদিগকে আক্রমণ করে, আবার কোন কোন ব্যক্তির এমন সকল পাপ আছে যাহা অতিক্রম করা তাহাদের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। অনেক ধর্ম্মোৎসাহী যুবা যে অবশেষে নাস্তিক হইয়া পড়ে তাহার প্রধান কারণ এই যে, তাহারা বারম্বার সংগ্রাম করিয়াও রিপু পরাস্ত করিতে পারে নাই। আমাদের প্রতিদিনের দুঃখ কষ্টের মূলে এ সকল রিপু এবং সমুদয় পতনের মূল কারণ এই রিপুদিগের প্রবলতা।

এ সমুদয় আন্তরিক শত্রুর অত্যাচার দেখিলে নিরাশার অন্ধকার জগৎকে যে গ্রাস করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? পুরাকালে কঠোর ব্রতশালী মহর্ষিদিগকেও সময়ে সময়ে এ সমুদয় রিপু পরাজয় করিয়াছে, এ সকল কথা শুনিলে যে ধর্ম্মপথের যাত্রী নিরাশ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু তবে কি আর আমাদের পরিত্রাণের আশা নাই? এ সমুদয় রিপুর হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য কি আমাদের আর কোন উপায় নাই? চিরকাল এ সমুদয় শত্রু দ্বারা নিষ্পীড়িত করিবার জন্যই কি ঈশ্বর আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন? না, প্রেমসিন্ধু পিতা আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য অন্যরূপ বিধান করিয়াছেন। পশু-জীবনসম্পর্কে যেমন অভ্যাসের বল অনিবার্য্য এবং অনতিক্রমণীয়, আমাদের উচ্চতর দেবজীবনসম্পর্কে যে নিয়ম তাহাও তিনি সেইরূপ

করিয়া দিয়াছেন। পশুভাব দেখিলে যেমন একদিকে নিরাশা এবং দুর্ব্বলতা আসিয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, অন্যদিকে আমাদের স্বর্গীয় জীবনের নিয়ম দেখিলে আলোক, আশা এবং আনন্দ আসিয়া আমাদিগকে পুণ্যপথে অগ্রসর হইতে উৎসাহী করে। একদিক দেখিলে যেমন ধর্ম্মসাধন এবং ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িতে ইচ্ছা হয়, অপর দিক দেখিলে আবার জগতের সকলকে ডাকিয়া দয়াময় পিতার গৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য আত্মা ব্যাকুল হয়। যে মন অভ্যাসের দাস হইয়াছে কিরূপে তাহা ফিরাইব? আমাদের এই একমাত্র আশা, যে নিয়মে ইহা পাপের দাস হইয়া পড়িয়াছে, সেই নিয়মেই আবার ইহা পুণ্যের অধীন হইবে।

ঈশ্বরের নিয়ম অখণ্ড এবং অপরিবর্ত্তনীয়। যেমন জড়জগতে, সেইরূপ আমাদের মনোরাজ্যে, তাঁহার নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। আমরা ব্রাহ্ম হইয়াছি বলিয়া কি ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপকে প্রশ্রয় দিলেও পাপ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে? কোন রিপু বারম্বার চরিতার্থ করিলে নিশ্চয়ই তাহা, তোমরা ব্রাহ্মই হও, আর ব্রাহ্মিকাই হও তোমাদের উপর আধিপত্য করিবে, কিন্তু সেইরূপ যদি আবার ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমরা ধর্ম্মসাধন কর, ধর্ম্ম তোমাদিগকে রক্ষা করিবে। "ধর্ম্মো রক্ষতো রক্ষিতঃ।" ধর্ম্মকে যিনি রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করে। যেমন বীজ বপন করিবে সেইরূপ ফল লাভ করিবে। যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপের হাতে আপনাকে সমর্পণ করিয়া থাক তাহার বিষময় ফল ভোগ করিতেই হইবে। আর যদি বারম্বার অনুষ্ঠান দ্বারা পবিত্রতা সাধন করিয়া থাক সেই পুণ্যাভ্যাসের সুধাময় ফল নিশ্চয়ই লাভ করিবে। পুণ্যাভ্যাসের

আর একটী প্রধান লক্ষণ এই যে, ইহা পাপাভ্যাস হইতে অসংখ্য গুণে প্রবল। কেন না পাপাভ্যাসের যে বল তাহা তোমাদের নিজের দুর্ব্বলতার ফল, কিন্তু পুণ্যাভ্যাসের মধ্যে যে বল তাহা সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের শক্তি। যেমন ছায়া অপেক্ষা বস্তুর এবং অসত্য অপেক্ষা সত্যের বল অধিক, সেইরূপ পাপ অপেক্ষা পুণ্যের বল অধিক। কেন না পাপে মৃত্যু, এবং পুণ্যেতেই আত্মার যথার্থ জীবন।

ঈশ্বরের বল জীবন্ত বল, যিনি সেই বলে বলী, মৃত পাপাভ্যাস আর কিরূপে তাঁহার উপর আধিপত্য করিবে? এইজন্যই আমাদের আশা যে পরিমাণে আমরা ঈশ্বরের স্মরণাপন্ন হই সেই পরিমাণে আমরা পাপের অতীত। কিন্তু এক সময়ে যে পাপ করিয়াছি তাহার বিষময় ফল ভোগ করিতেই হইবে এবং এইজন্যই প্রত্যেকের হৃদয়ে চিরকাল দেবাসুরের সংগ্রাম চলিতেছে। প্রতিজনের জীবন এক একটী রণক্ষেত্র। যুদ্ধে যে সমুদয় অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, তাহার চিহ্ন থাকিবেই। অভ্যস্ত পাপের বিষময় শাস্তি কে অতিক্রম করিতে পারে? যে কামী, ক্রোধী, অথবা লোভী ছিল, ব্রাহ্ম হইয়াছে বলিয়াই যে ঐ সমুদয় রিপু চিরকালের জন্য তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে তাহা নহে; হয় ত অবসর পাইলেই সে সমুদয় প্রবল হইয়া আবার তাহাদের পুরাতন দাসকে শৃঙ্খলে বাঁধিয়া ফেলিবে। কে বলিতে পারে, যে আমি সমুদয় পাপ নির্ম্মূল করিয়াছি? যে যত অধিক পরিমাণে পাপ করিয়াছে, তাহার তত অধিক পরিমাণে প্রলোভনে পড়িবার সম্ভাবনা। যদি পুণ্য-বন্ধু অল্প এবং পাপ-শত্রু অনেক হয়, তবে পদে পদে তাহার বিপদের সম্ভাবনা। অতএব প্রাণপণে পুণ্যাভ্যাস কর। একবার যদি সেই উচ্চ জীবনের

আস্বাদ পাইতে পার, সেই পুণ্যস্রোত তোমাদিগকে ভাসাইতে ভাসাইতে স্বর্গধামে লইয়া যাইবে। আপনাকে পাপের তরঙ্গে নিক্ষেপ করিলে যেমন পাপ মনুষ্যকে গভীরতর পাপে নিমগ্ন করে, সেইরূপ আপনাকে পুণ্যের তরঙ্গে সমর্পণ করিলে, পুণ্যস্রোত আমাদিগকে উচ্চ হইতে উচ্চতর পুণ্যালয়ে লইয়া যায়। ধর্ম্মসাধনের যথার্থ গূঢ় কথা এই—যেমন পাপের হাতে পড়িলে পাপ আমাদিগকে টানিয়া লয়, তেমনই পুণ্যের উপর নির্ভর করিলে পুণ্য আমাদিগকে টানিয়া লয়। অতএব ইচ্ছাপূর্ব্বক দেবজীবনের অধীন হও, দেখিবে ইহার নিয়মে তোমরা সাধু হইয়া যাইবে; যতবার সরল সত্য পথে যাইবে, যতবার স্বর্গের উচ্চভাব সকল চরিতার্থ করিবে, ততই তোমাদের স্বর্গীয় জীবন সতেজ হইবে।

ঈশ্বর দয়া করিয়া ভাল দিকে লইয়া যাইবার জন্য জগতের সকলকেই পুণ্যের প্রতি আসক্তি দান করেন। একবার ইচ্ছাপূর্ব্বক ঈশ্বরের দিকে যাইতে প্রতিজ্ঞা কর, দেখিবে অন্তরের ভয়ানক শত্রু সকলও তোমার সহায়তা করিবে। যদি অন্তরে কাম প্রবল হয়, দেখিবে কে যেন বলিয়া দিতেছে, হে হীনবল মনুষ্য, গভীর ভক্তির সহিত ঈশ্বরের পবিত্র চরণ আলিঙ্গন কর, দুঃখ দূর হইবে; যদি ক্রোধ প্রবল হয়, দেখিবে ঈশ্বরের তীক্ষ্ণ ন্যায় অস্ত্রে পাপকে খণ্ড খণ্ড করিবার জন্য তোমার ব্যগ্রতা হইতেছে; যদি লোভ প্রবল হয়, দেখিবে অবিশ্রান্ত অধ্যবসায়ের সহিত সেই পরম ধন লাভ করিবার জন্য তোমার আত্মা ব্যাকুল হইয়াছে। এইরূপে একবার যদি ঈশ্বরকে ধরিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প কর, দেখিবে স্বর্গীয় দূত সকল আসিয়া তোমাকে ঈশ্বরের কাছে লইয়া যাইতেছে।

কি আন্তরিক কি বাহ্যিক আর কোন শত্রুই তোমাকে বাধা দিতে পারে না; আগে যাহাদিগকে তুমি দুর্জ্জয় শত্রু মনে করিয়াছিলে, তাহারা এখন তোমার পদানত হইয়াছে। অতএব কেহই মনুষ্যের কুপ্রবৃত্তি কিম্বা নিকৃষ্টভাব সকল দেখিয়া ভীত এবং নিরাশ হইও না। কিন্তু ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত সাধুপ্রবৃত্তি সকলের অধীন হইয়া নির্ভয়ে স্বর্গধামে চলিয়া যাও। ঈশ্বর আমাদিগকে কতকগুলি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অধীন করিয়া সংসার অরণ্যে ছাড়িয়া দিয়াছেন, এই বলিয়া আর কখনও তাঁহার ন্যায়পূর্ণ সিংহাসনে দোষারোপ করিও না, তিনি আমাদের প্রত্যেককে স্বাধীন প্রকৃতি দান করিয়াছেন, এবং আমরা ইচ্ছা করিলেই আবার আমাদের পুণ্য এবং শান্তিপথের সহায় হইতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

যে অভ্যাসদোষে আমরা গভীর হইতে গভীরতর পাপে পড়িয়া থাকি সেই অভ্যাসবলেই যাহাতে আমরা উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর অবস্থা লাভ করিয়া তাঁহার সহবাসের উপযুক্ত হইতে পারি এরূপ বিধান করিয়াছেন। যে অভ্যাসে পাপী আরও জঘন্যতর পাপী হয়, সেই অভ্যাসেই ভক্তহৃদয় আরও অধিকতর ভক্তিপ্রেমে পরিপূর্ণ হইতে থাকে। একদিকে যেমন অভ্যাস নরকে লইয়া যায়, অন্য দিকে তেমনই ইহা সবেগে স্বর্গে লইয়া যায়। যে অভ্যাসের দুর্জ্জয় বল পাপীকে ভয় দেখায় তাহাই আবার সাধু ভক্তকে আশান্বিত করে। আমাদের মধ্যে কাম ক্রোধ ইত্যাদি সমুদয় রিপুর উত্তেজনা আছে কেহই অস্বীকার করিতে পার না। রোগ যদি অন্তরে থাকে, সরল মনে তাহা স্বীকার কর, কিন্তু সাবধান, শত্রু গৃহের মধ্যে থাকিতে কেহই নিশ্চিন্ত হইয়া হাস্য পরিহাস

করিও না। কেন না ইহা হইতে তোমাদের প্রত্যেকের এবং ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বনাশ হইতে পারে। অতএব প্রাণপণে শাসন করিয়া রিপু সকল দূর করিয়া দাও। আধ্যাত্মিক তেজ এবং বলের দ্বারা পরস্পরের পাপ ব্যাধির প্রতীকার কর। পরস্পরকে পাপের দাসত্ব হইতে উদ্ধার করিবার জন্য মহাব্রতে আর কেহই নিশ্চেষ্ট থাকিও না। স্মরণ রাখিও যে অভ্যাসের নিয়মে মনুষ্য অল্পকালের মধ্যেই পাপ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়; সেই নিয়মেই আবার ধর্ম্মপথে যাইয়া মনুষ্যাত্মা ঈশ্বরের প্রেমে মোহিত হয়, এবং তাঁহাকে ছাড়িতে পারে না। স্বাধীন প্রকৃতি মনুষ্যের পক্ষে ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপী হওয়া যেমন সহজ, ঈশ্বরের কৃপায় পুণ্যবান্ হওয়াও তেমনই সহজ। ঈশ্বর জানেন যে তাঁহাকে ছাড়িলে সহস্র সহস্র প্রলোভন আমাদিগকে প্রতীক্ষা করে, এইজন্যই তিনি আমাদিগকে ধর্ম্মনিয়ম অনুসরণ করিতে আদেশ করেন। আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার অধীন হইলেই তিনি স্বয়ং আমাদের হৃদয়ে বিশেষ বিশেষ পুণ্যভাব প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে তাঁহার পুণ্যরাজ্যে আকর্ষণ করেন।

পাপের উৎপত্তিভূমি।

রবিবার, ৯ই আষাঢ়, ১৭৯৫ শক; ২২শে জুন, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

আমরা কেন পাপ করি? পাপের উৎপত্তিভূমি কোথায়? যাহার মনে সামান্য পুণ্যভাবও আছে, সময়ে সময়ে তাহার হৃদয়ে এই প্রশ্ন উত্থিত হইবেই হইবে। ধর্ম্মজীবনের আরম্ভাবধি অনেক বৎসর হইতে আমরা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছি। আমাদের

অপবিত্রতার মূল কি? প্রত্যেক ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ই তাঁহাদের আপন আপন জ্ঞান এবং বুদ্ধি অনুসারে ইহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং সকলেই পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য কঠোর কিম্বা সহজ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন উপায় সকল অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মজগতে নানাপ্রকার সাধন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। কিন্তু যতদিন এই প্রশ্নের প্রকৃত সিদ্ধান্ত না হইবে, ততদিন জগতে কাহারও সুখ নাই। পাপের মূল কি, এবং পাপ হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি, এই বিষয় স্থির না হইলে কেহই পরিত্রাণপথে অগ্রসর হইতে পারে না। কেন না মতের দোষ চরিত্রের নির্ম্মলতা অপহরণ করে। পাপের মূল কি, যদি নিশ্চয়রূপে জানিতে না পার, শত্রুর ঘর যদি নির্ণয় করিতে সক্ষম না হও, তবে শত্রুর প্রতি সহস্র অস্ত্রাঘাত করিলেও তাহা বিফল হইবে, এবং শত্রুকে নিপাত করিতে যত কৌশল করিবে সকলই ব্যর্থ হইবে। কেন না তোমার অস্ত্র সকল শত্রুর ঘরে না যাইয়া অন্যত্র যাইবে, সুতরাং তোমার সমুদয় লক্ষ্য বিফল হইবে। যাহারা বলে, ইন্দ্রিয় দমন করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, কত কাঁদিলাম, কত সদ্‌গ্রন্থ পড়িলাম, কত সাধু-সঙ্গ করিলাম; কিন্তু কিছুতেই মনের দুর্দ্দান্ত রিপু সকল বশীভূত হইল না, তাহারা নিশ্চয়ই অন্ধকারে ঢিল ছুড়িয়াছে, বাস্তবিক পাপ কোথায় বাস করে তাহা তাহারা জানে না। অতএব প্রত্যেক পুণ্যার্থীর জানা কর্ত্তব্য, কোন স্থান হইতে কালসর্পরূপ পাপ বাহির হইতেছে। যতদিন না পাপ নির্ম্মূল হইবে ততদিন ইহার শাখা প্রশাখা ছেদন করিয়া কেহই পরিত্রাণ পাইতে পারে না; উপরে উপরে ঔষধ সেবন করিলে, কিন্তু ভিতরে যেখানে রোগের আদি কারণ

রহিয়াছে, তাহার সুচিকিৎসা হইল না, এইরূপে জগতের কেহই যথার্থ স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে না।

মনুষ্যের ইচ্ছাই পাপের মূল, এই ইচ্ছা হইতেই জগতের সমুদয় পাপস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। ব্রাহ্মগণ, ব্রাহ্মিকাগণ, ভ্রাতৃগণ, ভগিনীগণ, তোমরা সকলেই কি এই মতে বিশ্বাস কর? প্রত্যেক পাপ মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছাসম্ভূত ইহা কি তোমরা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার কর? হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য বশতঃ প্রলোভনে পড়িয়া পাপ করিয়া ফেলি, অথবা স্বভাবতঃই কাম, ক্রোধ এবং স্বার্থপরতা ইত্যাদি রিপুর পরতন্ত্র হইয়া দুষ্কর্ম্ম করিতে হয়, তাহার উপর ইচ্ছার কোন ক্ষমতা নাই, তোমাদের মধ্যে অনেকেরই কি এই প্রকার সংস্কার নহে? কি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক, কি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য, কি সাধারণ ব্রাহ্মগণ, ইহাঁদের অনেকেই কি সময়ে সময়ে এই কথা বলেন না যে, মনুষ্য অবস্থার অধীন, যাহার যেমন অবস্থা তাহার চরিত্র তদনুরূপ সংগঠিত হয়। সাধুসহবাসে রাখ সে সাধু হইবে, কুসংসর্গে রাখ সে মন্দ হইবে; অথবা পিতা মাতা যেরূপ তাহাদের সন্তানদিগেরও সেইরূপ চরিত্র হয়; কিম্বা যদি জনসমাজ মন্দ হয় মনুষ্য সহস্রবার ইচ্ছা করিলেও সেই দেশাচারের শৃঙ্খল ছেদন করিয়া ইহার অযত্ন দুর্নীতি এবং কুরীতি সকল পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। সাধারণ জনসমাজের যেরূপ অবস্থা, মনুষ্য কোন মতেই তাহা অপেক্ষা উচ্চতর স্থানে উঠিতে পারে না; অথবা যেরূপ অদৃষ্ট কিম্বা নিয়তি আছে, মনুষ্যজীবনে তাহাই ঘটে। পাপ সম্পর্কে কি অনেকের এরূপ মত নহে?

কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম এ সমুদয় মতের উচ্চতম স্থানে থাকিয়া

গম্ভীরস্বরে এই বলিতেছেন, "পাপের মূল আর কিছুই নহে, ইচ্ছাই মনুষ্যের পাপের মূল।" কেহই অপরের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পাপ করে না, কেন না মনুষ্য যদি আপনাকে আকৃষ্ট হইতে না দেয়, কাহার সাধ্য যে তাহাকে আকর্ষণ করে? পাপী, তুমি সহস্রবার পাপ করিয়াছ, কিন্তু তোমাকেই তুমি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি, কে তোমাকে প্রত্যেকবার পাপে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। যদি তুমি সরল হও, অবশ্যই তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, সমস্ত পাপের মূল তোমারই নিজের ইচ্ছা। অন্য কাহারও দ্বারা বাধ্য হইয়া নহে; কিন্তু স্বাধীন ভাবে মনুষ্য আপন ইচ্ছায় পাপ পুণ্যের অনুষ্ঠান করে। সত্য বটে মনুষ্যের দুই দিকে দুই আকর্ষণ রহিয়াছে। একদিকে ঈশ্বর এবং অনন্ত কালের পুণ্য শান্তি, অন্যদিকে সংসার ও ইহার অনিত্য নীচ সুখ। মানিলাম সংসারের প্রবল স্রোত সকলকেই ভয়ানকরূপে টানিতেছে; কিন্তু যতক্ষণ না আমার ইচ্ছা তাহা দ্বারা আমাকে আকৃষ্ট হইতে অনুমতি দেয় ততক্ষণ যতই কেন প্রখর হউক না, কোন স্রোতের সাধ্য কি যে আমাকে আকর্ষণ করে। ইচ্ছা না থাকিলে পৃথিবীতে পাপ আসিতে পারিত না। কেন মনুষ্য পাপের সুখ কিম্বা পুণ্যের শান্তি ইচ্ছা করে? কারণ তাহার ইচ্ছা। কেন আমরা এইরূপ ইচ্ছা করি? পৃথিবী ইহার উত্তর দিতে পারে না। আমাদের প্রকৃতিই এই যে, আমরা চাই ভাল কিম্বা চাই মন্দ ইচ্ছা করিতে পারি। আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক কাম, ক্রোধ ইত্যাদি রিপু সকলকে ডাকিয়া বলিতে পারি, এস, এই তোমাদের হস্তে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র সকল দিতেছি, তাহা দ্বারা আমাদিগকে বধ কর; অথবা পাপের তরঙ্গকে বলিতে পারি, হে

তরঙ্গ, দেহ মনকে তোমার চরণে নিক্ষেপ করিলে আপাততঃ সুখ হয়, অতএব এই তোমার পদতলে পড়িলাম, যথা ইচ্ছা তুমি আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাও। এইরূপে যদি আমরা আপনারাই শত্রুদিগকে ডাকিয়া আনি এবং ইচ্ছা করিয়া পাপের স্রোতে ভাসিয়া যাই, তবে শত্রুদিগের এবং স্রোতের দোষ কি? আমাদের নিজের ইচ্ছাই আমাদের পতন এবং বিনাশের মূল।

অনেকের মুখে শুনা যায় যে, হিন্দুসমাজ যেমন প্রবল পরাক্রান্ত, তুর্ব্বল ব্রাহ্মদিগের ক্ষমতা নাই যে ইহার উৎপীড়ন সহ্য করে; কিন্তু আমি বলি, যাহারা হিন্দুদিগের ভয়ে ভীত এবং অবসন্ন হইয়া অসত্য এবং পাপের শরণ লয়, তাহারা ইচ্ছা করিয়া আপনাদের অন্তর হইতে সত্য এবং পুণ্যের বল দূর করিয়া দেয়। নতুবা যে মনুষ্যের অন্তরে সত্যস্বরূপ পবিত্র ঈশ্বর বাস করেন, পাপাসক্ত পৌত্তলিকদিগের সাধ্য কি যে তাহাকে বিপথে লইয়া যায়? মনুষ্য যেমন ইচ্ছা করিয়া ঈশ্বরের সহায়তা অগ্রাহ্য করে, তেমনই আবার ইচ্ছা করিয়া সে পাপে প্রবৃত্ত হয়। অতএব আমাদের পতনের জন্য আমরা আর কাহারও উপর দোষারোপ করিতে পারি না। অনেকে তুঃখের সহিত এই কথা বলেন যে, আমাদের অপেক্ষা চন্দ্র, সূর্য্য এবং পশু পক্ষী ভাল, কেন না তাহারা পাপ করিতে পারে না। হায়! ঈশ্বর কেন মনুষ্যকে স্বাধীন ইচ্ছা দিলেন? ইহাতেই মনুষ্যজাতি ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ভয়ানক পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতেছে! ইহারই বলে ক্ষুদ্র মনুষ্যসন্তান ঈশ্বরের সহিত সংগ্রাম করিতেছে এবং ইহাতেই আমাদের এত দম্ভ, এত অহঙ্কার। কিন্তু আমরা কখনই ইহা মানিব না যে, ঈশ্বর আমাদিগকে কেবল তাঁহার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে প্রকৃতি

দিয়াছেন। তিনি আমাদের প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হস্তে রাখিয়াছেন, আমরা যখন নিজের ইচ্ছায় তাঁহাকে অমান্য করি, তখনই পাপ গরল আমাদের আত্মাকে বিনাশ করিতে যায়, নতুবা পাপের সাধ্য কি যে, ব্রহ্মসন্তানকে আক্রমণ করে ?

যখন ব্রাহ্ম দেখিতে পান যে, তাঁহার মধ্যে ব্রহ্ম বাস করিতেছেন তখন পাপ অসম্ভব। ব্রহ্মকে পরিত্যাগ করিয়া যখন আমরা পাপের সুখ অন্বেষণ করি, তখনই পাপের মোহিনী শক্তিতে আমরা ভুলিয়া যাই এবং পাপ তখন সহজেই আমাদিগকে নরকের পথে টানিয়া লয়। অতএব, হে মনুষ্য, একবার যদি তুমি উৎসাহপূর্ণ হইয়া বলিতে পার, ‘পাপ দূর হও, এই দেখ পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বর আমার হৃদয়াসনে বিরাজ করিতেছেন’ দেখিবে বলিতে না বলিতে পাপ কম্পিত হইয়া বলিবে, হায়! কেন এমন দুর্জ্জয় ব্রহ্মসন্তানের নিকট আসিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম আমি ইহাকে বধ করিব, এখন যে ইনিই আমাকে সংহার করিতে উদ্যত, এই কথা বলিতে বলিতে পাপ কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে তাহার আর কোন চিহ্নও থাকিবে না। পাপের কি বল আছে ? টাকা, যশ, মান, কাম, ক্রোধ, লোভ, ইহাদের আবার বল কি ? আমাদের বস্তু এবং আমাদের বৃত্তি কি আমাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে ? কেবল তখনই পারে যখন ইচ্ছাপূর্ব্বক আমরা তাহাদিগকে বল দান করি। অতএব যদি জানিলাম যে, আমার সমুদয় পাপের মূল আমারই ইচ্ছা, তবে কেন আমাদের নিজের কুপ্রবৃত্তির জন্য পিতা মাতা এবং স্ত্রী পুত্র ইত্যাদির উপর দোষারোপ করিব ? পাপ আমাদিগকে কখন আচ্ছন্ন করে ? যখন আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিই। কিন্তু দেখ, যখন মহাপাপী

'আর কুপথে যাইব না', এই বলিয়া ঈশ্বরের দ্বারে ক্রন্দন করিল, তখন সর্ব্বশক্তিমান পিতার যে বল তাহার অন্তরে গূঢ় এবং লুক্কায়িত ভাবে কার্য্য করিতেছিল, পিতার কটাক্ষ দর্শন মাত্র সেই ব্রহ্মবল অগ্নির ন্যায় ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সেই মনুষ্য যে পূর্ব্বে পাপের নামে সশঙ্কিত এবং মৃতপ্রায় হইত, আজ সে ব্যক্তি ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হইয়া বলিল, প্রকৃত ব্রাহ্মজীবনে পাপ অসম্ভব। ইহা অহঙ্কারের কথা নহে, ইহাই বাস্তবিক যথার্থ বিনীত এবং সরল সাধকের কথা।

ব্রহ্মসহবাসে পাপ অসম্ভব, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের নির্ম্মল মত। "তব বলে কর বলী যে জনে, কি ভয় কি ভয় তাহার।" ইহা দর্পের কথা নহে, কেন না ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া যে পাপকে দলন করে, তাহাতে তাহার নিজের আর দম্ভ করিবার কি আছে? তবে কেন আমরা পাপার্ণবে ডুবিয়া মরিতেছি? এইজন্য যে সেই বল আমরা চাই না, ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া আমাদের পাপ সকল বিদায় করিয়া দিতে আমাদের ইচ্ছা হয় না। সমুদয় রিপুগুলি শাসন করিতে যত বলের প্রয়োজন, এখনই আমাদিগকে সেই বল দিতে ঈশ্বর প্রস্তুত রহিয়াছেন, আমরা ইচ্ছা করিয়া তাহা গ্রহণ করি না, এইজন্যই আমরা মরিতেছি, ঈশ্বরের কোন দোষ নাই। পাপ একটী বল নহে, ইহার অন্য নাম দুর্ব্বলতা। আমার অন্তরে পাপ প্রবেশ করিয়াছে, গূঢ়ভাবে আলোচনা করিলে ইহার অর্থ এই হইবে যে, আমার মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্র বল নাই; অথবা আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই বল দূর করিয়া দিয়াছি। যেমন আলোকের অভাব অন্ধকার এবং স্বাস্থ্যের অভাব রোগ, সেইরূপ ঈশ্বরের পবিত্র ভাবের অভাব আমাদের পাপ। স্বর্গ হইতে দিবা রাত্রি ঈশ্বরের পবিত্র স্রোত

আসিতেছে, যাহারা বলিল আমরা সেই নির্ম্মল জল চাই না, পৃথিবীর মলিন রসাস্বাদেই আমাদের যথেষ্ট আনন্দ হয়, স্বর্গের বারি তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিল না। জীবনের রণক্ষেত্রে শত্রু সকল পরাস্ত করিবার জন্ত সেনাপতি ঈশ্বর সর্ব্বদাই অস্ত্র সকল দান করিতেছেন; কিন্তু যাহারা বলিল, আমরা শত্রুদিগের সঙ্গে বন্ধুতা করিব, সুতরাং আমাদের অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োজন নাই, তাহারা যে বিনাশের পথে যাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

তোমরা কি দেখ নাই, যাঁহারা একদিন উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া জয় দয়াময় বলিয়া কটাক্ষে রিপুকুল ধ্বংস করিতেন, তাঁহারা আজ বলিলেন আর আমাদের উপাসনা করিতে রুচি হয় না, টাকার মোহিনী শক্তি অতিক্রম করিতে আর আমাদের বল নাই, এবং অপবিত্র সুখের ইচ্ছা সকল এত প্রবল যে, সে সকল কোন মতেই আমরা দমন করিতে পারি না। যে সকল মহাপাপী এক সময় হুঙ্কার করিয়া পাপ সকল দূর করিয়া দিত, এখন কি না তাহারা বলিল, আর আমাদের পুণ্য পথে যাইবার ইচ্ছা নাই। ইহার অর্থ কি? অর্থ এই যে, আর তাহাদের ভাল হইবার ইচ্ছা নাই। ঈশ্বরকে পাইবার জন্ত পূর্ব্বে যাহারা কত ত্যাগ স্বীকার এবং কত বড় বড় প্রলোভন অতিক্রম করিয়াছে; একটী সামান্ত টাকা—যাহা তাহারা পদ দ্বারা দলন করিয়াছে—এখন অসুরের ন্যায় প্রতাপান্বিত হইয়া তাহাদিগকে পাপের দিকে টানিয়া লইতেছে। অতএব যদি ভাল হইতে চাও, তবে ভাল হইতে ইচ্ছা কর। মঙ্গলময় ঈশ্বরের ইচ্ছা যে আমরা ভাল হই, আমরা যদি ভাল হইতে চাই, আমাদের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ইচ্ছার অনন্তশক্তি দ্রুতবেগে আমাদিগকে পরিত্রাণপথে অগ্রসর

করিবে। সাধু যাঁহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাঁহার সহায়। ঈশ্বরকে পাইতে ইচ্ছা কর, দেখিবে তোমার ইচ্ছার পূর্ব্বে তিনি তোমার নিকটে আসিয়া রহিয়াছেন; তাঁহার পরিবারবদ্ধ হইতে ইচ্ছা কর, দেখিবে তোমার প্রার্থনার পূর্ব্বে তিনি তোমাকে তাঁহারই পরিবার মধ্যে রক্ষা করিতেছেন। ইচ্ছা করিলেই যদি স্বর্গ লাভ হয়, কেন আর তবে, বন্ধুগণ, তোমরা নিজের দোষে তাহাতে বঞ্চিত হও।

মনুষ্যের চেষ্টা ও ঈশ্বরের কৃপা।

রবিবার, ১৬ই আষাঢ়, ১৭৯৫ শক; ২৯শে জুন, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

আমাদের মধ্যে যে কিছু সাধুতা, তাহা কেবল আমাদেরই ধর্ম্ম সাধনের ফল, যাঁহারা এই প্রকার মত গ্রহণ করেন তাঁহাদের অহঙ্কার এবং পতনের সীমা থাকে না; কেন না তাঁহাদের ধর্ম্ম ঈশ্বরের ধর্ম্ম নহে। আবার যাঁহারা বলেন, পরিত্রাণের জন্য আমাদিগকে কিছুই করিতে হয় না, কেবল ঈশ্বরের করুণাই মনুষ্যকে মুক্তি দান করে, তাঁহারাও ভ্রান্ত; কারণ এই মতে আলস্য এবং পাপকেই প্রশ্রয় দেয়, ইহাতে কেহই যথার্থ পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। ঈশ্বরের কৃপা এবং আমাদের ইচ্ছা ও প্রাণগত উদ্যম, এই উভয়ই আমাদের পরিত্রাণের জন্য নিতান্ত আবশ্যক। যাঁহারা এই অভ্রান্ত এবং নির্ম্মল মত স্বীকার করেন তাঁহারাই ভ্রান্ত। অন্যথা যদি ইহা সত্য হইত যে, ঈশ্বর দয়া করুন আর নাই করুন, মনুষ্য চেষ্টা করিলেই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে, তবে তাহার পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর এবং তাঁহার দয়ার প্রয়োজন হইত না। অথবা ইহা যদি

ঠিক হয় যে, মনুষ্যকে কিছুই করিতে হয় না, কেবল ঈশ্বরই দয়া করিয়া তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে উদ্ধার করেন, তবে ধর্ম্মের জন্য পৃথিবীতে কোন সাধন এবং চেষ্টা কিছুই হইত না; এবং ঈশ্বরসম্পর্কে সমস্ত মনুষ্যজাতি নিশ্চেষ্ট এবং নির্জ্জীব থাকিত। অতএব এই দুই দিকেই বিপদ; ব্রাহ্মধর্ম্ম মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া এই মীমাংসা করিতেছেন, ঈশ্বরের দয়া এবং মনুষ্যের ইচ্ছা ও চেষ্টা এই উভয়ই আবশ্যক, ইহার কোনটী ছাড়িলেই মনুষ্যের পরিত্রাণ হয় না।

এই দুইটী মত ধর্ম্মরাজ্যের পূর্ব্ব পশ্চিম, জগতের সমুদয় ধর্ম্মসম্প্রদায় এই দুই দিকে বিভক্ত, কেবল আদর্শ ব্রাহ্মসমাজ ইহাদের মধ্যস্থলে সংস্থাপিত। ব্রাহ্মধর্ম্মের কি সুন্দর স্বর্গীয় সন্ধি! একদিকে ঈশ্বর আর একদিকে মনুষ্য। উভয়ের মধ্যে সংগ্রাম হইতেছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম উভয়কে সম্মিলিত করিয়া শান্তি স্থাপন করিলেন। যদি বল, "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং" ব্রহ্ম কৃপাতেই জগতের পরিত্রাণ, তাহা হইলে অহঙ্কারী মনুষ্য ধর্ম্ম সাধনে নিরুৎসাহী হইয়া ক্রমশঃ গভীরতর পাপে নিমগ্ন হইবে। আবার যদি বল সাধুতা এবং ধর্ম্মজীবন আমাদের সাধনের ফল, তবে আর কেহই ঈশ্বরে নির্ভর করিবে না, সুতরাং ঈশ্বরশূন্য ধর্ম্মসাধনে মনুষ্যের অহঙ্কার এবং কঠোরতা আরও বৃদ্ধি হইবে। এই দুই দিক দেখিলে স্বভাবতঃই মনে এই প্রশ্ন হয়, যথার্থ মত কি? কিন্তু ইহা কেবল মতের সংগ্রাম নহে। আপাততঃ ইহা কেবল মতের বিবাদ বোধ হইতে পারে; কিন্তু মনোনিবেশপূর্ব্বক প্রত্যেক সম্প্রদায়, এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্ম্মজীবন পাঠ কর, দেখিবে এই দুইটী ভ্রান্ত মত হইতে

জগতের কত অনিষ্ট হইয়াছে এবং কত সহস্র লোকের জীবন এই দুই মতের দ্বারা নিতান্ত ঘৃণিত এবং অসাড় হইয়া গিয়াছে।

যাহারা মনে করিত, ধর্ম্মজীবন কেবল আমাদেরই সাধনের ফল, তাহারা যখন দেখিল যে, অনেক কঠোর সাধন এবং বহুকালের অনুষ্ঠানের পরেও তাহাদের লক্ষ্য সিদ্ধ হইল না, অনেক সাধুসঙ্গ এবং শত শত সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিয়াও মন ভাল হইল না, তখন ক্রমশঃ নিরাশ হইয়া তাহারা ভগ্নোদ্যম এবং নিশ্চেষ্ট হইতে লাগিল, এবং অবশেষে এই সিদ্ধান্ত করিল যে, মনুষ্যের চেষ্টাতে কিছুই হয় না, তাহাতে কেবল অহঙ্কারই বৃদ্ধি হয়। ভ্রান্ত লোকেরা মনে করে ইহা বিনয়ের কথা; কিন্তু ইহা প্রকৃত বিনয় নহে। কেন না যাহারা একেবারে নিশ্চেষ্ট এবং নির্জ্জীব হইয়া ভাল হইতে ইচ্ছা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে, তাহাদের অন্তরে নিশ্চয়ই গূঢ়তম অহঙ্কার এবং ভয়ানক পাপাসক্তি প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং অবকাশ পাইয়া কাম, ক্রোধ প্রভৃতি সেই দুর্দ্দান্ত রিপুকুল আবার প্রবলতর হইয়া তাহাদিগকে বিনাশ করে। এই অবস্থায় যাহারা মুখে কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর অথবা দয়াময় দয়াময় বলে, তাহাদের কপট মন আরও গুরুতর পাপে কলুষিত হয়। কেন না যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্তরে পাপ সকল পোষণ করে, এবং গোপনে পাপের সুখ ভোগ করে, তাহারা যে ঈশ্বরের নাম লইয়া ধর্ম্মের ভাণ করে, তাহা তাহাদের আন্তরিক জঘন্যতা ঢাকিবার জন্য কুটিল অভিসন্ধি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমি অন্তরে আহ্লাদের সহিত জঘন্য রিপু সকল পোষণ করিব, অথচ মুখে বলিব যে, পতিতপাবন ঈশ্বর নিজ দয়াগুণে আমাকে স্বর্গে লইয়া যাইবেন, ইহা বাস্তবিক কপট ধূর্ত্তের কথা। ঈশ্বরের করুণায় নির্ভর করিবার

অর্থ ইহা নহে যে, আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপকে আলিঙ্গন করিব অথচ কেবল মুখে বলিব, হে ঈশ্বর, আমাকে উদ্ধার কর। সেই কথাতেই কি ঈশ্বরের দয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে? মুখে ঈশ্বর ঈশ্বর বলিয়া ডাকিব, অথচ অন্তরে পাপের সেবা করিব, যাহারা এইরূপ কপটভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, তাহাদের সে প্রার্থনা কখনই পূর্ণ হয় না, ইহাতে কেবল ঈশ্বরের দয়ায় অবিশ্বাস এবং আত্মার শুষ্কতা বৃদ্ধি হয়। এইজন্য বলিতেছি ঈশ্বরের দয়ায় নির্ভর এবং মনুষ্যের নিশ্চেষ্টতা, অথবা ঈশ্বরের দয়া অস্বীকার করিয়া ধর্ম্মজীবনের জন্য মনুষ্যের কঠোর সাধন, এই উভয় দিকেই ভয়ানক বিপদ। অতএব যে পথে অগ্রসর হইলে ভয় নাই, ব্রাহ্মসমাজকে তাহাই অনুসরণ করিতে হইবে।

গতবারে আমরা শুনিয়াছি আমাদের নিজের ইচ্ছাই পাপের উৎপত্তিস্থান। ইহা সামান্য সত্য নহে; ইহা জীবনের একটী অমূল্য রত্ন। প্রকৃতরূপে এই রত্নের ব্যবহার করিলেই অনায়াসে আমরা প্রেমধামে যাইতে পারি। কেন না যদি ইহা নিশ্চয় হইল যে জগতের মধ্যে যাহা কিছু পাপ এবং অপবিত্রতা সমুদয়ই মনুষ্যের ইচ্ছার ফল, এবং মনুষ্য অনুমতি না দিলে পাপের সাধ্য নাই যে, তাহাকে স্পর্শ করে, তবে আমরা ইচ্ছা করিলেই তাহার বিপরীত পুণ্যপথে যাইতে পারি। এই পুণ্যপথে অগ্রসর হইবার জন্যই জগদীশ্বর আমাদিগকে স্বাধীনতারূপ মহারত্ন দান করিয়াছেন। ইহার বলে একদিকে যেমন মন্দ পথে যাইয়া নিতান্ত জঘন্যরূপে কামী ক্রোধী স্বার্থপর অথবা অহঙ্কারী হইতে পারি, তেমনই আবার অন্যদিকে আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বর্গীয় পিতার সন্নিধানে

বসিয়া তাঁহার পবিত্র প্রেমসুধা পান করিতে পারি। ইহাই আমাদের প্রকৃতি, সুতরাং বাহিরের অবস্থা কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তি আমাদের স্বাধীন কার্য্যের জন্য দায়ী নহে। এই প্রকৃতি অনুসারেই আমাদের বিচার হইবে।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারে, যদি মনুষ্য আপনার ইচ্ছাতেই চাই, ভাল, কিম্বা চাই, মন্দ হইতে পারে, তবে কি তাহার ঈশ্বরে প্রয়োজন নাই? না, তাহা নহে। মনুষ্য যদিও নিজের ইচ্ছায় মন্দ হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কোন মতেই সে আপনাকে আপনি ভাল করিতে পারে না। ভাল হইতে চাহিলেই তাহাকে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে হইবে। ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া কুপথে যাইবার জন্য ঈশ্বরের বল এবং সাহায্যের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু তাঁহার সহায়তা ভিন্ন কেহই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না। ভাল হইবার জন্য মনুষ্য যাহা করে, কি অনুতাপ, কি সাধু ইচ্ছা, কি পবিত্র সঙ্কল্প, তাহার প্রত্যেক কার্য্যের মূলে ঈশ্বরের দয়া, এবং তাঁহার অনন্ত শক্তি প্রবাহিত হইতে থাকে। পাপভারাক্রান্ত মনুষ্য ইচ্ছা করিল, আর আমি পাপাচরণ করিব না, ইহার সঙ্গে সঙ্গে অমনই ঈশ্বরের ইচ্ছা কার্য্য করিতে লাগিল, পাপীর সাধু ইচ্ছা সহস্র গুণ বলবতী হইয়া উঠিল। তাহার দুর্ব্বল মন আবার সবল হইল, সেই মলিন আত্মা পিতার প্রেমজ্যোতি পাইয়া আবার প্রফুল্ল হইল। আমাদের পতনের কারণ শুধু আমাদের ইচ্ছা; কিন্তু কেবল আমাদের ইচ্ছা আমাদিগকে পরিত্রাণ দিতে পারে না। আমাদের ইচ্ছা যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া কার্য্য করে, তখনই আমাদের জীবন পবিত্র হয়। নতুবা কাহ না

ইচ্ছা হয়, ঝড় তুফান অতিক্রম করিয়া জীবনতরি শান্তিধামে লইয়া যাই? কিন্তু আমাদের নিজের কোন বল নাই যে অগ্রসর হই।

ঈশ্বরের সাহায্য ভিন্ন কাহার সাধ্য রিপুর সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া পুণ্যধামে উপস্থিত হয়? বিশ্বাস, বুদ্ধি, হৃদয় এবং ভাল হইবার ইচ্ছা, সমুদয়ের মূলে ঈশ্বরের বল। যখন পাপ করিতে যাই তখন বলের প্রয়োজন হয় না, কেন না পাপ দুর্ব্বলতা হইতেই উৎপন্ন হয়। যখন সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ছাড়িয়া হীনবল হই তখনই মন পাপসাগরে নিমগ্ন হয়, হাল ছাড়িয়া দিলে নৌকা জলমগ্ন হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ঈশ্বরকে পাইবার জন্য যখন অন্তরের ব্যাকুলতা, প্রার্থনা, উপাসনা এবং সমুদয় সাধুচেষ্টা ছাড়িয়া দিই, তখন যে অধর্ম্মস্রোত আমাদিগকে টানিয়া লইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব আত্মচেষ্টা এবং সাধন পরিত্যাগ করিয়া আলস্যে জীবন ক্ষয় করা ঈশ্বরনির্ভর নহে; কিন্তু যাঁহারা শরীর, মন, হৃদয় এবং আত্মার সমুদয় বল, বুদ্ধি, ভক্তি এবং সাধুতা দ্বারা, পূর্ণ পরিশ্রমের সহিত ঈশ্বরের পূজা এবং সেবা করেন তাঁহারাই যথার্থ পরিত্রাণার্থী ধার্ম্মিক। তাঁহাদের সমস্ত জীবন স্বর্গীয় পিতার চরণে সমর্পিত। সুতরাং এক মুহূর্ত্তও তাঁহারা অসতর্ক হইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না।

নিত্য উৎসাহ, এবং নিত্য পরিশ্রম ধর্ম্মজীবনের একটী প্রধান লক্ষণ। যে জীবন ঈশ্বরে বাস করে স্বভাবতঃই তাহা সর্ব্বদা সতেজ এবং প্রফুল্ল থাকে। কেন না নিরন্তর তাহার মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি, জ্ঞান, প্রেম এবং পবিত্রতা আসিতেছে। মনুষ্যের আত্মাকে ভাল করিবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, সকলই ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রেরিত হয়। মনুষ্যের নিজের কিছু নাই, তাহার মধ্যে যাহা কিছু ভাল

সকলই ঈশ্বরের। কিন্তু মনুষ্য ইচ্ছা করিলে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দুর্ব্বলতা, কুসংস্কার, নিষ্ঠুরতা এবং পাপের নিতান্ত মলিন দুর্গন্ধ পথে ভ্রমণ করিতে পারে। কিন্তু ভক্তের জীবন ঈশ্বরকে ছাড়িয়া এক দণ্ডও সুস্থির থাকিতে পারে না, ভক্ত দেখিতে পান যে, ঈশ্বরের দয়া তাঁহার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া দিবা নিশি কার্য্য করিতেছে। জগতের পরিত্রাণের জন্ত তাঁহার অন্তরে যে কিছু ব্যাকুলতা, জ্ঞান, প্রেম, এবং পবিত্রতা, সমুদয়ের মূলে ঈশ্বরের সেই কৃপা। যতই তিনি নিজের স্বর্গীয় জীবন অধ্যয়ন করেন, ততই তিনি ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন যে 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।' এইরূপে ব্রহ্মকৃপা এবং ভক্তের প্রাণগত সাধন ও নিত্যোৎসাহ একত্র হইয়া জগৎকে পরিত্রাণপথে অগ্রসর করে। ইহাতেই ঈশ্বরের কৃপা এবং মনুষ্যের আত্মচেষ্টার আশ্চর্য্য সম্মিলন।

কিন্তু যাহারা ধর্ম্মাভিমানী এবং অলসপ্রকৃতি, তাহারা মনুষ্যের সহিত ঈশ্বরের এই নিগূঢ় যোগ দেখিতে পায় না। তাহারা মনে করে, যদিও ঈশ্বর মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রহিয়াছেন, কিন্তু মনুষ্যের দ্বারা তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। মনুষ্য যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক জঘন্যতম পাপে লিপ্ত থাকে এবং ভ্রমেও পরিত্রাণ আকাঙ্ক্ষা না করে, তথাপি তিনি তাহাকে পবিত্র করিয়া লইতে পারেন,—এইটী ভয়ানক মত। ইহা দ্বারা মনুষ্যকে ইচ্ছাশূন্য অন্ধ যন্ত্রের ন্যায় পরিচয় দেওয়া হয়। বস্তুতঃ ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যের এই প্রকার সম্পর্ক নহে। আমার ইচ্ছা নাই যে আমি ভাল হই, অথচ ঈশ্বর এক রকম যাদু করিয়া আমাকে ভাল করিয়া দিলেন, স্বাধীনপ্রকৃতি মনুষ্য এবং ন্যায়বান্ ঈশ্বরের পক্ষে ইহা অসম্ভব। ঈশ্বর আমাদিগের প্রাণের প্রাণ,

তিনি আমাদিগকে স্বতন্ত্র থাকিতে দিতে পারেন না, তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কে বাঁচিতে পারে? তিনি অব্যবহিত থাকিয়া আমাদের হৃদয়ে সেই অগ্নি জ্বালিয়া দিতেছেন, যাহা দ্বারা অন্তরের ভয়ানক কুপ্রবৃত্তি সকল দগ্ধ হইতেছে। আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা সত্ত্বেও কিরূপে তিনি আমাদের আত্মার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন ইহা কেবল ভক্তই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। আমরা দেখিলাম, সামান্য একটী পক্ষীর গান শুনিয়া একজন মহাপাপীর মন ফিরিয়া গেল, পূর্ব্বে তাহার পাপেই সুখ হইত, কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাহার ভক্তির উদয় হইল, এবং পাপকে সে বিষবৎ পরিত্যাগ করিল। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এ ব্যক্তি যদিও ঈশ্বরের করুণায় ভাল হইল, কিন্তু অবশ্যই ইহার স্বাধীন ইচ্ছা ঈশ্বরের দয়ার অধীন হইয়াছিল।

সেই নিগূঢ়তম যোগ আমাদের অদৃশ্য। সহস্র উপদেশ শুনিয়া যাহার কিছুই হইল না, ক্ষুদ্র পক্ষীর ডাক শুনিয়া তাহার মন ফিরিয়া গেল, সে দেখিল হঠাৎ কে আসিয়া স্বর্গরাজ্যের চাবি খুলিয়া দিল, হয় ত সে নিজেও বুঝিতে পারিল না যে, কিরূপে এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইল; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে আগে মনুষ্যের ইচ্ছা হইবে, তবে ঈশ্বরের দয়া তাহাকে উদ্ধার করিবে। কখন কি ভাবে হইবে আমরা জানি না। ঈশ্বরের দয়ার বিরাম নাই, মনুষ্যই ইচ্ছা করিয়া তাহা অগ্রাহ্য করে। সেই দয়া সাধুমুখে, অসাধু-মুখে, নগরে, অরণ্যে, সাগরে, পর্ব্বতে, কিন্তু কোথায় গেলে তোমার পরিত্রাণ হইবে কেহ বলিতে পারে না। ইহা নিশ্চয় যে যত দিন ঈশ্বরের দয়া হইতে স্বতন্ত্র থাকিবে কোথাও তোমার পরিত্রাণ নাই।

তোমার ইচ্ছার ক্ষমতা আছে যে ঈশ্বরের দয়া পরিত্যাগ করিতে পারে। অতএব সর্ব্বদা ঈশ্বরের দয়া প্রতীক্ষা কর, কেন না তাঁহার দয়ার সঙ্গে তোমার ইচ্ছার যোগ না হইলে নিস্তার নাই। অহঙ্কারী বৌদ্ধ বুঝিতে পারে না যে, দয়াময় আপনাকে লুক্কায়িত রাখিয়া ভক্তের জীবনে কার্য্য করেন। ভক্ত কেবল এই কথা বলেন, ধন্য, দয়াময়, তোমার করুণা! ধন্য, দয়াময়, তোমার করুণা! এই কথা বলিতে বলিতে ভক্ত স্বর্গধামে প্রবেশ করেন।

পাপের মূল আমি, ধর্ম্মের মূল ঈশ্বর।

রবিবার, ২৩শে আষাঢ়, ১৭৯৫ শক; ৬ই জুলাই, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

পাপের মূল আমাতে, ধর্ম্মের মূল ঈশ্বরেতে। পাপ করিবার সময় শুদ্ধ আমার নিজের ইচ্ছাই যথেষ্ট; কিন্তু ব্রহ্মকৃপা ভিন্ন ধর্ম্ম-জীবন লাভ করা অসম্ভব। নরকের পথিক হইলে আমিই আমার পথপ্রদর্শক; কিন্তু ধর্ম্মপথের নেতা ঈশ্বরের সহায়তা ভিন্ন কেহই স্বর্গে যাইতে পারে না। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সংসার-রজ্জুতে বদ্ধ হইতে হইলে কেবল আমার নিজের বুদ্ধি এবং নিজের চেষ্টার প্রয়োজন; ঈশ্বরকে লইয়া সংসারের মধ্যে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে হইলে, প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার সাহায্য আবশ্যক। অপবিত্র এবং নিরানন্দ থাকা আমার অধিকার, কিন্তু আমাকে পবিত্র এবং প্রফুল্ল রাখা সম্পূর্ণরূপে দয়াময়ের কার্য্য। যেখানে কেবল 'অহং' সেখানেই পাপ এবং অপবিত্রতা, আর যেখানকার সকলই 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্' সেখানেই পরিত্রাণ। আত্মাকে ব্যাধিগ্রস্ত এবং বিকৃত করা আমার হাতে,

ইহাকে প্রকৃতিস্থ এবং অমর করা ঈশ্বরের হাতে। সংক্ষেপে এই বুঝিয়া লও, পাপের মূল আমি, ধর্ম্মের মূল ঈশ্বর।

মহাপাতকীও প্রতিদিন দেখিতেছে যে, মরিবার ক্ষমতা তাহার হস্তে, কিন্তু তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার যে শক্তি তাহা ঈশ্বরের; কেন না সে জানে যে ইচ্ছা করিলেই সে মরিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের দয়া ভিন্ন, সে নিতান্ত ইচ্ছা করিলেও বাঁচিতে পারে না। সেইরূপ ইচ্ছা করিলেই আমি পাপ করিয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরের প্রসন্নতা ভিন্ন ইচ্ছা করিলেই আমি সাধুভক্ত জীবন লাভ করিতে পারি না। কিন্তু ঈশ্বরের উপর নির্ভর করার অর্থ ইহা নহে যে, আমি নিশ্চেষ্ট থাকিলেও অথবা আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি দয়াগুণে আমাকে উদ্ধার করিবেন। কেহ কেহ এই কথা বলে যে, আমি ভাল হইতে চাই, আর না চাই, যখন ঈশ্বরের দয়া হইবে তখন আপনি ভাল হইয়া যাইব, আমার প্রতি এখনও ঈশ্বরের করুণা হয় নাই, তাই আমার কুমতি যাইতেছে না। ইহা একটী নিতান্ত ভয়ানক ভ্রম। ঈশ্বরের করুণার কি বিরাম আছে? তাঁহার করুণা কি কখন হয়, এবং কখন হয় না? ব্রাহ্মনাম লইয়া কিরূপে মানিব যে, ঈশ্বর এক সময় দয়া করেন, আর এক সময় দয়া করেন না। তবে কি ইহা সত্য যে, ঈশ্বরের দয়ার বিরামই আমাদের পাপের কারণ? ইহা অসম্ভব, কেন না ঈশ্বর নিজে যেমন সময়ে বাস করেন না, তাঁহার দয়াও সময়ে বদ্ধ নহে। তাঁহার অনন্ত দয়া সময়নির্ব্বিশেষে সমস্ত মনুষ্য জাতির উপর বর্ষিত হইতেছে। রাজা, প্রজা, মূর্খ, জ্ঞানী, সাধু, অসাধু, সকলেরই ঘরে সেই প্রেম আসিতেছে। প্রত্যেকের উপর সেই প্রেমচন্দ্রের জ্যোৎস্না পড়িতেছে; যাহারা চক্ষু

নিমীলিত করিয়া থাকে, তাহারা কিরূপে ইহা দেখিবে? অতএব পাপে অন্ধ হইয়া, সাবধান, কেহই এই কথা বলিও না যে, ঈশ্বর তোমার প্রতি দয়া করিলেন না, তাই তুমি পাপে প্রবৃত্ত হইয়াছ।

দয়াময় তাঁহার বিপথগামী বিপন্ন সন্তানকে উদ্ধার করিবার জন্য দিবা রাত্রি সর্ব্বত্র বেড়াইতেছেন, পাছে কোন পাপী তাঁহার আশ্রয় না পাইয়া মরিয়া যায়, এইজন্য তিনি প্রেমসিন্ধু হইয়া প্রতি আত্মার অভ্যন্তরে বাস করিতেছেন। প্রত্যেকের প্রতি তাঁহার পূর্ণ অবিভক্ত প্রেম। যখন উপাসনা করিতে পরি না, আমার হৃদয় নিতান্ত নীরস এবং প্রেমশূন্য হয় তাঁহার দয়া তখনও নিবৃত্ত হয় না। যে দিন আমাদের উপাসনা ভাল হয়, সেই দিন ঈশ্বরের করুণা দেখিয়া আমাদের প্রেম উথলিয়া উঠে, এবং বলি যে, আজ আমার উপর ঈশ্বরের বড় দয়া হইল; কিন্তু অন্য দিন যখন পাপে উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া যাই, সে দিন যে চব্বিশ ঘন্টা আমার ঘরে বসিয়া তিনি কত দয়া করিলেন তাহা দেখি না, অথবা দেখিয়াও কিছুমাত্র তাঁহার মর্য্যাদা করি না। অতএব আমার প্রতি ঈশ্বরের করুণা হয় নাই, কেহই এরূপ মিথ্যা কথা মুখে আনিও না। ঈশ্বরের করুণা নিমেষের জন্যও অবরুদ্ধ হইতে পারে না, আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপ এবং দুর্ম্মতির অধীন হইয়া সেই প্রেমসুধায় বঞ্চিত হই। যাঁহারা সাধু তাঁহারা ঈশ্বরের প্রেমে মোহিত থাকেন, এবং নিমেষের জন্যও সেই প্রেম অস্বীকার করিতে পারেন না, তাঁহাদের সমস্ত জীবন 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্' এই মহাসত্যের জ্বলন্ত সাক্ষ্য দান করে। যেখানে বিনয়, প্রেম, ভক্তি এবং আনুগত্য সেখানেই দিবা নিশি ঈশ্বরের পুণ্য এবং শান্তি বাস করে। "প্রসাদ যাঁর শান্তিরূপে ভকত হৃদয়ে জাগে।" যে

হৃদয়ে অহঙ্কার এবং ধর্ম্মাভিমান, সেখানে কেবলই অন্ধকার এবং অশান্তি। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যখন আমরা নিজের বুদ্ধিতে জীবন ধারণ করি, তখনই আমাদের অধোগতি। কেন না আমাদের যাহা কিছু উন্নতি এবং সাধুতা, সেই সমুদয়ের মূলে ঈশ্বর, আমাদের নিজের কিছুই নাই।

সাধক কেবল ঈশ্বরের চরণতলে পড়িয়া থাকেন, ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার অন্তরে ধর্ম্মজীবন গঠন করেন; ইহাই পরিত্রাণের মূল শাস্ত্র। সুতরাং আমরা যখন উদ্ধত হইয়া মস্তক উন্নত করি, আমাদের দুর্ব্বিনীত হৃদয় আর তখন ঈশ্বরের দয়া উপভোগ করিতে পারে না। যখনই আমরা অবিনয়ী হইয়া ঈশ্বরের প্রেমে বাধা দিই, তখনই আমাদের সম্পর্কে সেই স্বর্গীয় স্রোত রুদ্ধ বোধ হয়। সেই অবস্থাতেই আমাদের হৃদয় দুর্ব্বল হয়, এবং সহজেই রিপুর বশীভূত হইয়া পড়ে। তখন মনে করি, আর বুঝি আমার উপর ঈশ্বরের দয়া নাই। আবার যখন সেই দুরবস্থা দূর হয়, তখন বলি ঈশ্বর আমার প্রতি সদয় হইলেন। ইহার অর্থ কি এই যে তিনি পূর্ব্বে সদয় ছিলেন না? ঈশ্বরের দয়া কি কখনও রুদ্ধ থাকিতে পারে, না ইহা কদাচ বিচলিত হইতে পারে? আমরা সাধু হইলে তিনি দয়া করিবেন, নতুবা আমাদের প্রতি নির্দ্দয় থাকিবেন, ঈশ্বর কি কখনও এরূপ করিতে পারেন? আমাদের চরিত্রের দোষ গুণে কি তাঁহার দয়ার হ্রাস বৃদ্ধি অথবা উন্নতি অবনতি হয়? পূর্ণ প্রেমের আধার ঈশ্বরে কোন পরিবর্ত্তন নাই, আমরাই নিজের চক্ষের দোষে তিনি যেমন ঠিক সেইরূপে তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তাঁহার দয়া যেমন চিরকাল তেমনই রহিয়াছে; আমরাই মোহমেঘে আচ্ছন্ন হইয়া

কখন কখন সেই প্রসন্ন বদন দেখিতে পাই না। কিন্তু যাই পাপান্ধকার চলিয়া যায়, তখনই সেই প্রেমমুখ দেখিয়া প্রফুল্ল হই। তখন ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সাধকের ইচ্ছার যোগ হয়। একবার সেই অতুল প্রেমানন দেখিলে আর ভক্তের ভয় থাকে না, তখন তিনি মহাপরাক্রান্ত বীরের ন্যায় বলেন, কাম রিপু! তুমি এখনই বশীভূত হও। ক্রোধ! তুমি দূর হও। এই ভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনির ন্যায় নিদারুণ কথা শুনিবা মাত্র সেই রিপুদ্বয় কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়া যায়। ইহা অহঙ্কারের কথা নহে; কিন্তু ইহাই যথার্থ বিনীত ব্রাহ্মের কথা।

মনুষ্যের আন্তরিক দুর্দ্দান্ত রিপু সকল বধ করিয়া জগতকে তাঁহার কথার বল দেখাইবার জন্য এইরূপে ঈশ্বর সাধকের মধ্যে কথারূপে প্রকাশিত হন। ভক্তের হৃদয় মধ্যে থাকিয়া যখন ঈশ্বর কথা বলেন, তখন অসম্ভব সম্ভব হয়। এক কথাতে পর্ব্বত চূর্ণ হয়, ঘোর নারকীর মহাপাপরূপ পাষাণময় পর্ব্বত বরফের ন্যায় গলিয়া যায়। সেই কথা শুনিয়া যখন ভক্ত বলেন, হে অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত! তুমি দূর হও, উহা অমনই স্থানান্তরিত হয়। পৃথিবীর লোক বলিবে, ইহা সাধকের কথা; কিন্তু ভক্ত বিলক্ষণ জানেন যে ইহা তাঁহার কথা নহে। কেন না মনুষ্যের সাধ্য কি যে সে আপনার বলে ব্রহ্মের কথা বলে? হিমালয়ের যিনি রাজা তাঁহার কথাই হিমালয় শুনে। যে সাগর রাজা ক্যানিউটের কথা অমান্য করিয়াছিল, তাহার সাধ্য কি যে ঈশ্বরের কথা অবহেলা করে? শিশুকাল হইতে পর্ব্বত সমান রাশি রাশি পাপ করিয়াছি, কিন্তু এই মুহূর্ত্তে যদি বলিতে পারি, ঈশ্বরের আজ্ঞা হইয়াছে আর পাপ করিব না, এখনই ঈশ্বরের পবিত্রতায় আমার অন্তর পরিপূর্ণ হইবে। ঈশ্বরের প্রেম এবং অনন্ত ক্ষমাগুণে

সকলই সম্ভব হয়, তিনি ভক্তের হৃদয়ের মধ্যে থাকিয়া আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সম্পন্ন করেন। ভক্তের হৃদয় হইতে ঈশ্বরের বল বিনিঃসৃত হয়।

ব্রহ্মবলে যিনি বলী, তাঁহার কথায় পর্ব্বত স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু যিনি অহঙ্কারী, সেই পর্ব্বত তাঁহার মস্তক চূর্ণ করে। সাধক দয়াময় নাম লইয়া যদি সমুদ্রকে কিছু বলেন সমুদ্র তাহা শুনে, কেন না ভক্ত সাধকের দ্বারা ঈশ্বর স্বয়ং কথা বলেন। নিতান্ত ক্ষুদ্র পাপীও ঈশ্বরের কথা বুঝিতে পারে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মকথা শুনিতেছে এবং তাহা পালন করিতেছে, পাপের সাধ্য কি যে তাহাকে স্পর্শ করে; কিন্তু যে ব্যক্তি ব্রহ্মমন্দিরে যায়, ব্রহ্মসঙ্গীত করে, ব্রহ্মপূজা করে, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করে, সাধুসঙ্গ করে, এবং নির্জ্জন সাধনও করে, অথচ মনে মনে ঈশ্বরের কথা অগ্রাহ্য করে, এবং সর্ব্বদাই বলে যে আমি কাম, ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে পরি না, পাপ তাহাকে আরও গাঢ়তররূপে আলিঙ্গন করে। অতএব যদি পাপ হইতে বাঁচিতে চাও, তবে কাল নয়, আজ, এ রাত্রেই, এখনই সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বল, আর এই পাতকপূর্ণ নরকময় জীবন রাখিব না; আর এই দুর্গন্ধময় পাপের মধ্যে বাস করিতে পারি না। প্রতিজ্ঞা করিয়া বল, এই মুহূর্ত্ত হইতে ঈশ্বর আমার হইলেন, আমি ঈশ্বরের হইলাম। নতুবা যে ব্যক্তি বার ঘণ্টা পাপের মধ্যে বাস করিতে চায়, সে কদাচ কাম, ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে পারে না। যদি তোমরা ব্রহ্মসহবাসে থাকিতে সঙ্কল্প না কর, তবে নিশ্চয় জানিও যে, পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্ত এখন পর্য্যন্ত তোমাদের ইচ্ছা হয় নাই। যদি তোমাদের মনে স্বর্গে বাস করিবার জন্ত পবিত্র ইচ্ছা বলবতী হয়, পাপের সাধ্য নাই যে, তোমাদের অন্তর কলঙ্কিত করে।

পাপের মূল তোমার ইচ্ছা, ধর্ম্মের মূল ঈশ্বর। তুমি যদি ইচ্ছা করিয়া বল, পাপ, তুমি এস, আর খানিকক্ষণ তোমার সেবা করি, পরে ধর্ম্মসাধন করিব, তাহা হইলে পাপ কেন তোমাকে ছাড়িবে। অতএব এই মুহূর্ত্তেই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও এবং জয় জগদীশ বলিয়া এক একবার ব্রহ্মাস্ত্র ঘুরাও, দেখিবে রিপু যতই কেন মহাবীর হউক না, ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পরাস্ত হইয়া যাইবে। একবার 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্' বলিয়া রণক্ষেত্রে অবতরণ কর, দেখিবে ক্ষণেকের মধ্যে ব্রহ্মাগ্নিসংস্পর্শে রিপু সকল আপনা আপনি দগ্ধ হইবে। উপাসকগণ, তোমরা কি ব্রহ্মোপাসনার বল দেখ নাই? কত যত্ন করিয়া তোমরা যে পাপ দূর করিতে পার নাই, ব্রহ্মনামে তাহা তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিয়াছে, জীবনে কি ইহার শত সহস্র প্রমাণ পাও নাই? তবে কেন আর কল্পিত বিনীত ভাবে বলিবে যে, আমি কিছুই করিতে পারি না। যিনি বলেন যে পাপ আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না তিনি অহঙ্কারী নহেন, তিনি বাস্তবিক বিনীত ব্রহ্মসন্তান। কেন না, তিনি তাঁহার নিজের বলের কথা বলেন না, কিন্তু তাঁহার স্বর্গীয় পিতার কথা শুনিয়া তিনি দুর্জ্জয় পাপকে দমন করেন। ব্রহ্মনামের জয়ধ্বনি করিতে করিতে তিনি রিপুকুল ধ্বংস করেন। তিনি জানেন তাঁহার পিতার বলে সকলই সম্ভব হয়, এইজন্য তিনি প্রাণপণে 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্' বলিয়া তাঁহার স্বর্গীয় পিতার জয়ধ্বনি করেন। এইরূপে ভক্তের প্রাণগত চেষ্টা এবং ঈশ্বরের কৃপায় পাপ পরাজিত হইয়া মনুষ্যের পরিত্রাণ হয়।

অনুতাপ ও কৃপা।

রবিবার, ৩০শে আষাঢ়, ১৭৯৫ শক; ১৩ই জুলাই, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

যতই আমরা পাপ এবং অধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিব, ততই আমাদের হৃদয় নিরাশ এবং বিষাদে আচ্ছন্ন হইবে। কেবলই অনুতাপ দ্বারা পরিত্রাণ হয়, ইহা যথার্থ নহে, কেন না অনুতাপের মধ্যেও অহঙ্কার এবং ঘোরতর অন্ধকার থাকিতে পারে। যে ব্যক্তি মনে করে, আমি অনুতাপ মূল্য দিয়া স্বর্গে যাইব, অথবা কাঁদিতে কাঁদিতে ঈশ্বরকে কাঁদাইয়া মুক্তি লাভ করিব, সে যে নিতান্ত নির্ব্বোধ এবং অহঙ্কারী, ইহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব অন্যান্য অহঙ্কারের ন্যায় অনুতাপের অহঙ্কারও একান্ত পরিহার্য্য। অনুতাপের মধ্যে যেমন অহঙ্কার আসিতে পারে, সেইরূপ আবার ইহার মূলে অন্ধকার। যে ব্যক্তি মনে করে যে, আমার মধ্যে সত্য নাই, পবিত্রতা নাই, তাহার মন যে গভীরতর অন্ধকার, ভ্রম এবং অধর্ম্মে আচ্ছন্ন হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? আমার মধ্যে সাধুতা নাই, এবং কথনও যে জীবনে আমি সাধু হইব, তাহার সম্ভাবনাও নাই, ক্রমাগত এইরূপ আলোচনা করিলে কেন না অন্তর নিরাশা এবং বিষাদে জর্জ্জরিত হইবে? দয়াময় নামের গুণ মানিলাম, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে বলিলাম, দয়াময় নাম যতই কেন পবিত্র হউক না, আমার পাপ এত গভীর এবং গূঢ় যে কিছুতেই তাহা যাইবার নহে। ভিতরে ভিতরে ঈশ্বরের দয়াতে অবিশ্বাস করিয়া অনেকের আত্মা এইরূপে নিরাশ এবং মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। অতএব ঈশ্বরের

দয়ায় সন্দেহ করিয়া কেবল অনুতাপ দ্বারা কেহ সাধু হইতে পারে, তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

অনুতাপে চিত্ত পরিশুদ্ধ হয়; কিন্তু সেই অনুতাপ মনুষ্য আনিতে পারে না। মনুষ্য চেষ্টা করিয়া যে অনুতাপ করে, তাহাতে কেবল সে অন্তরে বাহিরে অন্ধকারই দেখিতে পায়, তাহা দ্বারা কোন মতে পুণ্যবান হইতে পারে না। কেন না যাহারা আপনার বলে হৃদয় পবিত্র করিতে চায়, তাহারা আরও গভীরতর পাপপঙ্কে লিপ্ত হয়। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহারা নিজের অশ্রুবিন্দু দ্বারা স্বর্গরাজ্য নির্ম্মাণ করিতে চেষ্টা করে, তাহাদের যত্ন কদাচ সফল হইতে পারে না। কল্পিত বিনয়ের মধ্যে যেমন অবিনয় এবং অহঙ্কার থাকে, সেইরূপ কৃত্রিম অনুতাপের মধ্যেও পাপ পরিত্যাগ করিবার অনিচ্ছা এবং অপ্রবৃত্তি থাকে। পাপ ছাড়িতে আমার ইচ্ছা নাই, অথচ আমার সমস্ত জীবন অনুশোচনা, বিলাপধ্বনি, এবং আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ, ইহার অর্থ কি? যদি প্রত্যেক অনুতাপবিন্দু হৃদয়কে পবিত্র করিতে না পারে, তবে সেই অনুতাপের প্রয়োজন কি? যদি যে পাপের জন্য বারম্বার ক্রন্দন করিতেছি, কোন মতেই তাহা দূর না হয়, তবে সেই ক্রন্দনে লাভ কি? কাম, ক্রোধ প্রভৃতি নিশ্চয়ই ছাড়িব যদি অন্তরে এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা না হয়, তবে সে সকল পাপের জন্য সময়ে সময়ে অনুতপ্ত হইয়া কি হইবে? বাস্তবিক, যে অনুতাপে চিত্ত শুদ্ধ না হয়, তাহা কখনই ঈশ্বরপ্রেরিত অকৃত্রিম অনুতাপ নহে।

পাপাত্মাকে সংশোধন করিবার জন্য ঈশ্বর যে অনুতাপ প্রেরণ করেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে রিপু দমন করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং দুর্জ্জয় বল সমাগত হয়। সেই স্বর্গীয় অনুতাপ আমাদের

নিজের পাপের জন্য যে পরিমাণে আমাদিগকে কাঁদাইবে, সেই পরিমাণে আবার আমাদিগকে পিতার পুণ্যালয়ে লইয়া গিয়া হাসাইবে। স্বর্গ হইতে এরূপ অনুতাপ না আসিলে কোন পাপীর পরিত্রাণ নাই। ঈশ্বরের কৃপাবলে যখন সেই অনুতাপে আমাদের অন্তর দগ্ধ হয়, তখন তাহার প্রত্যেক অশ্রুবিন্দুতে আমাদের হৃদয়ের গভীরতম জঘন্যতা ধৌত হয়। কেন না সেই জল স্বর্গের জল। কিন্তু আমাদের চক্ষু হইতে অনেক জল পড়ে যাহা স্বর্গের জল নহে, এবং যাহা অন্তরে প্রবেশ করিয়া আমাদের গূঢ়তম পাপ প্রক্ষালন করিতে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ। যিনি ধর্ম্মাভিমানী, তিনি মনে করেন আমি অনুতাপ করিতে করিতে নিজের ক্রন্দনের দ্বারা জিতেন্দ্রিয় হইয়াছি ; কিন্তু যিনি ভক্ত এবং ঈশ্বরপ্রেমিক, তিনি বলেন আমার নিজের অনুতাপ এবং ক্রন্দনে কিছুই হয় না, যখন দেখি দয়াময় ঈশ্বর আমাকে কাঁদাইতেছেন, তখনই আমার আত্মার কল্যাণ হয়, তখন সহজেই আমার মন পাপ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্য প্রভায় সমুজ্জ্বলিত হয়। তিনি নিজেই স্বীকার করেন, আমার সমুদয় সাধনের মূলে ঈশ্বরের কৃপা। যাই আমি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিই, তখনই আমার আত্মা দুর্ব্বল এবং মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে এবং পবিত্র জীবন সম্ভোগ করিবার জন্য আমার সকল আশা এবং সকল উদ্যম চলিয়া যায়। অতএব, ঈশ্বরের পথে যাইতে হইলে ঈশ্বরের দয়া ভিন্ন আমাদের আর অন্য উপায় নাই।

যাহারা নিজের বলে ঈশ্বরকে লাভ করিতে অভিলাষ করে, তাহাদের ক্রন্দনেও অহঙ্কার; কিন্তু ব্রহ্মকৃপায় নির্ভর করিয়া যাঁহারা অত্যন্ত সাহসপূর্ণ এবং অলৌকিক ভাবে কথা বলেন,

তাহার মধ্যেও স্বর্গীয় বিনয়। ভক্ত বলিতে পারেন, এই যে পৃথিবীতে পাপের ভয়ানক তরঙ্গ উঠিতেছে, ইহাতে আমার কিছুমাত্র ভয় নাই; আমি নির্ভয় এবং নিরাপদ। তিনি দেখিতেছেন, যদিও তাঁহার নিজের কোন বল নাই কিন্তু তিনি যাঁহার শরণ লইয়াছেন তাঁহার বলে নিমেষের মধ্যে মহাপাপ সকল চলিয়া যাইতেছে। এইজন্ত তিনি বারম্বার "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্" ইহা বলিয়া ঈশ্বরের দয়ায় জয়ধ্বনি করিতেছেন। তিনি বিলক্ষণ জানেন পুণ্যপথে অগ্রসর হইবার জন্ত তাঁহার আপনার কোন বল নাই। যথার্থ অনুতাপ মধ্যে যেমন অহঙ্কার নাই, সেইরূপ আবার ইহার মধ্যে অন্ধকারও থাকিতে পারে না। যাঁহার অন্তরে সরল অনুতাপ আসিয়াছে, তিনি অকপট এবং সুদৃঢ় হৃদয়ে বলিতে পারেন, এই যে আমার সম্মুখে এত অন্ধকার এবং মেঘ, ঈশ্বরের কৃপায় এ সকল কিছুই থাকিবে না, পলকের মধ্যে এ সমুদয় ভেদ করিয়া সেই অনন্ত কালের সূর্য্য প্রকাশিত হইবেন। অন্ধকারের মধ্যে রাখিবার জন্ত ঈশ্বর আমাদিগকে সৃজন করেন নাই; এবং শুদ্ধ আমাদিগকে কাঁদাইবার জন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরিত হয় নাই; কিন্তু অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া গিয়া আমাদের আন্তরিক গভীর বিষাদ দূর করিবার জন্তই ঈশ্বর দয়া করিয়া এই পৃথিবীতে তাঁহার স্বর্গের ধর্ম্ম পাঠাইয়াছেন।

কাম, ক্রোধ ইত্যাদি প্রবল রিপুদিগের উত্তেজনা এবং অত্যাচার দেখিয়া দিবা নিশি তোমরা কাঁদিতেছ, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? তোমাদের এ সকল ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া জগৎ বলিবে একি অপরূপ ব্যাপার! তোমাদের নিজের মলিন কুৎসিত দুষ্ট

দেখিয়া কাহার মন ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইবে? ইহা ত এই পৃথিবীর ব্যাপার। পাপ করিলে কাঁদিতেই হইবে ইহা যে তোমাদেরই কার্য্য। অতএব তোমাদের কার্য্য দেখিয়া কে ঈশ্বরের সন্নিধানে আসিবে? কিন্তু তোমাদের রোদনের মধ্যে যদি সেই পার্থিব অর্দ্ধভাগের সঙ্গে স্বর্গীয় অর্দ্ধভাগ দেখাইতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জগৎ তোমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। এক দিকে আমার নিজের অন্ধকার এবং পাপ দেখিয়া কাঁদিতেছি, কিন্তু অন্য দিকে এখনই স্বর্গ হইতে আলোক এবং আনন্দ আসিয়া আমার হৃদয় পরিপূর্ণ করিতেছে, জগৎকে যদি এই পার্থিব এবং স্বর্গীয় উভয় ভাগের সামঞ্জস্য দেখাইতে পারি, জগৎ নিশ্চয়ই ঈশ্বরের বশীভূত হইবে। এক দিকে যেমন আমার পাপের জন্য আমি অনুতপ্ত হইব, অন্য দিকে তেমনই ঈশ্বরের দয়ায় পাপ হইতে উন্মুক্ত হইয়া আমি পবিত্র হইব, ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস চাই। যদি বল আমি অনুতাপ করিব, কিন্তু এখনই আমি ভাল হইতে পারি না, তবে মূঢ় ব্রাহ্ম! তুমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস কর না। অনুতাপের সঙ্গে যদি বিশ্বাস এবং সাহস না থাকে, তবে কোন মতেই পরিত্রাণ নাই।

আমি পাপী; কিন্তু ব্রহ্মবলে বলী হইয়া আমি স্বর্গধামে যাইব, অন্তরে যদি এরূপ সাহসপূর্ণ বিশ্বাস না থাকে, তবে অনুতাপ দ্বারা কেবল নিরাশা এবং নির্জ্জীবতাই বৃদ্ধি পাইবে, ঈশ্বরকে ভুলিয়া যতই তুমি তোমার পাপের বিকৃত মুখ দেখিবে, যতই তোমার পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতি আলোচনা করিবে, ততই তুমি ভয় এবং বিষাদে অবসন্ন হইবে, কিন্তু ঈশ্বরের দয়া স্মরণ করিয়া যতই তুমি এক একটা পাপের প্রতি দৃষ্টি করিবে, ততই তুমি সাহসপূর্ব্বক সেই পাপের দুর্গন্ধ দূর করিয়া

তৎক্ষণাৎ হৃদয়ে পবিত্রতা সঞ্চয় করিতে পারিবে। এইরূপে যিনি ঈশ্বরের অগ্নি লইয়া পাপের নিকট গমন করেন, পাপ তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারে না; কিন্তু তাঁহারই দ্বারা পাপ ভস্মীভূত হয়। অন্তরে ব্রহ্মাগ্নি জ্বলিবে তবে পাপ দগ্ধ হইবে; নতুবা শত বৎসর ক্রন্দন করিলেও পাপ হইতে কেহ নিষ্কৃতি পাইতে পারিবে না। ঈশ্বরের পুণ্যাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মলিন চক্ষু হইতে যদি এক ফোটা জল পড়ে, তাহা দ্বারা ঘোর নারকীর চিত্তও পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহার নূতন জীবন দেখিয়া দেশের সকল লোক বলিবে, এই ব্যক্তি স্বর্গে চলিল। এই ভাবে যদি পাপী একদিন পিতার কাছে ক্রন্দন করে, তখনই তাহার পরিত্রাণ আরম্ভ হয়। দয়াময় সর্ব্বদাই আমাদিগকে পাপ হইতে উদ্ধার করিতে ব্যাকুল রহিয়াছেন, আমরাই ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার দয়ার কার্য্যে বাধা দিতেছি। তথাপি তিনি কেন এত দয়া করিতেছেন? এইজন্য যে, তিনি জানেন, একদিন আমরা পরাস্ত হইয়া তাঁহাকে ধরা দিব। আমরা পাপী ইহা তিনি জানেন, কিন্তু কাম, ক্রোধ, হিংসা, স্বার্থপরতা আর আমাদিগকে কষ্ট দিতে পারিবে না, এই জন্যই তিনি প্রতি রবিবারে বিশেষরূপে তাঁহার নূতন নূতন করুণার বিধান প্রেরণ করিতেছেন।

ঈশ্বর মহাপাপীকে পরিত্রাণ করেন, বন্ধুগণ, ইহা আর কেবল মুখে বলিলে চলিবে না, কিন্তু জীবনের দ্বারা সপ্রমাণ করিতে হইবে। এক দিকে যেমন আমরা বিশ্বাস করিব, আমরা কিছুই নহি, তেমনই অন্য দিকে বলিব, ঈশ্বর আমাদের সর্ব্বস্ব, তাঁহার নামে পাপ ভস্মীভূত হয়। যাই বলিব 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্' তখনই দেখিব আমার অন্তরে যে পাঁচটা পাপ ছিল

তাহা চলিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মবলে যদি হৃদয়ের পরিবর্ত্তন না হয় তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম মিথ্যা এবং ঈশ্বর জগতের পরিত্রাতা ইহা ধর্ম্মের প্রবঞ্চনা। যদি ঈশ্বরের ক্ষমতায় বিশ্বাস থাকে তবে ব্যাকুল অন্তরে বল, পিতা, যদি এখনই আমাকে ভাল না কর তবে আমি মরিব, দেখিবে বলিতে না বলিতে যে আত্মা মৃতপ্রায় ছিল তাহা উঠিয়া সিংহের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া রিপু সকলকে দূর করিয়া দিল। মহাপাপী ব্যভিচার এবং পানদোষ ছাড়িল। পাপীর আর কোন সম্বল নাই, কেবল এক ব্রহ্মনাম। যতই বিশ্বাস করিয়া সে এই নাম বলে, ততই তাহার অন্তর পবিত্র হয়। যে মুখে সে কাঁদিয়া বলিতেছে আমি মহাপাপী, সেই মুখেই আবার পবিত্র ব্রহ্মনামের সুধা পান করিতেছে। সে দেখিতেছে পাপ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ঈশ্বরই তাহাকে কাঁদাইতেছেন এবং পুণ্যপথে লইয়া গিয়া তিনিই তাহাকে হাসাইতেছেন। আমরা সকলেই পাপে অচেতন, অতএব হে বন্ধুগণ, চল সকলে তাঁহার শরণাপন্ন হই। তিনি কাঁদান কাঁদিব, তিনি হাসান হাসিব। তাঁহার প্রেমমুখ ভুলিয়া যেন আর কখনও পাপের বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া নিরাশ এবং বিষণ্ণ না হই।

ব্রহ্মাগ্নির অলৌকিক বল।

রবিবার, ৬ই শ্রাবণ, ১৭৯৫ শক; ২০শে জুলাই, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

ঈশ্বরের অগ্নি যখন কোন সাধকের জীবনে প্রবেশ করে, সেই সাধকের কি তখন ক্ষমতা থাকে যে তাহা প্রচ্ছন্ন রাখে? যদি সাধকের এই ক্ষমতা থাকিত, তবে কোন কালেই জগতে ধর্ম্মাগ্নি

প্রজ্বলিত হইত না। ব্রহ্মাগ্নির এরূপ প্রকৃতি যে তাহা প্রকাশ করিতেই হইবে। যাহা দ্বারা ঈশ্বর জগতের দুঃখ পাপ দগ্ধ করিবেন, সহস্র চেষ্টা করিলেও তুমি তাহা ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পার না। ঈশ্বর সাধকের ঘরে আসেন, এইজন্য, যে তাঁহার পবিত্র প্রেমমুখ দেখিয়া সাধক এতদূর উন্মত্ত হইবেন যে, তাহা দেখাইবার জন্য তিনি জগতের সকলকে ডাকিয়া আনিবেন। ঈশ্বরকে দেখিয়া ভক্ত এমনই পবিত্র আনন্দে আনন্দিত হন, যে সেই পবিত্র আনন্দ জগৎকে বিতরণ না করিয়া কোন মতেই তিনি সুস্থির থাকিতে পারেন না। স্বর্গীয় পিতাকে দেখিয়া ব্রাহ্মের হৃদয়ে যে প্রেমাগ্নি প্রজ্বলিত হয় তাহা সামান্য অগ্নি নহে। সাধ্য কি যে তুমি তাহা লুকাইয়া রাখিবে? তোমার বুদ্ধি, কৌশল, বিনয়, গাম্ভীর্য্য, সকল আবরণ দগ্ধ করিয়া সেই অগ্নি বাহির হইবে।

মনুষ্যের সাধ্য কি যে ঈশ্বরের অগ্নি প্রচ্ছন্ন রাখে? ঈশ্বরের অগ্নি যেখানে যাইবে সেই স্থানে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে। অগ্নিময় ঈশ্বর ভক্তের হৃদয় ভেদ করিয়া জগতের নিকট প্রকাশিত হন। অতএব যদি কোন ব্রাহ্ম ভক্তিবলে ঈশ্বরকে প্রকাশ করেন, সাবধান, কেহই তাহা ভক্তের নিজগুণে হইল এরূপ মনে করিও না। ভক্তের দ্বারা ঈশ্বর আপনি আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস করিবে। এইজন্যই ঈশ্বরের একটী নাম স্বপ্রকাশ। যিনি সরল সাধক, তাঁহার জীবনের সকল ভাগে স্বভাবতঃই ব্রহ্মাগ্নি প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। দেশ দেশান্তরে সেই ব্রহ্মালোক প্রকাশ করিবার জন্য সাধকের প্রাণ ব্যাকুল। ঈশ্বর যখন একবার স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া সাধকের ঘরে প্রবেশ করেন,

তখন তাহার শরীর, মন, হৃদয় এবং আত্মার সমুদয় বিভাগ তিনি অধিকার করেন। সাধুর সমস্ত জীবনে জগৎ যখন ঈশ্বরের কার্য্য দেখিতে পায়, তখন সহস্র সহস্র লোক অলৌকিক মনে করিয়া সেই জীবন লাভ করিতে ব্যাকুল হয়। পৃথিবীর প্রায় সমুদয় ধর্ম্মই বাহ্যিক অলৌকিক ক্রিয়ার উপর সংস্থাপিত। কোন সাধু বলিলেন, সূর্য্য স্থগিত হও, সূর্য্য অমনই অৰ্দ্ধপথে থামিল; অথবা কোন সাধু ইচ্ছা করিলেন এবং তখনই তিনি অনায়াসে সমুদ্রের উপর দিয়া চলিয়া গেলেন; কিম্বা তাঁহার কথায় মৃত ব্যক্তি সকল পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিল, অথবা কোন ঋষির চরণস্পর্শে পাষাণ মনুষ্য হইল, এইরূপ নানাবিধ অলৌকিক ব্যাপার কল্পনা করিয়া প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ই তাহাদের ধর্ম্মের স্বর্গীয় ক্ষমতা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

অনেকের এই সংস্কার যে, অলৌকিক ব্যাপার না দেখাইলে জগতের কেহই ধর্ম্মগ্রহণ করে না। পবন প্রবলবেগে প্রাচীন বৃক্ষ সকল উৎপাটন করিয়া শত সহস্র মনুষ্যের মস্তক চূর্ণ করিতেছে, অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া নগরের শত শত গৃহ ভস্মীভূত করিতেছে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র নর নারী ভয়ানকরূপে দগ্ধ হইতেছে; যদি তুমি ব্রহ্মসন্তান হও বল, পবন! তুমি স্থির হও, অগ্নি! তুমি নিবৃত্ত হও। তোমার কথা শুনিয়া যদি দুর্জ্জয় পবন এবং অগ্নি তথাস্ত বলিয়া চলিয়া যায়, জগৎ তবে জানিবে যে, তুমি যথার্থই ঈশ্বরের ধর্ম্ম পাইয়াছ। সকল যুগে এবং সকল দেশে নানাপ্রকার অলৌকিক ক্রিয়ার প্রতাপেই বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছে। প্রত্যেক ধর্ম্মের প্রচারকেরা ঐ সকল অলৌকিক ক্রিয়ার

কথা বলিয়া দেশ দেশান্তরে তাঁহাদের আপন আপন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। যাহা দ্বারা অলৌকিক ব্যাপার সকল সম্পন্ন হয়, অবশ্যই তাহা ঈশ্বরপ্রণীত ধর্ম্ম, এই বলিয়া জগৎ তাঁহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। ব্রাহ্মেরা ঐ সকল অলৌকিক ক্রিয়া মানেন না, এই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে; এবং প্রায় তেতাল্লিশ বৎসর পরেও যে আমাদের ধর্ম্ম আশানুরূপ বিস্তৃত হয় নাই, তাহার প্রধান কারণ এই যে, ব্রাহ্মেরা এখনও তাঁহাদের জীবনে তেমন অলৌকিক ব্যাপার দেখাইতে পারেন নাই।

আমরা বাহিক অলৌকিক ক্রিয়া স্বীকার করি না; কিন্তু জগৎ কেন অলৌকিক ক্রিয়া দেখিতে চায়, ইহার নিগূঢ় কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। অলৌকিক ব্যাপার দ্বারা ধর্ম্মের স্বর্গীয়তা প্রমাণিত হয়, এই কথার নিম্নে যে গূঢ় সত্য রহিয়াছে তাহা আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি না। অলৌকিক ক্রিয়া কি? যাহা লোকের নহে, কিন্তু ঈশ্বরের। ধর্ম্ম অলৌকিক, অর্থাৎ ইহা মনুষ্যকৃত নহে; কিন্তু ঈশ্বর-প্রণীত, এইজন্য যে ইহাতে ঈশ্বরের অলৌকিক ক্ষমতার চিহ্ন আছে। যাঁহারা ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং প্রচারক, অন্ততঃ তাঁহাদের জীবনে জগৎ অলৌকিক-শক্তি দেখিতে প্রত্যাশা করে। তোমার কথার বলে যদি সাগর শুষ্ক হয়, হিমালয় স্থানান্তরিত হয়, জগৎ তবে স্বীকার করিবে যে তুমি ব্রাহ্ম। অলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা ধর্ম্মের সত্যতা প্রমাণ হয়, জগতের লোক কেন এইরূপ বিশ্বাস করে? ইহার কারণ এই, যাহা অলৌকিক, অর্থাৎ লোকের নহে, তাহা ঈশ্বরের। ঈশ্বর যখন মনুষ্যের হৃদয়ে অবতীর্ণ হন, সেই মনুষ্য তখন অলৌকিক শক্তি লাভ করে, এবং সেই শক্তি দ্বারা অসম্ভব সম্ভব

হয়। যে সাধক ঈশ্বরের কাছে অগ্নি পাইয়াছেন তাহা দ্বারা তিনি অনায়াসে অসাধ্য সাধন করেন। যাঁহার জীবনে ধক্ ধক্ করিয়া ব্রহ্মাগ্নি দীপ্তি পাইতেছে, তাঁহার দ্বারা নিশ্চয়ই জগতের অসত্য, কুসংস্কার এবং পাপ দগ্ধ হইবে। যাঁহার অন্তরে ঈশ্বরের দয়া অবতীর্ণ হইয়াছে, জগৎ যে তাঁহার বশীভূত হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি ?

ভক্ত যাহা করেন, তাহাই অলৌকিক, কেন না তাঁহার সঙ্গে ঈশ্বরের কৃপা কার্য্য করিতেছে। তাঁহার অলৌকিক চিন্তা, অলৌকিক প্রতিজ্ঞা, এবং অলৌকিক কথা দ্বারা মুহূর্ত্তের মধ্যে সকল প্রকার অপবিত্রতা বিনষ্ট হয়। ভক্তের নিগূঢ় জীবন পৃথিবীর অতীত। কোথা হইতে তাঁহার জীবনস্রোত আসিতেছে, পৃথিবীর লোক তাহা দেখিতে পায় না। তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার প্রেম, তাঁহার পবিত্রতা, সকলই ঈশ্বরপ্রসূত। তাঁহার সকলই ঈশ্বরের। তাঁহার চিন্তা তাঁহার নহে, তাঁহার প্রেম তাঁহার নহে, তাঁহার পুণ্য তাঁহার নহে ; কিন্তু তাঁহার চিন্তা, ভাব, ইচ্ছা এবং সকলই ঈশ্বরের। জগতের লোকেরা যখন দেখিতে পায় যে, ঈশ্বর স্বয়ং এইরূপে সাধু ভক্তের জীবনে অলৌকিক কার্য্য সকল করিতেছেন, তখন তাহারা চমৎকৃত হয়, এবং সকলেই এক বাক্য হইয়া বলে, এ ব্যক্তি অবশ্যই স্বর্গের ধর্ম্ম লাভ করিয়াছে। সাধু-জীবনে ঈশ্বরের অলৌকিক ক্ষমতা দেখিলেই জগৎ ধর্ম্মের সত্যতায় বিশ্বাস করে। কোন সাধুর কথায় যদি সূর্য্য নিস্তেজ এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, অথবা সমুদ্রের জল শুকাইয়া যায়, তাহা হইলেই জগৎ তাঁহাকে অলৌকিক ব্যক্তি মনে করিয়া তাঁহার কথা বিশ্বাস করে। কিন্তু আপনা আপনি যদি সূর্য্য অস্তমিত হয়, অথবা আপনা আপনি যদি সাগরের জল শুকাইয়া যায়, সেই সকল

ঘটনা অলৌকিক নহে। কোন মনুষ্য যখন তাহার সাধ্যের অতীত কোন কার্য্য করে, জগতের লোক তাহাই অলৌকিক বলিয়া স্বীকার করে। কি হিন্দু কি খৃষ্ট উভয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরাই তাঁহাদের স্ব স্ব প্রবর্ত্তকের মধ্যে এইরূপ অলৌকিক শক্তি স্বীকার করেন।

ব্রাহ্মমণ্ডলীর যদি এইরূপ কোন অলৌকিক শক্তি না থাকে, জগৎ কেন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবে? ব্রাহ্মেরাও যখন এক একটী কথা দ্বারা আশ্চর্য্য কাণ্ড সকল করিতে পারিবেন, তখনই সহজে জগতের লোক তাঁহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। নতুবা তাঁহাদের জীবনে যদি স্বর্গের অলৌকিক ক্ষমতা না দেখিতে পায়, জগৎ কেন তাঁহাদের কথা গ্রাহ্য করিবে? ভক্তের কথায় পর্ব্বত স্থানান্তরিত হয়, এবং সমুদ্রের তরঙ্গ স্থির হয়; কিন্তু তাহাতে ভক্তের নিজের কোন গৌরব নাই। কেন না পর্ব্বত যখন ভক্তের কথা শুনে, পর্ব্বত বলে যদি ইহা মনুষ্যের কথা হইত, এক পদও আমি চলিতাম না; সেইরূপ তরঙ্গ যখন স্থির হয় সে বলে, যদি কেবল মনুষ্য কথা বলিত আমি হাসিতে হাসিতে তাল বৃক্ষের মত আরও উচ্চতর হইয়া উঠিতাম; কিন্তু ঐ মনুষ্যের মধ্যে থাকিয়া আমার সৃষ্টিকর্ত্তা কথা বলিয়াছেন, তাই আমি মস্তক নত করিলাম। কিন্তু এ সমুদয় বাহিক পার্থিব অলৌকিক ক্রিয়া। ব্রাহ্মেরা এ সমুদয় বাহিরের সূর্য্য, পর্ব্বত কিম্বা সমুদ্রে অলৌকিক ক্রিয়া সকল দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। তাঁহাদের অলৌকিক ব্যাপার সকল আধ্যাত্মিক রাজ্যে সম্পন্ন হয়। তাঁহারা জানেন, বাহিরের অলৌকিক ব্যাপার যতই কেন আশ্চর্য্য হউক না, তাহা দ্বারা কাহারও পরিত্রাণ হয় না। কোন সাধুর আজ্ঞাতে বাহিরের পর্ব্বত স্থানান্তরিত হইল, কিম্বা সমুদ্রের জল

শুকাইয়া গেল, এ সকল ঘটনা স্বচক্ষে দেখিলেও ব্রাহ্মের তৃপ্তি হয় না। কেন না অন্তরে যে পাপরূপ হিমালয় রহিয়াছে, তাহা চূর্ণ করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই ব্যাকুল, এবং তাঁহার দুষ্প্রবৃত্তিসাগর হইতে রিপুর উত্তেজনারূপ যে সকল তরঙ্গ উঠিতেছে, তাহা দমন করিতে না পারিলে কিছুতেই তাঁহার শান্তি নাই।

এক দিকে তাঁহার জীবন ধর্ম্মসাধনের পরাকাষ্ঠা লাভ করিল; কিন্তু কিছুতেই মন ভাল হইল না, কোন উপায়েই মন ফিরিল না, ক্রমে ক্রমে আত্মা মৃতপ্রায় এবং নিরাশ হইতে লাগিল। এইরূপ ঘোর বিপদের সময় যদি ব্রাহ্ম জানিতে পারেন যে, একটী কথা বলিলেই এই যে পাপের ভয়ানক তরঙ্গ সকল উঠিতেছে, সকলই অদৃশ্য হইয়া যাইবে, এবং পর্ব্বতসমান পাপ পলকের মধ্যে চূর্ণ হইবে, তখন ভক্তির সহিত তিনি সেই কথা উচ্চারণ করেন। উচ্চারণ করিবা মাত্র দেখিলেন, সত্য সত্যই পাপপর্ব্বত চূর্ণ হইয়া গেল, এবং রিপুদিগের তরঙ্গ অদৃশ্য হইল। কাহার কথায় এই অলৌকিক ব্যাপার সম্পন্ন হইল? ব্রাহ্মের নিজের কথায় নহে, কিন্তু ব্রাহ্মের মধ্যে ব্রহ্ম একটী কথা বলিলেন তাহাতেই এই অসম্ভব সম্ভব হইল। সাধক ব্রাহ্ম পনর বৎসর সাধন করিয়া পাপ দূর করিতে পারেন নাই; কিন্তু আজ ব্রহ্মবলে বলী হইয়া বলিলেন, দুরন্ত কাম রিপু! এখনই আমার অন্তর হইতে দূর হও; দুর্দ্দান্ত ক্রোধ! এখনই চলিয়া যাও; এই বজ্রধ্বনি শুনিয়া রিপুকুল চিরকালের জন্য পলায়ন করিল। ঈশ্বরকে ভুলিয়া সাধক রিপু দমন করিতে অনেক যত্ন করিলেন; কিন্তু রিপুদিগের তরঙ্গ কিছুতেই থামিল না; কিন্তু নিতান্ত কাতর হইয়া সাধক যাই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন, তখন ভিতর হইতে ব্রহ্ম

একটী কথা বলিলেন, অমনই অন্তরে ব্রহ্মাগ্নি জলিয়া উঠিল, সমুদ্র সমান কাম, ক্রোধ এবং স্বার্থপরতা শুষ্ক হইয়া গেল। ধর্ম্মরাজ্যে প্রতিজনের জীবনে এ সকল অলৌকিক ব্যাপার হইতেছে, এ সকল ভিন্ন আমরা অন্য অলৌকিক ব্যাপার মানি না। এ সকল অলৌকিক ক্রিয়াতেই ব্রাহ্মসমাজের জীবন। এ সমুদয় ভিন্ন কোন ব্রাহ্ম বাঁচিতে পারিবে না।

কোন দেশে এবং কোন কালে কেহ আপনার পাপ আপনি বিনাশ করিতে পারে নাই। আমাদের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, অথবা পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে কেহই আপনাকে আপনার বলে পাপ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন নাই; এবং আমাদের পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং ভবিষ্যদ্বংশের মধ্যে কেহই আপনি আপনাকে পরিত্রাণ দিতে পারিবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস করিয়া, ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তৎক্ষণাৎ মুক্তিদাতা ঈশ্বর তাহার সহায় হইবেন। যদি ব্রহ্মকৃপায় বিশ্বাস কর, এখনই এই ব্রহ্মমন্দির মধ্যেই তোমাদের অন্তরে ব্রহ্মাগ্নি জলিয়া সকল পাপ দগ্ধ করিবে। এখনই ব্রহ্মাস্ত্র লইয়া কাম, ক্রোধ ইত্যাদির মস্তক ছেদন কর, এখনই তোমাদের অন্তরে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম জলন্ত উৎসাহের ধর্ম্ম। উৎসাহশূন্য আত্মা ব্রহ্মসহবাসে বঞ্চিত। যদি ব্রহ্মধামে বাস করিতে চাও, উৎসাহাগ্নি দ্বারা অপবিত্রতা দগ্ধ কর। উৎসাহ বিনা ব্রাহ্মসমাজ নির্জ্জীব; যেখানে উৎসাহ নাই সেখানে উন্নতি নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের নূতনত্ব দেখিয়া অনেকে নবানুরাগ এবং নব উৎসাহে ইহা সাধন করিতেছিলেন; কিন্তু ক্রমে ক্রমে এখন প্রায় সকলেই নিরুৎসাহ, আর ব্রাহ্মধর্ম্মের রথ চলে না, কাহারও

মুখে আশা নাই, স্ফূর্ত্তি নাই, উৎসাহ নাই। কিন্তু ভয় নাই, তোমরা কি দেখ নাই, পৌত্তলিকদিগের রথযাত্রার সময় যখন চলিতে চলিতে রথ থামিয়া যায়, তখন শত শত লোকে বহু চেষ্টা করিলেও তাহা চলে না; তখন নিরাশ হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহারা চলিয়া যায়, কিন্তু অবশিষ্ট দশ কি বার জন যাই উৎসাহের সহিত, হরিবোল হরিবোল বলিয়া তাহাদের দেবতার জয়ধ্বনি করে, তখন আবার তাহা বেগে চলিতে থাকে। উৎসাহ ভিন্ন কিছুই সিদ্ধ হয় না।

অল্পে অল্পে সাধন ব্রাহ্মদিগের জন্য নহে। ব্রাহ্মগণ, তোমাদিগকে ধিক্, এমন উৎসাহের ধর্ম্ম পাইয়া এখনও তোমরা নির্জ্জীব রহিলে। রথ চলে না, নৌকা চলে না, কিন্তু যাই কতকগুলি লোক একটু উৎসাহে টানিতে লাগিল, অমনই চলিতে লাগিল। কতবার স্থলে এবং নদীর উপর এ সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ দেখিলাম, তথাপি কি আমরা উৎসাহের বল বিশ্বাস করিব না? অতএব একবার উৎসাহাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া বল, কামরিপু! এই তোমাকে চিরদিনের জন্য বিদায় করিলাম। স্বার্থপরতা! এই তোমাকে সমুদ্রজলে বিসর্জ্জন দিলাম। বল, "পরব্রহ্মের জয়", আমার জীবন পবিত্র হইল। আর একজন বল, জগদীশ, আমার পবিত্রতা জগতে বিস্তার হইতে লাগিল। এইরূপে প্রতিদিন জগৎকে অলৌকিক ক্রিয়া দেখাও। এক এক কথায় বলে কি হয়, তাহার পরিচয় দাও; আজ নয় কাল হইবে, এ কথা বলিলে হইবে না; এখনই বলিতে হইবে। সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বর আমাদের অনিচ্ছা এবং কপটতা দেখিতেছেন। একটী সামান্য ব্রহ্মমন্ত্রের কত বল তাহা বন্ধুদিগকে দেখাও। [illegible] মহাপাপ দগ্ধ হইয়া যায়, মহাজনদিগের এ সকল কথা অবিশ্বাস করিও না।

মনুষ্যের স্বাধীনতাযোগে স্বর্গরাজ্য স্থাপন।

রবিবার, ১৩ই শ্রাবণ, ১৭৯৫ শক; ২৭শে জুলাই, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

ঈশ্বর যন্ত্রী, মনুষ্য যন্ত্র, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের এ প্রকার সম্বন্ধ নহে। জড়জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের এই সম্বন্ধ, মনুষ্যের সঙ্গে তাঁহার এই প্রকার কোন সম্বন্ধ নাই। মনুষ্যজাতিকে তিনি স্বাধীন প্রকৃতি দান করিয়াছেন। স্বাধীন রাখিয়া মনুষ্যকে পরিত্রাণ দিবেন, ইহাই তাঁহার গূঢ় অভিসন্ধি। ঈশ্বরের দয়া মনুষ্যের চেষ্টার সঙ্গে মিলিত হইয়া পরিত্রাণ ফল প্রসব করে। ঈশ্বরের দয়া এবং মনুষ্যের স্বাধীন চেষ্টা, এই দুটী স্রোতের একটী অবরুদ্ধ হইলেই পরিত্রাণ অসম্ভব। ঈশ্বরের এই ইচ্ছা যে মনুষ্যের স্বাধীনতা সর্ব্বদা রক্ষিত হয়, অথচ তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার করুণা প্রকাশিত হয়। ইহাই মুক্তি-শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব। ঈশ্বর যখন স্বাধীন প্রকৃতি দিয়া মনুষ্যকে গঠন করিলেন, তখন তিনি জানিতেন যে, মনুষ্য ইহার অপব্যবহার করিবে; কিন্তু তথাপি স্বর্গীয় পিতা বলিলেন, "আমি পাপীর সঙ্গে থাকিয়া আমার স্বর্গরাজ্য সংস্থাপন করিব।" জগতের প্রতি দৃষ্টি কর ইহার প্রমাণ পাইবে। কাহার দ্বারা ঈশ্বরের গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে? এক দিকে ঈশ্বরের হস্ত, আর এক দিকে মনুষ্যের হস্ত। এই দুই হস্ত পরস্পর সম্মিলিত হইয়া সমস্ত [illegible] জন্ত পুণ্য-নিকেতন নির্ম্মাণ করিতেছে। ঈশ্বর দয়া করিতেছেন, মনুষ্য সেই দয়া গ্রহণ করিতেছে। প্রত্যেকবার মনুষ্য ঈশ্বরের সন্নিধানে আপনার ক্ষুদ্র চেষ্টা আনিয়া উপস্থিত করিল, প্রত্যেকবার ঈশ্বর তাঁহার মধ্যে স্বর্গীয় বায়ু প্রবাহিত করিয়া তাহার দ্বারা প্রকাণ্ড

কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। মনুষ্য মনুষ্যের কর্ত্তব্য সাধন করিল, স্বর্গের রাজা ঈশ্বর তাঁহার স্বর্গীয় কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধর্ম্মজগতের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিবে, ধর্ম্মরাজ্য বিস্তার করিবার জন্য ঈশ্বরের দয়া এবং মনুষ্যের চেষ্টা উভয়ই প্রয়োজন। জড়জগতের প্রতি দৃষ্টি কর, দেখিবে ইহার স্বাধীনতা নাই, অন্ধযন্ত্রের ন্যায় ইহা ঈশ্বরের উচ্চ লক্ষ্য সাধন করিতেছে। কিন্তু মনুষ্যজগৎ অন্য প্রকার। মনুষ্য স্বাধীন, এবং এই স্বাধীনতাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব এবং মহত্ব। পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া এক পরিবার হওয়া মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে; কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা যে একটী সুন্দর প্রেমপরিবার সংগঠন করেন, এইজন্য তাঁহার মনুষ্যের সহায়তার আবশ্যক। মনুষ্যদিগকে লইয়া তিনি স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন, সুতরাং তাহাদিগের সাহায্য ভিন্ন, অথবা তাহা-দিগকে অতিক্রম করিয়া ঈশ্বর একাকী কিছুই করিতে পারেন না। এইজন্য এক দিকে যেমন তিনি গূঢ়ভাবে প্রত্যেক মনুষ্যের সহায় হইয়া প্রত্যেকের অন্তরে বল, কৌশল, জ্ঞান এবং ধর্ম্মভাব প্রেরণ করিতেছেন, তেমনই অন্য দিকে তাঁহার প্রেমগৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য তিনি প্রত্যেক সন্তানের নিকট তাহার নিজের দেহ, মন, হৃদয় এবং আত্মার সমুদয় শক্তি ভিক্ষা করিতেছেন। যিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার সর্ব্বস্ব স্বর্গীয় পিতার হস্তে উৎসর্গ করিলেন, তিনি ধন্য, কেন না তাঁহার দ্বারা পিতার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইল। জগৎ মনে করিল, সেই মনুষ্য দ্বারা ধর্ম্মরাজ্য বিস্তৃত হইল; কিন্তু ভক্তেরা দেখিলেন স্বয়ং ঈশ্বর তাঁহার কৃপাগুণে সেই মনুষ্যকে উদ্ধার করিলেন, এবং তাঁহার প্রেমগৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য তাহার হস্তে স্বর্গীয় অধিকার

দিলেন। ঈশ্বর মনুষ্যকে যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত করেন না; কিন্তু তিনি স্বাধীন নর নারী চান। তাঁহারই শক্তি দয়া এবং পবিত্রতা মনুষ্যের আত্মাতে প্রবাহিত হইতেছে ইহা সত্য; কিন্তু যিনি স্বাধীনভাবে আবার ঐ সকল ঈশ্বরের চরণে প্রত্যর্পণ করেন তিনিই ভাগ্যবান্, কেন না তিনি ভিন্ন আর কেহই স্বর্গরাজ্যে স্থান লাভ করিতে পারে না।

যে স্বাধীনভাবে ঈশ্বর এবং তাঁহার সন্তানদিগকে আপনার জীবন দিতে পারে না, সে কোন মতেই প্রেমরাজ্যের উপযুক্ত নহে। যদি স্বর্গরাজ্যের প্রজা হইতে অভিলাষ থাকে, তবে আপনাকে ঈশ্বরের প্রেমনিয়মের অধীন করিতেই হইবে। কেবল মনুষ্য যাহা করে তাহা স্বর্গীয় কিম্বা অলৌকিক হইতে পারে না; কিন্তু মনুষ্য যখন ঈশ্বরের প্রেমনিয়মের অধীন হয়, তখনই তাহার দ্বারা অত্যাশ্চর্য্য এবং অলৌকিক ব্যাপার সকল সম্পন্ন হয়। যাহা দ্বারা জগতে পূর্ব্বে কেবল পাপ অশান্তি বৃদ্ধি হইত এখন তাহারই দ্বারা স্বর্গরাজ্য বিস্তৃত এবং সংস্থাপিত হয়; স্বর্গরাজ্যে এক দিকে যেমন ঈশ্বরের কৃপাবল, তেমনই অন্য দিকে মনুষ্যের আনুগত্য আবশ্যক। মনে কর আমা-দিগকে না লইয়া ঈশ্বর একটী স্বর্গরাজ্য নির্ম্মাণ করিলেন; কিন্তু তাহাতে কি আমরা তাঁহার মহিমা এবং প্রেম বুঝিতে পারিব? আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্যই তাঁহার স্বর্গরাজ্য। আমরাই যদি তাঁহার পবিত্রতা এবং সৌন্দর্য্যে মোহিত না হইলাম, তবে আমাদের গতি কি হইবে? যখন আমাদের আত্মা পাপের জন্য অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার মন্দিরমধ্যে তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য ব্যাকুল হয়, তখনই আমরা তাঁহাকে বুঝিতে পারি, এবং তখনই

তাঁহার জ্ঞান, প্রেম এবং পবিত্রতা আমাদের অন্তরে সঞ্চারিত হইয়া তাঁহার প্রতি আমাদের বিশ্বাস, ভক্তি এবং প্রেম উদ্দীপ্ত করে। তখন আমরা তাঁহার নাম সঙ্কীর্ত্তন, তাঁহার আরাধনা, তাঁহার ধ্যান এবং তাঁহাকে প্রার্থনা ভিন্ন বাঁচিতে পারি না; তিনিও আমাদের কাতরতা দেখিয়া, অচিরে আমাদের নিকট তাঁহার পবিত্র ধাম প্রকাশিত করেন, এবং আমাদিগকে লইয়া তাঁহার স্বর্গরাজ্য বিস্তার এবং সংস্থাপন করেন। অবশেষে যখন জগৎ দেখিবে যে আমাদের ন্যায় দীন দুঃখীরা স্বর্গে যাইতেছে; যাহারা অশ্রুপাত করিয়া বপন করিতেছিল ঈশ্বরপ্রসাদে এখন তাহারা প্রচুর শস্য সংগ্রহ করিতেছে, তখন তাহারা বলিবে আমরাও কাঁদিব। এই বলিয়া তাহারাও তখন কাঁদিতে কাঁদিতে ঈশ্বরের শ্রীচরণ জড়াইয়া ধরিবে। ঈশ্বর এইরূপে মনুষ্যসন্তানদিগকে তাহাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত করিয়া তাঁহার পবিত্র রাজ্যের জন্য উপযুক্ত করেন।

পাপী মনুষ্যকে ছাড়িয়া যদি ঈশ্বর আকাশে একটী স্বর্ণের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতেন তাহা হইলে আর তাঁহার প্রেমধাম হইত না। স্বাধীন আত্মা সকল লইয়া তিনি একটী প্রেমরাজ্য বিস্তার করিবেন; সুতরাং তিনি কিরূপে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। সেই রাজ্যে তিনিই পিতা, রাজা এবং প্রভু হইয়া বর্ত্তমান; কিন্তু পুত্র, কন্যা, প্রজা এবং দাস দাসী না হইলে রাজ্য পূর্ণ হয় না, তিনি আর নিজে তাঁহার সন্তান, প্রজা এবং দাস দাসী হইতে পারেন না, তিনি আপনি যাহা তাহাই আছেন এবং চিরকাল তাহাই থাকিবেন। সন্তান, প্রজা এবং দাস দাসী না থাকিলে পিতা, রাজা, এবং প্রভুর মর্য্যাদা কে বুঝিবে? কে

তাঁহার সেই দয়া উপভোগ করিবে? এইজন্ত তিনি আমাদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে পিতা, রাজা, প্রভু বলিয়া ডাকিব ইহা তিনি বড় ভালবাসেন। আমাদিগকে ছাড়িয়া তিনি পরিবার গঠন করিতে পারেন না, আমরাও তাঁহার আশ্রয় ভিন্ন অপদার্থ। আমাদিগকে তাঁহার কাছে যাইতে অধিকার দিয়াছেন ইহাতেই আমাদের মনুষ্যত্ব এবং গৌরব।

পাঁচটী ভক্ত তাঁহার নিকট আসিল, অমনই পারিবারিক সৌন্দর্য্য হইল, তাহারা জগতে তাঁহার প্রেমের তত্ত্ব প্রকাশ করিল, ভক্তদিগের মুখে প্রভুর গুণানুকীর্ত্তন শুনিয়া মৃত জগৎ জীবিত হইয়া উঠিল। ভক্তবৃন্দের মুখে প্রভুর নাম সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া কোথায় আমাদের পিতা, কোথায় আমাদের রাজা, কোথায় আমাদের প্রভু বলিয়া জগৎ ব্যাকুল হইল। দেখ একটী ক্ষুদ্র ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা ঈশ্বর কি আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল করিতেছেন। ঈশ্বর নিজে তাঁহার দয়াময় নাম গান করিয়া শুনাইতে পারেন না, তাঁহার নাম গান করিয়া নিদ্রিত জগৎকে জাগাইবার জন্ত আমাদের প্রয়োজন, এইজন্ত দয়াল প্রভু আমাদের সেবা গ্রহণ করিবার জন্ত ব্যাকুল। দেখ ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের কেমন আশ্চর্য্য সম্পর্ক, আমাদের এই ধূলিনির্ম্মিত রসনা তাঁহার নাম গান করিয়া জগৎ মাতাইতেছে। ধূলি লইয়া তিনি ধর্ম্মরাজ্য বিস্তার করিতেছেন, ধূলি না লইলে তাঁহার ইচ্ছা সম্পন্ন হয় না। কেন না গৃহনির্ম্মাণ করিবার জন্ত নির্ম্মাতা এবং সামগ্রী দুয়েরই প্রয়োজন। ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ভিন্ন, যেমন মনুষ্যের কোন স্বতন্ত্র মহত্ব নাই, তেমনই আবার মনুষ্য যদি জড়যন্ত্রের ন্যায় ঈশ্বরের অধীন হইত তাহার মনুষ্যত্ব থাকিত না।

ঈশ্বর যখন মনুষ্যকে তাঁহার শ্রীচরণে স্থান দেন, তখন তাহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাঁহার নিকট যাইতে অধিকার দেন, অতএব স্বাধীন ইচ্ছা এবং স্বাধীন চেষ্টাকে কেহই সামান্য মনে করিও না। ইহাতে তুমি নিজে অতি মহৎ তাহা বলিতেছি না, তুমি অতি সামান্য তৃণতুল্য, আবার নিজের দোষে তুমি অতি জঘন্য; কিন্তু তুমি উপকরণ হইয়া স্বাধীনভাবে যখন ঈশ্বরের হস্তে নিয়োজিত হইবে, তখন তোমারই দ্বারা তাঁহার অমূল্য স্বর্গরাজ্য বিস্তৃত হইবে। অতএব কদাচ আপনাকে নিকৃষ্ট ভাবিয়া ঈশ্বর হইতে দূরে থাকিও না, যতই কেন তুমি নিকৃষ্ট হও না, ঈশ্বরের নিকট তোমারও সহায়তা আবশ্যক। দেখ তাঁহার ইঙ্গিতে দেশ বিদেশ হইতে শত শত কারীকর আসিয়া তাহাদের হস্ত বিস্তৃত করিল, তাহাদের মধ্যে তিনি তাঁহার হস্ত দিলেন। এইরূপে ঈশ্বর এবং মনুষ্য উভয়ের হস্ত একত্র হইয়া সেই স্বর্গীয় গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছে। বিশ্বাসী সাধু তিনি, যিনি জানিয়া শুনিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহার রাজ্য স্থাপন করেন। মনুষ্য যখন সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের চরণে আত্ম-সমর্পণ করে, তখনই ঈশ্বরের সঙ্গে একত্র কার্য্য করিলে জীবন কেমন পবিত্র এবং মধুময় হয় তাহা তাহার পরীক্ষার বিষয় হয়। তখন ঈশ্বরের দয়া এবং মনুষ্যের ইচ্ছা এক হয়।

পিতা পুত্রের এমনই নিগূঢ় ঐক্য হয় যে কোন্টুকু পিতার এবং কোন্টুকু পুত্রের, কোন্টুকু পার্থিব, এবং কোন্টুকু স্বর্গীয় তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন হয়। কোন্ স্থানে ঈশ্বর এবং মনুষ্যের সম্মিলন হয় কে তাহা বলিতে পারে? মনে কর, একজন পর্ণকুটীর-বাসী, তাহার রসনা ঈশ্বরের বড় বড় কথা সকল বলিতেছে,

বলিতে বলিতে তাহার মুখশ্রী স্বর্গীয় কান্তিতে উজ্জ্বল হইতেছে, চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উঠিতেছে, সেই সকল কথা শুনিয়া সহস্র লোক ঈশ্বরপ্রেমে প্রমত্ত হইল, তাহাদের চক্ষে প্রেমধারা বহিতে লাগিল। সামান্য লোকের কথা শুনিবার জন্য এতগুলি লোকের সমারোহ, এবং সকলের চক্ষে ভক্তিধারা, এ সমুদয় অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া জগৎ যে ঈশ্বরের অবতার বিশ্বাস করিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ব্রাহ্মগণ, কেবল তোমরাই জগতের এই ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছ; কিন্তু অবিশ্বাসী হইয়া এই কথা বলিও না যে, যাহা কিছু দেখিলে সকলই পার্থিব। ভক্তের সঙ্গে ঈশ্বর কথা বলিলেন, ভক্তের ভক্তির মূলে ঈশ্বরের দয়া কার্য্য করিল; অর্থাৎ সাধকের হৃদয়ভূমিতে স্বয়ং ঈশ্বর প্রকাশিত হইয়া তাহা দ্বারা অলৌকিক কার্য্য সকল সম্পন্ন করিলেন। জড়জগতে ঈশ্বর তাঁহার মহিমা, দয়া এবং সৌন্দর্য্য স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছেন; কিন্তু স্বাধীন প্রকৃতি মনুষ্যদিগের দ্বারা যখন তিনি তাঁহার স্বর্গীয় শোভা এবং পবিত্রতা বিস্তার করেন, আর কোথাও সেই সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই। যাহার কিছুই নাই, ধন নাই, বিদ্যা নাই, প্রেম নাই, পুণ্য নাই, এবং পাপবিকারে নিতান্ত কলুষিত, সেই ব্যক্তি যখন কেবল সরলভাবে তাঁহাকে চায়, রাজা হইতেও তাহাকে তিনি বড় করেন। তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া জগৎ চমৎকৃত হয়। মনুষ্যকে যদি যন্ত্রের ন্যায় তিনি অধীন করিয়া নির্ম্মাণ করিতেন, তাহা হইলে কখনই তাঁহার দয়া এবং অলৌকিক ক্ষমতা কাহারও নিকট প্রকাশিত হইত না। যখন স্বাধীন মনুষ্য বলিল, এই ব্রহ্মনাম করিলাম আমার পাপ দূর হইল, আমার জীবনের আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া জগৎ

কাঁপিল; স্বাধীন হইয়া ঈশ্বরের অধীন হইলাম, ইহা দেখিয়া দেবতারা আমার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। ব্যভিচারী শঠ ছিলাম; কিন্তু ঈশ্বরের নামে মহাপাপী পরিত্রাণ পাইল। এই দেখ এখন আমার জীবনের ভিতর দিয়া কেমন প্রবলবেগে ঈশ্বরের করুণা এবং পুণ্যের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, এক একটী কথা দ্বারা পর্ব্বত স্থানান্তরিত হইতেছে, এবং সমুদ্র শুষ্ক হইতেছে, চন্দ্র সূর্য্যের সাধ্য কি যে এইরূপ জ্ঞাতসারে এত সতেজ ঈশ্বরকে প্রকাশ করে। এ সকল অহঙ্কারের কথা নহে। এ সমুদয়ই ঈশ্বরপ্রেরিত প্রকৃত বিনয়ের কথা।

ব্রাহ্মগণ, ব্রাহ্মিকাগণ, ভক্তির বল দেখাইতে তোমরা পৃথিবীতে আসিয়াছ। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমরা বলিতে পার না যে মনুষ্য কিছুই করিতে পারে না। "আমি পারি না" ইহা অবিশ্বাসের কথা। ব্রহ্মসন্তান কিছু করিতে পারে না, কে এই কথা মানিবে? ব্রহ্মনাম লইয়া বজ্রদেহী হইয়া মহাবীরের ন্যায় রিপুদিগের সঙ্গে সংগ্রাম কর, যদি প্রয়োজন হয় রক্তপাত হইতে দাও। ঈশ্বরের কার্য্যে যেমন শরীর হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়িবে, প্রত্যেক রক্তবিন্দু বলিবে, "এই আমি ঈশ্বরের চরণে পড়িতেছি, দেখিবে আমা হইতে সহস্র সহস্র ব্রাহ্ম উৎপন্ন হইবে।" যে রক্তে ঈশ্বরের দয়া প্রকাশিত হয়, তাহা সামান্য রক্ত নহে। ঈশ্বরকে যখন একবার পিতা বলিয়াছ, তখন তোমা দ্বারা কিছুই হইবার নাই, এই কথা মুখে আনিতে পার না। তুমি ক্ষুদ্র, তোমার জ্ঞান, প্রেম এবং পবিত্রতার সীমা আছে, কিন্তু ঈশ্বর যিনি তোমার পিতা, এবং নিত্য সহায়, তিনি অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম এবং অনন্ত পুণ্যের উৎস। তাঁহার কাছে থাকিলে তোমার অভাব কি? প্রত্যেক ব্রাহ্ম এবং প্রত্যেক

ব্রাহ্মিকা স্বাধীনভাবে সেই অনন্ত উৎসের পরাক্রম দেখাইবার জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

আপনাতে অবিশ্বাস ঈশ্বরে বিশ্বাস।

রবিবার, ২০শে শ্রাবণ, ১৭৯৫ শক; ৩রা আগষ্ট, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

যে বিশ্বাস দ্বারা মনুষ্যের পরিত্রাণ হয় সেই বিশ্বাসের দুই অঙ্গ—একটী পার্থিব, আর একটী স্বর্গীয়। একটী মনুষ্যসম্পর্কে, অন্যটী ঈশ্বরসম্পর্কে। এই দুই ভিন্ন কখনই মনুষ্য উদ্ধার হইতে পারে না। বিশ্বাসের অর্থ কি? ঈশ্বর আমাকে পরিত্রাণ করিবেন। যে বিশ্বাস বলিতেছে, ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ থাকাতেই মনুষ্যের দেবত্ব, অথবা ঈশ্বরপ্রেরিত জ্ঞান, প্রেম এবং পবিত্রতা ভিন্ন তাহার স্বতন্ত্র কিছুই নাই; সেই বিশ্বাসই বলিতেছে মনুষ্য শুদ্ধ নিজের চেষ্টায় কখনই পরিত্রাণ পাইতে পারে না। নিজের সাধন বলে ঈশ্বরের নিকট যাওয়া অসম্ভব। যে সাধনের মূলে ঈশ্বর, কেবল তাহাই আমাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইতে পারে। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যে আপনার বলের উপর নির্ভর করে, তাহার পরিত্রাণ বহু দূরে। যে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস করে, সে ঈশ্বরের উপর নির্ভর না করিয়া বাঁচিতে পারে না। যে আপনাকে অসহায় এবং হীনবল বলিয়া বিশ্বাস করে না, তাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস হয় নাই। যে আপনার জ্ঞান, আপনার প্রেম এবং আপনার পবিত্রতার উপর নির্ভর করে, সে কেন ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করিবে? যে আপনার বলে বিশ্বাস করে, তাহার ধর্মসাধনের মূলে অহঙ্কার। যে পর্য্যন্ত না

আপনাকে অবিশ্বাস করিবে, তোমার সম্পর্কে সে পর্য্যন্ত ঈশ্বর দূরে রহিলেন। আপনাকে অবিশ্বাস কর, তবে ঈশ্বর আসিবেন। যদি বুঝিতে পারি যে আমি নিজে অপদার্থ, তাহা হইলে আমাকে এমন বস্তু অন্বেষণ করিতেই হইবে, যাহাতে আমি শান্তি পাইব। সুতরাং আমাকে দৌড়িয়া ঈশ্বরের মন্দিরে যাইতেই হইবে।

মনুষ্য ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বরের গৃহে যায়, ঈশ্বর স্বর্গের পবিত্র প্রেম লইয়া তাহার বাড়ীতে আসেন, ইহাই পরিত্রাণের নিগূঢ় তত্ত্ব। আমরা উপাসনাই করি অথবা ঈশ্বরের নাম সঙ্কীর্ত্তনই করি, যদি তাহাতে জীবন পবিত্র না হয়, তবে আমাদের সকলই কৃত্রিম। অকৃত্রিম উপাসনা ফলের দ্বারা জানা যায়। সত্যভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করিলাম, তাঁহার পবিত্রতা ব্যাখ্যা করিলাম; অথচ আমার মন অপবিত্র রহিল ইহা হইতে পারে না। পবিত্রস্বরূপ পিতার সন্নিধানে উপস্থিত হইলে মন পবিত্র হইবেই। তুমি যখন ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ কর, অথবা ঈশ্বর যখন তোমার হৃদয়ে আসেন তখন পাপের সাধ্য কি যে তোমাকে আক্রমণ করে। ব্রহ্মমন্দিরে শরীর উপস্থিত হইলেই আত্মা উপস্থিত হয় না। আত্মা যখন ঈশ্বরের পুণ্যালয়ে বাস করে, তখন কোন্ রিপুর সাধ্য যে তাহাকে স্পর্শ করে? যখন তাঁহার গৃহ ছাড়িয়া যাই, তখনই কুপ্রবৃত্তি সকল অবকাশ পাইয়া আমাদিগকে মহাপাপের পথে লইয়া যায়। প্রকৃত দেবোপাসনার সঙ্গে কি অসুরের ভাব থাকিতে পারে? যে পরিমাণে যথার্থ দেবোপাসনা হয়, সেই পরিমাণে অসুর দমন হইবেই হইবে।

ধর্ম্ম সাধন করিবে, অথচ চরিত্র মন্দ থাকিবে ইহা হইতে পারে না। ধর্ম্ম এবং নীতি স্বতন্ত্র নহে। পৃথিবী হইতে পাপস্রোত কেন শুকাইল

না? কারণ ধার্ম্মিকেরাও নীতির প্রতি তেমন দৃষ্টি করেন না। অনেকে এই মনে করেন যে, ধর্ম্মসাধন ঈশ্বরের সাহায্য ভিন্ন হয় না; কিন্তু নীতির সত্য সকল মনুষ্য আপন চেষ্টাতেই পালন করিতে পারে। এইজন্যই অনেক লোক যাহারা নিয়মিতরূপে গির্জ্জায় যায় অথবা মন্দিরে আসে, তাহাদের রিপু দমন হয় না। ধর্ম্মসাধন করিতে যেমন তাহাদের ব্যাকুলতা, সেই পরিমাণে পাপ দমন করিতে তাহাদের যত্ন নাই! যে পরিমাণে তাহাদের ধর্ম্মের আড়ম্বর এবং বাহ্যিক অনুষ্ঠান, সেই পরিমাণে তাহারা সত্যবাদী এবং জিতেন্দ্রিয় নহে। কারণ ইন্দ্রিয় দমনে তাহাদের তাদৃশ যত্ন নাই। আপনাকে অবিশ্বাস করিয়া সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়াই যে রিপু দমনের প্রধান উপায় ইহার প্রতি তাহাদের দৃষ্টি নাই। যদি সূক্ষ্মরূপে জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখি তাহা হইলে দেখিব, আমাদের আপনার প্রতি তেমন অবিশ্বাস হয় নাই, সুতরাং ঈশ্বরের প্রতিও তেমন বিশ্বাস হয় নাই। নিজের প্রতি অবিশ্বাস না হইলে কেহই সহজে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হয় না। অতএব যদি ঈশ্বর হইতে সাধুতা এবং শান্তি লাভ করিতে চাও, তবে আপনার অন্তরের অসত্যতা পরিহার করিতে কৃতসঙ্কল্প হও। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপু সকল শাসন না করিয়া যদি কেবল উপাসনা কর, তাহা কদাচ অকৃত্রিম হইবে না। অথবা উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া যদি অন্য কোন উপায়ে ইন্দ্রিয় দমন করিতে চেষ্টা কর, চিরকালের জন্য কখনই জিতেন্দ্রিয় হইতে পারিবে না। যদি চিরদিনের জন্য কুপ্রবৃত্তি দমন করিতে চাও, তবে ঈশ্বরের পবিত্রতা ভালবাসিতে হইবে।

ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কেহই আপনাকে পাপ হইতে উদ্ধার করিতে

পারে না। মনুষ্য কেবল আপনাকে অবিশ্বাস করিয়া ক্ষান্ত হইবে না; কিন্তু যাহাতে প্রতিদিন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি এবং অনুরাগ বৃদ্ধি হয় তাহার জন্য তাহাকে প্রাণপণ যত্ন করিতে হইবে। যেমন এক দিকে আপনার মধ্যে যে পাপ আছে তাহা নিষ্পীড়ন এবং নিগ্রহ করিবে, তেমনই অন্য দিকে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইবে। এক দিকে যেমন একটী পাপের আমোদও গ্রহণ করিবে না, অন্য দিকে তেমনই পুণ্যের আনন্দ এবং পুণ্যের উৎসাহে প্রফুল্ল থাকিবে। ঈশ্বর সহবাসের পবিত্র আনন্দ আস্বাদন না করিলে পাপী কদাচ ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনার ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে পারে না। যে পবিত্র সুখ পায় নাই, সে কেন পাপের সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে চাহিবে? অতএব যেমন পাপের সুখ ছাড়িবে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই পুণ্যের সুখ লাভ করিতে হইবে। অতএব যখন দেখিবে, কাম রিপু যাহা মনুষ্যের মধ্যে অন্যান্য সমুদয় রিপু অপেক্ষা প্রবল, তোমাদিগকে নানা প্রলোভন দেখাইতেছে, সর্ব্বদা মন উত্তেজিত এবং চঞ্চল করিতেছে, চক্ষু মলিন করিতেছে, তখন কেবল অনুতাপ এবং রিপুকে নিগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইও না; কিন্তু ব্রহ্মরাজ্যে যে সুখ তাহার লালসায় ব্যাকুল হইবে এবং "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্" এই দুর্জ্জয় অস্ত্র লইয়া সেই রিপুকে বধ করিবে। এতকাল ধর্ম্মসাধন করিয়া যদি স্ত্রীলোকের প্রতি পবিত্র ভাবে দৃষ্টি করিতে না পার, তবে পবিত্র শান্তি কি তাহা তোমরা সম্ভোগ কর নাই।

যে পথে গেলে সহজেই মনের দুষ্প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত হয়, মন যদি আপনা আপনি সেই পথে যায়, তবে নিশ্চয় আমরা স্বর্গীয় সুখে বঞ্চিত রহিয়াছি। দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত থাকা নিতান্ত

কঠিন নহে; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পবিত্রহৃদয় হওয়া তেমন সহজ নহে। অনেক লোক আছে যাহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে কোন যোগ রাখে না, অথচ যাহাদের চরিত্রে কাম, ক্রোধ এবং লোভ ইত্যাদি দুর্দ্দান্ত রিপুর কোন চিহ্ন দেখা যায় না; কিন্তু তাহাদের জীবন দেখিয়া মনে করিও না যে তাহাই ব্রাহ্মজীবনের আদর্শ। মনুষ্য অনেক কারণে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকে; কিন্তু তাহাতেই যে তাহাদের হৃদয় পবিত্র হইয়াছে তাহা বলা যায় না। সামান্য ধন, প্রশংসা, কিম্বা সম্ভ্রমের লালসায় মনুষ্য ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারে। জগতের ইতিহাস পাঠ কর, দেখিবে কেমন আশ্চর্য্যরূপে মনুষ্যের একটী আসক্তি অপর আসক্তিকে হীন করিয়া ফেলিতেছে। কাহারও হয় ত পুস্তকের প্রতি এমনই আসক্তি জন্মিয়াছে যে, তাহা দ্বারা তাহার অন্তরের প্রবল কাম রিপু পরাস্ত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এ সমুদয় বাহ্যিক উপায়ে ইন্দ্রিয় দমন করা ব্রাহ্মোচিত সাধন নহে। কেন না যখনই এ সকল উপায়ের অভাব হইবে, তখনই আবার সেই রিপু সকল উত্তেজিত হইয়া উঠিবে।

ধন, মান, যশ, কিম্বা অন্য কোন বিষয়ের প্রতি আসক্ত হইয়া তুমি কামের অপবিত্র সুখ পরিত্যাগ করিলে, কিন্তু ইহাতে কি তোমার পরিত্রাণ হইল? ইহাতে তুমি কেবল একটী পুরাতন পাপ ছাড়িয়া আর একটী নূতন আসক্তি সৃজন করিলে। ইহা কদাচ মুক্তির অবস্থা নহে। যথার্থই যদি পবিত্রহৃদয় হইয়া নারীর প্রতি দৃষ্টি করিতে চাও তবে তাঁহার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবে। যদি জঘন্য সম্পর্ক দূর করিতে চাও, তবে পবিত্র প্রেমে আবদ্ধ হইতে হইবে, নতুবা তোমরাও নারীদিগকে অত্যন্ত জঘন্য পশুর মত ঘৃণা করিয়া অরণ্যে চলিয়া যাইবে।

যাহারা নারীজাতির মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্র পরিবার দেখিতে পায় না, তাহারাই নারীকে পাপের কারণ মনে করে; কিন্তু ইহা ব্রাহ্মশাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথা। নারীজাতির কোন দোষ নাই, যাহারা নারীকে পবিত্র প্রেম দিতে পারে না তাহাদেরই হৃদয়, নয়ন দূষিত। ঈশ্বরের চক্ষে পুরুষ নারী উভয়ই সমান। যাহাদের অন্তরে অসুরের ভাব প্রবল তাহারাই নিজের দুর্ব্বলতা ঢাকিবার জন্য দুর্ব্বলা নারীদিগকে অন্ধকারে ফেলিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিবার সংগঠন করিতেছেন। ঈশ্বরের এই আদেশ যে নারী-দিগকে লইয়া তাঁহার পবিত্র পরিবার গঠন করিতে হইবে। এই আদেশ লঙ্ঘন করিয়া কে যথার্থ জিতেন্দ্রিয় হইতে পারিবে। কদাচ এরূপ মনে করিও না, বাহিরের উপায় অবলম্বন করিয়া হয় ত পঞ্চাশ বৎসর কোন রিপুকে দমন করিয়া রাখিতে পার, কিন্তু ইহার পর বৃদ্ধ বয়সে যে সেই রিপু আবার দুর্জ্জয় হইয়া তোমাকে আক্রমণ না করিবে তাহা কে বলিল? যতদিন ঈশ্বরপ্রেম এবং ভগ্নীপ্রেম দ্বারা হৃদয় বিশুদ্ধ না হয়, ততদিন কিছুতেই আপনাকে বিশ্বাস করিও না।

যখন স্বর্গ হইতে স্বর্ণরজ্জু আনিয়া ঈশ্বর তাঁহার চরণে তোমার হৃদয়কে বাঁধিবেন, তখনই ভগ্নীর প্রতি অপবিত্র ভাব অসম্ভব হইবে। অতএব এক দিকে যেমন ভগ্নীকে অপবিত্রভাবে দেখিতে ক্ষান্ত হইবে তেমনই অন্ত দিকে তাঁহাকে ঈশ্বরের পবিত্রভাবে দেখিতে শিক্ষা করিবে। আত্মারূপ ভগ্নীর প্রতি প্রেম সেই পরিমাণে প্রবল হওয়া আবশ্যক যে পরিমাণে মনুষ্যের পাপ রিপু প্রবল। অধম রিপু উত্তেজিত হইলে যেমন, কি উপদেশ, কি সামাজিক

শাসন মম কিছুই মানে না, কিন্তু অনলের ন্যায় জ্বলিয়া মনুষ্যকে পাগল করে, সেইরূপ যখন ভক্তের হৃদয়ে স্বর্গীয় ভগ্নীপ্রেম উদ্দীপ্ত হয়, তখন তাহাও মনুষ্যকে পবিত্র উৎসাহে উন্মত্ত করে। তখন তিনি পিতার চরণতলে বসিয়া প্রত্যেক ভগ্নীকে নাম ধরিয়া ডাকেন এবং প্রত্যেকের মধ্যে ঈশ্বরের কন্যাকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আপনা আপনি প্রফুল্ল এবং পবিত্র হয়। অতএব এক দিকে যেমন আপনাকে অবিশ্বাস করিবে, তেমনই অন্য দিকে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার কন্যাদিগের সঙ্গে স্বর্গীয় সম্পর্ক সংস্থাপন করিবে, এবং তাঁহাদের সৌন্দর্য্যে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দেখিবে। এই ভাবে যিনি যতবার ভগ্নীকে দেখেন, তিনি ততবার ঈশ্বরকে দেখেন। যতবার ভগ্নীকে প্রণাম করেন, ততবার তিনি ঈশ্বরকে প্রণাম করেন; পিতার সম্মুখে ভগ্নীকে দেখিলে হৃদয় পবিত্র হয়, প্রাণ শীতল হয়, এবং পিতার প্রসন্নতা লাভ করিয়া ভক্তেরা পবিত্র শান্তি সম্ভোগ করেন। এইরূপে ভগ্নীকে দেখিয়া এবং ভগ্নীর সেবা করিয়া কে না সেই ভগ্নীর পিতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইবে।

সমুদয় শক্তি ঈশ্বরের শক্তি এবং উহা পবিত্র।

প্রাতঃকাল, রবিবার, ২৭শে শ্রাবণ, ১৭৯৫ শক;
১০ই আগষ্ট, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

ঈশ্বরের রাজ্যে নানা প্রকার কৌশলপূর্ণ সামগ্রী। তাহার মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি, করুণা এবং পবিত্রতার প্রকাশ দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হই। কিন্তু এক দিকে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য এবং পবিত্রতা দেখিয়া

যেমন আমরা আশ্চর্য্য হই, অন্য দিকে আমাদের হৃদয়ের পাপ এবং কদর্য্যভাব দেখিয়া আমাদিগকে তেমনই আশ্চর্য্য হইতে হয়। জড়জগৎ এবং মনুষ্যের মন উভয়কেই ঈশ্বরের হস্ত রচনা করিয়াছে; কিন্তু জড়জগৎ এবং মনুষ্যের মন এই উভয়ের মধ্যে কত বিভিন্নতা। জড়জগতের প্রতি দৃষ্টি কর, ইহার একটী বৃক্ষ নাই যাহা অপবিত্র। ইহার সকলই সুন্দর, সকলই পবিত্র, যাহার চক্ষু নিষ্পাপ, সে ইহাতে পাপ অপবিত্রতা দেখিতে পায় না। যেদিকে দৃষ্টিপাত করে, সেই দিকেই সে পুণ্য প্রভা দেখিয়া পুলকিত হয়; কিন্তু মনুষ্যজাতির প্রতি দৃষ্টি কর, এমন একটী মন নাই যাহা কোন না কোন পাপে বিদ্ধ না হইয়াছে। ঈশ্বর তাঁহার নিজের প্রকৃতি হইতে স্বর্গীয় উপকরণ লইয়া মনুষ্যকে রচনা করিয়াছেন; কিন্তু মনুষ্য আপনার দোষে স্বর্গের মধ্যে নরক আনিয়াছে। ঈশ্বর তাঁহার আপনার স্বরূপ হইতে সৌন্দর্য্য, প্রেম, এবং সদ্ভাব লইয়া মনুষ্যের আত্মাকে গঠন করিলেন; কিন্তু তাহার চরিত্রে সেই স্বর্গীয় শোভা কোথায়? সে নিজের দোষে তাহার আপনার সৌন্দর্য্য কলঙ্কিত করিয়াছে। ঈশ্বরদত্ত স্বাধীনতা প্রভাবে, আপনার ইচ্ছায় সে পাপের দাসত্ব করিয়া নিতান্ত কদাকার হইয়াছে।

কিন্তু মনুষ্যের আত্মা যতই কেন মলিন এবং অপবিত্র হউক না, ঈশ্বরপ্রদত্ত তাহার যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য রহিয়াছে, কিছুতেই তাহা একেবারে বিনষ্ট হইবার নহে। স্বর্ণকে কর্দ্দমে নিক্ষেপ কর এবং তাহা যদি নিজের রূপ ও কান্তি হারাইয়া কর্দ্দমের মত হইয়া পড়ে, তথাপি একটু জল দ্বারা ধৌত করিলে, দেখিবে সেই স্বর্ণ স্বর্ণই রহিয়াছে। সেইরূপ ঈশ্বররচিত আত্মার সৌন্দর্য্যের

উপর আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা যতই কেন পাপ কলঙ্ক দিক না, তাঁহার কৃপাবারি পড়িয়া একদিন তাহাকে নিষ্কলঙ্ক করিবেই করিবে। মনুষ্যের আত্মার উপর পৃথিবীর ধূলি যতই কেন রাশীকৃত হউক না, স্বর্গীয় বস্তু স্বর্গীয় বস্তুই থাকিবে; ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বাধীনতার যতই কেন অপব্যবহার হউক না, একদিন ইহা ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করিবেই। অতএব হে মনুষ্য, তুমি আপনার স্বাধীনতার উপর কদাচ দোষারোপ করিও না। কখনই এ কথা মুখে বলিও না যে, আমার মনের স্বাধীনতাই নরক। যে ব্যক্তি স্বর্গকে নরক বলে, স্বর্গ তাহার কাছে নরক হয়। যে ব্যক্তি আপনার মনকে পাপের আকর মনে করে, তাহার মধ্যে পুণ্যভাব থাকিলেও সে তাহা দেখিতে পায় না। যেখানে আমাদের নিজের কার্য্য, সেইখানেই স্তূপাকার পাপ; কিন্তু যেখানে ঈশ্বরের ভাব, এবং তাঁহার প্রদত্ত প্রকৃতি, সেখানে নরক গমন করিতে পারে না।

আমাদের শরীর মন ঈশ্বর দ্বারা নির্ম্মিত, এইজন্য সাধু ধর্ম্মোপদেষ্টারা বলিয়াছেন, তোমরা ঈশ্বরের মন্দিরস্বরূপ। আমাদের শরীর এবং মনের সমুদয় শক্তির মূলে ঈশ্বর। অতএব যে ব্যক্তি ঈশ্বরপ্রদত্ত সমুদয় শক্তিকে ঈশ্বরপ্রদত্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন তিনিই ধন্য এবং নিরাপদ। তিনি যেমন এক দিকে আপনার নির্ম্মিত নরক দেখিয়া আপনাকে ঘৃণা করেন, তেমনই অন্য দিকে তাঁহার অন্তরমধ্যে ঈশ্বর সংস্থাপিত স্বর্গ দেখিয়া ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যে মোহিত হন। তিনি দেখিতে পান, ঈশ্বর তাঁহার আত্মাতে বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু, হে বিশ্বাসী, সময়ে সময়ে তোমার অন্তরে ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখিয়া ঈশ্বর আছেন মনে করিলে কি হইবে? যখন তুমি তোমার হৃদয় শূন্য দেখ, তখন

তোমার হৃদয় পাপপঙ্কে কলঙ্কিত দেখ, তখন কি বলিবে, ঈশ্বর তোমার হৃদয় হইতে চলিয়া গেলেন? তবে তোমার দেখা না দেখার উপর ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং মৃত্যু নির্ভর করে। যতক্ষণ তুমি তাঁহাকে দেখিতে না পাও, ততক্ষণ তোমার পক্ষে তিনি নাই; কিন্তু ইহা কি তুমি জান না যে, তুমি নিতান্ত পাষণ্ড, নাস্তিক হইলেও তিনি তোমার আত্মার সিংহাসনে চিরকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন? তুমি স্বীকার কর আর না কর, ঈশ্বর চিরকালই জগতের ঈশ্বর থাকিবেন। যদি তুমি তাঁহাকে না দেখ, তোমারই পক্ষে তিনি অনুপস্থিত। তোমার কল্পনাতে তিনি নাই।

কিন্তু আবার ঈশ্বরকে অনুভব না করিয়া ঈশ্বর আছেন বলিলে কি হইবে? যদি বলিতে হয় ঈশ্বর হৃদয়ে আছেন, তবে হৃদয়ে আগে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। হৃদয়ের মধ্যে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিলে কি হইল? ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিলাম, ইহার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিলাম, কিন্তু যখন মন্দির ছাড়িয়া পরিবার মধ্যে প্রবেশ করিলাম তখন দেখি হৃদয়ের মধ্যে আর ঈশ্বর নাই। এইজন্য বলিতেছি, নিজের আত্মার মধ্যে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ কর, আত্মার শক্তি সকলকে নরক বলিলে ঈশ্বরকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। সেই স্বর্গীয় শক্তি সকল আমরা নিজের ইচ্ছায় পাপের মধ্যে আনিয়াছি যথার্থ বটে, কিন্তু সেইজন্য কদাচ এরূপ মনে করিও না যে, আর তাহারা ঈশ্বরের নহে। ঈশ্বরপ্রদত্ত শক্তি সকল তুমি তোমার নিজের স্বাধীন ইচ্ছা বলে যতই কেন পাপ পথে নিয়োজিত কর না, চিরকালই তাহারা স্বর্গীয় থাকিবে। ঈশ্বর ক্ষমাশীল, এইজন্য আমাদের নরকময় হৃদয় হইতেও তাঁহার উপস্থিতি এবং তাঁহার প্রদত্ত শক্তি সকল প্রত্যাহার

করেন না। আমরা চারিদিকে নরক নির্ম্মাণ করি; তথাপি স্বর্গের রাজা পূর্ণ পবিত্রতা লইয়া তাহার মধ্যে বাস করেন। নরকের সাধ্য কি যে, তাঁহার সেই পবিত্র সিংহাসন কলঙ্কিত করে? আত্মার প্রত্যেক শক্তির মূলে ঈশ্বর, সুতরাং ইহার একটী শক্তিও অপবিত্র নহে।

মনের সমুদয় শক্তি এবং সমুদয় প্রবৃত্তির মূলে ঈশ্বর দণ্ডায়মান; কেবল আমাদের পাপান্ধকার তাঁহাকে দেখিতে দেয় না, এবং এই জন্যই আমরা সেই সকল শক্তির উপর দোষারোপ করি। বস্তুতঃ আমাদের সমুদয় শক্তি এবং সমুদয় আসক্তির মূলে ঈশ্বর কার্য্য করিতেছেন। কি পিতৃ-মাতৃভক্তি, কি অপত্যস্নেহ, কি দাম্পত্যপ্রণয়, কি বন্ধুতা, কি হিতৈষণা ইত্যাদি সমুদয়ের মূলে ঈশ্বরের কৃপা কার্য্য করিতেছে। আমাদের মন পাপে মলিন, এইজন্যই এ সমুদয় স্বর্গীয় শক্তি এবং প্রবৃত্তির মূলে আমরা ঈশ্বরের প্রেমমুখ দেখিতে পাই না, এবং আমাদের নিকট সংসার নরক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কর্দ্দম কতক্ষণ স্বর্গের কান্তি ঢাকিয়া রাখিতে পারে? সেই পৃথিবীর পঙ্কের উপর চক্ষের এক বিন্দু অনুতাপ জল পড়ুক, দেখিবে তখনই মনের সমুদয় শক্তি আবার হেমবর্ণে উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত হইবে। ঈশ্বরের এইরূপ বিধান না হইলে কখনই এক ঘণ্টার উপাসনায় কাহারও মলিন পঙ্কিল হৃদয় পবিত্র এবং উজ্জ্বল হইত না। যেমন প্রচ্ছন্ন অগ্নি জ্বলন্ত হইয়া মলিন অঙ্গারকে উজ্জ্বল করে, সেইরূপ মনুষ্য আত্মাতে যখন সেই গূঢ়তম ব্রহ্মাগ্নি জ্বলিয়া উঠে, তখন আপনা আপনি মনুষ্যের পাপ অপবিত্রতা দগ্ধ হইয়া যায়। পবিত্রস্বরূপ যে অন্তরে বাস করিতেছেন, পাপ ভয়ে সে স্থান হইতে পলায়ন করে।

প্রত্যেকের আত্মাতে গূঢ়ভাবে ঈশ্বরের অগ্নি জ্বলিতেছে, তাহাতে একবার যদি মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছার ফুৎকার পড়ে, একবার যদি তাহার উপর উপাসনার বায়ু প্রবাহিত হয়, তখনই তাহা ভয়ানকরূপে জ্বলিয়া উঠে, এবং মনুষ্যের রাশীকৃত পাপ ভস্মীভূত হয়। তখন দেখিতে পাই যেমন জড়জগৎ এবং ইহার প্রত্যেক বস্তু পবিত্র, তেমনই মন এবং মনের প্রত্যেক শক্তি পবিত্র এবং সুন্দর। উভয়ই পবিত্রতা হইতে বিনিস্থত, এবং পবিত্রতার মধ্যে অবস্থিত। নারকীর মনেও ঈশ্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহার সমুদয় শক্তি অধিকার করিয়া বসিলেন, যখন সে ব্যক্তি ইহা দেখিতে পায়, তখনই আশ্চর্য্য হইয়া সে এই কথা বলে "কি! আমার এই শক্তি ঈশ্বরের শক্তি! আমার এই নরকের এত নিকটে স্বর্গের রাজা ঈশ্বর! তখনই মহাপাপীর জীবনে স্বর্গীয় পরিবর্ত্তন আসিল। সে মনে করিত তাহার সমুদয় শক্তি তাহারই শক্তি, ঈশ্বরের সঙ্গে ঐ সমুদয় শক্তির কোন সম্পর্ক নাই, কিন্তু এখন এক নূতন রাজ্য দেখিল। তাহার আর কোন শক্তি রহিল না, নিজকৃত রাশি রাশি পাপ অন্ধকার ভিন্ন তাহার আর কিছুই রহিল না। কিন্তু দুর্ব্বল, শক্তিহীন এবং নিতান্ত কাতর হইয়াও সেই অন্ধকার মধ্যে পাপী ঈশ্বরের কাছে দাঁড়াইল। কৃপাসিন্ধু ঈশ্বরের কৃপায় তাহার চক্ষু খুলিয়া গেল। যেখানে সে নরক দেখিয়াছিল, তাহারই মধ্যে স্বর্গরাজ্য দেখিয়া তাহার মন ফিরিয়া গেল। দেখিল তাহার হৃদয়ের সেই কলঙ্কিত শক্তি এবং প্রবৃত্তির মধ্যে ঈশ্বর দণ্ডায়মান। এক একটী শক্তির প্রতি সে দৃষ্টি করে, দেখে প্রত্যেকের মূলে ঈশ্বর। তাহার জ্ঞান, ভাব, এবং ইচ্ছাতে ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রেম,

এবং পুণ্যের প্রকাশ। পাপী পূর্ব্বে মনে করিত, কেবল সাধুদিগের ভক্তিসরোবরেই ঈশ্বরের চরণপদ্ম বিকশিত হয়; কিন্তু এখন দেখিল পাপের মধ্যে থাকিয়াও ঈশ্বর তাহার হৃদয়ে প্রেম-ভক্তি-কুসুম সকল প্রস্ফুটিত করিতেছেন, এবং স্বয়ং ঐ সকল পুষ্পোপহার গ্রহণ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। যতই সে অনুধাবন করিয়া দেখে, ততই ঈশ্বরের প্রতি তাহার বিশ্বাস ভক্তি বাড়িতে লাগিল; দেখিল ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আবির্ভাবে তাহার সকল শক্তি কার্য্য করিতেছে। তখন পাপীর পরিত্রাণ আরম্ভ হইল। ঈশ্বরের সঙ্গে তাহার সম্মিলন হইল। ঈশ্বরের বলে তাহার দুর্ব্বলতা ঘুচিল। মহাপাপী মুহূর্ত্তের মধ্যে পুণ্যবান্ হইল। "তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার ন্যায় তোমরাও পূর্ণ হও।" পাপী তখন আপনার জীবনে এ কথার অর্থ বুঝিতে পারিল।

অতএব, হে মনুষ্য কদাচ তোমার অন্তরস্থ ঈশ্বরপ্রদত্ত শক্তির উপর দোষারোপ করিও না। মুক্ত হইবার যদি অভিলাষ থাকে, তবে এই যে বিস্ময়কর ব্যাপার, আধ ঘণ্টার মধ্যে পাপী শুদ্ধ হয় তাহা বিশ্বাস করিয়া আপনার সমুদয় শক্তির মূলে ঈশ্বরকে দর্শন কর। তোমার নিজের কোন শক্তি নাই যখন স্পষ্টরূপে তুমি ইহা বুঝিতে পারিবে, সেই অসহায় দুর্ব্বল অবস্থায় দেখিতে পাইবে, তোমার অন্তরের সমুদয় শক্তি ঈশ্বর স্বয়ং পরিচালন করিতেছেন। এইরূপে যখন দেখিবে তাঁহার হস্তে তোমার সমস্ত জীবনের ভার, তখন পাপ প্রলোভন আর তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। যে দুর্গ ঈশ্বরের শক্তিরূপ প্রহরী দ্বারা বেষ্টিত সেই দুর্গমধ্যে যদি তুমি লুকায়িত হও, কাহার সাধ্য তোমাকে আক্রমণ করে? ঈশ্বর যদি অজেয় হন, তবে, হে বিশ্বাসী,

তুমিও অজেয়; কেন না ঈশ্বরসন্তান, স্বয়ং দুর্ব্বল হইয়াও ঈশ্বরের বলে বলবান। ঈশ্বরের দুর্গ আমাদের হৃদয়ে নির্ম্মিত হউক; তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া আমরা নিরাপদ এবং পুণ্যবান্ হই।

ঈশ্বর পবিত্র প্রেমের আধার।

সায়ংকাল, রবিবার, ২৭শে শ্রাবণ, ১৭৯৫ শক;
১০ই আগষ্ট, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

এই পৃথিবী যদি আমাদের রচিত হইত এবং ইহার কার্য্য সকল যদি সম্পূর্ণরূপে আমাদের অধীন হইত, তাহা হইলে আমাদের স্বেচ্ছাচারে ইহা কোন দিন কলঙ্কিত এবং একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইত। কিন্তু এই পৃথিবী আমাদের রচিত নহে, এবং ইহার ভৌতিক এবং মানসিক নিয়ম সকল আমাদের প্রতিষ্ঠিত নহে। ঈশ্বর ইহার রচয়িতা, এবং তিনিই ইহার নিয়ন্তা। তিনি যে প্রণালীতে কার্য্য করিবেন তাহাই হইবে, মনুষ্যের ইচ্ছায় হইবে না। মনুষ্যের সাধ্য কি যে, এই পৃথিবীকে রক্ষা করে? কেন না, মনুষ্য যখন সাধু, হইতে সঙ্কল্প করে তাহার মূলেও ঈশ্বরের দয়া। ঈশ্বরের এই আজ্ঞা যে জগতের প্রত্যেক প্রজা তাঁহার নিয়ম পালন করিবে। তাঁহার নিয়ম চিরকাল অখণ্ড। তাঁহার নিয়ম ভিন্ন আমি ইচ্ছা করিয়া নূতন নিয়ম সৃষ্টি করিতে পারি না।

ঈশ্বরের নিকটে আমরা সকলেই পরিত্রাণের জন্য উপস্থিত হইয়াছি; তিনি যে প্রণালীতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন, সেই প্রণালী অনুসরণ না করিলে কাহারও নিস্তার নাই। আমার

বিবেচনায় যে প্রণালী ভাল, ঈশ্বরের নিকট তাহা ভাল না হইতে পারে, এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ, যেমন ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিবে, সেইরূপ তাঁহার প্রণালীও অন্বেষণ করিবে; এবং সেই প্রণালীমতে তাঁহার দান গ্রহণ করিবে। তিনি প্রেম পুণ্য একত্র দিতে চাহেন, আমি যদি প্রেমের সঙ্গে পুণ্য না চাই, কিরূপে আমার পরিত্রাণ হইবে। তাঁহার প্রেম পুণ্য তাঁহারই স্বরূপ। তিনি আপনার স্বরূপ হইতে আমাদিগকে প্রেম এবং পুণ্য দান করিতেছেন, আমরা যদি তাঁহার পুণ্য ছাড়িয়া প্রেম, কিম্বা প্রেম ছাড়িয়া পুণ্য চাই, তাহাতে কদাচ আমাদের পরিত্রাণ হইতে পারে না। যখন তাঁহার পুণ্য আসিবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রেম এবং শান্তিও আসিবে।

স্বর্গের প্রেম মনুষ্য-রচিত নহে যে, তাহাতে পবিত্রতা থাকিবে না। যাহা আপাত প্রেমের দ্বারা চিত্রিত, কিন্তু পবিত্রতাশূন্য, সেই সকল সুন্দর পুত্তল পৃথিবীর বাজারে ক্রয় করিতে পাইবে; কিন্তু স্বর্গে নহে। ব্রহ্মবাজারে তুমি যেরূপ ইচ্ছা করিবে সেইরূপ পাইবে না। কেন না, যাহা ঈশ্বরের তাহা তোমার ইচ্ছার অনুরূপ না হইতে পারে। ঈশ্বর ঈশ্বরই, তিনি আর কিছুই নহেন। তাঁহার প্রকৃতিতে সমুদয় ভাবের মিলন আছে। তাঁহার মধ্যে প্রেম এবং পবিত্রতা অবিচ্ছিন্নভাবে বাস করে। সুতরাং তাঁহার নিকটে যখন প্রেম চাও, তিনি কি পবিত্রতাশূন্য পৃথিবীর প্রেম দেন? ঈশ্বর যদি অপবিত্র প্রেম দিতে পারেন, তবে তিনি ঈশ্বর নহেন। তিনি যখন প্রেম দেন তাহার সঙ্গে পুণ্যবল প্রচ্ছন্ন থাকে।

পৃথিবীর প্রায় সমুদয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরাই তাহাদের আপন আপন ইচ্ছামত সামগ্রী চায়। তাহারা আপনারাই নিজ

নিজ বুদ্ধি এবং কল্পনা অনুসারে তাহাদের দেবতা সকল নির্ম্মাণ করে। কাহারও দেবতা হয় ত প্রেমে চিত্রিত, কিন্তু তাহাতে পবিত্রতা নাই; কাহারও দেবতা পবিত্রতায় সুশোভিত। কিন্তু নিতান্ত নিষ্ঠুর। এইরূপে কেহ কেহ প্রেমার্থী হইয়া পবিত্রতা হারাইয়াছে, অথবা কেবল পবিত্র হইতে ইচ্ছা করিয়া অবশেষে নিতান্ত কঠোর, এবং অপ্রেমিক হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা পূর্ণ ঈশ্বরকে চায় না, তাহারা ঈশ্বর হইতে এক একটী গুণ পৃথক করিয়া তাহার পূজা অর্চ্চনা করিয়াই সন্তুষ্ট। কিন্তু ব্রাহ্মেরা পূর্ণ পরব্রহ্মকেই চাহেন। কারণ, তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন, যে, ঈশ্বরের আংশিক ভাব কাহাকেও পরিত্রাণ করিতে পারে না। ঈশ্বরের মধ্যে জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, বল, সকলই একত্র রহিয়াছে, যদি তাঁহাকে প্রার্থনা করি, তাঁহার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, বল, সকলই আমাদের অন্তরে আসিবে। নতুবা যদি পুণ্যবিহীন প্রেম, কিম্বা প্রেমবিহীন পুণ্য লাভ করি, তাহা কদাচ ঈশ্বরের নহে। আমরা উপাসনা করিলাম, সাধন করিলাম, দেখিলাম, চরিত্রের দোষ যাইতেছে, কিন্তু কিছুতেই অন্তরে শান্তি প্রাপ্ত হই না; পুণ্যলাভ হয়, রিপু সকল নিস্তেজ হয়, কিন্তু হৃদয়ে প্রেমোদয় হয় না,—মন প্রফুল্ল হয় না। ব্রাহ্মগণ! সাবধান হইবে, এ অবস্থাকে কখন প্রকৃত পুণ্য জ্ঞান করিবে না, কারণ, যাহাতে অন্তরের বিবাদ দূর না হয়, তাহা কদাচ স্বর্গের পবিত্রতা নহে। কিন্তু যখন দেখিবে, যেমনই একটী রিপু পরাস্ত হইল, অমনই তোমাদের অন্তরে একটী পবিত্র আনন্দ-গৃহ নির্ম্মিত হইল, তখন জানিবে যে তোমাদের অন্তরে স্বর্গ হইতে পুণ্য আসিয়াছে। একটী অন্ধকার গৃহ বিনষ্ট হইল,

একটী আলোকের গৃহ প্রস্তুত হইল। ইহা যদি না হয়, তবে নিশ্চয় জানিবে তোমাদের সাধনে অনেক প্রকার কৃত্রিম ভাব আছে। ক্রমে ক্রমে জিতেন্দ্রিয় হইতেছি,—উন্নত হইতেছি, অথচ পরস্পরের প্রতি প্রেম বৃদ্ধি হইতেছে না, ঈশ্বরের প্রেমরাজ্যে ইহা অসম্ভব। পবিত্রতা যদি প্রেমবিহীন হয়, ঈশ্বরের সন্নিধানে তাহা কদাচ পবিত্রতা নহে। সেইরূপ আবার ঈশ্বর যাহাকে প্রেম দান করেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহাকে তাঁহার পুণ্যে দীক্ষিত করেন। যেখানে তিনি সেইখানেই তাঁহার প্রেম পুণ্য। ঈশ্বর যে গৃহে অবতীর্ণ হন, সে গৃহে প্রেম পুণ্য উভয়ই একত্র হইয়া আগমন করে। কেন না, ঈশ্বরকে দেখিবা মাত্র কেবল যে পাপ দূর হয় তাহা নহে, কিন্তু তাঁহাকে দেখিলেই অন্তরে সহস্র সহস্র প্রেম-পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। সেই সকল পুষ্পের এমনই প্রকৃতি যে তাহার সৌরভ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া নিকটস্থ ভাই ভগিনীদিগকে আমোদিত করে, কেন না, ঈশ্বর যখন ভক্তের গৃহে আগমন করেন, তিনি তাঁহার সন্তানদিগকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হন।

তাঁহার এই পরিবারের জন্যই তিনি ভক্তহৃদয়ে সহস্র সহস্র পুষ্প প্রস্ফুটিত করেন। প্রেম-সূর্য্যের উত্তাপে কি হৃদয়-পুষ্প ম্লান থাকিতে পারে? যাহার হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেম-জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার হৃদয় কি আর মনুষ্যের প্রতি অপ্রেমিক থাকিতে পারে? মূঢ় ব্রাহ্ম! ভাই ভগিনীকে ভালবাসিতে পার না, এই বলিয়া কেন ভাবিতেছ? তুমি কি নিজে চেষ্টা করিয়া, এক একটী ভাই ভগিনীকে ডাকিয়া প্রেম বিতরণ করিতে পার? যদি ভাই ভগিনীকে স্বর্গের প্রেম দ্বারা বরণ করিতে চাও, তবে আপনার অহঙ্কার পরিহার

করিয়া পিতার নিকটে যাও, তিনি তোমার হৃদয়ে প্রেম-পুষ্প প্রস্ফুটিত করিবেন এবং তিনিই আবার তোমার হৃদয় হইতে সেই পুষ্প আহরণ করিয়া তাঁহার সন্তানদিগকে বিতরণ করিবেন। ইহাই স্বর্গের ভাই ভগিনীদের সঙ্গে প্রেম-সম্মিলনের নিগূঢ় তত্ত্ব। যদি ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত না হইয়া নিজের বুদ্ধি অনুসারে জগতের নর নারীদিগের সঙ্গে প্রেমযোগে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর, নিশ্চয় জানিও, তাহা হইতে সাংঘাতিক গরল উৎপন্ন হইবে। স্বর্গে ঈশ্বরের সাহায্য ভিন্ন কেহই কাহারও নিকট যাইতে পারে না, সেখানে তিনি যাহাদিগকে সম্মিলিত করেন, কেবল তাহাদিগেরই মধ্যে স্বর্গীয় সম্মিলন হয়। তিনি নিজে হস্তে সমুদয় প্রেম-পুষ্প প্রস্ফুটিত করেন এবং নিজেই সেই সকল বিতরণ করেন।

প্রেমসিন্ধুর এমনই ক্ষমতা যে, তাঁহাকে দেখিবা মাত্র ভক্তের হৃদয়োদ্যানে আপনা আপনি পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। ভক্তমণ্ডলী মধ্যে যে নিত্য নূতন নূতন পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হয়, ব্রহ্মই তাহার কারণ। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে যে নিগূঢ় প্রেম, ঈশ্বরই তাহার প্রেরয়িতা। তিনিই স্বয়ং ভক্তকে বলেন, আমার অমুক সন্তানের হৃদয়োদ্যানে যে সকল পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, সে সমুদয় চয়ন করিয়া আমি তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম।

এইরূপে ঈশ্বর যদি পরস্পরকে প্রেমডোরে না বাঁধিতেন, তুমি আমি বুদ্ধি চালনা করিয়া কি কাহারও সঙ্গে প্রেম সংস্থাপন করিতে পারিতাম? যখন ঈশ্বর আমাদের মনে প্রেমপুষ্প প্রস্ফুটিত করেন, তখনই পরস্পরের মধ্যে মিলন হয়। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম হইলে সেই প্রেম জগতের প্রতি ধাবিত হইবেই হইবে। যখন দেখিবে,

ব্রহ্মের প্রতি ভক্তি উদ্দীপিত হইয়াছে, তখনই দেখিবে, ভাই ভগিনীদের প্রতি আপনা আপনি পবিত্র প্রেম সঞ্চারিত হইতেছে। জগতের প্রতি যাহার প্রেম হয় নাই, সে যথার্থ ঈশ্বরকে চায় না, সে হয় ত গোপনে প্রেমবিহীন পুণ্য আকাঙ্খা করে। সে হয় ত মনে মনে এই কথা বলে, জগৎ থাকুক, আর মরুক, আমার তোমাকে পাইলেই হইল। কিন্তু সে যদি ঈশ্বরের কথা বুঝিতে পারে, তাহা হইলে স্পষ্টরূপে শুনিবে, ঈশ্বর বলিতেছেন "আমি কাহাকেও এরূপ সামগ্রী দিতে পারি না। কেন না, যে জগৎকে পবিত্র প্রেম দিতে কুণ্ঠিত হয়, আমি কদাচ তাহার হইতে পারি না।"

নর নারীর প্রতি যদি পবিত্র প্রেম না হয়, তবে ব্রাহ্মসমাজে এই কলঙ্ক থাকিবে, যে ইহার মধ্যে যথার্থ ঈশ্বরের উপাসনা হয় নাই। কেন না, যেখানে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি হইয়াছে, সেখানে কদাচ ঈশ্বরের সন্তানদিগের প্রতি অপ্রীতি থাকিতে পারে না। যে পরিমাণে পরস্পরের প্রতি প্রীতি এবং একতা, সেই পরিমাণে ঈশ্বরের গৃহে সুখ সচ্ছন্দতা এবং শান্তি। বিয়োগই ঈশ্বরের রাজ্যে মৃত্যু। যাহা কিছু যোগের ব্যাপার তাহাতেই জীবন এবং আনন্দ। যে পরিমাণে যোগ সে পরিমাণেই জগদ্বাসীদিগের সুখ। দেখ, বাণিজ্য কার্য্যে, শত শত লোক একত্র না হইলে একটী সামান্য আল্‌পিন্ প্রস্তুত হয় না। একত্র হইয়া কার্য্য করা জগতের সুখের কারণ। আমাদের এই শরীরই আমাদিগকে যোগশাস্ত্র শিক্ষা দিতেছে। ঐক্যই প্রাণ,—ঐক্যেতেই জগতের কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। মনে কর, শরীরের অঙ্গে অঙ্গে যদি বিবাদ হয়, তবে কি আর জীবন থাকে! উদর যদি বলে, আমি সমস্ত শরীরকে পুষ্টিদান করিব না, এবং

চরণ যদি বলে, আমি শরীরকে বহন করিব না, তবে কি শরীরের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়? কেবল আমাদের শরীর কেন, আকাশের গ্রহ তারকাগণও কেবল যোগেই কার্য্য করিতেছে। যোগই ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল। ব্রহ্মাণ্ডপতি সকলকে বলিতেছেন—"যোগ", ব্রাহ্মদিগকেও বলিতেছেন—"যোগ।" ব্রাহ্মেরা সেই কথা শুনিলেন না, এইজন্যই ব্রাহ্মসমাজ বিচ্ছেদ, শুষ্কতায় মৃতকল্প হইতেছে। যোগেই সুখ, যোগেই সরসতা, যোগেই আনন্দ। স্নেহ, এবং প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি কুসুম সকল লইয়া ভাই ভগিনীদিগকে বরণ কর, দেখিবে, এই জগতেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে অন্তরের ভক্তি, বন্ধুকে প্রগাঢ় প্রণয়, উপকারীকে কৃতজ্ঞতা এবং শত্রুকে ক্ষমা-পুষ্প উপহার দিবে।

যখন ঈশ্বর এবং তাঁহার পরিবারের সঙ্গে তোমাদের প্রত্যেকের যোগ হইবে, তখন দেখিবে, মরুভূমি উর্ব্বরা এবং শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হইয়াছে। জড়জগতে দেখ, পরস্পরের সঙ্গে যোগ আছে বলিয়া সূর্য্য, চন্দ্রকে আলোকিত করিতেছে, চন্দ্র পৃথিবীকে জ্যোৎস্না দিতেছে। ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ! তোমরাও সেইরূপ পরস্পরের সঙ্গে যোগে আবদ্ধ হইয়া একটী পবিত্র প্রেম পরিবার সংগঠন কর, এবং প্রত্যেকে স্বর্গের প্রেম পুষ্পে সুশোভিত হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন কর।